বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষাবর্ষ - ২০১০-২০১১
রেজিঃ নং - ১৬

ডিসেম্বর ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মহান আলিম, হাক্কানি পীর আমার শ্রদ্ধাভাজন আব্বা, আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ আব্দুল জাব্বার চিশতি শাজলি (র.) এর রুহের মাগফিরাত

এবং

আমার শ্রদ্ধাভাজন আম্মা আলহাজ্বাহ মরিয়ম আফিফার সুস্বাস্থ্য ও আমার বড় কন্যা উমামা কিবরিয়ার সুস্থতা কামনায় উৎসর্গ করা হল।

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোঃ গোলাম কিবরিয়া কর্তৃক দাখিলকৃত “ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাঁর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম।

আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করেছি।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতঃপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম,ফিল বা পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৩

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ ২০১০-২০১১
রেজিস্ট্রেশন নং ১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله وكفي وسلام علي عباده الذي نصطفي أما بعد !

ইসলাম মানবতার ধর্ম। তাই মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে “ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা” গবেষণাকর্মটি রচিত হয়েছে । উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষ সকলকে মৌলিক ও মানবাধিকার প্রদান করার মাধ্যমে সকলকেই সম্মানিত করা হয়েছে। দায়-দায়িত্ব ও অধিকারকে সামনে রেখে ইসলাম প্রত্যেককেই তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করেছে। তাই ইসলামি উত্তরাধিকারে নারী, পুরুষ, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতাসহ সকলকে যে তাদের ন্যার্য্য অধিকার প্রদান করেছেন তা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। তাই এই গবেষণায় চেষ্টা করা হয়েছে দুর্বল সবল নির্বিশেষে সকলেই যেন তাদের অধিকার টুকু পেতে পারে। আর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীগণই উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে বেশী। আর তা ঘটছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও সামাজিক কুসংস্কারের কারণে। তাছাড়া উত্তরাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশনাগুলোকে মুসলিম অদ্যুসিত বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে যথাযথ ভাবে অবহিত করার মানসে আমার এ গবেষণার প্রয়াস। যেহেতু ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্ম এ চারটি ধর্মের উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণা তাই তথ্য ও উপাত্য সংগ্রহ একটু কঠিন কাজ ছিল। আর এ বিষয় গুলো নিয়ে গবেষণা করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে যিনি আমার গবেষণাকর্মের সঠিক তত্ত্বাবধান, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতাদান, গবেষণার নিয়মনীতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান, অভিসন্দর্ভ রচনায় পরামর্শদানসহ আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরমশ্রদ্ধেয় আব্বা আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল জাব্বার চিশতী শাজলী (র.)কে যিনি আমার গবেষণার শিরোনামটি শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আজ তিনি দুনিয়াতে নেই আমি আব্বাজানের মাগফিরাত কামনা করছি। আমার আম্মা আলহাজ্বাহ মরিয়ম আফিফাকেও শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি, তিনি আমার এ গবেষণার ব্যাপারে অনেক অনেক উৎসাহিত করেছেন

যাদের অনুপ্রেরণায় আজ আমার এ পর্যন্ত আসা। গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমার বড় ভাই আলহাজ্ব মাওলানা এমদাদুলাহ, আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ কুতুবুদ্দীন ও ছোট ভাই আলহাজ্ব মাওলানা নুর মোহাম্মদ জুনায়েদ ও আলহাজ্ব মাওলানা আবু বকর সিদ্দিককে।

আমি আরো শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করি আমার শশুর আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে,এম আব্দুর রশীদ আল মাদানীকে যিনি আমাকে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতায় যাকে স্বরণ না করলেই নয় সে হচ্ছে আমার সহধর্মীনি তাহমিনা বিনতে রশীদকে তিনি আমার এ ব্যস্ততাকে নিজের ব্যস্ততা হিসেবে গ্রহণ করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। গবেষণার কাজে ব্যস্ততার কারণে গভীর রাত্রে বাসায় ফিরলেও তিনি বিরক্ত হননি।

আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার একমাত্র ভগ্নিপতি অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও বোন মাওলানা তৈয়্যবা খাতুনকে যারা বারবার আমার এ গবেষণার খোঁজখবর নিয়েছেন। রুহের মাগফিরাত কামনা করছি আমার মরহুম দাদা হোসাইন আলী মুন্সী, দাদীমনি হাজেরা ওরফে মধুবিবি যাদের স্নেহের পরশ হতে আমি চির বঞ্চিত হয়েছি। আত্মার প্রশান্তি কামনা করছি আমার চাচা মরহুম ওয়াজ উদ্দীন ও মরহুম মামাদের।

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্খি এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের যারা আমাকে এ গবেষণায় তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে আবারও মহান আলাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ বিশাল কাজটি করার তৌফিক দিয়েছেন, দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তির দুত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি যার নির্দেশনাই আমাদের মুক্তির একমাত্র পাথেয়। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমার এ শ্রমকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করেন আমিন! সুম্মা আমিন!!

মোঃ গোলাম কিবরিয়া

গবেষক

শব্দ সংক্ষেপ

আ.	:	আলাইহিস্সালাম। (নবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে)
আলকুরআন, ৪ঃ৪	:	প্রথম সংখ্যাটি সূরা নম্বর , দ্বিতীয় সংখ্যাটি আয়াত নম্বর
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
ডা.	:	ডাক্তার
তাং	:	তারিখ
তা,বি	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা নম্বর
বাং	:	বাংলা সন
মৃ.	:	মৃত্যু
র.	:	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
স.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম
সং	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরি

ভূমিকা

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালার মনোনিত একমাত্র ধর্ম। তাই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলাম ধর্মের কোন বিকল্প নেই। এজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) এর আদেশ-নিষেধ যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিটি আদেশ এক একটি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য পালনীয়, অলঙ্ঘনীয়। ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইকামাতে দ্বীন, দাওয়াতে দ্বীন, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, বিদ্যার্জন, পিতামাতার সেবা, হালাল জীবিকা উপার্জন যেমন ফরজ, আল্লাহর বিধানানুযায়ী উত্তরাধিকার বন্টন করাও তেমন ফরজ। আল্লাহর আদেশ দুই ভাগে বিভক্ত যথাঃ হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক ও হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর হক, আল্লাহ যে কোন সময় তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু উত্তরাধিকার বান্দার হক যা বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহও মাফ করবেন না।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো অবস্থা, অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রত্যেকটির নির্ভুল ও সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ এ পৃথিবী সৃষ্টিও করেছেন তাই কখন কোথায় কি হবে, না হবে পূর্বাপর সব কিছুই তিনি অবগত আছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে। সর্বক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনাই একমাত্র নিভুল ও সঠিক । আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স.) প্রদর্শিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীই সুসমবন্টন। কাকে কোন অবস্থায় কতটুকু অংশ প্রদান করলে বান্দার জন্য মঙ্গল হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশই বান্দার জন্য সঠিক প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন , পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা কম হউক বা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ। (আল-কুরআন, ৪ ঃ ৭) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। (আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৩)

ঋণ যেহেতু বান্দার হক যা বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন না এবং মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ করা আবশ্যক। সেহেতু মৃত ব্যক্তির সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করার পূর্বে ঋণ ও অছিয়ত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ ও ঋণ আদায় করার পর তোমরা মৃত্যের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিবে। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মাঝে কে তোমাদের উপকার সাধনে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা অবগত নও। (মনেরেখ !) এটি আল্লাহর বিধান । নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (আল-কুরআন, ৪ ঃ ১১)

পবিত্র কুরআন ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র বাণীর আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'য়ালা উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান তিনি নিজেই দিয়েছেন এবং এটাই চুড়ান্ত। যে ব্যক্তি এ বিধান মেনে চলবে সে জান্নাতে যাবে আর যে মেনে চলবে না সে জাহান্নামে যাবে। যারা আল্লাহর মিরাস আইন পরিবর্তন করে অথবা আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে তাঁদের জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে চিরন্তন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ মারাত্মক ভীতি প্রদর্শনের পরও কোন কোন মুসলমান ইয়াহুদিদের অনুকরণে আল্লাহর আইনের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এর সীমা রেখা ভেঙ্গে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। মিরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করা হচ্ছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। কোথাও মেয়েদেরকে মিরাস থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কোথাও কেবলমাত্র বড় ছেলেকে মিরাসের হকদার গণ্য করা হচ্ছে, কোথাও কুরআন নির্ধারিত মিরাস বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে পরিহার করে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের এমন লঙ্ঘন কখনো কাম্য নয়- একজন মুসলিম তা করতে পারে না।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সু নির্দিষ্ট নীতিমালা। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা। জীবনের যেখানে যে অবস্থার জন্য ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে সেখানে সে অবস্থায় সে নীতি বাস্তবায়নের নাম ইবাদত। তাই উত্তরাধিকারের বিধানানুযায়ী সম্পদ বন্টন করাও ইবাদত তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তরাধিকারে রয়েছে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ব্যক্তির মৃত্যুর দ্বারা উত্তরাধিকারের সূচনা হয়।

উত্তরাধিকার আইন শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেন, তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং উহা মানুষকে শিক্ষা দাও, কেননা এলমে ফারায়েজ হচ্ছে এলমে শরিয়তের অর্ধেক। (ইবনু মাজাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ আলকুযাইবীন, *সুনানে ইবনে মাজাহ,* মাকতাবায়ে আবুল মায়াতি, সৌদি আরব: তা,বি. খ. ৪, পৃ. ২৩)

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়ার জ্ঞানকে এলমে ফারায়েজ বলে। ফারায়েজ বা মিরাস বন্টন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই জ্ঞান লাভ করা উচিত। কারণ এতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। ফারায়েজের জ্ঞান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধায় এর সীমারেখাও সীমিত।

উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গটি আসে ব্যক্তির ইন্তিকালের পর। ইন্তিকালের সময় মৃত ব্যক্তির সকল ওয়ারিশ সমান জ্ঞান বা বুদ্ধিসম্পন্ন হবে তা কিন্তু নয়। কেউ একেবারে ছোট, আবার,কেউ মায়ের গর্ভেও থাকে। সর্বাবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞাত বিধায় উত্তরাধিকার বিধানটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ স্পষ্টভাবে এ বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

আইন বিজ্ঞানীদের মতে হিন্দু আইন হচ্ছে হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন। হিন্দু ধর্ম কখন কোথা হতে এসেছে, তার বয়স কত কেউ কোন তথ্য দিতে পারে না। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হল ঃ বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। সামগ্রীকভাবে হিন্দু আইন বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি নিয়ম চালু রয়েছে। (ক) দায়ভাগ পদ্ধতি: দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেনীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে যথা : ০১. সপিণ্ড, ০২. সাকুল্য ও ০৩. সমানোদক। (খ) মিতাক্ষরা পদ্ধতি : মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে তিন শ্রেনির লোক উত্তরাধিকার হয়ে থাকে যথা : ০১. গোত্রজ ০২.সমানোদক ও ০৩. বন্ধু ।

বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধদের জন্য পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে ১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন দ্বারা শাসিত। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত। মোদ্দাকথা হল ঃ ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মও ঐশ্বরিক কোন ধর্ম নয় বিধায় সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আইন পরিবর্তন করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকার কারণে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধগণ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করে থাকে।

অপরদিকে বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত খ্রিস্টান। খ্রিস্টানগণ দুই শ্রেনিতে বিভক্ত যথা ঃ ক. ক্যাথলিক ও খ. প্রটেস্ট্যান্ট।

বাংলাদেশে মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিস্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (ACT 39 TO 1925) এর ২৩–২৮ (অংশ–৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারা সমুহ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। উপরোক্ত ধারা গুলোর মাধ্যমে খ্রিস্টানদের যে উত্তরাধিকার আইন নির্ধারণ করা হয়েছে তা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ বিধায় তা সংশোধন করা যেতে পারে। কারণ খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন তাদের ধর্মের কোন অংশ না। অতএব পরিবর্তন যোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান আইনে উত্তরাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন মেনে চলার জন্য প্রত্যেক ধর্মেরই নির্দেশনা রয়েছে বিধায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানধর্ম এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারের যে গুরুত্ব রয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়। এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও অজ্ঞতা, অবহেলা, সামাজিক কুসংস্কার ও সবলদের বৈরী মনোভাবের কারণে সমাজের দুর্বল, অসায় ও নারী জাতি হচ্ছে অধিকার থেকে বঞ্চিত , হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন, কনেরা পাচ্ছেনা তাঁদের উত্তরাধিকার। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্ম ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কুরআন, হাদিস, ইসলামি চিন্তাবিদের গবেষণা, বাইবেল, ইঞ্জিল, বেদসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ ও সরকারী আইন ও বাস্তবতার আলোকে উত্তরাধিকার আইন যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পিতা, মাতা, স্ত্রী/স্বামীর নির্ধারিত অংশ প্রদান করার পর পুত্র এবং কন্যা ২ঃ১ হিসেবে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদের মালিক হবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিধান অনুযায়ী পুত্রের উপস্থিতিতে বাকী সকল আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত হবে। বিধবা কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাবেন। পুত্রের বিধবাগণ পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদ গ্রহণ করবে। খ্রিস্টান ধর্মের বিধান মতে পুত্র ও কন্যা থাকাবস্থায় তারা সকল সম্পদের মালিক হবেন। বিধবা থাকলে আনুপাতিক হারে সম্পদ পাবে। কন্যা না থাকলে পুত্রই সকল সম্পদের মালিক হবে। উপরোক্ত সার্বিক বিষয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম যে, নির্দেশনা প্রদান করেছে তাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভূল। উত্তরাধিকারের সার্বিক খুটি নাটি বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামই একমাত্র বিশ্লেষণ করেছে অন্য কোন ধর্মে তা করা হয়নি। গর্ভস্থিত সন্তানের নির্দেশনা, হিজরার উত্তরাধিকার, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির বিধান, অবৈধ সন্তানের অংশিদার হওয়ার পদ্ধতি, দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের পারস্পরিক অংশ প্রাপ্তি, কয়েদী ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয় ও বর্জনীয়, ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিধান, পুনর্বিবাহের কারণে উত্তরাধিকারের বিষয়, হত্যাকারী নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ সার্বিক বিষয় গুলো আলোচনা করা হয়েছে ইসলাম ধর্মের উত্তরাধিকার বিধানে। এতে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মই একমাত্র পরিপুর্ণ জীবন বিধান। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে নারীকে যে অবহেলা করা হয়েছে অপরদিকে ইসলাম ধর্মে নারীকে যথাযথ মূল্যায়ণ করেছে। অতএব- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের উত্তরাধিকার ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জেনে রাখা প্রয়োজন বিধায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়ের** শিরোনাম করা হয়েছে "ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি"। এ অধ্যায়ে আমাদের দেশে প্রচলিত চারটি প্রসিদ্ধ ধর্মের মৌলিক পরিচয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি উপস্থাপন করা হয়েছে "ইসলামি উত্তরাধিকার আইন" শিরোনামে। এতে স্থান পেয়েছে - যাবিল ফুরুজ, যাবিল ফুরুজের অংশ পরিচিতি, যাবিল আরহাম, আসাবা, ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম, আ'উল, রদ্দ, তাসহীহ নীতি। গর্ভস্থিত সন্তানের, নপুংসক ব্যক্তির, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির, জারজ সন্তানের, কয়েদীর, মুরতাদের অংশ নিয়েও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন"। আর এতে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু আইন পরিচিতি, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ নীতি, বিধবার উত্তরাধিকার, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের তালিকাসহ হিন্দু উত্তরাধিকারের সার্বিক বিধিবিধান।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে "বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন"। এতে আলোচনা করা হয়েছে সকুল্যের উত্তরাধিকার, সমানোদকের উত্তরাধিকার, গুরুদেব, শিষ্য, সতীর্থ, গ্রাম্য উত্তরাধিকার, ভিন্ন রকম উত্তরাধিকার, অবৈধপুত্র, দত্তক পুত্র, বিধবা স্ত্রী, পুনর্বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর উত্তরাধিকারে বিধবার অবস্থান, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার, বৈধ ও আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা বিধবা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর, বৈধ প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের দায়িত্বভারসহ বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায় " খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন" শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে – আত্মীয়তা বা সগোত্রতা (kindred Consanguinity), সমগোত্র সম্পর্ক (collateral relation), সগোত্রদের তালিকা, সগোত্রের ডিগ্রী গণনা প্রণালী, উইলপত্র ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রথা কর্তৃক আইনের বিধিসমূহ অগ্রাহ্য নহে, পার্সী ছাড়া উইলবিহীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিসমূহ, উইলবিহীন মৃতের বিধবার অবস্থান, এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তানগণ এবং এদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন পদ্ধতিসহ খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের সার্বিক বিধিবিধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে "ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উত্তরাধিকারের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"। এতে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের উত্তরাধিকার আইনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে এবং চারটি ধর্মের দৃষ্টিতে পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিস্কার করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে "উত্তরাধিকার আইন : সার্বিক পর্যালোচনা ও কতিপয় সুপারিশ" শিরোনামে। এ অধ্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও এর ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এরপর **উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি** উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামি নীতিমালাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভূল যা স্থান কাল পাত্র ভেদে সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণের যথাযথ গ্যারান্টি প্রদান করে।

অতএব আল্লাহর এ বিধান লঙ্ঘন করার কোন সুযোগ মুসলিম জীবনে নেই। অপরদিকে যদি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের দিকে তাকাই তবে দেখব তাদের উত্তরাধিকার আইন ধর্মের কোন অংশ নয়। তাই এ আইন মানা ও না মানার মধ্যে পাপ পূণ্যের কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে মা, মেয়ে, স্ত্রী যে অবস্থায়ই হোক না কেন তাদেরকে কোন সম্পদের অধিকারী করা হয়নি। জীবন স্বত্তে তাঁদেরকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে মাত্র। খ্রিস্টান ধর্মে ঢালাও ভাবে বলে দেয়া হয়েছে নারী ও পুরুষ সমান পাবে যা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়।সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে এ বিষয়টি পরিস্কার হল যে, ইসলামই একমাত্র মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। যা সমগ্র মানব জাতি মেনে নিয়ে নিজেদের জীবন করতে পারে কল্যান ও সুখ সমৃদ্ধ। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দুর হয়ে সৃষ্টি হবে এক অখন্ড মানবতাবোধ, আর বিশ্ব ব্যাপি প্রতিষ্ঠা পাবে মানবাধিকার।

আমি বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মের বিকল্প কোন পথ মানবজাতির জন্য খোলা নেই। তাই আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আমরা যেন আল্লাহ প্রদত্ত বান্দার হক-উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সৈথিল্যতা প্রদর্শন না করি । যথাযথভাবে যার যার অধিকার তাকে তা বুঝিয়ে দেই। তবেই আমার এ গবেষণাকর্ম স্বার্থক হবে, মুসলিম জাতি উত্তরাধিকারের বিধান লঙ্ঘন সংক্রান্ত অপরাধ হতে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবে।

মহান আল্লাহ যেন আমার এ পরিশ্রমকে স্বার্থক করেন, আমিন! সুম্মা আমিন!!

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين

সূচীপত্র

উৎসর্গ i

প্রত্যয়নপত্র ii

ঘোষণাপত্র iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

শব্দ সংক্ষেপ vi

ভূমিকা vii

সূচীপত্র xiii

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টানধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি উত্তরাধিকার আইন ৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ : যাবিল ফুরুজ ৯৬

পুত্র কেন কন্যার দ্বিগুন পায় : মূল্যায়ন ও জবাব ১০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আসাবা ও যাবিল আরহাম ১৪০

ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম ১৪৪

আ'উল নীতি ১৪৭

রদ্দ নীতি ১৫০

অংশ বন্টন শুদ্ধিকরণ নীতি বা তাসহিহ ১৫৪

গর্ভস্থিত সন্তানের অংশ ১৬১

নপুংসক ব্যক্তির অংশ ১৬২

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অংশ ১৬২

জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার ১৬৩

দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকার ১৬৪

কয়েদির উত্তরাধিকার ১৬৪

মুরতাদের উত্তরাধিকার ১৬৫

উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকতা ১৬৬

তৃতীয় অধ্যায় : হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দু উত্তরাধিকার ১৭১

প্রতিনিধিত্বের নীতি ১৮৬

পিণ্ডমতবাদ ১৮৮

উত্তরাধিকারে প্রাধান্য ১৮৯

উত্তরাধিকারীত্বে বাঁধাসমূহ ১৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিতাক্ষরা পদ্বতি ২০০

উত্তরাধিকারীদের ক্রম ২০৬

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ পদ্ধতির পার্থক্য ২০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দায়ভাগ পদ্ধতি **২১১**

অবৈধপুত্র **২৩২**

দত্তকপুত্র **২৩২**

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারিশ **২৩৮**

যৌতুক স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকার **২৪৮**

চতুর্থ অধ্যায় : বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন ২৫১

বৌদ্ধধর্মের সাথে সনাতনধর্মের মৌলনীতির পার্থক্য ২৫৩

পুরুষ ধনাধিকারীর তালিকা ২৫৮

সকুল্যের উত্তরাধিকার ২৬৮

সমানোদকের উত্তরাধিকার ২৬৯

স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার ২৭৫

পঞ্চম অধ্যায় : খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন ২৭৮

আত্মীয়তা বা সগোত্রতা ২৮০

সগোত্রদের তালিকা ২৮৩

সগোত্রের ডিগ্রী গণনার প্রণালী ২৮৪

উইলপত্র ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার ২৮৪

পার্সী ছাড়া উইলবিহীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিসমূহ ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা **৩০৬**

পিতার অবস্থা ৩০৭

দাদার অবস্থা ৩১০

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অবস্থা ৩১৩

স্বামীর অবস্থা ৩১৬

স্ত্রীর অবস্থা ৩১৭

কন্যার অবস্থা ৩২০

পৌত্রী কন্যা ৩২৩

সহোদরা বোন ৩২৭

বৈমাত্রেয়া বোনদের অবস্থা ৩২৯

বৈপিত্রেয়া বোনের অবস্থা ৩৩৩

মা এর অবস্থা ৩৩৫

দাদী (ঠাকুরমা) ও নানীর অবস্থা (দিদিমা) ৩৩৮

পুত্রের উত্তরাধিকার হওয়ার বিধান ৩৪০

গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৪২

নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৪৩

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৪৫

জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৪৬

দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকার ৩৪৭

কয়েদির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৪৮

ধর্মদ্রোহীদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৫০

দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার ৩৫১

পুনর্বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী স্বামীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ৩৫২

হত্যাকারীর উত্তরাধিকার ৩৫৩

সপ্তম অধ্যায় : উত্তরাধিকার আইন : সার্বিক পর্যালোচনা ও কতিপয় সুপারিশ ৩৫৭

উপসংহার ৩৭০

গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবস্ট্রাক্ট

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষাবর্ষ - ২০১০-২০১১
রেজিঃ নং - ১৬

ডিসেম্বর ২০১৩

এ্যাবস্ট্রাক্ট

ইসলাম আলাহ তা'য়ালার মনোনিত একমাত্র ধর্ম। তাই আলাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলাম ধর্মের কোন বিকল্প নেই। এজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) এর আদেশ-নিষেধ যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আলাহ তা'য়ালার প্রতিটি আদেশ এক একটি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য পালনীয়, অলঙ্ঘনীয়। ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইকামাতে দ্বীন, দাওয়াতে দ্বীন, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, বিদ্যার্জন, পিতামাতার সেবা, হালাল জীবিকা উপার্জন যেমন ফরজ, আলাহর বিধানানুযায়ী উত্তরাধিকার বন্টন করাও তেমন ফরজ। আলাহর আদেশ দুই ভাগে বিভক্ত যথা: হাক্কুলাহ বা আলাহর হক ও হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আলাহর হক, আলাহ যে কোন সময় তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু উত্তরাধিকার বান্দার হক যা বান্দা ক্ষমা না করলে আলাহও মাফ করবেন না।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো অবস্থা, অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রত্যেকটির নির্ভুল ও সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। যেহেতু আলাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী মহান আলাহ এ পৃথিবী সৃষ্টিও করেছেন তাই কখন কোথায় কি হবে, না হবে পূর্বাপর সব কিছুই তিনি অবগত আছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে। সর্বক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনাই একমাত্র নিভুল ও সঠিক । আলাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স.) প্রদর্শিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীই সুসমবন্টন। কাকে কোন অবস্থায় কতটুকু অংশ প্রদান করলে বান্দার জন্য মঙ্গল হবে তা আলাহই ভাল জানেন। আলাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশই বান্দার জন্য সঠিক প্রাপ্য অংশ। আলাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন , পিতামাতা ও আত্নীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্নীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা কম হউক বা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ। (আল-কুরআন, ৪ ঃ ৭) মহান আলাহ অন্যত্র বলেন, আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা পিতামাতা ও আত্নীয় স্বজন পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আলাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। (আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৩)

ঋণ যেহেতু বান্দার হক যা বান্দা ক্ষমা না করলে আলাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন না এবং মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ করা আবশ্যক। সেহেতু মৃত ব্যক্তির সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করার পূর্বে ঋণ ও অছিয়ত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে মহান আলাহ বলেন,

মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ ও ঋণ আদায় করার পর তোমরা মৃত্যের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিবে। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মাঝে কে তোমাদের উপকার সাধনে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা অবগত নও। (মনেরেখ !) এটি আলাহর বিধান । নিশ্চয়ই আলাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (আল-কুরআন, ৪ ঃ ১১)

পবিত্র কুরআন ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র বাণীর আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আলাহ তা'য়ালা উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান তিনি নিজেই দিয়েছেন এবং এটাই চুড়ান্ত। যে ব্যক্তি এ বিধান মেনে চলবে সে জান্নাতে যাবে আর যে মেনে চলবে না সে জাহান্নামে যাবে। যারা আলাহর মিরাস আইন পরিবর্তন করে অথবা আলাহ তাঁর কিতাবে যেসমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে তাঁদের জন্য মহান আলাহ পবিত্র কুরআনে চিরন্তন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ মারাত্মক ভীতি প্রদর্শনের পরও কোন কোন মুসলমান ইয়াহুদিদের অনুকরণে আলাহর আইনের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এর সীমা রেখা ভেঙ্গে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। মিরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করা হচ্ছে তা আলাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। কোথাও মেয়েদেরকে মিরাস থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কোথাও কেবলমাত্র বড় ছেলেকে মিরাসের হকদার গণ্য করা হচ্ছে, কোথাও কুরআন নির্ধারিত মিরাস বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে পরিহার করে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের এমন লজ্মন কখনো কাম্য নয়- একজন মুসলিম তা করতে পারে না।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সু নির্দিষ্ট নীতিমালা। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে আলাহ প্রদত্ত নীতিমালা। জীবনের যেখানে যে অবস্থার জন্য ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে সেখানে সে অবস্থায় সে নীতি বাস্তবায়নের নাম ইবাদত। তাই উত্তরাধিকারের বিধানানুযায়ী সম্পদ বন্টন করাও ইবাদত তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তরাধিকারে রয়েছে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ব্যক্তির মৃত্যুর দ্বারা উত্তরাধিকারের সূচনা হয়।

উত্তরাধিকার আইন শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেন, তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং উহা মানুষকে শিক্ষা দাও, কেননা এলমে ফারায়েজ হচ্ছে এলমে শরিয়তের অর্ধেক। (ইবনু মাজাহ আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ আলকুযাইবীন, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাকতাবায়ে আবুল মায়াতি, সৌদি আরব: তা,বি. খ. ৪, পৃ. ২৩)

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়ার জ্ঞানকে এলমে ফারায়েজ বলে। ফারায়েজ বা মিরাস বন্টন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই জ্ঞান লাভ করা উচিত। কারণ এতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। ফারায়েজের জ্ঞান আলাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধায় এর সীমারেখাও সীমিত।

উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গটি আসে ব্যক্তির ইন্তিকালের পর। ইন্তিকালের সময় মৃত ব্যক্তির সকল ওয়ারিশ সমান জ্ঞান বা বুদ্ধিসম্পন্ন হবে তা কিন্তু নয়। কেউ একেবারে ছোট, আবার,কেউ মায়ের গর্ভেও থাকে। সর্বাবস্থা সম্পর্কে আলাহ তা'য়ালা জ্ঞাত বিধায় উত্তরাধিকার বিধানটি আলাহ রাব্বুল আলামিন নিজে করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ স্পষ্টভাবে এ বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

আইন বিজ্ঞানীদের মতে হিন্দু আইন হচ্ছে হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন। হিন্দু ধর্ম কখন কোথা হতে এসেছে, তার বয়স কত কেউ কোন তথ্য দিতে পারে না। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হল ঃ বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। সামগ্রীকভাবে হিন্দু আইন বিশেষণ করলে বুঝা যায় যে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি নিয়ম চালু রয়েছে। (ক) দায়ভাগ পদ্ধতি: দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেনীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে যথা : ০১. সপিণ্ড, ০২. সাকুল্য ও ০৩. সমানোদক। (খ) মিতাক্ষরা পদ্ধতি : মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে তিন শ্রেনির লোক উত্তরাধিকার হয়ে থাকে যথা : ০১. গোত্রজ ০২.সমানোদক ও ০৩. বন্ধু ।

বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধদের জন্য পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে ১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন দ্বারা শাসিত। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত। মোদ্দাকথা হল ঃ ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মও ঐশ্বরিক কোন ধর্ম নয় বিধায় সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আইন পরিবর্তন করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকার কারণে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধগণ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করে থাকে।

অপরদিকে বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত খ্রিস্টান। খ্রিস্টানগণ দুই শ্রেনিতে বিভক্ত যথা ঃ ক. ক্যাথলিক ও খ. প্রটেস্ট্যান্ট।

বাংলাদেশে মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিস্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (ACT 39 TO 1925) এর ২৩–২৮ (অংশ–৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারা সমুহ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। উপরোক্ত ধারা গুলোর মাধ্যমে খ্রিস্টানদের যে উত্তরাধিকার আইন নির্ধারণ করা হয়েছে তা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ বিধায় তা সংশোধন করা যেতে পারে। কারণ খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন তাদের ধর্মের কোন অংশ না। অতএব পরিবর্তন যোগ্য।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান আইনে উত্তরাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন মেনে চলার জন্য প্রত্যেক ধর্মেরই নির্দেশনা রয়েছে বিধায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানধর্ম এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারের যে গুরুত্ব রয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়। এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও অজ্ঞতা, অবহেলা, সামাজিক কুসংস্কার ও সবলদের বৈরী মনোভাবের কারণে সমাজের দুর্বল, অসায় ও নারী জাতি হচ্ছে অধিকার থেকে বঞ্চিত , হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন, কনেরা পাচ্ছেনা তাঁদের উত্তরাধিকার। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্ম ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কুরআন, হাদিস, ইসলামি চিন্তাবিদের গবেষণা, বাইবেল, ইঞ্জিল, বেদসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ ও সরকারী আইন ও বাস্তবতার আলোকে উত্তরাধিকার আইন যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পিতা, মাতা, স্ত্রী/স্বামীর নির্ধারিত অংশ প্রদান করার পর পুত্র এবং কন্যা ২ঃ১ হিসেবে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদের মালিক হবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিধান অনুযায়ী পুত্রের উপস্থিতিতে বাকী সকল আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত হবে। বিধবা কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাবেন। পুত্রের বিধবাগণ পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদ গ্রহণ করবে। খ্রিস্টান ধর্মের বিধান মতে পুত্র ও কন্যা থাকাবস্থায় তারা সকল সম্পদের মালিক হবেন। বিধবা থাকলে আনুপাতিক হারে সম্পদ পাবে। কন্যা না থাকলে পুত্রই সকল সম্পদের মালিক হবে। উপরোক্ত সার্বিক বিষয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম যে, নির্দেশনা প্রদান করেছে তাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল। উত্তরাধিকারের সার্বিক খুটি নাটি বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামই একমাত্র বিশেষণ করেছে অন্য কোন ধর্মে তা করা হয়নি। গর্ভস্থিত সন্তানের নির্দেশনা, হিজরার উত্তরাধিকার, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির বিধান, অবৈধ সন্তানের অংশিদার হওয়ার পদ্ধতি, দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের পারস্পরিক অংশ প্রাপ্তি, কয়েদী ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয় ও বর্জনীয়, ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিধান, পুনর্বিবাহের কারণে উত্তরাধিকারের বিষয়, হত্যাকারী নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ সার্বিক বিষয় গুলো আলোচনা করা হয়েছে ইসলাম ধর্মের উত্তরাধিকার বিধানে। এতে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মই একমাত্র পরিপুর্ণ জীবন বিধান। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে নারীকে যে অবহেলা করা হয়েছে অপরদিকে ইসলাম ধর্মে নারীকে যথাযথ মূল্যায়ণ করেছে। অতএব- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের উত্তরাধিকার ও তৎসংশিষ্ট বিষয়গুলো জেনে রাখা প্রয়োজন বিধায় সংশিষ্ট বিষয়গুলোকে এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়ের শি**রোনাম করা হয়েছে "ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি"। এ অধ্যায়ে আমাদের দেশে প্রচলিত চারটি প্রসিদ্ধ ধর্মের মৌলিক পরিচয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি উপস্থাপন করা হয়েছে "ইসলামি উত্তরাধিকার আইন" শিরোনামে। এতে স্থান পেয়েছে - যাবিল ফুরুজ, যাবিল ফুরুজের অংশ পরিচিতি, যাবিল আরহাম, আসাবা, ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম, আ'উল, রদ্দ, তাসহীহ নীতি। গর্ভস্থিত সন্তানের, নপুংসক ব্যক্তির, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির, জারজ সন্তানের, কয়েদীর, মুরতাদের অংশ নিয়েও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন"। আর এতে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু আইন পরিচিতি, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ নীতি, বিধবার উত্তরাধিকার, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের তালিকাসহ হিন্দু উত্তরাধিকারের সার্বিক বিধিবিধান।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে "বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন"। এতে আলোচনা করা হয়েছে সকুল্যের উত্তরাধিকার, সমানোদকের উত্তরাধিকার, গুরুদেব, শিষ্য, সতীর্থ, গ্রাম্য উত্তরাধিকার, ভিন্ন রকম উত্তরাধিকার, অবৈধপুত্র, দত্তক পুত্র, বিধবা স্ত্রী, পুনর্বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর উত্তরাধিকারে বিধবার অবস্থান, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার, বৈধ ও আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা বিধবা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর, বৈধ প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের দায়িত্বভারসহ বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায় " খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন" শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে – আত্মীয়তা বা সগোত্রতা (kindred Consanguinity), সমগোত্র সম্পর্ক (collateral relation), সগোত্রদের তালিকা, সগোত্রের ডিগ্রী গণনা প্রণালী, উইলপত্র ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রথা কর্তৃক আইনের বিধিসমূহ অগ্রাহ্য নহে, পার্সী ছাড়া উইলবিহীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিসমূহ, উইলবিহীন মৃতের বিধবার অবস্থান, এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তানগণ এবং এদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন পদ্ধতিসহ খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের সার্বিক বিধিবিধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে "ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উত্তরাধিকারের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"। এতে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের উত্তরাধিকার আইনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে এবং চারটি ধর্মের দৃষ্টিতে পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিস্কার করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে "উত্তরাধিকার আইন : সার্বিক পর্যালোচনা ও কতিপয় সুপারিশ" শিরোনামে। এ অধ্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও এর ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এরপর **উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি** উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামি নীতিমালাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভূল যা স্থান কাল পাত্র ভেদে সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণের যথাযথ গ্যারান্টি প্রদান করে।

অতএব আলাহর এ বিধান লঙ্ঘন করার কোন সুযোগ মুসলিম জীবনে নেই। অপরদিকে যদি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের দিকে তাকাই তবে দেখব তাদের উত্তরাধিকার আইন ধর্মের কোন অংশ নয়। তাই এ আইন মানা ও না মানার মধ্যে পাপ পূণ্যের কোন বিষয় সংশিষ্ট নয়। তাছাড়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে মা, মেয়ে, স্ত্রী যে অবস্থায়ই হোক না কেন তাদেরকে কোন সম্পদের অধিকারী করা হয়নি। জীবন স্বত্ত্বে তাঁদেরকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে মাত্র। খ্রিস্টান ধর্মে ঢালাও ভাবে বলে দেয়া হয়েছে নারী ও পুরুষ সমান পাবে যা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়।সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে এ বিষয়টি পরিস্কার হল যে, ইসলামই একমাত্র মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। যা সমগ্র মানব জাতি মেনে নিয়ে নিজেদের জীবন করতে পারে কল্যান ও সুখ সমৃদ্ধ। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দুর হয়ে সৃষ্টি হবে এক অখন্ড মানবতাবোধ, আর বিশ্ব ব্যাপি প্রতিষ্ঠা পাবে মানবাধিকার।

আমি বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মের বিকল্প কোন পথ মানবজাতির জন্য খোলা নেই। তাই আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আমরা যেন আলাহ প্রদত্ত বান্দার হক-উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সৈথিল্যতা প্রদর্শন না করি । যথাযথভাবে যার যার অধিকার তাকে তা বুঝিয়ে দেই। তবেই আমার এ গবেষণাকর্ম স্বার্থক হবে, মুসলিম জাতি উত্তরাধিকারের বিধান লঙ্ঘন সংক্রান্ত অপরাধ হতে আলাহর কাছে মুক্তি পাবে।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষাবর্ষ ২০১০-২০১১
রেজিঃ নং- ১৬

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম[১]। কেউ ধারণ করেছে আল্লাহ প্রদত্ত ও মুহাম্মদ (স.) প্রদর্শিত ইসলাম ধর্ম, কেউবা বেদাশ্রিত হিন্দুধর্ম, কেউ বরণ করে নিয়েছে গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম কেউ বা প্রভূ যীশুখ্রিস্টের খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করেছে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের চিন্তা, ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাসে প্রত্যেকের ধর্মই সঠিক ও নির্ভূল। তাই কেউ তাঁর ধর্মের ব্যাপারে সামন্য ছাড় দিতে নারাজ। অবশ্য এটাই ধর্মের চাহিদা। আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইসলামই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র মনোনিত ধর্ম।[২] যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন ধর্ম গ্রহণ করে তা আল্লাহর নিকট গৃহিত হবে না।[৩] ইসলাম ধর্মই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান, মানবতার ধর্ম। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা । ইহজগতে মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত রয়েছে ইসলামের সু-মহান নির্দেশনা পরজগতের সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশের বর্ণনা। এ নির্দেশনা অমান্য করার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির বিশদবিবরণ। তাই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের সু-মহান আদর্শ গ্রহণ করাই হচ্ছে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়। কারণ আল্লাহ পাক বলেন " আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বিন হিসেবে পছন্দ করলাম।[৪] তাই অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন মতাদর্শ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। নিম্নে ইসলামধর্মের পরিচিতি উপস্থাপন করা হলঃ

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম শব্দটি سلم মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া।[৫] আনুগত্য করা, নির্দ্বিধায় আদেশ নিষেধ মান্য করা।[৬] ইসলামের পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে আলকামুসুল ফিকহি গ্রন্থকার বলেন,

[১] ধর্ম-বি. ০১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি-বিধান; (ইসলাম ধর্ম)। ০২. সৎকর্ম; পূণ্যকর্ম; সদাচার; কর্তব্যকর্ম; (ক্ষমা শ্রেষ্ঠধর্ম)। ০৩. স্বভাব; প্রকৃতি প্রত্যেক জীব বা বস্তুর নিজস্ব গুণ[মানবধর্ম, মনেরধর্ম, আগুনেরধর্ম] ০৪. পূণ্য (ধর্মের সংসারে পাপ) ০৫. ন্যায়-অন্যায় পাপ-পূণ্যের বিচারকর্তা; বিশ্ববিধাতা (দোহাই ধর্মের) ০৬. মনুষ্যত্ব ; মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান (তাঁর ধর্মজ্ঞান নেই)। ০৭. আইনঃ রীতি। ০৮. সাধনার পথ (সুফি ধর্ম)। ০৯. সতীত্ব (সতী নারীর ধর্মনাশ)। ১০.জ্যোশা– রাশি চক্রের লগ্ন থেকে নবম স্থান। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা:২০০৯, পৃ. ৬৩৯

[২] আল কুরআন ৩ ঃ ১৯

[৩] আল কুরআন ৩ ঃ ৮৫

[৪] আল-কুরআন ৫ ঃ ৩

[৫] সা'দি আবু জায়েব, *আলকামুসুল ফিকহি*, ইদারাতুল কুরআন অলউলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তানঃ তা.বি. পৃ১৮১

[৬] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি, *মিসবাহুল লুগাত*,থানভি লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ২০০৩, পৃ ৩৯০

الخضوع، والانقياد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থ: রাসুল (স.) এর আনিত বিধানকে নিদ্বির্ধা ও নিঃসংকোচে মেনে নেয়ার নাম ইসলাম।[৭] হাদিস শরিফের বরাত দিয়ে কামুসুল ফিকহি গ্রন্থকার ইসলামের পরিচয় দেন নিম্নভাবে :

في الحديث الشريف: " أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ".

অর্থ: হাদিস শরিফের বর্ণনানুযায়ী 'ইসলাম হচ্ছে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা, সক্ষমতা থাকলে হজ্ব পালন করা।[৮] মোটকথা স্বেচ্ছায় আল্লাহকে তাঁর নাম ও গুনাবলী অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া, অন্তরে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাঁর আদেশ নিষেধ গুলো মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ আনুগত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করাকে ইসলাম বলে। আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসুল (স.) এর প্রদর্শিত পথই হচ্ছে ইসলাম। মোদ্দাকথা, আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই হচ্ছে ইসলাম। অপরদিকে আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই হল আইন। এককথায় আল্লাহর হুকুমই হচ্ছে ইসলামি আইন বা ইসলামি শরিয়ত। আর ইসলামি শরিয়ত কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলামি শরিয়তের নীতিমালাকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা: ০১.ইবাদাত ০২. মুয়ামালাত। প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে ইবাদাত নিয়ে।

ইবাদাত

عبادة শব্দটি আরবি এর অর্থ হচ্ছে দিনহীন ও নত হয়ে আল্লাহর একাকীত্বে বিশ্বাস করে তাঁর উপসনা ও অর্চনা করা।[৯] ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ইবাদাতের অর্থ করা হয়েছে বন্দেগি বা দাসত্ব, উপাসনা, প্রার্থনা[১০]। মানুষ হচ্ছে বান্দা বা দাস আর আল্লাহ হচ্ছেন মা'বুদ বা উপাস্য। আবদ বা বান্দা তাঁর মা'বুদের আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তা ই ইবাদাত। ইবাদাতের পরিচয় দিতে গিতে উলামায়ে কেরাম বলেছেন :-

العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة

অর্থ : প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যের প্রত্যেক ঐ কথা এবং কাজকে ইবাদাত বলে যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন।[১১] আলোচ্য সংজ্ঞার দিকে তাকালে দেখতে পাই যে কথা ও কাজ সব কিছুকেই ইবাদাতের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আমরা মানুষের সাথে কথা বার্তা বলছি, লেনদেন করছি, ব্যবসা বানিজ্য করছি সব কিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত। এরপরও ইবাদাত ও মুয়ামালাত বলে ইবাদাতকে ভাগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আখিরাত মুখী কাজ গুলোকে ইবাদাত এবং দুনিয়া ও আখিরাত মুখী কাজগুলোকে মুয়ামালাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষকে আখেরাত মুখী করার জন্য সর্বদা তাঁর মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। আর এ ভয় সৃষ্টি করার জন্য মানুষকে একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আর এ প্রশিক্ষণ যে

---

[৭] সা'দি আবু জায়েব, *আলকামুসুল ফিকহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

[৮] প্রাগুক্ত

[৯] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত,প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৩৮

[১০] ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা:২০০৯, পৃ. ১৯০

[১১] ইবনে কাইয়িম জুযি, *ইদ্দাতুস সাবিরিন*, দারু ইবনে রাজাব, সৌদিআরব:২০০৫, পৃ. ১৫৫

যত ভালভাবে গ্রহণ করবে সে তত ভালভাবে সার্বিক ইবাদাত বন্দেগি আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। এ কারণেই এ প্রশিক্ষণকে ফরজে আইন বা আরকানে দ্বিন বা দ্বিনের স্তম্ব বলা হয়েছে। একটি ইমারাত যেমন কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ইসলামি জীবনের ইমারতও এসব স্বম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব স্তম্ভ ভেঙ্গে দিলে ইসলামের ইমারতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমান

প্রথম ফরজ হচ্ছে ইমান। ইমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা।[১২] দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে আরবিতে 'তাছদিক' (সত্যায়ন করা) বলা হয়। এর বিপরীত শব্দ হলো- 'তাকযিব' বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়ার অর্থে ইমান শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৩] ইমানের বিপরীত শব্দ হলো- কুফর। কুফর অর্থ ঢেকে রাখা, অস্বীকার করা। কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামই কেবল কুফরি নয় বরং মেনে নিতে অস্বিকার করা, বিরোধীতা করা, শত্রুতা করাই হলো বড় কুফরি। এ প্রসঙ্গে আধুনিক কালের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আহমাদ শাকির বলেন

وَالْكُفْرُ لَا يَخْتَصُّ بِالتَّكْذِيبِ، بَلْ لَوْ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَكِنْ لَا أَتَّبِعُكَ، بَلْ أُعَادِيكَ وَأُبْغِضُكَ وَأُخَالِفُكَ - لَكَانَ كُفْرًا أَعْظَمَ،

অর্থ: কুফর শব্দটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথেই শুধু নিদ্দিষ্ট নয়। বরং কেউ যদি বলে- আমি জানি তুমি সত্যবাদী। কিন্তু আমি তোমার অনুসরণ করব না বরং তোমার সাথে শত্রুতা করব, তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকব এবং তোমার বিরোধীতা করব। তবে অবশ্যই ইহা বড় ধরণের কুফরির অর্ন্তভূক্ত।[১৪]
সুতরাং বুঝা গেল 'ইমান' অর্থ কেবলমাত্র বিশ্বাস করাই নয় বরং বিশ্বাসীয় বিষয়সমূহ মেনে নেয়া এবং সে মোতাবেক কর্মসম্পাদন করা বা বিশ্বাসীয় বিষয়ের দাবী পুরণ করার নামই ইমান।[১৫] অতএব কেউ যদি বলে- আমি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর আদেশের অনুসরণ করব না, কুরআন আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করি তবে তা মেনে চলব না, রাসূলের উপর বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর অনুসরণ করব না, পরকালের উপর বিশ্বাস করি, তবে পুনরুত্থান, হাশর, মিযান, সেকালের জবাবদিহীতার পরোয়া করব না- তবে এ ধরণের বিশ্বাসকে আভিধানিক অর্থেও ইমান বলা যায় না।

ইসলামের মূল ভিত্তির নাম ইমান। ইমানের অনুপস্থিতিতে ইসলামের কল্পনা করা যায় না। যার মধ্যে ইমান নেই তাঁকে মুসলমান বলা যায় না। জন্মগত ভাবে কেউ ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু বা মুসলিম নয়। মুসলিম-অমুসলিম হওয়ার বিষয়টি ইমানের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যার ইমান আছে তিনি মুসলিম আর যার মধ্যে ইমান নেই তিনি অমুসলিম।

ইমান তিন কাজের সমষ্টির নাম যথা :

ক. বিশ্বাসীয় বিষয় সমূহের উপর অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস (তাসদিক বিল জিনান)। ইহাই ঈমানের মূল ভিত্তি।

খ. মৌখিক স্বীকৃতি (ইক্বরার বিল লিসান)। মুসলিম সোসাইটিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য ইহা অত্যাবশ্যক।

---

[১২] সা'দি আবু জায়েব,*আল কামুসুল ফিকহি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৫

[১৩] আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *শারহুল আক্বিদাহ আত তাহাবিয়্যা লি আহমাদ শাকির*, অকালাতুত ত্বাবায়াহ অততারজুমা ফি র‍্যিয়াসা আল আম্মাহ লি ইদারাতুল বুহুস আলইলমিয়্যা, অল ইরশাদ, ওয়াদ দাওয়াহ, অল ইফতাহ, মদিনা সৌদি আরব: তা. বি, খ.২, পৃ. ২৯২

[১৪] আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *শারহুল আক্বিদাহ আত তাহাবিয়্যা লি আহমাদ শাকির*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯২

[১৫] প্রাগুক্ত

গ. বিশ্বাস ও স্বীকৃতি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ বা আমল করা (আমল বিল আরকান)। ইহা ইমানের দাবী।

আল্লামা আইনি (র.) ইমানের ব্যাখ্যায় ইমামগণের অভিমত বর্ণনা করেন এভাবে

الايمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان.

অর্থ: ইমান তিনটি কাজের সমষ্টির নাম।

(১) তাসদিক বিল জিনান বা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস করা

(২) ইক্বরার বিল লিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা

(৩) আমল বিল আরকান বা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[১৬]

ইহাই ইমাম আবু হানিফা (র.) এর অভিমত এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের[১৭] অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্যের সারকথা।[১৮]

সারকথা

সুতরাং বুঝা গেল যে, বিশ্বাসীয় বিষয় সমূহের উপর যথাযথ জ্ঞান লাভ করে যারা এগুলোর প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে, অকপটে মৌখিক স্বীকৃতি দান করবে এবং সে মোতাবিক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাঁরাই সফলকাম হবে। আর এজন্য প্রত্যেকটি মানুষকে বিশেষ করে ইমানের দাবীদার প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে বিশ্বাসীয় বিষয়সমূহ কি এবং এগুলোর দাবী কি?

---

[১৬] বদরুদ্দিন আলআইনি আল হানাফি, *উমদাতুল ক্বারি ফি শারহলি বুখারি*, মুলিফফাতে উরুদে মিন মুতালাক্বাহ আহলুল হাদিস, সৌদিআরব: ২০০৬, খ. ১, পৃ. ২৭৫

[১৭] 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত' অর্থ সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণে একমত পোষণকারী জনগোষ্ঠি। বিভ্রান্ড় ফেরকাসমূহ (যেমন শিয়া, খারেজি, মুতাযিলা ইত্যাদি) থেকে আলাদা করে রাসূলে কারিম (স.) এর সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী জনগোষ্ঠিকে বুঝানোর জন্য উলামায়ে কেরাম 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত' নামের প্রচলন করেন। 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত' বলতে সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী মূলধারার মুসলমানদের বুঝানো হয়। অসংখ্য সহিহ হাদিসে উলেণ্ডখিত নাজাতপ্রাপ্ত 'আল জামাআত' বলতে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত'কে বুঝানো হয়েছে। দ্বীনি কিতাবের কোথাও যদি 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ' বলা হয় তবে বুঝতে হবে সকল মাযহাবের ইমামগণ। আমরা আক্বিদা-বিশ্বাস ও মৌলিক আমলের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। ফিকহি ইজতিহাদি মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের অনুসারী। ইজতিহাদি মাসআলায় ইমামগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও আক্বিদাগত বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের পরস্পরের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই। বিস্ড়রিত দেখুন- সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত, পৃ. ১০০, আরো বিস্ড়রিত দেখুন- আব্দুল কাহির খতিব বাগদাদি (৪২৯হি.) রচিত 'আল ফারকু বাইনাল ফিরাক'। গবেষক

[১৮] বদরুদ্দিন আলআইনি আল হানাফি, *উমদাতুল ক্বারি ফি শারহলি বুখারি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬; আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *শারহুল আক্বিদাহ আত তাহাবীয়্যাহ লি আহমাদ শাকির*, প্রাগুক্ত খ.২, পৃ.২৭৫,

Dhaka University Institutional Repository

ইমানের রুকন ছয়টি

পবিত্র কুরআনের আয়াত, সহিহ হাদিসের আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণের সর্বসম্মত মতে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ মোট ছয়টি।[১৯] যথা :-

০১. আল্লাহর প্রতি ইমান।

০২. ফিরিশতাগণের প্রতি ইমান।

০৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান।

০৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি ইমান।

০৫. পরকালের প্রতি ইমান।

০৬. তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি ইমান।

উপরোক্ত ছয়টি রুকরেন প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

ইমানের প্রথম রুকন : আল্লাহর প্রতি ইমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো - **الايمان بتوحيد الله** অর্থ্যাৎ আল্লাহর তাওহিদে (একত্ববাদে) বিশ্বাস করা।

তাওহিদের পরিচয়

'তাওহিদ' শব্দটি হাদিস শরিফে ব্যবহৃত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি পরিভাষা।[২০] এর আভিধানিক অর্থ- একত্ববাদ বা কাউকে একক নির্ধারণ করা।[২১]

পরিভাষায় তাওহিদ

إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وترك عبادة ما سواه.

---

[১৯] মোলণ্ডা আলি ক্বারি, *শারহুল ফিকহিল আকবার*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, পৃ. ২৬; ইবনি আবিল ইযয আল হানাফি, *শারহুল আকিদাহ আত তাহাবিয়্যাহ*, দারুল গাদ আল জাদিদ, মিসর:২০০৬, পৃ. ২৮৬; সুলাইমান গাজি আল আলবানি, *আরকানুল ঈমান*, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত প্রকাশিত, ১৯৭৯, পৃ. ২২; হাফিজ ইবনে আহমাদ আল হাকামি, *মাআ'রিজুল কুবুল বি শারহি সুলণ্ডামিল উসূল*, মাকতাবায়ে উলুম আল হিকাম, সৌদিআরব:১৩৭৭, খ-২, পৃ. ৬৫৫; শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, *আরকানুল ইসলাম*, দারুদ দায়ি, রিয়াদ প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৪২০ হি. পৃ.২১; সালিহ ইবনে ফাউযান, *আল ইরশাদ ইলা সহিহিল ই'তিকাদ*, দারুয যাখাইর, দাম্মাম, সৌদিআরব: ২০০2 ইং পৃ. ১৬

[২০] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আল বুখারী, *আসসহিহ লিল বুখারি*, দারুশ শিহাব আল ক্বাহেরাহ, সৌদিআরব: ১৯৮৭, খ.২২, পৃ. ৩৬৩; আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন কুসাজ আল কুসাইরি আননিসাবুরি. *সুনানু মুসলিম*, দারুল জায়েল, বইরুত: তা.বি, খ.৬, পৃ. ২৪৫; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস আসসিজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*: দারুল কিতাব আল আরাবি, বইরুত: তা.বি, খ.৫, পৃ.২৫৮ ও ২৬০

[২১] শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুলণ্ডাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (১২৩৩হি.), *তাইসিরিল আযিযিল হামিদ*, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত: ২০০৪,পৃ.১৮; শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আল আশ শাইখ, *ফাতহুল মাজিদ শারহু কিতাবুত তাওহিদ*, মাকতাবাতুনাযযার মুস্ড়ফা আল বায, মক্কা মোকাররামা সৌদিআরব: ২০০৪, পৃ. ১৩

অর্থ : ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, গাইরুল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ মা'বুদ হিসেবে একমাত্র, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র আল্লাহকেই নির্ধারণ করাকে তাওহিদ বলে।[২২]

তাওহিদের পরিচয় নিম্নরুপ ভাবে পাওয়া যায়:

التوحيد هو أن يؤحد الله تعالى ويفرده بأفعاله ويوحده في عبادته وأسمائه وصفاته والتنزه عما نزهه عنه نفسه وعما نزهه عنه رسوله صلي الله عليه وسلم من العيوب والنقائص.

অর্থ: এ ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি দেয়া যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক। তাঁর কাজে তিনি এক ও একক, ইবাদতের সার্বভৌম অধিকারেও তিনি এক ও একক, নামসমূহ ও গুণাবলীতেও তিনি এক ও একক। কলুষ, কালিমা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার যা কিছু থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন তাঁর সবকিছু থেকেই তিনি পূতপবিত্র। অনুরূপভাবে তাঁর রাসূলও তাঁকে যেসব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করেছেন তা থেকেও তিনি মুক্ত।[২৩]

তাওহিদের প্রকারভেদ

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের আলোকে আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ তাওহিদকে তিনভাগে বিভক্ত করে থাকেন।[২৪]

০১. তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ (সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের একত্ববাদ)

আল্লাহর কর্মে আল্লাহকে এক ও একক সাব্যস্ত করাকে তাওহিদুর রুববিয়্যাহ বলে। আল্লাহর কর্মসমূহ যেমন-সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু দান করা, সৃষ্টি জগত পরিচালনা করা ইত্যাদি। স্রষ্টা- জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের প্রকৃত মালিক, সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ- একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিশ্বাস করার অর্থই হলো স্বীয় কর্মে আল্লাহকে এক ও একক সাব্যস্ত করা।

০২. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ :

বিশ্বাস ও স্বীকৃতিতে এ ঘোষণা দেয়া যে, মহান আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যেসব নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন- এসবগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অনুরূপভাবে কলুষ, কালিমা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার যা কিছু থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন তাঁর সবকিছু থেকেই তিনি পূতপবিত্র এবং তাঁর রাসূলও তাঁকে যেসব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করেছেন তা থেকেও তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

০৩. তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ বা দাসত্বের একত্ববাদ :

---

[২২] সালেহ ইবনে ফাউজান, *আত তা'লিকাতুল মুখতাসার*, মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, সৌদিআরব:তা.বি, খ.১, পৃ.১৩

[২৩] প্রাগুক্ত

[২৪] প্রাগুক্ত

উলুহিয়্যাহ অর্থ ইবাদত করা। ইলাহ অর্থ মা'বুদ বা উপাস্য। আল্লাহর ভালবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা নিয়ে একমাত্র তাঁরই হুকুমের তাবেদারি করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করাকে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ বলে।[২৫] এ প্রকার তাওহিদের মূল কথা হলো- ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা।

এ প্রকারের তাওহিদই ইসলামের মূল তাওহিদ। এ তাওহিদ সঠিক ভাবে বুঝার জন্য ইলাহ ও ইবাদত দুটি পরিভাষার সাথে পরিচিত হতে হবে। 'ইলাহ' ও 'ইবাদত' এ দুটিকে যথাযথভাবে বুঝতে পারলে এ তাওহিদও বুঝা যাবে। এ গুলো ইসলামের মৌলিক দুটি পরিভাষা।

ইমানের দ্বিতীয় রুকন : ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান

আরবি 'মালাক' (ملك) শব্দের বহুবচন 'মালাইকা' (ملائكة)। 'মালাক' কে ফারসিতে বলা হয় ফেরেশতা। 'মালাক' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি, আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দূত (angel)।[২৬]

ফেরেশতাগণকে আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

অর্থ: স্বরণ কর! (সে সময়ের কথা) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন- আমি মানুষ সৃষ্টি করছি মাটি থেকে, যখন আমি তাঁকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সাজদাবনত হবে। তখন ফেরেশতারা সকলেই সাজদাবনত হলেন।[২৭]

ইমানের তৃতীয় রুকন : আল্লাহর কিতাবসমূহে ইমান

ইমানের তৃতীয় অত্যাবশ্যক রুকন হলো আসমানি কিতাবসমূহের উপর ইমান আনা।

এ বিষয়টিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল।

০১. সামষ্টিক ভাবে সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনা।

০২. কুরআনুল কারিমের উপর ইমান আনা।

সামষ্টিক ভাবে আসমানি কিতাব সমূহের উপর ইমান আনার অর্থ হল :-

এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে,

[২৫] প্রাগুক্ত

[২৬] আবি আব্দির রহমান খালিল ইবনু আহমাদ আল ফারাহিদি, *কিতাবুল আইন*, দার‍ঙ্গ অ মাকতাবাতুল হিলাল, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১, পৃ.৪৪৫; আবু নসর ইসমাইল বিন হামাদ আল-জাওহারী, *আস-সিহাহ*, মাকতাবুল ইলমিয়্যা, মদিনা: খ. ২, পৃ. ১৮১

[২৭] আল কুরআন ৩৮ ঃ ৭১ এ প্রসঙ্গে আরো আলোচনা রয়েছে আল কুরআনের নিম্নোক্ত সূরাতে যথা : ৩৮ ঃ ৭৩; ২ ঃ ৩০ ও ৩৪; ৭ ঃ ১১; ১৫ ঃ ২৮ ও ৩০; ১৭ ঃ ৬১; ১৮ ঃ ৫০; ২০ ঃ ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

০১. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে নবি-রাসূলদের কাছে অহির মাধ্যমে অসংখ্য কিতাব / ছাহিফা নাযিল করেছেন।[২৮]

০২. আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাব সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহর বাণী, সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য সঠিক পথ নির্দেশনা।[২৯] পবিত্র কুরআন পূর্বে নাযিলকৃত সকল আসমানি কিতাবের সত্যায়নকারী[৩০] ও রহিতকারী।

০৩. বর্তমানে কুরআনুল কারিম ব্যতীত আল্লাহর নাযিলকৃত অন্যান্য সকল আসমানি কিতাব বিলুপ্ত বা বিকৃত[৩১]।

০৪. কুরআনুল কারিমে সকল আসমানি কিতাবের সারমর্ম ও নির্যাস বিদ্যমান। তাই কুরআন মেনে নেয়াই ঐসব আসমানি কিতাব মেনে নেয়া।

০৫. জগৎবাসীর হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ কতটি আসমানি কিতাব বা ছহিফা নাযিল করেছেন তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব চারটি যথা :-

(১) তাওরাত শরিফ যা আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ.) এর উপর নাযিল করেছিলেন।[৩২]

(২) যাবুর শরিফ যা আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ.) এর প্রতি নাযিল করেছিলেন।[৩৩]

(৩) ইঞ্জিল শরিফ যা আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.) এর উপর নাযিল করেছিলেন।[৩৪]

(৪) কুরআনুল কারিম যা বিশ্বনবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছিলেন।

ইমানের চতুর্থ রুকন : রাসূলগণের প্রতি ইমান

রাসূলগণের প্রতি ইমান আনা বলতে আল্লাহর প্রেরিত সকল নবি এবং রাসূলগণের প্রতি ইমান আনা। নবি শব্দটির অর্থ সংবাদদাতা। এর বহুবচন হলো-আম্বিয়া। অর্থ নবি, পয়গম্বর।[৩৫] রাসূল শব্দের অর্থ নবি, পয়গম্বর, আল্লাহর প্রেরিত দুত।[৩৬] অন্যের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ, তথ্য বা বাণী নিয়ে যিনি আগমন করেন তাকে রাসূল বলা হয়। রাসূল এর বহুবচন হলো

---

[২৮] আল কুরআন ২ ঃ ১৩৬, এবং ৮৭ ঃ ১৮

[২৯] আল কুরআন ২ ঃ ২১৩

[৩০] আল কুরআন ৫ ঃ ৪৮

[৩১] আর কুরআন ১ ঃ ৭৫; ১ ঃ ৭৯, ৫ ঃ ১৩-১৫

[৩২] আল কুরআন ৬ ঃ ১৫৪; ৫ ঃ ৪৪

[৩৩] আল কুরআন ১৭ ঃ ৫৫

[৩৪] আল কুরআন ৫ ঃ ৪৬

[৩৫] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি, *মিসবাহুল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮২

[৩৬] শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৩

রুসুল। আর মুরসাল শব্দের অর্থ প্রেরিত। এর বহুবচন হল মুরসালুন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে নবি, আম্বিয়া, রাসূল, রুসুল, মুরসাল ও মুরসালুন ইত্যাদি সবগুলো শব্দই ব্যবহার হয়েছে। তবে নবি-রাসূল পরিভাষাটিই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

নবি কাকে বলে?

ঐ সংবাদ দাতাকে নবি বলে যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেন এবং যার সংবাদ মান্য করতে হয়।[৩৭]

রাসূল কাকে বলে?

নবুয়াতপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে যদি তাঁর উপর নাযিলকৃত বিধান অন্যের কাছে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয় তবে তাঁকে রাসূল বলে।[৩৮]

ইমানের পঞ্চম রুকন : পরকালের প্রতি ইমান

পরকালের প্রতি ইমান আনার অর্থ হল- প্রত্যেক মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে এবং সত্য বলে মেনে নিবে যে, এমন এক দিন আসবে যেদিন আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে ভাল কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন এবং মন্দকাজের জন্য অসৎলোকদের সাজা দেবেন। আরো বিশ্বাস করবে যে, আ'লমে বারযাখ,[৩৯] প্রথম নাফখাহ[৪০], দ্বিতীয় নাফখাহ[৪১] অনুষ্ঠিত হবে, সমস্ত মানুষকে কিয়ামতের ময়দানে পূনরুত্থান করা হবে, মিযান কায়েম করা হবে, আমলনামা দেয়া হবে, হাউযে কাউছার কায়েম হবে, পুলসিরাত, জাহান্নাম, জান্নাত, শাফায়াত, কিসাস[৪২] এবং মানুষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হবে ইত্যাদি যার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন-সুন্নায় উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৩]

---

৩৭ সা'দি আবু জায়েব, *আল কামুসুল ফিকহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

৩৮ প্রাগুক্ত

৩৯ মৃত্যুর পর হতে পূনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে 'আলমে বারযাখ' বা কবরের যিন্দেগি বলে, মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম আল-মিসরি, *লিসানুল আরব*, দারু সদর, বৈরুত: তা.বি, খ. ৩, পৃ.৮

৪০ আল কুরআন ১৮ ঃ ৯৯, নিম্নোক্ত আয়াত সমুহে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে– আল কুরআন ৩৬ ঃ ৫১; ৩৯ ঃ ৬৮; ৫০ ঃ ২০; ৬৯ ঃ ১৩

৪১ আল কুরআন ১৮ ঃ ৯৯; ৩৬ ঃ ৫১

৪২ আল কুরআন ৪ ঃ ১২৩, অন্যান্য আয়াতে আলোচনা হয়েছে– আল কুরআন ১৭ ঃ ১৪; ২১ ঃ ৪৭; ৮৪ ঃ ৭-১০; ১০১ ঃ ৬-৮

৪৩ সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলে শাইখ, *শারহুল আক্বিদাহ আত তাহাবিয়্যাহ লি আলে শাইখ*, মাকতাবাতুল ইরশাদ, দাওয়াহ, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১, পৃ. ৪২৯

ইমানের ষষ্ঠ রুকন : তাকদিরের উপর ইমান

তাকদির অর্থ হচ্ছে অনুমান করা, চিন্তাভাবনা করা, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা। নির্ধারণ করা[৪৪]। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাক্বদির বা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। প্রত্যেক ইমানদারকেই বিশ্বাস করতে হয় যে, জগতে ভাল মন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না। সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারিত 'পরিমাপ' বা 'ক্বাদার'-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

অর্থ: আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।[৪৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

অর্থ: প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তা জনেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে।[৪৬]

অন্যত্র তিনি বলেন

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

অর্থ: আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা জ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।

ইমানের পর যে বিষয়টি প্রত্যেকটি মুমিন নর-নারীর উপর ফরজ বা আবশ্যক তা হচ্ছে সালাত বা নামাজ। নিম্নে সালাত নিয়ে আলোচনা করা হল।

সালাত

একজন মুসলিমের সর্ব প্রথম ইবাদাত হচ্ছে সালাত। সালাত কি? যেসব জিনিসের উপর একজন মুসলিম ইমান এনেছে, দিনে পাঁচবার কথায় ও কাজে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করাই হচ্ছে সালাত। মুসলিম ব্যক্তি প্রত্যুষে উঠে আর সবকিছুর আগে পাক-সাফ হয়ে মহান প্রভুর সামনে হাযির হয় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, বসে, অবনত হয়ে, যমিনের উপর মাথা রেখে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করে, নতুন করে তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, বারবার তাঁর সন্তোষ বিধানের ও তাঁর গযব থেকে বাঁচবার আকাঙ্খার পুনরাবৃত্তি করে, তাঁর কিতাবের শিক্ষা পুনরাবৃত্তি করে। তাঁর রাসুলের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে এবং তাঁর আদালতে জবাবদিহির জন্য হাযির হওয়ার দিনের কথাও স্বরণ করে। এমনিভাবে তাঁর দিনের সূচনা হয়। কয়েক ঘন্টা সে তাঁর কাজে লিপ্ত থাকল, আবার যোহরের সময় মুয়াযি্যন তাঁকে স্বরণ করিয়ে দিল কয়েক মিনিটের জন্য সেই প্রশিক্ষণের পুনরাবৃত্তি করার জন্য যাতে সে ভুলে গিয়ে মহান প্রভুর সম্পর্কে অমনোযোগী না হয়। তাঁর কিছুক্ষণ পর আসরের নামায তারপর মাগরিবের নামায। দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে এশার নামাযের মাধ্যমে। এ দৈনন্দিন প্রশিক্ষণটিকে আবারো সুদরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ পাক সাপ্তাহিক একটি সুযোগ দিয়েছেন জুময়ার নামায। এ জিনিসটি প্রতিদিন পাঁচবার মুসলিম ব্যক্তির বুনিয়াদ মযবুত করে দেয়। নামায এমন একটি ইবাদাত যা জেনে বুঝে কেউ ভূল করে না। অযু ছাড়া কেউ নামায পড়ে না। রাসুল (স.) এর

---

[৪৪] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল-কাওসার*, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকাঃ ২০০৩, পৃ. ১১৯

[৪৫] আল কুরআন ৫৪ ঃ ৪৯

[৪৬] আল কুরআন ১৩ ঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository

শিখানো পদ্ধতি ব্যতীত কেউ নামায পড়ে না। অযু ছাড়া নামায পড়লে অন্য কেউ তো জানার কথা নয়। কারো কাছেতো এমন কোন যন্ত্র নেই যে তা দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে কার অযু আছে কি নাই। কেউ তেলাওয়াত সঠিক ভাবে করছে কিনা? কেউ তাসবিহ পড়ছে না কি অন্য চিন্তা করছে কিনা। না কেউতো এমন করে না। কেন এমন করছে না? ফাকি দেয়ারতো যথেষ্ঠ সুযোগ আছে তারপরও কেন তা করছে না? এর একমাত্র জবাব হচ্ছে আল্লাহর ভয়। সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ আমাকে দেখছেন। নামাযের মাধ্যমে এ অনুভুতিটুকু বান্দার মধ্যে সৃষ্টি হয় আর এতে বান্দা তাঁর বন্দেগিতে আনন্দ পায়। বেশী বেশী খুশু খুযু তৈরী হয়।

মুয়াযিযন আযান দেয়ার সাথে সাথে সকল মুসলিম ধনী-গরিব, উচু-নীচু, সাদা-কালো ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই কাঁতারে নামাযে শামিল হয়ে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে থাকে এতে করে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। পারস্পরিক মহব্বত বাড়ে, সমাজে সুখে দুখে শিয়ার করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নামাযের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর বেশী নৈকট্য লাভের সুযোগ পায়। নামাযের মাধ্যমে যখন মানুষ তাঁর সবকিছু আল্লাহর কাছে বিলিয়ে দেয় আল্লাহও বান্দার হয়ে যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও সপ্তাহে একদিন জুম'আর নামায, দুই ঈদের নামায, রমযান মাসে তারাবির নামায, আরো অনেক রকমের সুন্নাত নফল নামায রয়েছে। নামায এমন একটি ইবাদাত যা বান্দাকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। নামায হচ্ছে মুমিনের জন্য মি'রাজ, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার বেশী দু'আ কবুল করে থাকেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্ব প্রথম বান্দার নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। তাই নামাযের মাধ্যমে দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি সবচেয়ে বেশী আশা করা যায়।

সাওম

একজন মুমিনের জন্য দ্বিতীয় ফরজ হচ্ছে সাওম। সাওম কি? সালাত যে শিক্ষা প্রতিদিন পাঁচবার আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয়, সাওম বছরে একবার তা একমাস ধরে প্রতি মুহুর্তে স্বরণ করিয়ে দিতে থাকে। রমযান এলে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানের খানাপিনা বন্ধ থাকে। সাহরির সময়ে তাঁরা খানাপিনা করছিল , আযান হওয়া মাত্র তাঁদের হাত সংযত করল। তারপর যত লোভনীয় খাদ্য তাঁদের সামনে আসুক , যতই ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগুক, মন যতই প্রলুব্ধ হোক, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা কিছুই খেতে পারে না। এমন নয় যে, তাঁরা লোকের সামনেই খাচ্ছেনা, এমনটি যে জন শূণ্য স্থানে দেখার কেউ নেই, সেখানেও এক বিন্দু পানি অথবা এক দানা খাদ্য গলধঃকরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ নিষেধাজ্ঞা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যখনই মাগরিবের আযান হল, অমনি তাঁরা ইফতারের দিকে ফিরে এল। তারপর সারা রাত যখন যা খুশী তাঁরা নির্ভয়ে খেতে পারে। তাহলে কি তাঁরা রমযান মাসে দিনের বেলা খাওয়া দাওয়া শক্তি হারিয়ে ফেলে? না মোটেও না, খাওয়ার মত শক্তি তাঁদের থাকে কিন্তু তাঁরা খায় না। কেন খায় না? এর জবাব হচ্ছে আল্লাহর ভয়ে তাঁরা খায় না। কারণ প্রতিটি মুসলিম জানেন আল্লাহ সর্বাবস্থায় সবাইকে দেখতে পান। আল্লাহর হাযির থাকা সম্পর্কে মুসলমানদের প্রত্যয়, আখেরাতের জীবন ও আল্লাহর আদালতের উপর ঈমান; কুরআন ও রাসুল (স.) এর আন্তরিক আনুগত্য; অবশ্য করণীয় কার্য সম্পর্কে বলিষ্ঠ অনুভুতি। এতে রয়েছে ধৈর্য সহকারে কর্ম প্রচেষ্টা ও বিপদের মুকাবিলা করার শিক্ষা। আরো রয়েছে আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য স্বকীয় প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ ও দমিত করার ক্ষমতা। প্রতি বছর রমযান আসে এবং পুরো একমাস ধরে এ সাওম মুসলমানদেরক শিক্ষা দান করে, তাঁদের ভেতরে এসব গুণরাজি পয়দা করার চেষ্টা করে, যেন তাঁরা পূর্ণরুপে ও সর্বোতভাবে মুসলমান হতে পারে এবং এ গুনরাজি তাঁদেরকে সেই ইবাদাতের যোগ্যতা দান করে; যা একজন মুসলমানকে আপন জীবনে রূপায়িত করতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করা যাক, সারা বিশ্বের মুসলমানকে একই মাসে রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। একই সাথে যাতে করে সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানগণ নিজেদেরকে সুদরিয়ে নিতে পারে। সকলের মাঝে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মানসিকতা

সৃষ্টি হয়। বান্দাকে ক্ষুদিত রেখে আল্লাহর কোন লাভ নেই, সারাদিন খেতে থাকলেও আল্লাহর কোন লোকসান নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে একটি সুপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেকে সুখি করার সুযোগ দিয়েছেন মাত্র। যে পছন্দ করবে সে তা গ্রহণ করবে আর যে চাইবে তা গ্রহণ করবে না। আল্লাহ কাউকে জোর করে কোন কিছু করতে বাধ্য করেন না। একজন মুসলমান জানেন আখিরাত আছে হিসাব নিকাশ হবে সেহেতু বান্দা তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্যই আল্লাহর দেয়া এ মহান সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করে।

যাকাত

তৃতীয় ফরজ হচ্ছে যাকাত। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক ধনশালী মুসলমানের উপর ফরজ করে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে এবং তা পুরো এক বছর জমা থাকলে সে ঐ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যেন গরিব আত্নীয়, কোন অভাবগ্রস্থ, মিসকিন, নও-মুসলিম, মুসাফির অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করবে। এমনি করে আল্লাহ তা'য়ালা ধনশীল লোকদের সম্পদে গরিবদের জন্য অন্তত শতকরা আড়াই ভাগ অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর চেয়ে যদি কেউ বেশী দান করেন, তাহলে তা অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে এবং তাঁর জন্য আরো বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে।

এ বাবদ যে অংশটা দেয়া হচ্ছে, তা আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছে না। তিনি আমাদের কোন জিনিসের মূখাপেক্ষী নন, বরং তিনি বলেন, তোমরা যদি খুশী মনে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমাদের কোন গরিব ভাইকে কিছু দান কর তাহলে যেন আমাকে দান করলে। তাঁর পক্ষ থেকে আমি তোমায় কয়েক গুণ বেশী প্রতিদান দেব।

আল্লাহ তা'য়ালা সালাত-সাওম যেমন আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন, যাকাতও তেমনি ফরজ করে দিয়েছেন। যাকাত ইসলামের একটি বড় স্তম্ভ। একে স্তম্ভ এ কারণে বলা হয় যে, এ দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে কুরবানি ও আত্নত্যাগের শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা ও সম্পদ পূজার দোষ সমূহ দূর হয়ে যায়। লক্ষীর পুজারী ও অর্থের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত লোভী ও কৃপণ ব্যক্তি ইসলামের কোন কাজে আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে নিজের কায়িক পরিশ্রমে উপার্জিত সম্পদ কোন স্বার্থের তাকিদ ছাড়াই কুরবান করে দিতে পারে, সে-ই চলতে পারে ইসলামের সহজ সরল পথে। যাকাত মুসলমানকে এ কুরবানী দিতে অভ্যস্ত করে তোলে এবং তাঁদেরকে এমন যোগ্যতা দান করে যে, যখনই আল্লাহর পথে তাঁর সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তখন সে আপন সম্পদকে বুকে আঁকড়ে বসে থাকে না, বরং অন্তর খুলে দিয়ে ব্যয় করে। তাই যাকাতকে ইসলামে সেতু বন্ধন বলা হয়েছে।

হজ্জ

চতুর্থ ফরজ হচ্ছে হজ্জ। মুসলমানদের জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ফরজ। তাও কেবল এমন লোকের জন্য, যে মক্কা মুয়ায্যামা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় বহন করতে সক্ষম।

এখন যেখানে কা'বা অবস্থিত, কয়েক হাজার বছর আগে সেখানে হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তৈরী করেছিলেন একটি ছোট্র ঘর। আল্লাহ তাঁর আন্তরিকতা ও প্রেমের স্বীকৃতি স্বরুপ সে ঘরটিকে আপন ঘর বলে স্বীকার করে নিয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ইবাদাত করতে গিয়ে আমরা যেন সে ঘরের দিকে মুখ করি এবং আরো নির্দেশ দিলেন যে, দুনিয়ার যেখানকার বাসিন্দা হোক, প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান যেন সারা জীবনে অন্তত একবার তেমনি প্রেমসহকারে এ ঘর যিয়ারতের জন্য আসে ও তাঁকে প্রদক্ষিণ করে, যেমনি করে তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত ইবরাহিম (আ.) পদক্ষিণ করেছিলেন। তিনি

আরো নির্দেশ দিলেন যে, যখন কেউ তাঁর ঘরের দিকে আসবে, তখন তাঁর দিলকে পবিত্র করতে হবে, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করতে হবে, খুন খারাবি , দুস্কৃতি ও অশ্লীল ভাষণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রভুর দরবারে যেভাবে হাজির হওয়া প্রয়োজন তেমনি আদব, ভক্তি বিনয় সহকারে হাজির হতে হবে। মনে করতে হবে যে তাঁরা সেই বাদশাহের সামনে হাজির হতে যাচ্ছে, যিনি যমিন ও আসমানের নিয়ামক, যার সামনে সকল মানুষই দুঃস্থ। এমনি বিনয়ের সাথে যখন সেখানে হাজির হয়ে পরিশুদ্ধ অন্তরে ইবাদাত করা যাবে, তখন তিনি তাঁদেরকে আপন অনুগ্রহে সমৃদ্ধ করে দেবেন। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, হজ্জ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহর প্রেম না থাকলে কি করে সে নিজস্ব কাজ কারবার ছেড়ে দিয়ে, প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এত বড় দীর্ঘ সফরের ক্লেশ স্বীকার করে নেবে? মানুষ এ সফরের পথ ধরলে তাঁকে সে সাধারণ সফর হিসেবে মনে করে না। এ সফরে তাঁর মনোযোগ সবচেয়ে বেশী করে নিবদ্ধ থাকে আল্লাহর দিকে । তাঁর অন্তরে কোন সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না। কা'বার যত নিকটবর্তী হয়, ততই তাঁর অন্তরে বেশী করে জ্বলতে থাকে প্রেমের অগ্নিশিখা। দুস্কৃতি ও নাফরমানিকে তাঁর দিলে আপনা থেকেই ঘৃণা করতে থাকে। অতীত দুস্কৃতির জন্য তাঁর মনে জাগ্রত হয় লজ্জার ভাব। ভবিষ্যতের জন্য সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আনুগত্যের তাওফিক। ইবাদাত ও আল্লাহর যিকরের আস্বাদ সে লাভ করে। আল্লাহর হুযুরে তাঁর সিজদা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে এবং তাঁর সামনে সিজদা থেকে মাথা তুলতেই চায় না তাঁর মন। কুরআন পাঠে তাঁর অন্তরে আসে নতুনতর আনন্দ এবং সাওম পালনে তাঁর মধ্যে আসে এক নতুনতর ভাবের অনুভূতি। যখন সে হেজাযের সরযমিনে পদক্ষেপ করে, তখন তাঁর অন্তরের পর্দায় ভেসে উঠে ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসের সকল দৃশ্য। সর্বত্র সে দেখতে পায় আল্লাহর প্রেমিক ও তাঁরই উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগী মানুষদের চিহ্ন। সেখানকার প্রতিটি বালুকণা ইসলামের গৌরব গরিমার সাক্ষ্য বহন করে এবং সেখানকার প্রতিটি কাকর ঘোষণা করে, এই সেই দেশ যেখানে ইসলাম জন্মলাভ করেছিল এবং সেখান থেকে আল্লাহর বাণী ঘোষিত হয়েছিল। এমনি করেই মুসলমানের দিল পরিপূর্ণ হয় আল্লাহর প্রেম ও ইসলামের প্রীতিতে এবং সেখান থেকে সে এমন এক গভীর প্রভাব নিয়ে ফিরে আসে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যা কখনো মুছে যায় না।

উপরোক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে ইবাদাত সীমাবদ্ধ নয়। এ ছাড়া যিকির-আযকার, তাসবিহ-তাহলিল, কিয়ামুল লাইল, কুরবানি, তেলাওয়াত, সাদকাহ, দান-খায়রাত সব কিছুই ইবাদাতের মধ্যে শামিল। সংক্ষেপে শুধুমাত্র মৌলিক ইবাদাতের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে মাত্র। ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলি শরিয়াতের বিধান অনুযায়ী সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথা :

ফরজ

الفرض শব্দটি এক বচন বহুবচনে فروض এর অর্থ হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য, নির্ধারিত।[৪৭] পাবিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে কামুসুল ফিকহি গ্রন্থকার বলেন–

ما أوجبه الله عز و جل علي عباده

অর্থ: আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার উপর যা আবশ্যক করেছেন তাই হচ্ছে ফরজ।[৪৮]

ইহা দ্বারা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমূহের কথা বলা হয়। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ সমূহ মানুষের অবশ্য করণীয় কতিপয় কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে, যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করাও মানুষের জন্য ফরজ। ফরজ দুই প্রকার যথা : ফরজে আইন যা সকলের জন্য ব্যক্তিগত ফরজ । প্রত্যেককেই পালন করতে হয়।

---

[৪৭] সা'দি আবু জায়েব, *আল কামুসুল ফিকহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

[৪৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যেমন- নামায, রোযা, উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য যাকাত ও হজ্জ। অপরটি হল ফরজে কেফায়াহ যা সামাজিক ফরজ। যা মুসলিম সমাজের কিছু সংখ্যক লোক পালন করলে সকলের পক্ষে আদায় হয়ে যাবে। যেমন মৃত ব্যক্তির জানাযাহ, জ্বিহাদ ইত্যাদি।

ওয়াজিব

এটাও বাধ্যতামূলক কর্মের আওতাভূক্ত। শরিয়াহর প্রারম্ভিক ওয়াজিব নির্ধারিত হয়েছে। ওয়াজিব পালন না করলে কবিরা গুনাহ হয়। এটা প্রায় ফরজের কাছাকাছি। তবে ফরজের মত এটা আইন ও কেফায়া এরূপ দু'ভাগে বিভক্ত নয়। জুম'আ ও ঈদের খুৎবা, দুই ঈদ ও বিতরের নামায ওয়াজিব।

সুন্নাত

হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক যা অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে এবং যা তাঁর নিকট হতে অনুসরণ করার কথা তিনি নিজে বলেছেন তাই সুন্নত। সুন্নাত দুই প্রকার, যথা- সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, ইহা পালন না করলে প্রায় ওয়াজিব পালন না করার সমতুল্য পাপ হয়। যেমন, জামাতে নামাজ আদায় করা। আর এক প্রকার হল, সুন্নাতে যায়েদা, নবি করিম (স.) পালন করেছেন, তবে ইহা পালন না করলে এত বেশি গুনাহের বিষয় নহে। যেমন সুন্নাত তরিকার পোশাক আশাক, মেছওয়াক দাঁত মাজা ইত্যাদি।

নফল বা মুস্তাহাব

ইহা হযরত মুহাম্মদ (স.) মাঝে মধ্যে পালন করেছেন, আবার কখনও বর্জন করেছেন। পালন করলে সাওয়াব হবে, না করলে গুনাহ হবে না। যেমন, পরিমাণের চেয়ে বেশি যাকাত প্রদান করা।

জায়েজ

যে সমস্ত কাজ করা শরিয়তের নিষেধ নেই, তবে করলে সওয়াব হবে কিন্তু না করলে গুনাহ হবে না অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ সম্পর্কের ইসলাম নীরব রয়েছে সেগুলিই জায়েজ বলে পরিচিত।

মাকরুহ

ইহা সমর্থনীয় নহে, এমন বা অশালীন কিছু কাজ যা করার চেয়ে না করাই শ্রেয়।

হারাম

ইহা হল শরিয়তের নিষিদ্ধ কার্যাবলী। ইহা সাধিত হলে শাস্তিযোগ্য এবং করা না হলে পুরস্কার যোগ্য, যেমন মদ্যপাণ, সুদ দেয়া ও নেয়া ইত্যাদি।

ইসলামি আইনের প্রধান এবং প্রাথমিক উৎস হচ্ছে অহি। অহিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা:- যাহির বা প্রকাশ্য অহি, বাতিন বা অপ্রকাশ্য অহি। প্রকাশ্য অহি নানা ভাবে রাসুলুল্লাহর উপর অবর্তীণ হত। ফেরেশতা জিবরাইল আল্লাহর হুকুমে রাসুলুল্লাহর উপর অবতীর্ণ হত। ফেরেশতা জিবরাইল আল্লাহর হুকুমে রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে আল্লাহর ভাষায় বা ইঙ্গিতে অহি নিয়ে আসতেন। অনুপ্রেরণায় মাধ্যমেও তিনি জ্ঞান লাভ করতেন। অপ্রকাশ্য অহি বলতে রাসুলুল্লাহর (স.) সে সব অভিমতকে বুঝায়, যেগুলি তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর সম্মুখে উথাপিত প্রশ্নের জবাবে ব্যক্ত করেছিলেন। আল্লাহ পাকের ভাষায় যে সমস্ত অহি রাসুলুল্লাহর (স.) নিকট অবর্তীণ হয়েছিল, আল কুরআন হতে তাঁর সংকলন। ফিরিশতা জিবরাইলের ইঙ্গিতের মধ্যে যে সমস্ত প্রকাশ অহির বিষয়বস্তু নিহিত ছিল এবং ইলহাম বা অনুপ্রেরণায় মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.) যা লাভ করেছিলেন এবং অভ্যান্তরীণ অহি বলতে যা বুঝানো হয়েছে এ সমস্ত নিয়ে হাদিস গঠিত।

ইসলামি শরিয়তের আইনের উৎস

ইসলামি শরিয়তের উৎসগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. আল-কুরআন

ইসলামি শরিয়াহ আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরাআন হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী। "কুরআন হল আল্লাহ পাকের নিকট হতে জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক মুহাম্মদ (স.) এর উপর ধারাবাহিকভাবে নাযিলকৃত ঐসমস্ত বাণী, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই"। কুরআনে কারিম আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম লাওহে মাহফুজে নাযিল করেন তারপর সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে পরিবেশ পরিস্থিতি মোতাবিক রাসুল (স.) এর উপর অবতীর্ণ করেন। কুরআনের ধারাবাহিকতার সূচনা হয় হেরা গুহা হতে সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

এর মাধ্যমে। এগুলোই কুরআনে পাকের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত। এ আয়াতগুলো অবতীর্ণের মাধ্যমে রাসুল (স.) এর জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শুরু হয় নুবুয়তি জীবন। কুরআনের সর্ব প্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা হচ্ছে সুরা ফাতিহা। সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সুরামায়েদার ৫ নং আয়াত

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

কুরআনে কারিমে মোট ১১৪ টি সুরা, ৬৬৬৬ টি আয়াত রয়েছে। কুরআনের আয়াতে কারিমাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, কিছু আয়াত আছে আদেশ সূচক, আবার কিছু আছে নিষেধ সূচক, আবার কিছু আছে ইতিহাস, কিছু আছে ওয়াদা বা অঙ্গিকার, কিছু আছে সুসংবাদ, এবং ভীতিপ্রদর্শনসহ হরেকরকম। তাই শরিয়াতে সর্বপ্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে আল-কুরআন।

খ. আল-হাদিস

ইসলামি শরিয়াহ আইনের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আল-হাদিস। হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা, কর্ম ও আচরণবিধি।[৪৯] রাসুল (স.) এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে। এ হাদিস হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। যদি কুরআনে কোন সমাধান পাওয়া না যেত সে ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসুল (স.) এর স্বরণাপন্ন হতেন। রাসুল (স.) এর সমাধান দিতেন। রাসুল (স.) সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতেন বিধায় রাসুল (স.) এর দিক নির্দেশনার ব্যাপারেও কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধানের দ্বিতীয় উৎস হল আল-হাদিস।[৫০]

গ. ইজমা

ইসলামি শরিয়াহ আইনের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা। ইজমা শব্দের অর্থ ঐক্যমত পোষণ করা।[৫১] রাসুলুল্লাহর (স.) সাহাবাগণ যে বিষয় সম্বন্ধে ঐক্যমত্যে উপনীত হতেন, সে বিষয়ে তাঁদের ঐক্যমত্যকে প্রামাণ্য আইনরুপে গ্রহণ করা হত। অতঃপর তাবেইন বা সাহাবাদের অনুসারীদের বা প্রত্যক্ষ অনুবর্তীদের দ্বারা গৃহীত ইজমাও প্রামাণিক আইন রুপে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু অনেক আইনতত্ত্ববিদ তাবেইনদের ইজমার বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) রায় দেন যে, ইজমাকে কোন কাল সীমার মধ্যে সীমিত রাখা উচিত নয়। যে কোন কালে পুর্ব্বতন ইজমার অনুরুপ কোন সমাস্যার উদ্ভব হলে পরবর্তী যুগেও অনুরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।[৫২]

ঘ. কিয়াস

কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা, আন্দাজ করা, তুলনামূলকভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।[৫৩] আইনতত্ত্বের সূত্র এবং মূলনীতি প্রণয়ন ইমাম আবু হানিফা (র.) এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বস্তুত আজ আমরা যে আইনতত্ত্ব দেখতে পাচ্ছি তাঁর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে যদিও কিয়াসের প্রচলন ছিল তবু তিনি সর্বপ্রথম ইহাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব প্রদান করেন। সদৃশ

---

[৪৯] শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০৩

[৫০] ব্যারিস্টার ইসতিয়াক হোসেন, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, ধানসিঁড়ি, ঢাকা: ২০০৭, পৃ.৭

[৫১] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল-কাওসার*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭

[৫২] ব্যারিস্টার ইসতিয়াক হোসেন, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*,প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[৫৩] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল-কাওসার*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৪৭

ব্যাপারে অনুরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিই কিয়াসের মূল কথা। তাঁর প্রচেষ্টায় 'কিয়াস' মুসলিম আইনতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য উৎসরুপে গৃহীত এবং অনুসৃত হয়। আইনে যে নীতির প্রবর্তক হিসিবে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন সে নীতি, তাঁর ভাষায় ইসতিহসান নামে পরিচিত। ইহা উত্তরকালে ন্যায়পরায়ন নীতির সমতুল্য। এ নীতির মূল কথা হচ্ছে বাস্তবতার সাথে আইনের সূত্রকে সামঞ্জস্য করা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে কিয়াস ও ইসতিহসানকে বুঝা যাবে। ইসলামি আইনে বিক্রয় চুক্তি সিদ্ধ হতে হলে চুক্তির সময় উহার বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকতে হবে। সে বস্তুত ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ; সুতরাং অলঙ্কার প্রস্তুত করে বিক্রেতা স্বর্ণকার একটি নির্দিষ্ট মূল্যে তা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করবে এ চুক্তি ক্রয় বিক্রয়ের দ্রব্য অলংকারের অবিদ্যমানতার কারণে অসিদ্ধ । আবু হানিফার (র.) প্রবর্তিত নীতি ইসতিহসান এ চুক্তি সিদ্ধ ঘোষণা করে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পূর্বে নমুনা দিয়ে সে নির্দিষ্ট মূল্যে অলংকার গড়িয়ে লওয়ার নীতি প্রচলিত। ইসতিহসান সূত্র অনুযায়ী এ চুক্তি তাই বৈধ।[৫৪]

ঙ. উরফ

উরফ শব্দের অর্থ হচ্ছে মূলনীতি।[৫৫] স্থানীয় প্রথা বা রীতি-নীতিকে আইনের পরিভাষায় উরফ বলা হয়। আইনে উরফের অবদানকে আবু হানিফা (র.) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আল-আশবাহু ওয়ান-নাযায়েরু গ্রন্থে বলা হয়েছে। আইনের অনেক সিদ্ধান্ত প্রথা ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। পরে এগুলি আইনের সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। সকল আইনতত্ত্ববিদের মত আবু হানিফাও আল-কুরআনও হাদিসকে ইসলামি আইনের প্রদান উৎস গণ্য করেন।[৫৬] তিনি ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান এবং উরফকেও ইসলামি আইনের উরস গণ্য করতেন তবে এগুলি তাঁর কাছে ছিল অপ্রধান।[৫৭]

চ. উইল

উইল শব্দটি ইংরেজি আরবিতে বলা হয় অসিয়ত। যার অর্থ অসিয়ত উপদেশ।[৫৮] আরববাসী তাঁর সম্পত্তি উইল মূল্যে মৃত্যু-পরবর্তী কালের জন্য বিলি ব্যবস্থা ও বিন্যাস করে যেতে পারত। এ অধিকার কোন প্রকার সীমা বা শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। সমস্ত সম্পত্তি যে কোন লোকের বরাবরে সে উইল করতে পারত। পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজন এমনকি সন্তানকে উপেক্ষা করে সে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কোন বিত্তবানের বরাবরে উইল করে দিতে পারত, কেহ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অধিকার রাখত না। অন্য সকল সন্তানকে বঞ্চিত করে একটি মাত্র উত্তরাধীকারী বরাবরে সে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিতেও পারে। নিজ সন্তানকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দেয়া শরিয়ত সম্মত নয়।[৫৯]

---

[৫৪] ব্যারিস্টার ইসতিয়াক হোসেন, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স,*প্রাগুক্ত, পৃ.১০

[৫৫] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি, *মিসবাহুল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮

[৫৬] আব্দুর রহমান বিন আবি বকর আসসুয়ুতি, আল-আশবাহু অন্নাযায়িরু আশশাফিয়ি, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, মদিনা সৌদি আরব: ১৯৮৩, পৃ. ৪২

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৫৮] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি, *মিসবাহুল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪

[৫৯] ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

পরস্পর বিরোধী কিয়াস

যখন একই বিষয়ে দুইটি বিপরীতধর্মী কিয়াসের সন্ধান পাওয়া যায় তখন আইনতত্ত্ববিদ তাঁদের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। একটি কথা যা বার বার স্বরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে কিয়াস অবশ্যপালনীয় বিধি নয়। কিয়াস হচ্ছে গবেষণার ফল। কিয়াসের মূল্য তাই গবেষকের জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। গবেষকের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্রান্ত নয়।[৬০]

ইস্‌তিহ্‌সান বা আইনগত ন্যায়পরায়ণতা

ইসতিহসান শব্দটি বাবে ইসতিফয়ালের মাসদার যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুগ্রহ করা বা দয়াপরবশ হয়ে কোন কাজ করা, ভাল মনে করা।[৬১] কিয়াস ভিত্তিক আইন যদি কোন স্পষ্ট মূল আইনের বা স্পষ্ট ইজমার পরিপন্থী হয় তবে সকল মাযহাবের মতে সে কিয়াস ভিত্তিক আইন প্রসিদ্ধ। কিয়াস ভিত্তিক আইন যদি আইনতত্ত্ববিদগণের ধারণায় সংকীর্ণ বা অগ্রহণযোগ্য মনে হয় কিংবা আইনবিদ যদি মনে করেন যে ঐ আইন প্রয়োগ শুধু অসুবিধা এবং দুরবস্থা ডেকে আনবে, তবে সেক্ষেত্রে হানাফিগণের মতে আইনবিদ ঐ কিয়াস ভিত্তিক আইনকে উপেক্ষা করে জনকল্যাণ ও সুবিচারের স্বার্থে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। যে নীতির বলে তিনি কিয়াসকে উপেক্ষা করতে পারেন, তাকে ইসতিহসান বলে। যা ভাল মনে করা যায় তাই ইসতিহসান।[৬২]

ইসতিহসানের নীতি শুধু হানাফিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে নীতির বলে আইনবিদ তাঁর ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারে। সে নীতিকে হানাফিগণ ইসতিহসান বলেন। তাঁদের মতে কিয়াস ভিত্তিক আইন অভ্রান্ত নয়। এমনকি ইজমাকেও অভ্রান্ত বলা যায় না। প্রয়োজন বোধে ঐগুলির পরিবর্তে স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করাই ইসতিহসানের মূল মর্ম। হানাফিগণ বলে যে, ইসতিহসানও এক প্রকার কিয়াস। তবে কিয়াস অপেক্ষা ইসতিহসানের এখতিয়ার ব্যাপক। ইমাম আবু হানিফা (র.) এ নীতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন সে, সুবিচার করতে হলে শুধু অনুকরণ এর সদৃশ বিধান করলেই চলবে না, আইনকে উপযোগী এবং স্থিতিস্থাপক করতে হবে। ইমাম আবু হানিফার (র.) এ যুক্তি কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোক মেনে নিতে পারেননি। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ইসতিহসানের নামে ফতোয়া দিবার অর্থ হচ্ছে নতুন আইন প্রণয়ন করা। ইসতিহসানের বিরুদ্ধে যে নিন্দাবদ করা হয় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় ইসতিহসান ভিত্তিক আইনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। হানাফিগণ ইসতিহসানকে কিয়াস বলে চালাতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইসতিহসান এবং কিয়াস এক বস্তু নয়।

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৬১] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি, *মিসবাহুল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

[৬২] ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

ইসতিহ্‌সান এবং কিয়াসের শ্রেণি

ইসতিহসানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়

(ক) যা আইনজ্ঞদের দৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হয় এবং

(খ) যা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হলেও আইনবিদের বিচক্ষন দৃষ্টির কাছে ন্যায্য মনে হয় না।

কিয়াসকেও আবার দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে।

(১) কিয়াস দুর্বল হতে পারে এবং

(২) কিয়াস আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল মনে হলেও পরীক্ষান্তে ন্যায্য মনে হতে পারে।

ক. নীতি ১ নীতির উপর প্রাধান্য পারে এবং ২ নীতি খ নীতির উপর প্রাধান্য পাবে।

বিখ্যাত তৌহিদ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, কিয়াস এবং ইসতিহসানের মধ্যে বিরোধ হতে পারে না। বিরোধ হলেই বুঝতে হবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গন্ডগোল ঘটেছে।

যতই দিন যাচ্ছে সামাজিক ঝটিলতা ততই বাড়ছে এবং জটিলতা যতই বাড়ছে ততই কিয়াস দ্বারা সব সামলিয়ে উঠা যাচ্ছে না। এ কারণেই ইসতিহসানকে অবলম্বন করতে হচ্ছে। ইসলামি আইনের পুস্তকাদিতে ইসতিহসানের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইসলামি আইনের অনেক শাখার উদ্ভব হয়েছে ইসতিহসান হতে।[৬৩]

ইসতিসলাহ

ইসতিসলাহ শব্দটি বাবে ইসতিফয়ালের মাসদার অর্থ হচ্ছে ন্যায় পরায়নতা।[৬৪] ইসতিসলাহ বা আইন সঙ্গত ন্যায়পরতার নীতির প্রবর্তক ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (র.)। অবস্থা বিশেষে যে সিদ্ধান্ত আইনানুগ এবং ন্যায়সঙ্গত তাই গ্রহণ করা উচিত। ইহাই ইসতিহসানের মূল কথা। ইমাম মালেক (র.) প্রায় একই ধরণের নীতির প্রবর্তক ছিলেন। তাঁর নীতিকে ইসতিসলাহ বলা হয়। যা জনকল্যাণমূলক, তাই গ্রাহ্য; ইহাই ইসতিসলাহের মূল বক্তব্য।

ইমামুল হারামাইনও এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালিকের এ নীতি মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই। তাঁর অনুসারিগণ মনে করতেন যে, এ নীতি এতই অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট যে, ইহার উপর ভিত্তি করে কোন আইনগত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তাঁরা এ নীতির সার্থক ব্যবহার করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মালেকি আইনবিদগণের একটি উদাহরণ হতে ইহার প্রয়োগের অনুপযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে চুরি করে তাঁর শাস্তি হচ্ছে হস্তকর্তন।[৬৫] এ আইন হতে ইসতিসলাহের ভিত্তিতে

[৬৩] ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৬৪] শাহনাজ পারভীন, *মুসলিম আইন*, ধানসিঁড়ি ল' বুক সেন্টার, ঢাকা: ২০০৭, পৃ. ১৩

[৬৫] শাহনাজ পারভীন, *মুসলিম আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দোষ স্বীকার করার জন্য চোরের উপর বল প্রয়োগ বৈধ। বলাবাহুল্য এ সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত নহে। একজন নির্দোষ ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করার চেয়ে একজন দোষী ব্যক্তির মুক্তি পাওয়া ভাল।

ইসতিদলাল

ইসতিদলাল শব্দের অর্থ হচ্ছে এক বস্তু হতে অন্য বস্তু অনুমান করা। তাফসিরের ক্ষেত্রে হানাফি পন্ডিতগণ এ শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। শাফিঈ এবং মালেকিগণ এ শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে ইসতিদলাল বলতে যা বুঝায় তা তাফসির বা কিয়াসের আওতায় আসে না। ইহাকে যুক্তির মাধ্যমে নির্ণীত সিদ্ধান্ত বলা যায়।[৬৬] ইসতিদলাল তিন প্রকারের হতে পারে-

১। একটি বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের যখন যোগ ঘটে এবং সে যোগের পশ্চাতে কোন কার্যকরী কারণ থাকে না তখন সে যোগের প্রকাশকে এক প্রকার ইসতিদলাল বলা যায়।

২। বিলোপ বা বিরতি যতক্ষণ না করা যায় ততক্ষন পর্যন্ত ধরে নিতে হয় যে কোন বস্তু বা তাঁর অবস্থা বহাল আছে।

৩। ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে যে আইন প্রত্যাদিষ্ট তা প্রামাণ্য। প্রথম প্রকারের ইসতিদলাল চার শ্রেণির হতে পারে।

(ক) যখন দুইটি হাঁ-বোধক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এ প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যে ব্যক্তি সিদ্ধ তালাক দিতে পারে সে ব্যক্তি সিদ্ধ জেহারও করতে পারে।

(খ) যখন দুইটি না বোধক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। বিনা নিয়তে অযু সিদ্ধ হলে বিনা নিয়তে তায়াম্মুম সিদ্ধ।

(গ) যখন একটি হাঁ-বোধক বিষয়ের সাথে একটি না-বোধক বিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যা হালাল তা হারাম হতে পারে না।

(ঘ) যখন একটি না বোধন বিষয়ের সাথে একটি হাঁ-বোধক বিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যা হারাম তা হালাল নহে।

যার বিরতি বা বিলোপ প্রমাণ করা হয় নাই তা বহাল আছে, এই নীতি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে- এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেছে, কিছুতেই তাঁর সংবাদটি পাওয়া যাচ্ছে না। শাফিঈগণের মতে আইনের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিকে জীবিত ধরতে হবে। অবশ্য তাঁর মৃত্যু প্রমাণিত হলে অন্য কথা। তাঁর সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিশগণ বলেন, বিরতি বা বিলোপ প্রমাণের অভাবে বিদ্যমানতার নীতি বর্তমান স্বত্ত্বকে রক্ষা করে কিন্তু ভবিষ্যৎ স্বত্ত্ব সৃষ্টি করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিশগণ পাবে না। কিন্তু সে নিজে ওয়ারিশ, কারও ওয়ারিশ হবে না।[৬৭]

---

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৬৭] ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, *ইসলামিক জুরিসপ্র ডেন্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যে আইন বলবৎ ছিল, সে আইন সম্পর্কে হানাফিদের ধারণা অন্যরূপ। তাঁরা বলেন, ঐ সমস্ত আইন আল-কুরআনে সমর্থিত হলেই তবে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। কিয়াসের বাইরে সকল প্রকার অনুসিদ্ধান্তকে ইসতিদলাল বলা যায়। কাজি অদুদ বলেন যে, ইসতিদলালের মধ্যেই ইসতিহসান এবং ইসতিসলাহ অবস্থিত।[৬৮]

ইজতিহাদ ও তাকলিদ

মুজতাহিদ বলতে যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করে তাঁকে বুঝায়। ইজতিহাদ বলতে প্রচেষ্টা বা প্রয়াস বুঝায়। আইনের ভাষায় ইজতিহাদের অর্থ ব্যাপক। আল-কুরআন, হাদিস এবং ইজমায় যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নেই, সে বিষয়ে সঠিক আইন নির্ণয়ের জন্য আইনবিদ যখন তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তখন তাঁর এ কাজকে ইজতিহাদ বলা হয়। অন্য কথায় যে ক্ষেত্রে কোন স্পষ্ট আইন আল-কুরআন, হাদিস বা ইজমার মধ্যে না পাওয়া যায় তখন সে বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে ইজতিহাদ বলে। ইজমার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তৎসম্পর্কে ইজতিহাদ সাধারণ ভাবে চলবার কথা নয়। কিন্তু ইজমা গঠনের সময় কামেল মুজতাহিদগণ ফকিহ বা আইনবিদ নহেন। তাঁর যোগ্যতা আরো অধিক। তাঁকে শুধু আইন জানলে চলবে না তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে। ইজতিহাদের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা সাধারণ ভাবে শুদ্ধ গণ্য হয় কিন্তু ইহা যে অশুদ্ধ হতে পারে না এমন নহে। এ কারণে সিদ্ধান্তমূলক আইনকে অনুমান ভিত্তিক আইন বলা হয়। যদি কোন আইনবিদ ভূল সিদ্ধান্ত করে তবে তাঁর দ্বারা তিনি গুনাহগার গণ্য হন না। তিনি সততার সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন নাই। ইহা দুর্ভাগ্যজনক হলেও পাপজনক নহে। সিদ্ধান্তের নির্ভূলতা একমাত্র অভ্রান্ত। সকল মাযহাবের মতে আইনবিদগণের সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত নহে।

কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ রাসুলুল্লাহর (স.) ব্যক্তিগত অভিমতকে অহির পর্যায়ে উন্নীত করতে অনিচ্ছুক। তাঁদের মতে, অন্যান্য লোকের অভিমতকে যে মূল্য, রাসুলুল্লাহর (স.) অভিমতেরও সে মূল্য। কিন্তু সুন্নি সম্প্রদায়ের সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, রাসুলুল্লাহর (স.) ব্যক্তিগত অভিমতকে যতক্ষন পর্যন্ত না তা প্রকাশ্য অহি দ্বারা অসমর্থিত হয়, তা গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত রাসুলুল্লাহর (স.) জীবনে অনেক সময় গিয়েছে যখন তাঁর নিকট কোন প্রকাশ অহি অবতীর্ণ হয়নি। এ সময়ে রাসুলুল্লাহর (স.) নিকট যে সমস্ত প্রশ্ন এসেছে তা সমাধান করার জন্য তিনি নিজের বিচার বুদ্ধি খাঁটিয়েছেন এবং তাঁর সাহাবা গণের সাথে পরামর্শ করেছেন। তাঁর ভুল হলে আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ্য অহি প্রেরণ করে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ (স.) যে, অভিমত বা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা পরোক্ষ ভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তা কখনও রদ করে দিয়েছেন। এ যুক্তিতে আল-হাদিসকে প্রামাণ্য বলে গ্রহন করা হয়।

[৬৮] শাহনাজ পারভীন, *মুসলিম আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

মুসলিম আইন হল আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত। এ আইন কোন অবস্থাতেই কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াসের পরিপন্থী হবে না। কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমত এই আইন প্রণয়ন করতে পারে না বা পরিহারও করতে পারে না। মুসলিম আইন মুসলমানের উপর কার্যকর হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি তথা সুন্নি, শিয়া, ওহাবি, খারেজি, রাফেজি ইত্যাদি পার্থক্য থাকলেও মৌলিক বিষয়ে যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিতে তেমন পার্থক্য করতে দেখা যায় না। কোন মুসলিম এক রাষ্ট্র হতে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অধিকার পেলেও তাঁর জন্য বিবাহ, মহর এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ মুসলিম আইন মোতাবিক কার্যকরী হবে। ভৌগলিক সীমার ভিত্তিতে এ সকল বিষয় কার্যকরী না হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি একজন মুসলমান এ হিসেবে কার্যকরী হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত বিষয় সমূহে রাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ না হয়ে ব্যক্তি হিসিবে মুসলিম আইন বলবৎ বা কার্যকর হবে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিম আইন প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। মুসলিম আইনের পদ্ধতিগত দিক প্রয়োগ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিছু কিছু আইন প্রনয়ন করেছে মুসলিম আইনের মৌলিকত্বের পরিপন্থী নয় বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশ এ আইন কার্যকর করে চলছে। বাংলাদেশেও এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামি আইনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা।[৬৯]

ইসলামি জুরিস্প্রুডেন্স প্রধানত ঐশী প্রত্যাদেশের উপর ভিত্তিশীল। বুৎপত্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অন্যান্য আইনতত্ত্ব যেমন-রোমান ব্যবহার তত্ত্ব অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং এর ভিত্তি হল পৌত্তলিকতা। কিন্তু ইসলামি আইন বিশেষ কোন দেশের সংসদ, রাজা, বাদশা বা সম্রাট কর্তৃক সৃষ্ট আইন নহে। ইহা মূলতঃ ধর্মীয় এবং নৈতিক, যা কুরআনের বাণী বা রাসূলের (স.) শিক্ষার দ্বারা সমুজ্জল। তাই এদের সহিত ইসলামি আইনের সাদৃশ্যের পরিবর্তে বৈসাদৃশ্যই বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

---

[৬৯] ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য

১। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল প্রকার কর্মকান্ডে আল্লাহর নির্দেশকে এবং রসূলের আদর্শকে বাস্তবায়নই ইসলামি আইনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ আইন ধর্ম নির্ভরশীল এবং নৈতিকতা ভিত্তিক।

২। আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের পর কুরআন ও সুন্নার নির্দেশাবলী পালনে মানুষেকে বাধ্য করে ইসলামি আইন।

৩। কুরআন এবং সুন্নার পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়নের সুযোগ এ আইনে নেই।

৪। ইহা ঐশী আইন বিধায় নির্দেশ পালনের জন্য পুরস্কার এবং অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির ইঙ্গিত আছে যা পরলোকে বাস্তবায়িত হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই বিশ্বাসীদেরকে গোপনে অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত করে এবং সৎ ও ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে।

৫। মানুষের সার্বিক আচারণ বিধি এ আইনে নির্দেশিত রয়েছে। তাই একে একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধি বলা হয়।

এ পবিত্র ঐশী গ্রন্থকেই সর্বপ্রধান এবং মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য আইন প্রণয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইহা একটি বিধিবদ্ধ গ্রন্থ। বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির সুমহান উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ পাক এ পবিত্র গ্রন্থ নাজিল করেন। ফলে ইহার অন্তর্ভূক্ত আইনের সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য তাফসির, হাদিস ও সুন্নাহর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কত বিচিত্র আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ। ওপরে অনন্ত আকাশ। সে আকাশে চন্দ্র–সূর্যসহ কত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, রয়েছে অগণিত নক্ষত্র। এ পৃথিবীও কত বৈচিত্রময়। কোথাও আকাশস্পর্শী উদ্ধত, বীরব্যঞ্জক, ঋর্জুতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভ্রভেদী মহিমায় পর্বতাবলী। শিখরে তাঁদের শ্বেত–তুষারের সূর্যোজ্জল মুকুট শোভা পায়। পর্বত থেকে নৃত্যের ছন্দে নেমে আসা ঝর্ণা আর নদ–নদীর স্রোতধারা কলতান তুলে সুবিশাল সাগরে গিয়ে মেশে।

নদীর তীরে কোথাও শ্যামল প্রান্তর। কোথাও ধু ধু মরুভূমি। কোথাও গভীর অরণ্য। মাঝে মাঝে লোকালয়। বনে প্রান্তরে বা লোকালয়ে কত রকমের বৃক্ষ–লতা। বৃক্ষে বৃক্ষে নানা বর্ণের পাখির কণ্ঠে নানা ছন্দের কাকলী।

প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যেমন বৈচিত্র রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক গভীর ঐক্যের পরিচয়। ঋতুচক্রের আবর্তন, দিবারাত্রির পালাবদল, গ্রহদের আপন কক্ষপথে একই নিয়মে পরিভ্রমণ–এর মধ্যে কি সুশৃঙ্খলতা লক্ষ করা যায়।

এই যে অনন্ত বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, এর মূলে রয়েছেন এক সুমহান স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনিই ঈশ্বর। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেই সব কিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বা ঐক্য রয়েছে।

ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে উপলব্ধি করে তাঁর বিভিন্ন সত্ত্বাকে প্রাচীনকাল থেকে বন্দনা করা হচ্ছে। মোট কথা আমরা আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে বিস্ময়কর রুপ প্রত্যক্ষ করি তা ঈশ্বরেরই রুপ। জীব ও জগতের বৈচিত্র ঈশ্বরেরই বৈচিত্র। এ সকলের সেবা ও বন্দনার মধ্যে ঈশ্বরের আরাধনাই প্রকাশিত।[৭০]

উল্লেখিত ধারণার মধ্যে এক মহান ধর্মবিশ্বাস রয়েছে। সে ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম[৭১] বা 'সনাতন[৭২] ধর্ম'। সনাতন অর্থ চিরন্তন–যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে। সনাতন ধর্মই 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত। 'হিন্দু' শব্দটি 'সিন্ধু' শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচীনকালেই নানা মত ও পথের অনুসারীদের সমন্বয়ে সনাতন ধর্ম গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা আর্য এবং প্রাক্–আর্য দ্রাবিড়, অস্টিক প্রভৃতি নানা জাতি–উপজাতি। তবে আর্য ঋষিদের সৃষ্ট বেদ বা পবিত্র জ্ঞানই এই ধর্মের মূল ভিত্তি। বেদ–স্রষ্টা ঋষিরা থাকতেন সিদ্ধু নদের তীরে। আফগান প্রভৃতি বিদেশীরা সিন্ধুকে হিন্দু (Hind) রুপে উচ্চারণ করত। বেদবিশ্বাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তাঁরা বলত হিন্দু। আর হিন্দুর ধর্ম অর্থ্যাৎ সনাতন ধর্মকে তাঁরা বলত হিন্দুধর্ম। এভাবেই সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম কখন কোথা থেকে এসেছে, কে তাঁর উদ্ভাবক বা কোন মহামানবের পথ ধরে এর পথ যাত্রা এ সংক্রান্ত কোন তথ্য খুজে পাওয়া যায়নি। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। অনেকের ধারণা বৌদ্ধ ধর্মেরও পূর্বে হিন্দুধর্মের প্রচলন হয়।[৭৩]

---

[৭০] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: (নবম–দশম শ্রেণি) ২০০৮, পৃ. ১

[৭১] ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন জাতি বা ধর্ম; উক্ত জাতীয় বা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি।[ফা. হিন্দু <সং সিন্ধু] হিন্দুভাব, হিন্দুয়ানী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা: ২০০৪, পৃ. ৬১৮

[৭২] সনাতন বিণ. নিত্য, চিরবর্তমান, শাশ্বত; বহুকাল প্রচলিত (সনাতন প্রথা)। ঈশ্বর; ব্রহ্মা; শিব; বিষ্ণু। স্বনামধন্য বৈষ্ণবচূড়ামণি সনাতন গোস্বামী। স্ত্রী লিঙ্গে- সনাতনী, ধর্ম- অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী ধর্ম; প্রচলিত, প্রাচীন হিন্দুধর্ম। প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬৭

[৭৩] ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড,ঢাকা:২০০৮,পৃ. ১

বৈদিক এবং বেদানুমোদিত পৌরাণিক আদর্শ যারা স্বীকার করেন, হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রানুমোদিত বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম–সাধণা, উপাসনা বা পূজাদি করেন এবং সনাতন ধর্মের কল্যাণ চিন্তাকে জীবনে প্রয়োগ করে জীবনযাপন করেন তাঁরাই হিন্দু। আর তাঁদের ধর্মই হিন্দুধর্ম।

হিন্দুধর্মকে সামনে রেখেই সেকালে বৌদ্ধ[৭৪], জৈন[৭৫] প্রভৃতি ধর্ম ও নানা মত ও পথের উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুধর্ম খুবই প্রাচীন ধর্ম। ঈশ্বর হিন্দুধর্মের মূল। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি সর্ব শক্তিমান।[৭৬]

ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে মহামায়া[৭৭] বা প্রকৃতির মধ্যে। দেবতারা ঈশ্বরের শক্তির সাকার রুপ। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তি যথাক্রমে ব্রক্ষা, বিষ্ণু, শিব। তাঁর বিদ্যাদানের শক্তিই সরস্বতী, ধনসম্পদের শক্তি লক্ষী ইত্যাদি। দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।[৭৮] বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। শক্তির উপাসনা যারা করেন তাঁরা শাক্ত, বিষ্ণুর উপাসনা যারা করেন তাঁরা বৈষ্ণব, শিবের উপাসনা যারা করেন তাঁরা শৈব। এভাবে পৃথক পৃথক উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলেও বিভিন্ন দার্শনিক মত ও বিশ্বাসের মধ্যে গভীর ঐক্য রয়েছে। সেই ঐক্যের সূত্র হল সকল দেবতাই সে এক এবং অভিন্ন নিরাকার, নির্গুণ পরম ব্রক্ষের শক্তি। এই ব্রক্ষ বা ঈশ্বরই হিন্দুধর্মের মূল। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চারভাগে বিভক্ত যথা:

০১. ঋক

০২. সাম

০৩. যজুঃ ও

০৪. অথর্ব।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলী

বেদ, ব্রাক্ষণ, আরণ্যক উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীচন্ডী প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের এবং শ্রীচন্ডী মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত হয়েও পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। এ সকল ধর্মগ্রন্থে হিন্দুধর্মের দার্শনিক দিক ও বিবিধ বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

---

[৭৪] গৌতব বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধ ধর্ম হিসেবে পরিচিত। সারা বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। চিন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশী। গবেষক

[৭৫] ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ; মহাবীর কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা: ২০০৯, পৃ. ৪৭৯

[৭৬] ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৭৭] মহামায়া-বি. অবিদ্যা; হিন্দু পুরাণোক্ত অবিদ্যারূপিণী দেবী; মায়াদেবী। প্রকৃতি; দুর্গাদেবী ভগবতী। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৫

[৭৮] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: ২০০৮, পৃ. ২

ঈশ্বরকে বলা হয় পরমাত্মা। তাঁর থেকেই জীবের সৃষ্টি। জীবের আত্মরুপে ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। সে জন্যেই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। হিন্দুধর্ম শুধু মানুষের নয় সকল জীবের মঙ্গল চায়। জীব ও জগতের কল্যাণে আত্মনিবেদন করা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান দিক।

হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, আত্মার বিনাশ নেই। বিনাশ হয় দেহের। আত্মা অমর , অবিনশ্বর। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়[৭৯] বলা হয়েছে, "মানুষ যেমন পূরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরে আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। আত্মার এই দেহ পরিবর্তনের ব্যাপারটিই জন্ম ও মৃত্যু।"[৮০] হিন্দুধর্মে একেই বলে জন্মান্তরবাদ। বারবার জন্ম হতে হতে এক সময় আর জন্ম হয় না। তখন জীব মুক্তি বা মোক্ষলাভ করে। তবে তাঁর জন্য প্রয়োজন সৎকর্ম ও সাধনা।

এই জীব ও জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ ঈশ্বরকে জানা, নিজেকে জানার পাশাপাশি সৃষ্টিকে জানার ইচ্ছে ভক্তের মনে জেগে ওঠে । হিন্দুধর্মগ্রন্থের সেই সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির আদিতে প্রাণী বা বস্তু কিছুই ছিল না। 'অপ এব সসর্দাদৌ'–প্রথমেই জলের সৃষ্টি হল। এই ব্রহ্মান্ডব্যাপী মহাসমুদ্রের উপর বিষ্ণ মহানিদ্রায় শায়িত ছিলেন। তাঁর নাভিকমলে ব্রহ্মা। এদিকে বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের জন্ম হল। দৈত্যরা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা মহামায়া ও বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। মহামায়া প্রসন্ন হলে বিষ্ণুর মায়ানিদ্রা দূর হল। তিনি মধূ ও কৈটভকে বধ করলেন। ঐ দুই দৈত্যের মেদ থেকে মেদিনী অর্থ্যাৎ পৃথিবী সৃষ্টি হল। আকাশ, বাতাস, স্বর্গ, পাতাল, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ক্রমে সবই সৃষ্টি হল। বিশ্ব ছিল সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন। চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সৃষ্টি করে ইশ্বর অন্ধকার দূর করলেন।

এদিকে কশ্যপ মুনির দুই পত্নী দিতি ও অদিতি। দিতি থেকে দৈত্যদের এবং অদিতি থেকে জন্ম হল দেবতাদের। এখন মানুষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ঋষিরা বংশ বিস্তারে মনোযোগ না দিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। ব্রহ্মাই প্রথম নারী ও পুরুষের সৃষ্টি করলেন। প্রথম সৃষ্ট পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু[৮১], নারীর নাম শতরুপা। আমরা মনুর সন্তান বলে মানব নামে পরিচিত।

স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরুপার প্রিয়ব্রত ও জ্ঞানপদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসুতি নামে তিন কন্যা জন্মগহণ করল। তারপর পৃথিবীতে এল মানুষ। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের উপাসনায় , পূজায় মুখরিত হল পৃথিবী, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা পেলেন সার্থকতা। সৃষ্টাকে জেনে সৃষ্টিও পেল পরম আনন্দ। স্রষ্টাকে পাবার জন্য তাঁর অন্তরে জেগে রইল অসীম আকুতি। সেই আকুতি থেকেই উপাসনা, পূজা, বন্দনা-সাধনা, আরাধনা প্রভৃতির উদ্ভব পূজা করার জন্য ভক্ত মন্দির তৈরী করে। দেবতার মন্দির ও মহাপুরুষদের অবস্থানের স্থল পবিত্র। এরুপ পবিত্র স্থানকে বলে তীর্থ। তীর্থে গেলে দেহমন পবিত্র হয়।

---

[৭৯] মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত সাতশ শ্লোকের সমষ্টি। এ জন্য এর এক নাম সপ্তশতী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব কথা বলেছেন তারই নাম শ্রীমদভগবদগীতা, সংক্ষেপে গীতা। গীতা সকল উপনিষদের সারবস্তু অবলম্বনে রচিত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্নয়। কেবল ধর্মগ্রন্থ রূপে নয় দার্শনিক কাব্য গ্রন্থরূপেও গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি নিত্যপাঠ্য। ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬ -৭

[৮০] ড.দিলীপ কুমার ভট্রাচার্য্য, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, ২

[৮১] হিন্দু ধর্মে বাবা আদমকে বলে মনু এবং মা হাওয়াকে বলে শতরূপা। গবেষক

উপাসনা[৮২], যজ্ঞ[৮৩], পূজা[৮৪], কীর্তন[৮৫], তীর্থভ্রমণ[৮৬] প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠানগত দিক। এ ছাড়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সরণীয় সংস্কার সম্পর্কেও হিন্দুধর্মশাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে।

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নানা মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হিন্দুধর্ম পবিত্র জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। হিন্দুধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। জীবনে সৎ ও মহৎ হওয়া যায়। যেহেতু আত্মার ধ্বংস নেই, শুধু দেহেরই ধ্বংস হয়, তাই কর্ম হয় নিষ্কাম। মৃত্যু ভয় থাকে না। পরহিতে আত্মত্যাগে কোন ভীতি বা কুণ্ঠা থাকে না। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' জীবের হৃদয়ে ইশ্বরের অবস্থান। হিন্দুধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে এ বোধ জাগ্রত হয়। এ বোধ থেকে আসে অপরের প্রতি ভালবাসা এবং মঙ্গলাশয়। কারণ জীব মাত্রই মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হিন্দুধর্ম মানুষের মঙ্গল এবং জীব ও জগতের কল্যাণে নিবেদিত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মমুক্তি ও জগতের হিত সাধন হিন্দুধর্মের মূল বৈশিষ্ট। আমরা হিন্দুধর্মের এ সকল বৈশিষ্ট্য স্বরণ রেখে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অনুগত থেকে সকলের হিতে ব্রতী হব।

ধর্মতত্ত্ব

ধর্মের তত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব। 'তত্ত্ব' কথাটির অর্থ হচ্ছে, নির্ধারিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান তাকেই ধর্মতত্ত্ব বলা হয়। ধর্ম কাকে বলে ? ধর্মের স্বরুপ কি? ধর্ম পালনের উপকারিতা কি ইত্যাদি বিষয়ে সুশৃঙ্খল চিন্তা করা, আলোচনা করাই ধর্মতত্ত্বের কাজ।

০১.ধর্মের সাধারণ লক্ষণ

ধারণাদ্ ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ

যঃ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নেতরঃ ।

[৮২] উপাসনা-বি. আরাধনা, পুজ; ভগবৎচিন্তা; উপকার প্রত্যাশায় অপরের সেবা বা মনস্তুষ্টি সাধন চেষ্টা। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, ৯৪

[৮৩] যজ্ঞ- বি. দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের অনুষ্ঠান; বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ, যাগ, ক্রতু; হোম; পূণ্যকর্ম; বিরাট ব্যাপার বা অনুষ্ঠান। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৯

[৮৪] পূজা- বি, অর্চনা; আরাধনা; ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রসংশা, গুণকীর্তন; স্তুতি; হিন্দুদের নিত্য আচরণীয় জপতপ প্রভৃতি। আরাধনা করা, কর্চনা করা; উপাসনা করা, ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬৩-৭৬৪

[৮৫] কীর্তন-বি. গুণবর্ণনা (মহিমা কীর্তন); যশঃপ্রচার; নামগান; রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[৮৬] তীর্থভ্রমন- বি. তীর্থ- পূণ্যস্থান (মিলন-তীর্থ), দেবতা বা মহাপুরুষদের লীলাক্ষেত্র বা বাসভূমি; পাপমোচনের স্থান (বানাণসী-তীর্থ); ইত্যাদি স্থান ভ্রমন। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

অর্থ: ধারণ ক্রিয়া (ধৃ-মন) থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে। সংক্ষেপে যা কিছু ধারণ শক্তিসম্পন্ন তা ই ধর্ম, এছাড়া অন্য কিছু ধর্ম নয়।[৮৭]

কোন বস্তুর গুণাবলিই তাঁর ধর্ম। যেমন–উত্তাপ ও আলো অগ্নির ধর্ম। উত্তাপ ও আলো বিনষ্ট হলে অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। মানুষেরও নিজস্ব একটি ধর্ম রয়েছে যা মানুষকে মানুষ নামে পরিচিতি দান করে আর সেটিই হল মনুষ্যত্ব।[৮৮]

শাস্ত্রের হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া–এই পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের তথা ধর্মের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মাশ্রয়ীরও বিনাশ হয়ে থাকে। সুতরাং কখনও ধর্ম নষ্ট করতে নেই।

০২. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ

বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে-'যতোহভ্যুদয়–নিঃশ্রেয়াসিদ্ধি সঃ ধর্মঃ- যা থেকে অভ্যুদয় অর্থ্যাৎ জাগতিক কল্যাণ এবং নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ লাভ হয় সেটিই ধর্ম। তাহলে কথাটি দাঁড়াল যা থেকে মানুষ সাংসারিক উন্নতি–ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করতে পারে আবার জীবনের পরম প্রাপ্তিরূপে মোক্ষ লাভও করতে পারে তাই ধর্ম।[৮৯]

০৩. ধর্মের মূল

ধর্মের মূলে রয়েছে ভগবান স্বয়ং। 'ধর্মমূলে হি ভগবান, সর্ববেদময়ো হরিঃ'। ঈশ্বর আছেন তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বভুতের অন্তরাত্মা। সব কিছুই তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং তিনিই ধর্মেরও মূল।[৯০]

০৪. ধর্মচর্চার বিভিন্নতা

হিন্দুধর্ম অধিকারী বেদে ধর্মীয় স্তরের বিভিন্নতা অনুমোদন করে থাকে। কেউ নিরাকারে, কেউ সাকারে ঈশ্বরকে আরাধনা করতে পারেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন –

> "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
>
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ "।[৯১]

---

[৮৭] ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৮৮] ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, *মনুসংহিতা*, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কোলকাতা: ১৪১২বাং, পৃ.২১

[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩; নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৯০] ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৯১] শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, *শ্রীমদ্ভগবতগীতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ঢাকা:১৯৯৯, পৃ. ৭৪ (৪ ঃ ১১)

অর্থ: যিনি যেভাবে ভজন করেন আমি তাঁকে সেভাবেই কৃপা করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুবর্তন করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে "যত মত তত পথ" অপর দিকে মহাত্মা গান্ধী বলেন- "ধর্ম অনেক ইশ্বর এক"।[৯২]

হিন্দুধর্মে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত থাকলেও এটি বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম নয়, হিন্দুধর্ম একের মধ্যে বহুর সমাবেশ বা বহুর মধ্যে একের অভিব্যক্তি এই বিশেষ একশ্বরবাদে বিশ্বাসী।[৯৩]

০৫. আপদধর্ম

ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গে আর যে বিষয়টি বিবেচ্য সেটি হল মহাভারতের শান্তিপর্বি বর্ণিত আপদধর্ম। সত্য সৎলোকের ধর্ম, সনাতন ধর্ম সত্যকেই নমস্কার করে। সত্যই পরমগতি। কিন্তু এ শাস্ত্র বচন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[৯৪]

০৬. কতকগুলো বিশ্বাস

কতকগুলো আচার ও কতকগুলো অনুষ্ঠান–এ তিনটি মিলে মানুষের ধর্ম।[৯৫]

ক. বিশ্বাস

ধর্মাশ্রয়ীকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান। তিনি সর্বশক্তিমান এবং অদ্বিতীয়।

খ. আচার[৯৬]

ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই দৈহিক ও মানসিক শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বাহ্যিক শুচিতার চেয়েও মনের শুচিতাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়।[৯৭]

গ. অনুষ্ঠান[৯৮]

দৈনন্দিন জীবনে পূজা–অর্চনা, সন্ধ্যা–আহ্নিক ইত্যাদি ধর্মীয় কর্মকে অনুষ্ঠান বলা যায়।

---

[৯২] ভবেষ রায়, *সনাতন ধর্ম কি এবং কেন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০৮, পৃ. ১৭৫

[৯৩] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, কোলকাতা: ২০১১, পৃ.১০৮

[৯৪] কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত, *মহাভারত*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা: ২০১১, পৃ. ৫০০, ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ.১০

[৯৬] আচার- বি. অনুষ্ঠান, পালন; প্রচলিত ব্যবহার, চালচলন (সদাচার), সংস্কার, রীতিনীতি (দেশাচার), শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি পালনকারী, নিষ্ঠাবান, সদাচারী, আচারবান। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৯৭] নিরঞ্জন অদিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৯৮] অনুষ্ঠান- বি. আরম্ভ, উদ্যোগ; ক্রিয়া-কর্ম, উৎসবাদি (শাস্ত্রসম্মত), কর্মসম্পাদন, নির্বাহ, নির্বাহিত, আচরিত। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

ধর্মের বিশেষ লক্ষণে দেখা গেছে ধর্মের মধ্যে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং ধর্মানুরাগী ব্যক্তিকে পারমার্থিক কল্যাণের কথা চিন্তার সাথে সাথে বাস্তব জীবনের মঙ্গলময় কর্মের কথা বিবেচনায় আনতে হবে। এ সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে –

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন

ইহা হৈতে ধর্ম আর নাহি সনাতন।"

স্বামী বিবেকানন্দ জীবের মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে ঈশ্বর জ্ঞানে জীব সেবার জন্য আহ্বান করেছেন–"বহুরুপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেন জন সেইজন সেবিসে ঈশ্বর।"[৯৯]

ঈশ্বরতত্ত্ব [১০০]

ঈশ্ ধাতুর সঙ্গে বরচ্ প্রত্যয় যোগে 'ঈশ্বর' শব্দ নিষ্পন্ন। এর অর্থ শক্তিমান। তবে সাধারণ শক্তিমান নন, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, সর্ব নিয়ন্তা, সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রয়েছেন সর্বত্র। এ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংস কর্তা। ঈশ্বরের অনন্ততার রুপ। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা, আবার ভক্তের কাছে তিনিই ভগবান।[১০১]

ব্রহ্মের স্বরুপ

ব্রহ্ম মানে সর্ববৃহৎ যিনি জীব ও বস্তুকে বড় করেন। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান।

আত্মা[১০২]

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না; তিনি জীবের মাঝে আত্মারুপে অবস্থান করছেন।

---

[৯৯] ভবেষ রায়, *সনাতন ধর্ম কি এবং কেন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০৮, পৃ. ৭৫

[১০০] ঈশ্বর-বি. ভগবান; জগৎশ্রষ্টা; প্রভু, স্বামী (প্রাণেশ্বর); অধিপতি, রাজা (ভারতেশ্বর); শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি(যোগীশ্বর); মৃত ব্যক্তি বা পূণ্যতীর্থের পূর্বে ব্যবহার্য মহিমা সূচক চিহ্ন। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, ৮০

[১০১] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০

[১০২] আত্মা-বি. দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা, জীবাত্মা; পরমাত্মা, ব্রহ্মা; হৃদয়, মন, স্বভাব (পূণ্যাত্মা)। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

আত্মার স্বরুপ

আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। তাঁর জন্ম-মৃত্যু নেই। এই আত্মা জীবদেহে অবস্থান করে। দেহ নষ্ট হলেও আত্মার কোন ক্ষতি হয় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে গমন করে থাকে।[১০৩]

ঈশ্বর

যিনি ব্রহ্ম তিনিই জীবদেহে আত্মা; আবার এ ব্রহ্মই যখন সবার উপর প্রভুত্ব করেন তখন তিনি হন ঈশ্বর বা পরমেশ্বর।[১০৪]

ঈশ্বরের স্বরুপ

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর যখন অবতার রুপে আসেন তখন মানুষ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি অনন্ত অসীম। তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। তিনি শাশ্বত। তিনি জগতের আদি কারণ, বিধাতা। ঈশ্বর আপনা আপনি হয়েছেন, তাই তাঁকে বলা হয় স্বয়ম্ভু। তিনি নিত্য, শুদ্ধ পরম পবিত্র। ঈশ্বর সর্বকর্মের ফলদাতা। যিদি যে রকম কর্ম করেন ঈশ্বর তাঁকে সে রকম ফলই দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর সাকার হতে পারেন, নিরাকারও হতে পারেন।[১০৫]

ভগবান

এ ঈশ্বরকে যখন সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধীশ্বররুপে কল্পনা করা হয়, তখন তাঁর নাম হয় ভববান।[১০৬]

ভগবানের স্বরুপ

ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। ভগবান গুণময়; তিনি অনন্তগুণ ও অশেষরুপের আঁধার। তিনি রসময়, আনন্দময়। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট রুপ ও ভাব প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান রুপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন।[১০৭]

---

[১০৩] নিরঞ্জন অধিকারী, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ.১২

[১০৪] প্রাগুক্ত

[১০৫] প্রাগুক্ত

[১০৬] ভগবান-বি, সম্বোধনে- হে ভগবান!, হে প্রভু; পরমেশ্বর, ঐশ্বর্যাদি, ষড়গুণ সম্পন্ন; পুজা, মান্য (স্ত্রী- গুর্গা)। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, ৪৬১

[১০৭] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত পৃ.১১৬, নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, ১২

ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করছেন। সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে কবি রজনীকান্ত বলেছেন,

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে

ভূধরসলিল গহনে।

আছ বিটপী লতায়, জলদের গায়

শশী তারকায়, তপনে।

আবার ঈশ্বর মানুষের মন, বুদ্ধি ও হৃদয়েও আছেন। তিনি অন্তর্যামী। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রচেষ্টার নিয়ন্তা তিনি। ঈশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা-তাঁকে পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের অন্তরেই রয়েছেন।[১০৮] তাই তো রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা। ***"অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে"***

জন্মান্তরবাদ

অন্য জন্ম জন্মান্তর। আর এই জন্মান্তর সম্বন্ধে যে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা তাঁকে বলে জন্মান্তরবাদ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।

অর্থঃ হে অর্জুন, তোমার ও আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। সে কথা তোমার মনে নেই, সবই আমার মনে আছে। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের সখা এবং তাঁর রথের সারথি এ সত্য অতিক্রম করে আর একটি পরম সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা হল তিনি সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। তিনি শাশ্বত, অব্যয় পরমাত্মার প্রতীক।[১০৯] আবার যখন বলা হল অর্জুনেরও বহুবার জন্ম হয়েছে, এ থেকে বোঝা যায় অর্জুনের মধ্যেও পরমাত্মার ন্যায় কোন শাশ্বত বস্তু রয়েছে যা বহু বার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও নষ্ট হয়ে যায় নি। শাস্ত্রের ভাষায় জীবদেহের ঐ শাশ্বত বস্তু হল জীবাত্মা, সংক্ষেপে আত্মা।[১১০]

জীবাত্মা পরামাত্মার অংশ বিশেষ। অংশের মধ্যেও মূলবস্তুর গুণাগুণ বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও অব্যয়, জন্ম মৃত্যুহীন, শাশ্বতবস্তু। তবে কোন অনাদি অতীত পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে জীবাত্মা ঐ পরমাত্মায় পুনরায় পর্যন্ত জীবাত্মাকে বারবার নতুন দেহ ধারণ করে মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।[১১১]

---

[১০৮] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭

[১০৯] শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, *শ্রীমদ্ভগবতগীতা*,প্রাগুক্ত, ৭২, (৪ঃ৫)

[১১০] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮, ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

[১১১] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬

স্বর্গ ও নরক

স্বর্গ

সাধারণভাবে মানুষ জানে শুভকর্মের পূণ্যময় ফল ভোগ করার জন্য মানুষের স্বর্গ[১১২] প্রাপ্তি ঘটে। আবার পাপকর্মের ফল ভোগ করার জন্য কর্মকর্তাকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে– "স্বর্গকামো যজেত"– স্বর্গ কামনা করে যজ্ঞ করবে। স্বর্গ কামনা করে যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করবে, তাঁর ফলে স্বর্গ লাভ হবে।[১১৩]

স্বর্গে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ হয়ে থাকে। সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোক নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই লোক কেবল সুখময়। এখানে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই।

পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বর্গ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। স্বর্গ দেবতাদের বাসস্থান। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র স্বর্গে বাস করেন। ইন্দ্র কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এটি স্বর্গের রাজার পদবী। ইন্দ্র যে প্রাসাদে বাস করেন তাঁর নাম বৈজয়ন্ত। ঐরাবত নামে হাতী এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ইন্দ্রের বাহন। ইন্দ্রের দেবসভার নাম সুধর্ম। স্বর্গের উদ্যানের নাম নন্দনকানন, নদীর নাম মন্দাকিনী। চিরবসন্ত বিরাজিত অমরাবতী স্বর্গের রাজধানী। পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধে স্বর্গ আমোদিত। স্বর্গের অমৃতময় খাদ্য আর সুরভি গাভীর দুগ্ধ স্বর্গবাসীদের ভোগের সামগ্রী। স্বর্গ সুখ ভোগের স্থান হলেও এখানে জীব চিরকাল অবস্থান করতে পারে না।[১১৪] পূণ্যফলে স্বর্গবাস হয় বটে, তবে ভোগের মধ্য দিয়ে পূণ্য ক্ষয় হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের দেহ নষ্ট হয়। তখন কর্মফল ভোগের জন্য তাঁর সূক্ষ্ণ দেহের উদ্ভব হয়। ঐ সূক্ষ্ণ দেহ নিয়েই জীব স্বর্গসুখ বা নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকে। "যারা সকল হিংসা ত্যাগ করেছেন, যারা সহিষ্ণু হয়ে সব কিছু সহ্য করেন, যারা সকলের প্রতিপালন করেন, তাঁরা স্বর্গে যেতে পারেন। মোট কথা পূণ্যবান ব্যক্তি মাত্রই স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন"।[১১৫]

নরক

মানুষ যেমন পূণ্যকর্ম করতে পারেন, তেমনি আবার পাপকর্মও তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব নয়। পাপকর্মের জন্য তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ শাস্তিভোগের স্থানটিকে সাধারণভাবে বলা হয় নরক। তামিস্র[১১৬], অন্ধতামিস্র, রৌরব,[১১৭] মহারৌরব, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন ইত্যাদি নরক।[১১৮]

---

[১১২] পূণ্যবানেরা মৃত্যুর পরে যে স্থানে পূণ্য ভোগকালে সুখে বাস করেন। চির সুখপ্রদ জায়গা; মরণের পর পূণ্যবানদের আবাসস্থল। বেহেস্ত়্ জান্নাত। শিবপ্রসন্ন লাহড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮৭

[১১৩] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২ (১ ঃ ১৩)

[১১৪] হিন্দুধর্ম মতে জন্মান্ড়্রবাদ বা পূর্নজনম। আর মুসলিমদের বিশ্বাস হচ্ছে পুনর্খ্যান। তাই হিন্দু ধর্ম মতে স্বর্গ স্থায়ী কোন জায়গা না। সেজন্যই হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে-স্বর্গ সুখ ভোগের স্থান হলেও এখানে জীব চিরকাল অবস্থান করতে পারে না। হিন্দু ধর্মে স্বর্গ মানে হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী একটি প্রশান্ড়্র জায়গা। গবেষক

[১১৫] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[১১৬] তামিস্র-বি, নিশাচার, অবিদ্যাবিশেষ; ভোগেচ্ছার ব্যাঘাতে যে ক্রোধ জন্মায়; নরকবিশেষ। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, ৫৫৩

[১১৭] রৌরব-বি. হিন্দুমতে অতি পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট নরক। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩

[১১৮] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, ১৯

ব্রক্ষ্মবৈবর্ত পুরাণে ৮৬ টি নরককুন্ডের বর্ণনা রয়েছে। এখানে কয়েকটি অপরাধ এবং তাঁর জন্য কি রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা বর্ণনা করা হল।

০১. যারা পরধন, পরস্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে যমপুরুষেরা তাঁদেরকে কঠিন পাশে আবদ্ধ করে তামিস্র নরকে ফেলে দেয়। এই নরক নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপী এখানে পতিত হয়ে খাদ্য পানীয় অভাবে এবং যম কিঙ্করদের হাতে নিপীড়িত হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

০২. যে লোক জীবিত অবস্থায় যে প্রকারে অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করেছিল, সেইরুপ হিংসার শিকার হয়ে মৃত্যুর পর তাঁকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

এভাবে পাপীদেরকে নরকে শাস্তি দেয়া হয়। তবে পাপের তারতম্য অনুসারে পাপীদের নরক ভোগের যন্ত্রণারও পার্থক্য হয়ে থাকে। পাপ ভোগ শেষ হলে পাপী নরক যন্ত্রণা হতে নিস্কৃতি লাভ করে। তারপর কর্মফল অনুযায়ী জীবের পূণর্জন্ম হয়ে থাকে।

দেব-দেবী

দেব, দেবী বা দেবতা শব্দ 'দিব্' ধাতু থেকে এসেছে। দিব+অচ্। স্ত্রী লিঙ্গে দেবী। দিব্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। তাই বলা হয়েছে, যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তিনি দেবতা। 'দেব' ও দেবতা' একই অর্থে ব্যবহত হয়। যাস্ক তাঁর নিরক্ত গ্রন্থে বলেছেন, যিনি দান তিনি দেবতা। আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা।[১১৯]

দেবতারা স্তুত বা প্রশংসিত হয়ে অভীষ্ট পূরণ করেন, তাই তাঁরা দাতা। আবার নিজে দীপ্তি পান এবং অন্যকে সেই দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ করেন বলেও তিনি দেবতা। বিভিন্ন নামে বা রুপে ব্যক্ত হলেও দেবতারা এক অব্যক্ত, অদৃশ্য পরম ব্রক্ষ্র বা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে।

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বিদন্তি"

অর্থ: এক , অখন্ড সৎ ব্রক্ষ্মকে বিপ্রগণ বা জ্ঞানীরা বহু প্রকার নামে অভিহিত করেন।[১২০]

পুরাণে ধ্যাণলব্ধ দেবতাদের প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করার বিধি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু বেদে দেবতাদের শরীর মন্ত্রময়। হোমানল প্রজ্জলিত করে বা অগ্নির মাধ্যমে অন্য দেবতাদের আহ্বান করা হত। প্রজ্জলিত যজ্ঞাগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃত, পিঠা, পায়েস, মাংস প্রভৃতি অর্পণ করা হত। বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের কার্যাবলিকে এক বৃহৎ যজ্ঞ বলে মনে করতেন বৈদিক ঋষিরা। তাই তাঁদের যাগকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

---

[১১৯] ড. দিলীপ কুমার ভট্রাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

[১২০] প্রাগুক্ত

পৌরাণিক যুগে বৈদিক দেবতাদের অনেকের রুপের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেক নতুন দেবতারও আবির্ভাব ঘটেছে। ধ্যানলব্ধ দেবতারা পেয়েছেন ধ্যানানুসারী মূর্তি। যেমন, বেদের বিষ্ণুকে পুরাণে দেখি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঘনশ্যাম বিষ্ণুরুপে। বৈদিক দেবতাদের, পুরাণের দেবতাদের মতো বিগ্রহ নেই। তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তিমাত্র। অবশ্য এই শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি।

বেদে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, সোম, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি বহু দেব এবং বাক্, ঊষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতাদের বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক।[১২১]

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের কোন আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে ঈশ্বর যে কোন সময় যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা সীমাহীন, অসীম গুনের অধিকারী তিনি। বিশেষ বিশেষ জায়গায় তিনি ভিন্ন ভিন্নরুপে প্রকাশিত হন। ব্রক্ষ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রুপ। দেবদেবীরাও বিশেষ ক্ষমতা বা গুণের অধিকারী। পূজা করলে দেবদেবীরা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। আমরা পাই সুখ শান্তি।

হিন্দুরা দেব-বেদীর পূজা করে। কোন কোন দেব-দেবী প্রতিদিনই পূজিত হন। যেমন- বিষ্ণু, শিব, কালী, প্রভৃতি। আবার কোন কোন দেবদেবীর পূজা হয় বিশেষ বিশেষ তিথিতে, যেমন- ব্রক্ষ্মা, কার্ত্তিক, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। এখানে সংক্ষেপে ব্রক্ষ্রা, শিব ও গণেশের পরিচয় তুলে ধরা হল।[১২২]

ব্রক্ষ্মা

ব্রক্ষ্মা[১২৩] সৃষ্টির দেবতা। তিনি বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। ব্রক্ষ্মা অণ্ড বা ডিমের আকারে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন বলে তাঁর নামানুসারে মহাবিশ্বকে বলা হয় ব্রক্ষ্মান্ড।[১২৪] ব্রক্ষ্রার পরিচয় মনুসংহিতায় প্রদান করা হয়েছে নিম্নরুপভাবে-

“জলনিক্ষিপ্ত সে বীজ সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হল আর সে অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্বলোকেপিতামহ ব্রক্ষ্ররুপে জন্ম পরিগ্রহ করলেন।”[১২৫]

ব্রক্ষ্মার চার মুখ। তাঁর গায়ের রঙ রক্তাভ-গৌর অর্থ্যাৎ লালচে ফরসা। তাঁর চার হাত। ডান দিকের দু হাতে আছে কমন্ডলু আর ঘৃতপাত্র। তাঁর বাহন হংস। লাল পদ্মের ওপর তিনি উপবিষ্ট থাকেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন স্থানে বিশেষ ভাবে ব্রক্ষ্মার পূজা হয়। দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতির মত ব্রক্ষ্মার পূজা নির্দিষ্ট তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়।[১২৬] শাস্ত্রে আছে, দেবতারা অদৃশ্যভাবে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে অবস্থান

---

[১২১] ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

[১২২] হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী কিছু আছে দৈনন্দিন আরাধনা, কিছু আছে সাপ্তাহিক আরাধনা, কিছু আছে বাৎসরিক আরাধনা যেমন দুর্গাপূজা, লক্ষিপূজা ইত্যাদি। গবেষক

[১২৩] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮

[১২৫] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

করেন। যে দিন ব্রক্ষ্মা পৃথিবীতে থাকেন, সেদিন তাঁর পূজা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গণনা করে ব্রক্ষ্মা পূজার দিন নির্ণয় করা হয়। ব্রক্ষ্মা লাল ফুল ভালবাসতের বলে ব্রক্ষ্মা পূজায় লাল ফুল প্রয়োজন হয়, এ পূজায় ঢাক বাজান নিষিদ্ধ।[১২৭]

পুরাণে ব্রক্ষ্মার কল্যাণমূলক কাজের অনেক কাহিনী আছে। দেবতারা নানা বিষয়ে উপদেশের জন্য ব্রক্ষ্মার কাছে যান। সৃষ্টি করা ছাড়াও ব্রক্ষ্ম জ্যেতিষশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র এবং বস্তু শাস্ত্রের প্রবক্তা ব্রক্ষ্মা, বিষ্ণু, শিব এ তিনজন প্রধান দেবতা। ব্রক্ষ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব ধ্বংস করেন। এ তিন দেবতাকে ত্রিমুর্তি ত্রিনাথ বলা হয়।

শিব

ব্রক্ষ্মা সৃষ্টির দেবতা এবং বিষ্ণু পালনের দেবতা। শিব ধ্বংসের দেবতা। তিনি ধ্বংস করে সমতা রক্ষা করেন। ধ্বংসের পর ব্রক্ষ্মা আবার নতুন করে সৃষ্টি করেন। শিব মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গল করার জন্য অশুভকে ধ্বংস করেন। মঙ্গল করেন বলে তাঁর নাম শিব। শিব অর্থ মঙ্গল। শিবের আরেক নাম মঙ্গল। তাঁকে রুদ্র, ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, মহাদেব প্রভৃতি নামে ডাকা হয়।[১২৮]

শিবের একমুখ এবং পাঁচ মুখ এ দুটি রুপই আছে। পাঁচ মুখ আছে বলে

শিবের নাম পঞ্চানন। শিবের হাত দুটি।

তাঁর কপালে তৃতীয় একটি চোখ আছে। ক্রুদ্ধ হলে সে চোখে ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলে। মাথায় জটা আছে। কপালের উপরের দিকে অর্ধ চন্দ্র বা বাঁকা চাঁদ। হাতে ডমুর ও শিঙ্গা। শিবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। তিনি সর্পকে অলংকারের মত করে ব্যবহার করেন। তাঁর গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। উপবীত বা পৈতাটিও সর্পের দ্বারা তৈরী।

শিব বাঘের চামড়া পরিধান করেন। এজন্য তিনি কৃত্তিবাস। কৃত্তি শব্দের অর্থ বাঘের চামড়া। বৃষ বা ষাঁড় শিবের বাহন। বেলপাতা শিবের খুব প্রিয়। তিনি ধুতুরা, আকন্দ প্রভৃতি ফুল ভালবাসেন। তিনি অল্পে তুষ্ট হন। তাই তাঁর এক নাম আশুতোষ।

যে কোন সময় শিবের পূজা করা যেতে পারে। তবে বিশেষ ভাবে শিবপূজা করা হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। তাই এ তিথিটিকে বলা হয় শিব চতুর্দশী। শিব চতুর্দশী রাত্রিকে শিবরাত্রিও বলে। যারা শিবের উপাসক তাঁদের শৈব বলা হয়।

শিবের গুণ ও কৃতিত্ব অসীম। তিনি দেবতাদের বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি বহু অসুর বিনাশ করেছেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও নাট্যমাস্ত্রসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী দেবতা। নাট্যে ও নৃত্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শিবকে নটরাজ বলা হয়। শিব শস্যেরও দেবতা। শিবকে মূর্তিতে অথবা বিশেষ একটি চিহ্ন বা প্রতীক পূজা করা হয়।[১২৯]

---

[১২৬] স্বামী নির্বেদানন্দ, *হিন্দু ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯

[১২৭] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১২৮] ডি. দিলীপ কুমার ভট্রাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

শিবের প্রণাম মন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥

অর্থ : সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ–এ তিনটি কারণের হেতু, শান্ত শিবকে প্রণাম। হে পরমেশ্বর, তুমি গতি, তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করছি।[১৩০]

গণেশ

গণেশ সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। শুভকাজে, নববর্ষে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করা হয়। দেবতা গণেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যে কোন পূজার আগে গণেশের পূজা করা অবশ্য কর্তব্য। গণেশের শরীর মানুষের মত। তাঁর ওপর গজ বা হাতির মাথা বসান। এজন্য গণেশকে গজানন বলা হয়। তাঁর চার হাত, তিন চোখ। লম্বা তাঁর উদর, স্থুল বা মোটা তাঁর শরীর। তিনি একটু বেটে। গণেশের বাহন হচ্ছে ইঁদুর। দুর্গা ও বাসন্তী পূজার সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্থ তিথিতে বিশেষভাবে গণেশের পূজা করা হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীতে গণেশ পূজা করা হয় এবং সে সময়ে জমজমাট মেলা বসে। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র নিষিদ্ধ। গণপতি, হেরম্ব, বিনায়ক প্রভৃতি অনেক নাম আছে গণেশের। গণপতি বা গণেশের উপাসকদের গাণপত্য বলা হয়। পুরাণে গণেশের জ্ঞান ও বীরত্ব সম্পর্কে অনেক কাহিনী রয়েছে।[১৩১]

ধর্মাচার ও সংস্কার[১৩২]

মনুষ্যজীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাচীন ঋষিরা অনেক ধর্মীয় আচার আচরণ ও মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা রচনা করেছেন 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', 'পরাশরসংহিতা' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র তথা হিন্দু বিধি–বিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থের বিধি–বিধান আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া। মৃতজনের উদ্দেশ্যেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পারলৌকিক কৃত্য প্রভৃতি সম্পাদন করার বিধি বিধানও হিন্দুধর্মে রয়েছে।

০১. দশবিধ সংস্কার

---

[১৩০] প্রাগুক্ত

[১৩১] প্রাগুক্ত

[১৩২] হিন্দুধর্ম প্রাচীন ধর্মের একটি। হিন্দুধর্ম কোন ঐশ্বরিক ধর্ম না। বেদ তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থ। হিন্দুধর্ম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান না বিধায় স্থান, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে এ ধর্মের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন হয়েছে। ধর্মাচার ও সংস্কার অংশে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। গবেষক

হিন্দুদের সমগ্রজীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার। স্মৃতিশাস্ত্র মতে দশবিধ সংস্কার নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক. গর্ভাধান – গর্ভসঞ্চারের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় গর্ভাধান।

খ. পুংসবন – পুত্র সন্তান কামনা করে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাঁকে পুংসবন বলা হয়।

গ. সীমন্তোন্নয়ন- গর্ভধারণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করা হয়।

ঘ. জাতকর্ম জন্মের পর পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন জাতকর্ম সংস্কারে [১৩৩]

ঙ. নামকরণ– সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাশদ ও শততম দিবসে নামকরণ করণীয়।

চ. অন্নপ্রাশন– পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাশন।

ছ. চূড়াকরণ– গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয় তা মুন্ডণের নাম চূড়াকরণ।

জ. উপনয়ন– ‘উপনয়ন’ শব্দের অর্থ ‘নিকটে নিয়ে যাওয়া’। যে অনুষ্ঠানের পর ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুর নিকট নিয়ে যাওয়া হত তাঁর নাম ছিল উপনয়ন। উপনয়ন শব্দের সহজ অর্থ যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ।

ঝ. সমাবর্তন– প্রাচীনকালে পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হত তাঁর নাম ছিল সমাবর্তন। এ অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

ঞ. বিবাহ যৌবনে দেব ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বর ও বধুর মিলনরুপ সংস্কারকে বলা হয় বিবাহ।

দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বর্তমানে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার প্রায় লুপ্ত।[১৩৪]

[১৩৩] নবজাতক জন্মের পর মায়ের দুধের পাশাপাশি যখন সন্ড়ানের মুখে প্রথম খাবার দান করে তখন হিন্দুগণ জাতকর্ম কর্ম করে থাকে। অর্থ্যাৎ জন্মের পর পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্ড়ানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন জাতকর্ম সংস্কারে। পক্ষান্ড়রে ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী সন্ড়ান জন্ম গ্রহণ করার পর প্রথম যখন মুখে খাবার প্রদান করা হবে তখন কোন ভাল আলেমের মাধ্যমে তাঁর মুখে একটু খেজুরের রস বা মিষ্টি প্রদান করতে হয়। গবেষক

[১৩৪] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

০২. বিবাহ[১৩৫]

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তম্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীপুরে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি সুন্দর সংসার যাকে কেন্দ্র করে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরুপে বিকশিত হয়।[১৩৬]

বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক ভার বহন করতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ "মনুসংহিতা"য়[১৩৭] আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে যথা : ব্রাক্ষ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। এ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রক্ষ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য প্রশস্ত। বর্তমান সমাজে ব্রাক্ষ্মবিবাহই স্বীকৃত ও প্রচলিত। কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে স্বয়ং আমন্ত্রন করে যে কন্যাদান তাঁকে বলা হয় ব্রাক্ষ্মবিবাহ।[১৩৮]

সমাজে গান্ধর্ব বিবাহেরও প্রচলন আছে। নারী–পুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তাঁর নাম গান্ধর্ব বিবাহ। মহাভারতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হিন্দু বিবাহে কতকগুলো বিধি–বিধান শাস্ত্রীয়, কতকগুলো অনুষ্ঠান স্ত্রী–আচার। শুভলগ্নে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু পুরোহিত, আত্নীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে সাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয় যজ্ঞের মাধ্যমে।

০৩. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বর্হিগমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের দেয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত।[১৩৯]

'অন্ত্য' ও 'ইষ্টি' এ দুটো শব্দ মিলেই অন্ত্যেষ্টি শব্দটি গঠিত। 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ শেষ এবং 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ'। সুতরাং 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থ্যাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেয়া।

---

[১৩৫] যে সকল নারীদের সাথে বিবাহ বৈধ সে ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, যে নারী মাতার সপিণ্ড না হয় (অর্থ্যাৎ সাতপুরুষ পর্যন্ড় মাতামহ বংশজাত না হয় এবং মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ড় সগোত্র না হয়) এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় (অর্থ্যাৎ পিতৃস্বসাদিব সন্ড়ান সম্ভব সম্বন্ধ না হয়) এমন স্ত্রী ই (ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) দ্বিজাতিদের পক্ষে ভার্যাত্ব সম্পর্ক বিবাহ ব্যাপারে এবং দাম্পত্য মিলনের দ্বারা পুত্রোৎপাদনাদি কাজে বিধেয়। মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০, (৩/৫)

[১৩৬] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[১৩৭] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, প্রাগুক্ত, প. ৭৪ (তৃতীয় খন্ড, শেণ্টাক-২৭)

[১৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[১৩৯] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতা মাতার দাহাদি কার্যের প্রথম অধিকারী। জ্যেষ্ঠপুত্রের অভাবে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি পুত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারী হয়।

মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মাল্যচন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা উত্তর দিকে রেখে তাঁকে কুশের উপর শয়ন করানো হয় এবং দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাঁকে স্নান করান।

স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন বস্ত্র ও মাল্য পরাতে হয় এবং কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এ সপ্তছিদ্র স্বর্ণ ও কাংস্যখন্ড দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান[১৪০] করা হয়। এরপর আম্রকাষ্ঠ বা চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। চন্দন[১৪১] কাঠে শ্মশান[১৪২] শয্যা রচনা করা না গেলেও শ্মশানে চন্দনের টুকরো হলেও দিতে হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করান হয়।

এরপর অগ্নিদান ক্রিয়া। অগ্নিদানের পূর্বে শবদেহ সাত বা তিন বার প্রদক্ষিণ করতে করতে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয় :

"ওঁ কৃত্বা তু দুস্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।

মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম॥

ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্

দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥"[১৪৩]

অর্থ: জেনে বা না জেনে তিনি হয়ত দুষ্কার্য করেছেন। এখন মৃত্যুকালবশে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ধর্ম ও অধর্ম এবং লোভও মোহাচ্ছন্ন। তাঁর সকল শরীর দগ্ধ করুন। তিনি দিব্যলোকে গমন করুন।

দাহ শেষ হলে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত আমকাঠ নিয়ে সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং প্রতি বার একটি করে কাঠি চিতায় দিতে হয়। পরে কুঠার দ্বারা চিতাস্থিত জ্বলন্ত কাঠের উপর সাতবার আঘাত করতে হয়।

এরপর শ্মশানবন্ধুগণ প্রত্যেক তিন কিংবা সাত কলস জল দিয়ে চিতার আগুন নিবিয়ে দিবেন এবং চিতাস্থলটি পরিস্কার করবেন।

সকলের জল দেয়া শেষ হলে কলসটি জলপূর্ণ করে চিতাভূমির উপর রেখে আটটি কড়ি এবং একটি বাঁশের টুকরো কলসের নিকট পুঁতে রাখতে হয়। পরে পেছনে ফিরে দাহাধিকারী কুঠার বা মাটির ঢেলা দ্বারা কলসটি ভেঙ্গে চিতাস্থল

---

[১৪০] পি–বি. ডেলা (মাংসপি); পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের ডেলা (পিদান); অন্নের ডেলা; দেহ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬৭

[১৪১] চন্দন-বি. সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ বা তার গাছ; বাটা চন্দন। পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ, পীতচন্দন, শ্বেতচন্দন; গোশীর্য। প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২

[১৪২] শ্মশান-বি.শবদাহস্থান,মশান। শ্মশানচারিণীরূপে কল্পিত কালিকামুর্তি। সে স্থানে হিন্দুদের মৃত্যুরপর শরীর পুড়ানো হয়।প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫

[১৪৩] ড.পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

না দেখে বামদিকে ঘুরে বৃদ্ধগণকে সম্মুখে নিয়ে স্নান করতে যাবেন। সকল শ্মাশানবন্ধুই স্নান করবেন। প্রত্যেকেই এক বার ডুব দিবেন। স্নান সমাপন করে শ্মাশানযাত্রীগণ মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে নিমপাতা দাঁত দিয়ে কেটে ঘৃত, অগ্নি, প্রস্তর প্রভৃতি স্পর্শ করবেন।[১৪৪]

০৪. অশৌচ

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা–পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আকুল হয়। আমাদের চিত্ত সাধন ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই।[১৪৫]

ব্রাক্ষনের অশৌচ দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন। বর্তমানে ব্রাক্ষণ ব্যতীত অনেকেই দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করে ত্রয়োদশ দিনে অথবা পঞ্চদশ দিন অশৌচ পালন করে ষোড়থ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকেন। মাতা পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফল ফলাদী খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর ব্রক্ষ্মচর্য পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়।[১৪৬]

অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতি দিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়। পিতা–মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এ পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড। পূরকপিণ্ড দিতে হয় মোট দশটি। অশৌচান্তে মস্তক–মুন্ডন করে পরিধান করতে হয় নববস্ত্র। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে হয় শ্রাদ্ধ।[১৪৭] জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ভেদে অশৌচ দুই প্রকার। কেউ জন্মগ্রহণ করলে যে অশৌচ হয় তাঁর নাম জননাশৌচ এবং মৃত্যুর পরে যে অশৌচ হয় তাঁর নাম মরণাশৌচ। সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান থাকে। সুতরাং সপ্তম পুরুষ পর্যন্তই জননাশৌচ ও মরণাশৌচ পালন করার নিয়ম আছে।

০৫. আদ্যশ্রাদ্ধ

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথম যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাঁকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। অশৌচকাল উর্ত্তীণ হলে তারপর দিন অনুষ্ঠিত হয় এ শ্রাদ্ধ। যতদুর জানা যায় দত্তাত্রেয় মুনির পুত্র নিমি শ্রাদ্ধের প্রবর্তক।[১৪৮]

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অন' প্রত্যয় যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ। সুতরাং যেখানে শ্রদ্ধার সংযোগ নেই সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না। শ্রাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারী। তাঁর অভাবে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে ক্রমে ক্রমে অন্য পুত্রগণ শ্রাদ্ধ করতে পারে। প্রত্যেক পুত্রকেই আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে দান করতে হয়। শাস্ত্রে ছয়, আট, ষোল প্রভৃতি বিভিন্ন দানের বিধান আছে। যার যেমন সামর্থ সে তেমন দানই করে

---

[১৪৪] ড.দিলীপ কুমার ভট্রাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[১৪৫] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[১৪৬] মানুবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,*মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪ (৫/৫৭)

[১৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[১৪৮] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

থাকে। কেউ দান রুপে বৃষোৎসর্গও করে থাকেন। আদ্যশ্রাদ্ধে গীতা[১৪৯] এবং ব্রষ্যেৎসর্গে গীতা ও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠেরও বিধান আছে। কোন কোন অঞ্চল শ্রাদ্ধবাসরে কঠোপনিষদ পাঠ করে থাকেন। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্র একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করণীয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এ সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়।[১৫০] পরে পিণ্ডদান করে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করা হয়। নারীরাও অশৌচ এবং চতুর্থী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।

পূজা–পার্বণ

মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। শাস্ত্রের ঈশ্বর লাভের বিভিন্ন উপায় আছে। পূজা, যাগযজ্ঞ, জপ, স্রোত্রপাঠ, ধ্যান, সাধনা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্তি ঘটে।[১৫১] বর্তমান কালে ঈশ্বর লাভের উপায় হিসেবে পূজা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রচলিত। পূজার অঙ্গরূপে ধ্যান, জপ, স্তোত্রপাঠ, যজ্ঞ প্রভৃতিরও প্রচলন আছে।[১৫২]

পূজা শব্দটির মানে হল আরাধনা, অর্চনা বা উপাসনা। পূজা করা মানে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা রুপ বা চিহ্নকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্চনা করা। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু তিনি সাকার হতে পারেন এবং ঈশ্বরের সাকার রুপকেই দেবতা বলে। দেবতারা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি। দেবতাদের প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করা হয়। প্রতিমা মানে মূর্তি।

ভক্ত ঈশ্বরকে দেখতে, তাঁকে কাছে পেতে বা তাঁর কাছে মনের আবেগ জানাতে চায়। ভক্তের এ বাসনা পুরণ করার জন্য পূজা বা অর্চনা প্রচলিত হয়েছে।

সুতরাং ঈশ্বরের গুণের প্রকাশক বা পরিচায়ক দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য সেবা, গুণকীর্তন, প্রার্থনা ও প্রণাম জানাতে যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাঁকেই পূজা বলে। আর পার্বন বলতে বোঝায় পর্ব বা উৎসব।

ধর্মের যেমন তত্ত্ব বা শাস্ত্রগত দিক আছে, ধর্ম কি এ কথার ব্যাখ্যা আছে, তেমনি কিভাবে ধর্ম পালন করা হবে, তাঁরও আচরণগত দিক এবং আনুষ্ঠানিকতা আছে। পূজা হিন্দু ধর্মের বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা বা আচরণগত দিককে প্রকাশ করে। পুজার সাথে তাই কিভাবে পূজা করা হয় , কিভাবে প্রতিমা বা প্রতীক নির্মাণ করা হয়, এসব বিধিবিধানের যোগ রয়েছে। পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা, ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া। দেবতার মধ্য দিয়ে সেই ঈশ্বরের

---

[১৪৯] হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ধর্মগ্রন্থের ন্যায় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। কবিতা, শেণ্টাক ইত্যাদি। শিবপ্রসন্ন লাহড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৮, শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে সংক্ষেপে গীতা বলে, এটি মহাভারতের অংশ তারপরও এটা পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। মহাভারতের আঠারটি পর্বের অর্ন্তুগত একটি পর্ব হচ্ছে ভীষ্মপর্ব। গীতা এ পর্বের ২৫ থেকে ৪২ এ আঠারটি অধ্যায় মাত্র। নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১৫০] ড. দীলিপ কুমার ভট্রাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[১৫১] প্রাগুক্ত, ২২

[১৫২] বন্ধনা বা উপাসনা, অর্চনা ইত্যাদি শব্দগুলি প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে থাকে। হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী একজন হিন্দু ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য পূজা, যাগযজ্ঞ, জপ, স্রোত্রপাঠ, ধ্যান, সাধনা করতে হয়। প্রত্যেকটি একেকটি ইবাদাত বলে খ্যাত। গবেষক

কাছে পৌছানো যায়। দেবতার মুর্তির মধ্যে তখন দেবতার শক্তির আর্বিভাব ঘটেছে এ বোধ জাগ্রত হয়। তখন ভক্ত তাঁর কাছে আত্নসমর্পণ করে এবং বিভোর হয়ে থাকে ঈশ্বরের শক্তির ধ্যানে। এ আত্নসমর্পণ মূর্তিপূজার লক্ষ্য। তাই বলা হয়েছে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার ও জ্যোতির্ময়। ভক্তের হিতের জন্য তাঁর রুপ কল্পনা করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিমাপূজা সর্ম্পকে বলেছেন :

"পুতুল পূজা করে না হিন্দু,

কাঠ মাটি দিয়ে গড়া

মৃম্ময়ী মাঝে চিন্ময়ী হেরে

হয়ে যাই আত্নহারা ৷৷[১৫৩]

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে বিভিন্ন দেবতার পূজা করার ইঙ্গিত রয়েছে । গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন :- " যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাঁকে সেভাবেই অনুগ্রহ করি। পূজায় উপাসক ও উপাস্য বা ভক্ত ও দেবতা উভয়েরই আনন্দ হয়। এ আনন্দ আরও বেড়ে যায় যখন সকলে মিলে পূজা করা হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে উঠে পার্বণ বা উৎসব।[১৫৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূজা–পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলন ও কল্যাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মন্দির, প্রতিমা, পূজার উপকরণ, মন্দিরের সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি[১৫৫], প্রদীপ, পরিচ্ছন্ন পোষাক সব মিলিয়ে বেশ একটা পবিত্র পরিবেশ তৈরী হয়। এ পবিত্রতা মানুষকে পবিত্র করে, তাঁর মনকে সুন্দর করে, তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব জাগ্রত হয়। পূজার মধ্য দিয়ে দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত হয়। ভক্তিতেই মুক্তি। হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ব ও ভক্তির ভাব জাগ্রত হলে মানুষ হিংসা-দ্বেষ ভুলে যায়। মিলনের অবাধ আনন্দে পূজা সার্থক হয়।

প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা বছরের বিশেষ সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এ পূজার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি আছে। তবে পূজা করার সময় কতকগুলো করণীয় আছে যেগুলো সকল পুজার সময়ই করে নিতে হয়। তারপর যে দেবতার পূজা করা হচ্ছে তাঁর ধ্যান করে পুজা করা হয়। এখানে সাধারণ পূজাবিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

সাধারণ পূজাবিধি

পুজার আধার

ঘট[১৫৬], পট (ফটো), প্রতিমা, পুস্তক, শালগ্রাম, অগ্নি, জল পূজার আধার। এ সকল আধারে পূজা করা হয়।[১৫৭]

---

[১৫৩] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১৫৪] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১৫৫] আরতি-বি. নিবৃত্তি; গভীর আসক্তি, একান্ড় অনুরাগ (বধুর পিরীতে আরতি দেখিয়া; চন্ডী) প্রদীপাদি দ্বারা দেবমুতি বরণ; নীরাজনা। আরতি করা। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[১৫৬] ঘট-বি. ছোট কলসি; পাত্র আধার (সর্বঘটে), মাথা, মগজ, বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্যতম। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

[১৫৭] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

পূজাবিধি

পূজা অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট বিধি বা নিয়মাবলি রয়েছে। কোনটার পর কোনটি করতে হবে তার ক্রম বা ধারাবাহিকতার নিয়ম পদ্ধতি আছে। তাই পূজার বর্ণনা শোনার চেয়ে তা দেখে বেশি সহজ। কারণ পূজার কাজটির বেশিরভাগই ব্যবহারিক। তবুও আমরা অতি সংক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মূল বিষয়গুলোর কথা বলছি। শুদ্ধ আসনে বসে প্রথমে আচমন করতে হয়। আচমনের সাথে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হয়। বিষ্ণুস্মরণের পর স্বস্তিবাচন। স্বস্তি অর্থ মঙ্গল বা শুভ কামনা বা আর্শীবাদ। ব্রাক্ষণ পূজার শুরুতে যে শুভ বা মঙ্গল কামনা করেন তাকেই বলে স্বস্তিবাচন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ, তন্ত্র[১৫৮] প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে পৃথক পৃথক স্বস্তিবাচন রয়েছে। তারপর চন্দন, বেলপাতা, পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে নারায়ণের অর্চনা করতে হয়, সূর্যের প্রতি দিতে হয় অর্ঘ্য যাকে সূর্যঘ্য বলে। এরপরে সংকল্প করতে হয়। সংকল্প মানে প্রতিজ্ঞা। দৃঢ় ইচ্ছা যে আমি এ কাজ বা পূজা সম্পন্ন করব। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য দিতে হয়। জল, আসন, পুষ্প প্রভৃতি শুদ্ধ করে নিতে হয়। পূজার কাজের সুবিধার জন্য বিঘ্ন অপসারণ, ভুতশুদ্ধি প্রভৃতি করে নিতে হয়। তারপর কিছু যোগের ব্যবস্থা আছে। যেমন, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি।[১৫৯]

এসব হয়ে গেলে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করতে হয়। তারপর শিবাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করতে হয়। যিনি পূজা সম্পাদন করেন তাকে পুরোহিত বলা হয়। পুরোহিতদের জন্য পূজা পদ্ধতি বিষয়ক বহু গ্রন্থ আছে।

সাধারণ পুজাবিধি অনুসারে পুজার কাজগুলো করার পর যে দেবতার পূজা করা হবে, সে দেবতার ধ্যান করতে হয়। তারপর তাকে আবাহন করতে হয়। ইহাহচ্ছ ইহ তিষ্ঠ, মম পূজ্যং গৃহাণ। হে দেবতা এখানে এস, এখানে অবস্থান কর, আমার পূজা গ্রহণ কর। এ ধ্যান কাকে বলে? পূজার ক্ষেত্রে ধ্যান হচ্ছে রুপচিন্তা। যে দেবতার পূজা করতে হবে তাঁর রুপচিন্তা করাকেই ধ্যান বলা হয়। ধ্যানের মন্ত্রে দেবতাদের রুপ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা অনুসারে ধ্যান করতে হয়। যথাসাধ্য উপচার দিয়ে পূজা করতে হয়। উপচার মানে উপকরণ। উপচার তিন প্রকার, যথা ঃ

ক. পঞ্চোপচার– গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

খ. দশোপচার – পাদ্য (পা ধোয়ার জল), অর্ঘ্য, আচমনীয় (মুখ ধোয়ার জল), পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানীয়।

গ. ষোড়শোপচার– আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পুনরাচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বৈবেদ্য ও পানীয়।

যথাসাধ্য উপচার দিয়ে পূজা করার পর দক্ষিণা (গুরু বা পুরোহিতদের সম্মানী) দিতে হয়। তারপর পূজায় কোন ক্রুটি ঘটে থাকলে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

অবশেষে সর্বকর্ম সমর্পণ। প্রণামের মধ্যদিয়ে আত্মনিবেদন।[১৬০]

এখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর পূজা পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

---

[১৫৮] এগুলো হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। গবেষক

[১৫৯] ড. দিলীপ কুমার ভট্রাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[১৬০] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

লক্ষ্মী পূজা

লক্ষ্মী ধন–সম্পদের দেবী। লক্ষ্মীপূজা নিত্য পূজা। প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতেই লক্ষ্মীপূজা করা হয়। প্রতিদিন মেয়েরা পটে বা ছবিতে লক্ষ্মীপূজা করে। প্রতি বৃহস্পতিবার ঘটে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। ফুল, বেলপাতা এবং ফল–মিষ্টি প্রভৃতি নৈবেদ্যরুপে দেয়া হয়। তারপর লক্ষ্মীর মাহাত্মা প্রকাশক পাঁচালী[১৬১] আছে। সেই পাঁচালী পড়া হয়।

প্রতিমা নির্মাণ করলে , চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করতে হয়। চক্ষুদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্যও মন্ত্র আছে। অনুভব করা হয় যেন প্রতিমার দেবী এলেন। পরে পূজা শেষে বিসর্জন দিতে হয়। যেন দেবী চলে গেলেন।

আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে লক্ষ্মী দেবীর করা হয়। এ পূর্ণিমাকে লক্ষ্মী পূর্ণিমা বা কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। দুর্গাপূজার সাথেও লক্ষ্মীপূজা করা হয়। যে দেবতার পূজা বিশেষভাবে করা হচ্ছে তাঁর সংকল্প করতে হয়। তারপর তাঁর ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের মন্ত্র আছে। বিশেষ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। লক্ষ্মীর স্তোত্রও আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করার সময় এ স্তোত্র পাঠ করতে হয়। সবশেষে ত্রুটি ঘটে থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় এবং প্রণাম করে আত্মসমর্পণ করতে হয়।[১৬২]

সরস্বতী পূজা

সরস্বতী বিদ্যার দেবী

সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। আচমন, স্বস্তিবাচন থেকে শুরু করে অন্যান্য দেবতার পূজা করার পর সরস্বতী দেবীর পূজা করতে হয়। সরস্বতী পূজার জন্যও সংকল্প ও ধ্যান করতে হয়। সংকল্প ধ্যানের জন্য বিশেষ মন্ত্র আছে।

সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।

বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা।

এষ সচন্দন বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরুপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।[১৬৩]

---

[১৬১] পাঁচালি- পাঁচালী- বাঙ্গালী গীতিকাব্য বা গানবিশেষ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

[১৬২] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

অর্থ: হে মহাভাগ সরস্বতী, হে বিদ্যাদেবী, পদ্ম ফুলের মত তোমার চোখ। তুমি বিশ্বরুপা, হে বিশাল চক্ষু অধিকারিণী, আমাকে বিদ্যা দাও, তোমাকে আবার প্রণাম করি।

যদি প্রতিমায় পূজা করা হয় তাহলে বিধি অনুসারে বিসর্জন দিতে হয়। এ জন্যও সুনির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। বিদ্যার জন্য আত্মসমর্পন করাই সরস্বতী পূজার মূল কথা।

নিত্যকর্ম

ধর্মের মূল ভগবান। কেননা তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। আবার তিনিই সকল কিছুর মধ্যে অবস্থান করেন। ঈশ্বরকে এভাবে প্রতিপন্ন করাই বেদাদির উদ্দেশ্য। উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। পূজার দ্বারা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে হয়। দেহকে পবিত্র রাখলে মন পবিত্র হয়। দেহ ও মন পবিত্র থাকলে শান্তভাবে জীবনযাপন ও ঈশ্বরের সাধনা করা যায়। ভক্ত বা সাধক এভাবে একটি সুন্দর দৈনন্দিন জীবন পালনের পথ অনুসরণ করেন। প্রতিদিনের কর্মসূচি ঠিক করে নেন। প্রতিদিনের কাজকেই বলা হয় নিত্যকর্ম। যা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে করতে হয়। মোটকথা, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ধরে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলোকে নিত্যকর্ম বলে।[১৬৪]

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময় কালকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় যথা:

০১.প্রাতঃকৃত্য

সূর্যোদয়ের কিছু আগে ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপরে পূর্ব বা উত্তর মুখ হয়ে বসে ঈশ্বর বা দেবদেবীদের স্বরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয় এ জন্য ধর্মগ্রন্থে মন্ত্র বা শ্লোক আছে। যথা :

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী

ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ

কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রবাতম্ ।

অর্থ : ব্রহ্মা, মুরারী (কৃষ্ণ), ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী শিব, সূর্য, চন্দ্র, বুধ, গুরু, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু সকলে আমার প্রভাতটিকে যেন সুন্দর করেন।

০২. পূর্বাহ্নকৃত্য

প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল কাজ করা হয় তাই পূর্বাহ্নকৃত্য। এ সময়ে প্রার্থনা, উপাসনা ও পূজা করে দিনের অন্যান্য কাজকর্ম করতে হয়।

[১৬৪] ইসলাম ধর্মে যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। হিন্দুধর্মে দৈনিক ছয়বার কৃত্য বা বন্ধনার ব্যবস্থা রয়েছে। যথা প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য এবং রাত্রীকৃত্য। যেব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তুষ্টি চায় সে যেন দৈনিক এ ছয় সময় কৃত্য করে। গবেষক

০৩. মধ্যাহ্নকৃত্য

দুপুরের কাজ খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রাম। যদি দুপুরে কোন অতিথি আসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে খাওয়াতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বলে অতিথি নারায়ন, অতিথির সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

০৪. অপরাহ্নকৃত্য

দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ করা হয় তাকেই বলে অপরাহ্নকৃত্য। এ সময়ে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজ করবে। বিকেলে খেলাধুলা, ব্যায়াম বা ভ্রমণ করলে শরীর ভাল থাকে।

০৫. সায়াহ্নকৃত্য

সায়াহ্ন মানে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে আবার হাত–মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তারপর ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। ঈশ্বরোপসনা করতে হবে।

০৬. রাত্রিকৃত্য

সন্ধ্যার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সময়কালের কাজকে রাত্রিকৃত্য বলা হয়। এ সময়ে অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যা কিছুই করা হউক না কেন তা রাত্রিকৃত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রাতের আহার গ্রহণ করতে হয়, শান্ত হয়ে ঘুমাতে যেতে হয় এবং ভগবানের এক নাম "পদ্মনাভ" বলে শুয়ে পড়তে হয়। নিয়মিত উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি গভীর হয়। সুতরাং প্রাতঃকৃত্য থেকে রাত্রিকৃত্যের নিয়মাবলি মেনে চললে নিজের কাজে নিষ্ঠাবান থাকা যায় এবং হৃদয়ে থাকে ঈশ্বরের সুগভীর ভালবাসা হওয়া যায় ঈশ্বরভক্ত।[১৬৫]

সার্বিক বিষয় আলোচনার মাধ্যমে এটা পরিস্কার যে হিন্দুধর্ম মানব রচিত প্রাচীন ধর্মের মধ্যে অন্যতম। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বর একজন আছেন। এ ঈশ্বর বিভিন্ন দেব দেবীর মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল করে থাকেন। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে পূর্ণজনম। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর দেহ হতে আত্মা চলে যায় তখন শরীর নিস্তেজ হয়ে আস্তে আস্তে পচে যায়। আত্মা অভিনশ্বর। সে আবার অন্য শরীরে প্রবেশ করে। এমন করতে করতে মানুষ আর কখনো জন্ম লাভ করে না। এটাকে বলে জন্মান্তরবাদ। হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। এটা প্রধান ধর্ম গ্রন্থ। তারপর রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মনুসংহিতা, স্মৃতিচিন্তামণি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ দেব-দেবির মধ্যে রয়েছে বিষ্ণু, মনসা, কার্তিক, লক্ষী সরস্বতী ইত্যাদি। পূজা ও পার্বনের মধ্যে রয়েছে লক্ষীপূজা, সরস্বতীপূজা, শ্যামা পূজা, দুর্গাপূজা, মঙ্গলপূজা, শনিপূজা ইত্যাদি। নিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য ও সায়াহ্নকৃত্য ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মে ন্যায় ও নীতি নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, অপকর্মের জন্য নরকের ভয় দেখানো হয়েছে এবং ভাল কাজ করার জন্য স্বর্গের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

---

[১৬৫] নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, ২৫–২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রচলিত প্রাচীন ধর্মের একটি। পৃথিবীতে যতরকম মানব রচিত ধর্ম রয়েছে তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধধর্ম হিসেবে পরিচিত ও প্রচারিত। পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যখনই মানবতা ভুলুণ্ঠিত হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব ভূলে গিয়ে অধর্মের পথে চালিত হয়। তখন জগতবাসীকে সৎ শিক্ষাদান এবং সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে আর্বিভূত হন একজন মহাপুরুষের। সেরূপ সূর্য সদৃশ তেজোদৃপ্ত মহামানব বুদ্ধের আবির্ভাবও বিশ্ববাসীর জন্যে ছিল এক মহা দুর্লভ ঘটনা। বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা তখন রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছিল এই ধরাতল। শ্রেণি বিভেদ ও বর্ণ–বিদ্বেষের ছিল নির্মম কঠোরতা। পুরোহিত[১৬৬] প্রধান আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকান্ড ও যাগযজ্ঞে[১৬৭] ধর্মের নামে বধ করা হত অসংখ্য নিরীহ প্রাণী। একদিকে খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণি মানুষের অসহায়ত্ব, অন্যদিকে সমাজের উচ্চ শ্রেণির দুর্দান্ত প্রতাপ। তদানীন্তন সময়ে প্রচলিত ধর্মমত সমূহ ছিল বাষট্রি প্রকার দৃষ্টিজালে বিভক্ত (ব্রক্ষজাল সূত্র ৩৮ পৃ.)।[১৬৮] এমনি এক ক্ষীয়মান ও তমসাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় প্রজ্ঞার প্রদীপ হাতে জন্ম নিলেন জন্ম–জন্মান্তরের পারমী সম্পন্ন জ্যোর্তিময় মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ–অন্তরে তাঁর মৈত্রী, করুণা, প্রেম ও অহিংসার বাণী। মানব জাতিকে শুনালেন তিনি অমৃতের (নির্বাণের) বাণী এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন " প্রাণ সর্বজীবের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, তাই এ প্রাণ হনন থেকে বিরত হও। মানুষ জন্মে বড় নয়, কর্মেই বড়; অতএব সকল পাপকর্ম বর্জণ কর, সৎকর্ম সম্পাদন কর এবং স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ কর। তবেই আসবে মুক্তি। মানুষ নিজেই নিজের মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত কর দেখবে তখন আত্ম–পর সব সমান।"[১৬৯]

গৌতম বুদ্ধের পরিচয়

তাঁর নাম কুমার সিদ্ধার্থ। পিতার নাম শূদ্ধোদন, তিনি শাক্যদের রাজা ছিলেন। সিদ্ধার্থের মায়ের নাম মহামায়া। মহামায়ার পিত্রালয়ে দেবদহনগরে যাওয়ার পথে লুম্বিনী কাননে খ্রিস্ট পূর্ব ৬২৩ অব্দে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করেন।[১৭০]

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মমতাময়ী মা মহামায়া মারা যান। তারপর সিদ্ধার্থের লালন পালনের দায়িত্ব নেন রাজা শূদ্ধোদনের অপর এক পত্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। গৌতমী মহামায়ার বোন ছিলেন। রানী গৌতমীর প্রতিপালিত বলে সিদ্ধার্থের আরেক নাম রাখা হয় গৌতম। এ গৌতম নামেই তিনি বেশী পরিচিত। এছাড়া শাক্যবংশে জন্ম বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন।[১৭১]

---

[১৬৬] পুরোহিত- বি. গৃহস্থের মঙ্গলার্থ যিনি দেবার্চনাদি করেন, ঋত্বিক, যজনকর্তা। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

[১৬৭] যাগযজ্ঞ- দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের অনুষ্ঠান; বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ, যাগ, ক্রতু; হোম, পূণ্যকর্ম। প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৯

[১৬৮] সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটকপরিচিতি*, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, উত্তরপাদুয়া, রাঙ্গুনীয়া, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ. ০১

[১৬৯] প্রাগুক্ত

[১৭০] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ.১, কিন্তু সুদর্শন বড়ুয়া রচিত *ত্রিপিটক পরিচিতি* বইয়ের ২ পৃষ্ঠায় গৌতম বুদ্ধের জন্ম তারিখ উলেণ্টখ করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৫ সাল এবং জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া রচিত *গৌতম বুদ্ধ* নামক গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় উলেণ্টখ রয়েছে যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ সাল। গবেষক

[১৭১] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ১

জন্মেরপর রাজজ্যোতিষীরা গৌতমের জন্মপঞ্জিকা[১৭২] তৈরী করেন। পণ্ডিতরা তাঁর মধ্যে মহাপুরুষের বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখতে পান। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, কুমার হয় রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তীরাজা হবেন অথবা পূর্ণজ্ঞানী হবেন। বুদ্ধ হয়ে জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করবেন। সে থেকে রাজা শূদ্ধোদানের ভয় হচ্ছিল, গৌতম কখন সন্ন্যাসী হয়ে যায়। তাই অল্প বয়স থেকেই কুমারকে সব রকম আনন্দের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেন। আনন্দ উল্লাসের মধ্যে তাঁকে সর্বদা আগলে রাখতে শুরু করলেন। শিক্ষা দিলেন রাজপুত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম বিদ্যা। লেখাপড়া ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে শুরু করলেন। গৌতম যেন দুঃখের পরশ না পান, শোক কি তা বুঝতে না পারেন, সেভাবে রাখার চেষ্টা করা হল।[১৭৩]

দিনে দিনে সিদ্ধার্থ বড় হতে লাগলেন। কিন্তু পিতা শুদ্ধোদন কিছুতেই স্বস্তি পান না। বার বার তাঁর মনে পড়ে যায় পুত্র সম্পর্কে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। শুদ্ধোদন তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, কুমারকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হোক। বিবাহের আগে গৌতমকে সেকালে প্রচলিত ক্ষত্রিয়দের মত বিদ্যাশিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পরীক্ষা দিতে হয়। একে একে সবরকম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তারপর মামাত বোন দেবদহ রাজার কন্যা গোপাদেবীকে বিবাহ করেন[১৭৪]। রাজা শূদ্ধোদনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। কিন্তু কুমার গৌতমের মনে শান্তি নেই। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, কেন শান্তি নেই? শান্তি কোথায়? তাঁর বয়স তখন উনত্রিশ বছর। এ সময় তাঁর জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

একদিন তিনি উদ্যান ভ্রমনে বের হলেন। প্রথম পূর্ব দিকে। প্রিয় সারথী 'ছন্দক' রথ সাজিয়ে আনলেন। রাজা শূদ্ধোদন আদেশ দিলেন, রাজকুমার উদ্যান ভ্রমণে যাচ্ছেন। উদ্যান ভ্রমণের সময় কুমারের চোখে জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসী যেন না পড়ে। আনন্দ উৎসবে উদ্যান ভরে থাকুক। গৌতমেরও মনে হল জগতে দুঃখ্য নেই, কান্না নেই, হতাশা নেই। এসময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল এক বুড়ো ! গৌতম সারথীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও কে, ছন্দক?[১৭৫]

ছন্দক বললেন– এক বৃদ্ধ।

গৌতম বললেন, সকলেই কি বৃদ্ধ হবে? আমরাও হব?

ছন্দক বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরও একদিন বৃদ্ধের মত অবস্থা হবে।

অমনি গৌতম বললেন, ছন্দক, রথ ফিরাও। আমি আর নগর ভ্রমণে যাব না।

---

[১৭২] জন্মপঞ্জিকা বলতে বুঝানো হয়েছে জন্মের পরপরই তাঁর ভবিষ্যত বাণী। গৌতম বুদ্ধ জন্মের পর তাঁর বাবার রাজ দরবারে থাকা জ্যেতিষগণ তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করেন। তারপর উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের সেরা জ্যেতিষীদের ডেকে তাঁর বাবা জন্ম পঞ্জিকা তৈরীর নির্দেশ দিলে জ্যেতিষীগণ তাঁর সম্পর্কে মোট বত্রিশটি উজ্জল ভবিষ্যতের সুলক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। সে ব্যাপারে তাঁর বাবা সব সময় সজাগ থাকতেন। গবেষক

[১৭৩] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত পৃ.১

[১৭৪] কত বছর বয়সে সিদ্ধার্থ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এতটুকু কথা উলেল্গখ রয়েছে যে, "সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পন করলেন। তারপর বৈরাগ্য ভাব থেকে তাঁকে ফেরানোর জন্য বাবা তাঁকে বিবাহ দেন। জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

[১৭৫] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২

আর একদিন গৌতম বের হলেন দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে।[১৭৬] সঙ্গে সারথি[১৭৭] ছন্দক। চারদিকে আনন্দ উৎসব চলছে। রথ[১৭৮] চলল এগিয়ে। এমন সময় গৌতম একজন অসুস্থ লোককে দেখতে পেলেন। অসুখে কাতর। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে লোকটি। গৌতম রথ থামাতে বলে ছন্দককে বললেন, ওই লোকটি কে? সে এত কষ্ট পাচ্ছে কেন? ছন্দক বললেন, লোকটি অসুস্থ । রোগে কষ্ট পাচ্ছে।

গৌতম বললেন, আমিও কি রোগে কষ্ট পাব?

গোপাদেবীরও এ অবস্থা হবে?

ছন্দক বললেন, জীবমাত্রই রোগে আক্রান্ত হয়।

গৌতম সেদিন আর উদ্যান ভ্রমণে গেলেন না।

তৃতীয় দিন পশ্চিম দিকে উদ্যান ভ্রমনে গিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চারজন লোক একটি মৃতদেহ কাঁদে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর পিছনে কতগুলো মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। গৌতম ছন্দককে বললেন, কে ওই লোকটা কেনই বা লোকগুলো কাঁদছে? ছন্দক সব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, জীবনের স্বাভাবিক পরিনতি মৃত্যু। কোন জীবই মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। গৌতম এবারও ফিরে এলেন।

আর একদিন বের হলেন উত্তর দিকে । এবার দেখলেন গৃহত্যাগী এক তরুন সন্ন্যাসীকে। গৌতম ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে?

ছন্দক বলেন, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সকলকে ত্যাগ করেছেন। গৌতমের মনে হল ওই সন্ন্যাসী কত সুখী। আর তাঁর মধ্যে দেখতে পেলেন নিজের জীবনের ছবি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন জেগে উঠলেন। তারপর ছন্দককে বললেন, রথ ঘোরাও। তিনি ভাবলেন, জন্ম নিলেই রোগ হবে, জরা আসবে, মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমাকে এসব থেকে মুক্তি অসম্ভব। সংসারের বন্ধন তাঁকে ছিন্ন করতেই হবে। রাজবাড়ীতে ফিরে এলেন গৌতম। এদিকে পুত্র রাহুলের জন্ম হল। নবজাতক রাহুলের কথা ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে হল, রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে তেমনি পুত্র রাহুলও তাঁকে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এসেছে। তখন তিনি সংকল্প করলেন–গৃহত্যাগ করবেন।[১৭৯]

---

[১৭৬] গৌতম বুদ্ধের বাবা ছিলেন তৎকালীন রাজা শুদ্ধোদন। তাঁর পিতার রাজ দরবারে রাজকিয়তার ভরপুর। রাজ দরবার থেকে বের হওয়ার জন্য অনেকগুলো গেট বা দরজা রয়েছে। পূর্বদিকের গেট, পশ্চিম দিকের গেট, উত্তর দিকের গেট দক্ষিণ দিকের গেট । তা ছাড়াও আরো ছোট-বড় প্রায় ২০ টির মত গেট ছিল। একেক দিন গৌতম বুদ্ধ একেকটি গেট দিয়ে যাত্রা করতেন। গবেষক

[১৭৭] সারথি-বি. রথচালক। সারথা– সারথিয় বৃত্তি। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮

[১৭৮] রথ-বি. অশ্বাদিবাহিত চক্রযুক্ত প্রাচীন যানবিশেষ; প্রাচীন যুদ্ধযান (রথযুদ্ধ); জগন্নাথদেবের যান বা তদনুকরনে নির্মিত যান (রথযাত্রা); যে কোন গাড়ী (বাষ্পরথ) –যাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথভ্রমণোৎসব। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

[১৭৯] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

সে দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা।[১৮০] রাজবাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। গৌতম তখন উঠে পড়লেন। ছন্দককে বললেন, আমার ঘোড়া আন। আমি সন্ন্যাসে যাব। ছন্দক আদেশ পালন করলেন। অশ্ব কন্থককে সাজিয়ে আনলেন। বিদায়ের আগে গৌতম গোপাদেবীকে শেষ বিদায় জানাতে গেলেন। দেখলেন, পুত্র রাহুলকে বাহুতে রেখে তিনি পরম সুখে ঘুমিয়ে আছেন। গৌতম গোপাদেবীকে আর জাগালেন না। এক পলক দেখে রাজবাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লেন। পিছনে পড়ে রইল দুঃখের সংসার। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চলতে চলতে দেখলেন সামনে ছোট নদী অনোমা বয়ে চলেছে। অনোমা নদী পার হয়ে গৌতম থামলেন।[১৮১]

গৌতম বললেন, ছন্দক এবার এখান থেকে তুমি ফিরে যাও। ছন্দক গৌতমকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর মন ভিষণ্ন হয়ে উঠল কষ্টে। গৌতমের প্রিয় অশ্ব কন্থক শোকাহত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। শূণ্য বুকে ছন্দক ফিরে চললেন কপিলবাস্তুর দিকে।

বুদ্ধত্বলাভ

বুদ্ধ[১৮২] শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞানী। সর্ব ধর্ম যথার্থভাবে বুঝবার ক্ষমতার অধিকারী বলে বুদ্ধ। সর্ব দর্শী বলে বুদ্ধ। গুরুর উপদেশ বিনা স্বয়ং নির্বাণ উপলব্দি করেছেন বলে বুদ্ধ। স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে অপরকে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন বলে বুদ্ধ। সমস্ত ক্লেশ ও ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা সমূলে বিনাশ করেছেন বলে বুদ্ধ। চার আর্যসত্য জ্ঞাত হয়েছেন বলে বুদ্ধ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয়সাধন করেছেন বলে তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন।[১৮৩]

গৌতম পায়ে হেটে পৌছলেন বৈশালী নগরে। সঙ্গে তাঁর পাঁচ শিষ্য কৌন্ডিন্য, বস্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। পথ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে উরুবেলার সেনানী গ্রামে পৌছলেন। সেখানে দেখলেন একটি সুন্দর বন, পাশে নদী, এর নাম নৈরঞ্জনা। নদীর ধারে বিরাট এক অশ্বত্থ গাছ। ধ্যান-সাধনার জন্য এ তো মনোরম স্থান। এ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। না খেয়ে সাধনা করলে শরীর দুর্বল হলে মনও দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল মন সাধনার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। আহার ও ধ্যান সাধনা একসাথে শুরু করলেন। [১৮৪]

---

[১৮০] এ শুভ পূর্ণিমায় রানী মায়াদেবী একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। ওই স্বপ্নের মধ্যে বোধিসত্ত্ব মায়াদেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। আবার এ পূর্ণিমায় গৌতম সত্য অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। গৌতমের বয়স তখন উনত্রিশ বছর। রাজত্ব ও স্ত্রী পুত্রের মায়া ত্যাগ করে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বুদ্ধত্ব লাভ করে সারনাথে প্রথম ‘ধর্মচক্র প্রবর্তণ সূত্র’ দেশনা করেন এ পূর্ণিমা তিথিতে। এ ত্রিস্মৃতি বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ পবিত্র। সেদিনটিকে স্বরণীয় করে রাখার জন্য বৌদ্ধগনণ আষাঢ়ী পুজার ব্যবস্থা করে থাকে। গবেষক

[১৮১] জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[১৮২] বুদ্ধ-বি. জাগরিত, জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত; জ্ঞানী। বৌদ্ধধর্মপ্রচারক শাক্যসিংহ, গৌতম। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

[১৮৩] **সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রকাশিকা, শ্রীমতী প্রভাবতী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম,২০০৪, পৃ. ১৫১**

[১৮৪] জীবনানন্দ বড়ুয়া,*বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩

বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশে। অশ্বত্থ[১৮৫] গাছের নিচে বসে ধ্যান করে প্রথমে মারকে জয় করলেন। মার হল অশুভ শক্তির দেবতা। তাকে পরাজিত করে রাতের প্রথম প্রহরে তিনি তাঁর পূর্বজন্ম সমুহের সব বিষয় অবগত হলেন। রাতের দ্বিতীয় প্রহনে লাভ করলেন দিব্যচক্ষু। তৃতীয় প্রহরে জন্ম , জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কার করলেন। তিনি হলেন জগতের আলো বুদ্ধ। যে অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে তিনি জ্ঞানলাভ করলেন সে গাছের নাম হল 'রোধিদ্রুম' বা বোধিবৃক্ষ।

জ্ঞানলাভের পর তাঁর নাম হয় "বুদ্ধ" অর্থ্যাৎ জ্ঞানী। সে স্থানে তিনি জ্ঞানলাভ করলেন তাঁর নাম হল বুদ্ধগয়া। সেই বোধিবৃক্ষের গা ঘেষে আছে বুদ্ধগয়ার ভুবন বিখ্যাত মন্দির। সারা পৃথিবীর বৌদ্ধদের কাছে এ স্থানটি আজও সবচেয়ে পবিত্র। সে সুন্দর স্থানটির সৌন্দর্য এখনও অম্লান আছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে গৌতমের বোধিসত্ত্ব জীবনের সমাপ্তি হল। তিনি লাভ করলেন নির্বাণ মার্গের জ্ঞান। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি অমর হয়েছেন তাঁর নাম হল 'চারি আর্যসত্য' এবং তাঁর অন্তর্গত 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। এভাবে তিনি হলেন বুদ্ধ।[১৮৬]

ধর্ম প্রচার

বুদ্ধত্ব লাভ করার পর তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পৌছালেন সারনাথে। সেখানে ছিলেন তাঁর সেই পাঁচজন শিষ্য যারা তাঁকে ছেঁড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুদ্ধকে দেখে প্রথমে প্রণাম করতে চাননি। পরে তাঁরা বুদ্ধের শরীর ঘিরে দিব্যজ্যোতি দেখে তাঁদের ভূল বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁদের কাছে সর্বপ্রথম তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করলেন। তাঁরাই হলেন বুদ্ধের পঞ্চ বর্গীয় শিষ্য। এ পাঁচজন হলেন বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম ভিক্ষু।[১৮৭] এদের নিয়ে তিনি প্রথম 'ভিক্ষুসজ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন।

তারপর যশ ও যশের চার বন্ধুকে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্গে গ্রহণ করলেন। তাঁদের আরও পঞ্চাশ জন যুবক-বন্ধু ভিক্ষু হলেন। বুদ্ধ এ ষাট জন ভিক্ষুকে চার দিকে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এক সময় তিনি নিজেও ধর্ম প্রচার করতে বের হলেন। তারপর কপিলঅবস্তু, শ্রাবস্তী, বৈশাম্বীম কনৌজ, মথুরা, আলবী ইত্যাদি বহু জায়গায় তিনি ৪৫ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেন।

মহাপরিনির্বাণের আগে তিনি রাজগৃহ থেকে বৈশালী হয়ে কুশীনগর গমন করেন। কুশীনগরের পথে পাবা নগরে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কুশীনগরে এসে তিনি মল্লদের শালবনে জোড়া শাল গাছের নিচে শয়ন করেন। আকাশে তখন বৈশাখী পূর্ণিমা চাঁদ। সঙ্গী ভিক্ষুদের ডাকলেন তিনি। প্রিয় শিষ্য আনন্দে কাছে এলেন। বুদ্ধ তাঁর শেষ বাণী বললেন, হে ভিক্ষুগণ! উৎপন্ন হওয়া জীবমাত্রেই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে নিজ নিজ কাজ করবে। তথাগতের এই শেষ বাণী। রাতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর শেষ। শেষ প্রহরে জগতের আলো গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যুবরণ) লাভ করেন।[১৮৮]

---

[১৮৫] অশ্বন্থ- বৃক্ষবিশেষ, পিপ্পল গাছ, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[১৮৬] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪

[১৮৭] বুদ্ধের পঞ্চ বর্গীয় শিষ্যগণ হলেন- কৌন্ডিন্য, বম্প, ভদ্দিয়, মহানাম, ও অশ্বজিৎ । জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩

[১৮৮] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

গৌতমবুদ্ধের জীবপ্রেম

বৌদ্ধধর্মের জীবপ্রেমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। জীব বলতে শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে। এমন কি পোকামাকড়কেও তা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। বুদ্ধ বলেছেন, সকল জীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী পোষণ করবে। বড়, ছোট, মাঝারি, ক্ষীণ, মোটা সব রকম প্রাণীকে ভালবাসতে হবে। আর সকল প্রাণী সুখী হোক – এ কথাটি বৌদ্ধ ধর্মের একটি মূলমন্ত্র।[১৮৯]

পঞ্চশীলের প্রথম শীল হল, প্রাণিহত্যা করব না–এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করলাম। এ কথাটির মধ্যে জীবের প্রতি মমতা গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চশীলের মধ্যে এ শীলটিকে সবার আগে স্থান দেয়া হয়েছে। কারণ প্রাণ হরণ করা গর্হিত অপরাধ। মানুষ প্রাণদান করতে পারে না এজন্য প্রাণ নেয়ার অধিকারও তাঁর নেই। বনের হরিণ, বাঘ, ভালুক শিকার করা যেমন অন্যায় তেমনি গৃহপালিত প্রাণীকে হত্যা করাও পাপ। প্রাণী হত্যা মহাপাপ।

গৌতম বুদ্ধজীবের জন্য গভীর মমতা অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ দুর করার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। মানুষের জন্য জীবনের সত্য আবিষ্কার করে 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি জীবের প্রতি প্রেম অনুভব করতেন। কোন প্রাণীর চামড়া দিয়ে বানানো জুতো পড়তেও নিষেধ করেছেন গৌতম বুদ্ধ। কারণ এতে করে পশুদের প্রতি ভিক্ষুদের সহানুভুতি কমে যাবে, পশু হত্যার প্রতি আগ্রহ জাগবে। প্রাণী হত্যা মহাপাপ। শুধু গরুর চামড়া নয় কোন রকম চামড়া ব্যবহার করবে না।[১৯০] কারও কারণে কোন গাভী মারা গেলে জন্মজন্মান্তরে সে পাপের বোঝা তাঁকেই বহন করতে হবে। সে দিন থেকে আর কোন ভিক্ষু গাভী বা বাছুরের পিঠে চড়ে বা অন্যভাবে ধরে নদী পার হননি।

বন্দনা

বন্দনা বলতে কাউকে সম্মান জানানো বা কারও স্তুতি করা বোঝায়। এছাড়া বন্দনার আরও অর্থ আছে যেমনঃ শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপাসনা ইত্যাদি।

বন্দনা সকলকে করা যায় না। সকল ব্যক্তি বন্দনার যোগ্য পাত্র হয় না। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিই বন্দনার উপযুক্ত পাত্র। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। তাঁদের গুনাবলির প্রশংসা করি। তাই বলা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের গুণাবলির স্তুতি করার নামই বন্দনা।

'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধ অনন্ত গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই আমরা বুদ্ধের বন্দনা করি, উপাসনা করি। এ বন্দনা ও উপাসনার উদ্দেশ্য হল বুদ্ধের অনন্ত গুণের অনুশীলন ও অনুসরণ করা। তাঁর মহান আদর্শ নিজ জীবনে রুপায়িত করতে সচেষ্ট হওয়া।

আমরা শুধু বুদ্ধকেই বন্দনা করি না। বুদ্ধের ধর্মকে বন্দনা করি, সঙ্ঘকে বন্দনা করি। এছাড়া আমরা বুদ্ধের অস্থিধাতুর বন্দনা করি। বোধিবৃক্ষ ও চৈত্যের বন্দনা করি। বিভিন্ন তীর্থ স্থানের বন্দনা করি। মাতা পিতাকেও আমরা বন্দনা করে থাকি।

[১৮৯] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[১৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

বন্দনা কিভাবে করবে? বন্দনা করার আগে মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার করতে হয়। এতে দেহ পরিচ্ছন্ন হয়। মনও পবিত্র হয়। পবিত্র দেহ ও মনে বন্দনা করলে একাগ্রতা বাড়ে। বুদ্ধ বন্দনার সময় বুদ্ধমুর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসতে হয়।[১৯১]

বন্দনার সুফল

বন্দনার সুফল অনেক । বন্দনা করলে মানুষের মন পবিত্র হয়। মন থেকে পাপ দুর হয়, পূণ্যলাভ হয়। শুদ্ধ হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ কেটে যায়। অন্যায় কাজ করার ইচ্ছা জাগে না। মিথ্যা বলার ইচ্ছা হয় না। সৎ চিন্তা ও পরের উপকার করার বাসনা জাগে। সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ইহলোক ও পরলোকে সুখী হওয়া যায়।

বন্দনার পদ্ধতি

বন্দনা একটি সৎ ও পূর্ণ কর্ম। মানবজীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। তাই সকলেই প্রতিদিন সকাল বিকাল দুবেলা বন্দনা করা উচিত। বুদ্ধমুর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে বসে মা, বাবা, ভাই,বোন সকলে একসঙ্গে বন্দনা করলে ভাল হয়। বিহার কাছে থাকলে বিহারে গিয়ে বন্দনা করা যায়। আর দুরে হলে মাঝে মাঝে হলেও বিহারে গিয়ে বন্দনা করা উচিত। আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, উপাসক উপাসিকাদের সাথে একসঙ্গে বসে বন্দনাকে সমবেত বন্দনা বলা হয়। সমবেত বন্দনা করলে বেশি পূণ্যলাভ হয়। এতে সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও মৈত্রীভাব বৃদ্ধি পায়। পরস্পর মিলেমিশে শান্তিপুর্ণ জীবন যাপনের আগ্রহ বাড়ে। তাই সমবেত বন্দনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্দনা কিভাবে করবে? বন্দনা করার আগে মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার কাপড় পড়বে। এতে দেহ পরিচ্ছন্ন হয়। মনও পবিত্র হয়। পবিত্র দেহ ও মনে বন্দনা করলে একাগ্রতা বাড়ে। বুদ্ধ বন্দনার সময় বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসতে হয়।

তারপর দুই হাতের তালু যুক্ত করে মনোযোগ সহকারে সুর করে বন্দনার গাথা আবৃত্তি করতে হবে। আবৃত্তি স্পষ্ট হওয়া উচিত। বুদ্ধ বন্দনার শেষে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে ভক্তি সহকারে প্রণাম করবে। এভাবে প্রত্যেক বন্দনা বা গাথার শেষে প্রণাম করতে হয়।

দন্তধাতু বন্দনা, চৈত্য বন্দনা ও সপ্তমহাস্থান বন্দনা

দন্তধাতু বন্দনা

বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। দন্তধাতু তাঁদের অন্যতম। স্বর্গ ও মর্ত মিলে চারটি স্থানে খুব যত্ন সহকারে বুদ্ধের দন্তধাতু রক্ষিত আছে। "বুদ্ধের একটি দন্ত তাবতিংস স্বর্গে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, আরেকটি শ্রীলঙ্কার সিংহল দ্বীপে রয়েছে। নির্বাণ রস প্রদানকারী এই চারটি মহাদন্ত নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত হয়। আমিও সেই চার দন্তধাতুকে বন্দনা করছি" ।[১৯২] "মহা ঋদ্ধিশালী এ দন্তধাতু ধন, ভক্তিযুক্তি চিত্তে আমি বন্দি সর্বক্ষণ" ।[১৯৩]

---

[১৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[১৯২] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১

চৈত্য বন্দনা

পালি 'চেতিয়াম' থেকে চৈত্য শব্দটি এসেছে। চৈত্য[১৯৪] শব্দের অর্থ বুদ্ধের পবিত্র দেহধাতু রাখার স্থান। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেহধাতু যেসব স্থানে রাখা হয়েছিল তাঁর নাম হয় চৈত্য। এছাড়া বুদ্ধের শ্রাবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্যেও চৈত্য নির্মিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য চৈত্য রয়েছে। আমরা এই সব চৈত্যের বন্দনা করে থাকি।[১৯৫]

সপ্তমহাস্থান

বুদ্ধত্ব লাভের পর পরই গৌতম বুদ্ধ সেই স্থান ত্যাগ করেননি । বোধিবৃক্ষের আশেপাশে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি কখনো পদচারণা করেছেন, কখনো কোথাও বসে থেকেছেন, আবার ধ্যান মগ্ন হয়েছেন। আবার কোথাও বসে তাঁর ধর্মের নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন। বোধিবৃক্ষের চারপাশে এরকম সাতটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ স্থান গুলো অত্যন্ত পবিত্র ও পূণ্যময়। সাতটি মহাস্থান হচ্ছে :

০১. বোধিপালঙ্ক

০২. অনিমেষ চৈত্য

০৩. চংক্রমণ চৈত্য

০৪. রত্নঘর চৈত্য

০৫. অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ

০৬. মূচলিন্দ মূল ও

০৭. রাজায়তন বৃক্ষ।

এ সাতটি স্থানকে সপ্তমহাস্থান বলা হয়। সাতটি মহাস্থান বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। এর মধ্যে শেষের তিনটির কোন চিহ্ন এখন নেই। বুদ্ধগয়াতে তীর্থ করতে গেলে চারটি স্থান দেখা যায়। এ সাতটি মহাস্থানের বন্দনা করলে মনে বুদ্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়। এতে মন পবিত্র হয়। মনের পবিত্রতা মানুষকে সুখী করে।[১৯৬]

সপ্তমহাস্থান গাথা নিম্নরুপ

প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চংক্রমণ স্থান, চতুর্থ রত্নঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাংগ্রোধ বৃক্ষ, যষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সপ্তমে রাজায়তনসহ বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করছি।

---

[১৯৩] এটি হচ্ছে বৌদ্ধদের জন্য দন্ডধাতু বন্দনার অংশ যা বৌদ্ধগণকে সার্বক্ষনিক পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। গবেষক

[১৯৪] চৈত্য–বিণ, চিতা সম্বন্ধীয়। পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৌদ্ধগণের পূজনীয় বৃক্ষ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

[১৯৫] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১

[১৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করার সময় সপ্তমহাস্থানের বন্দনাও তোমরা নিয়মিত করবে। এতে তোমাদের ইহজন্ম ও পরজন্মের জন্য অনেক পূণ্য সঞ্চিত হবে। তোমাদের মঙ্গল হবে। বন্দনার প্রভাবে অন্তরে মৈত্রীভাব জাগ্রত হবে। সকল জীবের প্রতি ভালবাসা জাগবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব বাড়বে। ছোটদের প্রতি মমত্ব জাগবে। শত্রুমিত্র সকলকে প্রশংসা করতে পারবে, ভালবাসতে পারবে। বন্দনা সৎ জীবন গঠনের অন্যতম প্রধান উপায়[১৯৭] – একথাটি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

শীল

গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য কতকগুলো নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। সে নিয়মগুলো শীল নামে অভিহিত। শীল[১৯৮] শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। এছাড়া শীলের আরও অর্থ আছে। সেগুলো হল – আশ্রয়, সংযম, শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। যারা শীল পালন করে তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান। শীল পালনের দ্বারা দেহ ও মনকে সংযত করা যায়। মানুষ সুন্দর সুন্দর অলংকার পরে। যেমন- সোনা, রুপা, মনি, মুক্তা ইত্যাদি। এসব অলংকার পরলে মানুষের দেহের সৌন্দর্য বাড়ে। এসবের চেয়ে বড় অলংকার হল শীল। অলংকারের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বাড়ে আর শীল পালনের দ্বারা মানুষের মনের সৌন্দর্য বাড়ে, মানুষ চরিত্রবান হয়।[১৯৯]

বৌদ্ধধর্মে শীলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শীল হচ্ছে সমাধির ভিত্তি এবং সমাধি হল প্রজ্ঞার ভিত্তি। প্রজ্ঞা লাভ করতে হলে সমাধিস্থ হওয়া দরকার এবং সমাধি পরায়ণ হতে হলে শীলবান হতে হবে। তাই শীল-সমাধি প্রজ্ঞাই হল পরম শান্তি নির্বাণের সোপান স্বরুপ। শীল হচ্ছে প্রথম সোপান। তাইতো ভিক্ষুগণ বলেছেন "শীলবানেরা শীল পালনের দ্বারা স্বর্গে গমন করে, ভোগ সম্পত্তি লাভ করে এবং শীলের দ্বারা নির্বাণ লাভ করে। সে কারণে শীলাচার বিশুদ্ধ করা উচিত।[২০০]

পঞ্চশীল

পঞ্চশীল গ্রহণের জন্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর কাছে সূত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাতে হয়। হাঁটু ভেঙ্গে বসে দুই হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা এরুপ :

> ওকাস অহং ভন্তে , ত্রিশরণেন সহ পঞ্চসীলং
>
> ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
>
> দুতিযম্পি...ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।[২০১]

---

[১৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

[১৯৮] শীল- বি. স্বভাব; চরিত্র; আদব কায়দা, (শীল যে যাহার অঙ্গ–ভূষণ অঙ্গদ যার বসে) বংশ-মর্যাদা; সম্ভ্রম; সৎস্বভাব। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৮৩

[১৯৯] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[২০০] সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[২০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

অনুবাদ

ভন্তে অবকাশ দিন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।[২০২]

দ্বিতীয়বার.......... তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু– যমহং বদামি তং বদেথ। অর্থ ঃ আমি যা বলছি তা বলুন।

শীল প্রার্থনাকারী – আম ভন্তে । অর্থ ঃ হ্যাঁ প্রভু বলছি।

এ সম্মতি প্রদানের পর ভিক্ষু প্রথমে ত্রিশরণ দেবেন :

ত্রিশরণ	অনুবাদ
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি	বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি	ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি
সজ্ঝং সরণং গচ্ছামি	সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি
দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি	দ্বিতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি
দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি	দ্বিতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি
দুতিযম্পি সজ্ঝং সরণং গচ্ছামি	দ্বিতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি
ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি	তৃতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি
ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি	তৃতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি
ততিযম্পি সজ্ঝং সরণং গচ্ছামি	তৃতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি
ভিক্ষু সরণাগমনং সম্পূর্ণং	ভিক্ষু – শরণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হল
শীল প্রার্থনাকারী– আম ভন্তে	শীল প্রার্থনাকারী হ্যাঁ ভন্তে।[২০৩]

এরপর ভিক্ষু পঞ্চশীল দেবেন।

---

[২০২] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

[২০৩] প্রাগুক্ত

পঞ্চশীল

০১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব– এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব– এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০৩. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব – এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০৪. মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকব – এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০৫. সুরাজাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।[২০৪]

চতুরার্যসত্য

জগৎ দুঃখময়, জীবন দুঃখময়। সংসার জীবন এক দুঃখের সমুদ্র। আমরা এ দুঃখের সমুদ্রে নিয়ত ভেসে চলেছি। কেউ কেউ মনে করেন সংসারে সুখ আছে। সুখ না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারত না। এ সুখ ক্ষণস্থায়ী। এখন আছে , এখন নেই, আজ আছে তো কাল নেই। তবুও সুখ আছে, তবে এ সুখ প্রকৃত সুখ নয়। এ সুখের আড়ালে রয়েছে দুঃখ। সুখের আমেজ মিলিয়ে যাবার সাথে সাথেই দুঃখ এসে সামনে দাঁড়ায়। শুরু হয় দুঃখের জ্বালা। তাই ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিণাম দুঃখজনক। তাহলে দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কি?

আজ থেকে আড়াইহাজার বছরেরও আগের কথা। দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগ–তিতিক্ষার পর বুদ্ধ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বললেন, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় চতুরার্যসত্য।[২০৫]

চতুরার্যসত্য কি কি?

০১. দূঃখ আর্যসত্য

০২. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য

০৩. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

০৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

তথাগত বুদ্ধ চতুরার্যসত্য বলতে চারটি আর্যসত্যের উল্লেখ করেছিলেন। এখন আমরা এই চতুরার্যসত্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

---

[২০৪] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[২০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

ক. দুঃখ আর্যসত্য

মানব জীবন দুঃখময়। অনেকে বললেন একথা সত্য নয়। সংসার যদি দুঃখময়ই হয় তাহলে এত হাসি আনন্দ, উল্লাস, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা– এসব কি সুখ নয়? না, এ সুখ প্রকৃত সুখ নয়। এ সবই মায়া। আমরা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা মোহাচ্ছন্ন। আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে, সুখের আড়ালে রয়েছে দুঃখ। সে দুঃখ যখন আড়াল থেকে উঁকি মারে তখনও আমরা দুঃখ চিনতে পারি না। এর কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার কারণেই আমরা দুঃখকে ঠিকমত চিহ্নিত করতে পারি না।[২০৬] তাহলে দুঃখ কি? যেমন,

জন্ম দুঃখ

জরা দুঃখ

ব্যাধি দুঃখ

মৃত্যু দুঃখ

প্রিয় বিয়োগ দুঃখ

অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ

যা চাই তা, না পাওয়ার দুঃখ

শোক-পরিতাপ ইত্যাদি দুঃখ।

পৃথিবীতে জন্ম নিলেই মানুষের রোগব্যাধি হবে। বুড়ো হতে হবে। দেহ মলিন হবে চামড়া কুঁচকে যাবে। চুল পেকে যাবে। দাঁত পড়ে যাবে। চলতে ফিরতে কষ্ট হবে। শেষে একদিন মৃত্যু এসে গ্রাস করবে। দুঃখের শেষ কোথায়?

খ. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য

কারণ ছাড়া কোন কিছুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তাহলে মানুষ জন্ম নেয় কেন? জন্মের কারণ তৃষ্ণা। আর এ তৃষ্ণার কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য মনে করি। ফলে পৃথিবীর রুপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে আমরা আকৃষ্ট হই। এসব পাওয়ার জন্য আমাদের তীব্র বাসনা জাগে। এ বাসনার কারণেই আমরা বারবার পৃথিবীতে জন্ম নিই। তাই এ বাসনা বা তৃষ্ণাই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য।[২০৭]

---

[২০৬] সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৮

[২০৭] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০; সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

গ. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তৃষ্ণাকে দমন করতে হবে। তৃষ্ণাকে বিনাশ করতে হবে। তৃষ্ণা নিরোধ হলেই মানুষ পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। তাই তৃষ্ণার বিনাশই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।[২০৮]

ঘ. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

মানুষের রোগ হলে তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের উপায় থাকে। তেমনি তৃষ্ণাকে ধ্বংস করারও উপায় আছে। এ উপায়ের নাম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।[২০৯]

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরুপ

ক. সম্যক দৃষ্টি

খ. সম্যক সংকল্প

গ. সম্যক বাক্য

ঘ. সম্যক কর্ম

ঙ. সম্যক জীবিকা

চ. সম্যক ব্যায়াম

ছ. সম্যক স্মৃতি

ছ. সম্যক সমাধি

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বৌদ্ধের কাছে প্রত্যেকটি দিনই শুভদিন। কোন দিন অশুভ বলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ নেই। এমনকি শুভক্ষণ বা শুভ মুহূর্ত বলেও কিছু নেই। এমন কোন সময় নেই, যে সময় ভাল কাজ করলে কোন ফল পাওয়া যায় না। তবে বৌদ্ধদের মধ্যে কতগুলো বিশেষ বিশেষ দিন আছে । এসব দিনে শুভ কাজ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা প্রত্যেক বৌদ্ধদের কর্তব্য। পবিত্র মন নিয়ে এসব দিনে ধর্মীয় কাজ করা তোমাদেরও উচিত। এতে মনের প্রসন্নতা বাড়ে। চিত্ত শুদ্ধ হয়। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

---

[২০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[২০৯] প্রাগুক্ত

পরিণামে জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে আসে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি সাধিত হয়। তোমরা এরুপ চিন্তা করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

বৌদ্ধগণ কোন একটি বিশেষ দিনকে উপলক্ষ করে উৎসব সম্পাদন করে থাকে। বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্ণিমা কেন্দ্রিক। প্রত্যেক পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোন না কোন স্বরণীয় ঘটনা ঘটেছে। এ স্বরণীয় ঘটনাগুলো মনে করে প্রত্যেক পূর্ণিমাতে একই রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে এ ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা পালন করে আসছে। এভাবে প্রত্যেক পূর্ণিমায় বৌদ্ধ নরনারী সকাল থেকেই বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা করে। শীল বা উপোসথ গ্রহণ করে। বিকালে ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা শোনে। সন্ধ্যার সময় প্রদীপ পূজা করে এবং বুদ্ধকীর্তন শোনে। তারপর প্রফুল্ল চিত্তে ঘরে ফিরে আসে।[২১০]

পূর্ণিমার অনুষ্ঠানগুলো সমগ্র বৌদ্ধজগতে পালিত হয়। অনুষ্ঠান হয় নির্দিষ্ট সময়ে। যেমন, পুষ্প পূজা ও বুদ্ধ পূজা হয় দিনের প্রথম ভাগে। কারণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দুপুর ১২টার আগে বুদ্ধ পূজা ও আহারের কাজ শেষ করেন। বিকালে ধর্মসভা বা ধর্মকথার আলোচনা হয়। পূর্ণিমাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বজনীন অনুষ্ঠান বলা হয়। যেমন ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি।

বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি[২১১]তে গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি স্বরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। এ দিনে বোধিসত্ত্বের শাক্য বংশে শেষ জন্ম হয়। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আবার এ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই আশি বছর বয়সে তিনি কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এ তিন পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। এজন্য বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব রুপে পরিচিত। এ পূণ্যতিথিতে বৌদ্ধরা সারাদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকে।

দিনটি শুরু হয় প্রভাতফেরির[২১২] মাধ্যমে। তারপর সূর্য ওঠার সময় হয় পুষ্প পূজা। বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষুদের পিণ্ডদান হয় দুপুর বারটার আগে। বিকালে ধর্মসভা হয়। ধর্ম সভায় গৌতম বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা ও বুদ্ধকীর্তন হয়। কখনও কখনও সারা রাত বুদ্ধকীর্তন বা ধর্মীয় নাটকের অনুষ্ঠান চলে। প্রত্যেক বৌদ্ধ গ্রামে এ পূণ্যতিথি বিশেষ সমারোহের সাথে পালিত হয়।[২১৩]

বুদ্ধের জীবনের প্রধান তিনটি ঘটনা ঘটেছিল রাজপ্রাসাদের বাইরে। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশ, খোলা আকাশের নিচে। জন্ম লুম্বিনী কাননে, বুদ্ধত্ব লাভ গয়ার বোধিবৃক্ষ তলে, পরিনির্বাণ মল্লদের জোড়া শালগাছের নিচে। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে

---

[২১০] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[২১১] তিথি-বি. চান্দ্রমাস অনুসারে একদিন; চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা নির্দিষ্ট সময়- প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ইত্যাদি; পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা বা অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ড় কালের ভাগ। সময়, দিন, কাল, ক্ষণ। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮

[২১২] প্রভাতফেরি- সকাল বেলা শোভাযাত্রা বা মিছিল করে সমস্বরে গান করা। প্রভাত অর্থ সকাল বেলা, ফেরি অর্থ রাস্ড়ায় রাস্ড়ায় ঘুরে ঘুরে সদাই বিক্রি করা। এখানে অর্থ হচ্ছে সকাল বেলার শোভাযাত্রার গান। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৪

[২১৩] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

বিরল। থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এ পূর্ণিমা 'পবিত্র বেশাখ' নামে পরিচিত। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে চট্রগ্রামের বৈদ্যপাড়ায় বোধিদ্রম মেলা হয়।[২১৪]

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

এ শুভ পূর্ণিমায় রানী মায়াদেবী একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। ওই স্বপ্নের মধ্যে বোধিসত্ত্ব মায়াদেবীর জঠরে[২১৫] প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। আবার এ পূর্ণিমায় গৌতম সত্য অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। গৌতমের বয়স তখন উনত্রিশ বছর। রাজত্ব ও স্ত্রী পুত্রের মায়া ত্যাগ করে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বুদ্ধত্ব লাভ করে সারনাথে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তণ সূত্র' দেশনা করেন এ পূর্ণিমা তিথিতে। এ ত্রিস্মৃতি বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ পবিত্র।

এ পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বর্ষাবাসের নিয়ম প্রবর্তণ করেন। এছাড়া পরলোকগত মা মায়াদেবীকে ধর্মদেশনার জন্য বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন।[২১৬]

সকল পূর্ণিমার মত এ পূর্ণিমার উৎসবও শুরু সকাল থেকে। সারাদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যার শেষে উৎসবের সমাপ্তি হয়। উপাসক ও উপাসিকা অষ্টশীল পালন করেন। পূর্ণিমার পর দিন থেকে ভিক্ষুরা তিন মাস বর্ষাবাস করেন। বিনয়সম্মত কারণ ছাড়া তাঁরা এ তিন মাস নিজ বিহারের বাইরে অন্য কোথাও রাত কাটাতে পারেন না।

মধূপূর্ণিমা

বুদ্ধ তখন বৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কলহ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। এ কলহ আস্তে আস্তে ভিক্ষুদের মধ্যে আরও বেড়ে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধ তাঁদের কলহ ও বিবাদ করা অনুচিত বলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা নিরস্ত হলেন না। বুদ্ধ তাঁদের দীর্ঘায়ুর কাহিনী বলেও থামাতে পারলেন না।

তারপর বুদ্ধ এক সময় পারল্যেয়ক বনে নির্জনে থাকার জন্য চলে গেলেন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বুদ্ধ সেখানে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করতে লাগলেন। এসময় সেখানে এক হস্তীরাজ অন্যান্য হাতির অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে বাস করছিল। বুদ্ধ তখন বনের মধ্যে একটি ভদ্রশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হাতিটি সেখানে পৌঁছে স্থানটি বুদ্ধের জন্য শুঁড় দিয়ে পরিস্কার করে দেয়। তারপর বুদ্ধের জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করে রাখে। হাতির সেবা দেখে বানর রাজাও বুদ্ধের জন্য মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে দান করে। আর তখন ছিল ভাদ্রমাস। তাই বৌদ্ধদের কাছে এটি মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। বৌদ্ধগণ এ দিনে অন্যান্য পূর্ণিমার মত সব অনুষ্ঠান করে থাকে। বিকেলে মধুদান উৎসব পালন করে।[২১৭]

---

[২১৪] প্রাগুক্ত

[২১৫] জঠর-বি. উদর, পেট, পাকস্থলী, গর্ভ, জরায়ু, গর্ভধারণের কষ্ট ও প্রসব-বেদনা; গর্ভে অবস্থানের কষ্ট। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, ২১৮

[২১৬] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[২১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

প্রবারণা পূর্ণিমা

এ পূর্ণিমা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে প্রবারণা পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস সময় ভিক্ষুদের বর্ষাবাস। এ পূর্ণিমায় ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সমাপ্ত হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ভিক্ষুদের প্রবারণা পূর্ণিমার পর ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দিকে যেতে আদেশ প্রদান করে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম সপ্তম বর্ষাবাস করেন তাবতিংস স্বর্গে। স্বর্গে তিনি মা মায়াদেবীর নিকট ধর্ম প্রচার করেন। এ তিন মাস তিনি মায়াদেবী ও দেবতার নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যা করেন। এ প্রবারণা পূর্ণিমার রাতে তিনি তাবতিংগ স্বর্গ থেকে সাংকাশ্য নগরে অবতরণ করেন। এসময় তিনি শিষ্যদের বিভিন্ন ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। এজন্য বৌদ্ধদের কাছে এ পূর্ণিমা অত্যন্ত পবিত্র। পূর্ণিমার পরদিন থেকে শুভ কঠিন চীবর দান আরম্ভ হয়। দীর্ঘ এক মাস ধরে বিভিন্ন বিহারে এ কঠিন চীবর দানোৎসব পালিত হয় অন্যান্য পূর্ণিমার মত এ দিনেও প্রভাতফেরী , ধর্ম আলোচনা, প্রদীপ পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়।[২১৮] সন্ধ্যায় রঙিন কাগজ দিয়ে ফানুস[২১৯] তৈরী করে আকাশে উড়িয়ে দেয়া হয়।

মাঘী পূর্ণিমা

মাঘী পূর্ণিমার সময় বুদ্ধ বৈশালী নগরীর চাপাল বৈত্যে অবস্থান করছিলেন। এ দিন তিনি সেখানে ঘোষণা করেন যে, তিন মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি পরিনির্বান দিন ঘোষণা করে আয়ু সংস্কার বিসর্জন দেন। এ জন্য এ দিনটি বৌদ্ধদের কাছে শোকজনক। পূর্ণিমা মাত্রই বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র। মাঘী পূর্ণিমার দিনও বৌদ্ধরা মন্দিরে সমবেত হয়। দুঃখের অবসান কামনায় পুণ্যকর্ম করে। বয়স্ক ব্যক্তিরা অষ্টশীল গ্রহণ করেন। এ দিন আমরা ভাল কাজ করি। বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাই । ভিক্ষুদের বন্দনা করি। গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানাই। অন্যান্য পূর্ণিমার মত এ দিন ভোরে প্রভাতফেরি ও পুষ্প পূজা হয়। তারপর বুদ্ধ পুজা ও ভিক্ষুদের পিণ্ডদান করা হয়। দুপুরে ভিক্ষুরা উপাসক–উপাসিকাদের ধর্মকথা বলেন। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা ও বুদ্ধকীর্তন হয়।[২২০]

চার মহাতীর্থ

তীর্থস্থান অর্থ পবিত্রস্থান। বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষেরা জন্ম নিয়েছেন পৃথিবীতে। প্রচার করেছেন নিজ নিজ ধর্ম। বিভিন্ন স্থানে রেখে গেছেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতি। ভক্তদের কাছে এসব স্থান পরম পবিত্র তীর্থভূমি।

বৌদ্ধধর্ম খুব প্রাচীন ধর্ম। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধ বর্তমান নেপালের লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধ তারপর ৪৫ বছর ধরে প্রাচীন ভারতের বহু জায়গায় ধর্ম প্রচার করেন। যেসব স্থানে তিনি গেছেন সেসব স্থান বুদ্ধের স্মুতি ধারণ করে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেজন্য সেসব স্থান আজ তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করেছে।

এ পবিত্র তীর্থগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

---

[২১৮] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[২১৯] ফানুস-বি. বেলুন; যা বাষ্পের সাহায্যে আকাশে উড়তে পারে। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭

[২২০] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

তীর্থ ও মহাতীর্থ।

যেসব জায়গায় বুদ্ধের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় সেগুলোকে বলা হয় মহাতীর্থ। তাঁর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চারটি ঘটনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হল,

মহাতীর্থস্থানগুলো হচ্ছে

গৌতমের জন্ম লুম্বিনী

বুদ্ধত্বলাভ বুদ্ধগয়া

প্রথম ধর্মপ্রচার সারনাথ এবং

পরিনির্বাণ কুশীরগরে সংঘটিত হয়েছিল।

তীর্থস্থান গুলো হচ্ছে

কপিলাবস্তু, শাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, কৌশাম্বী ইত্যাদি স্থানকে।

এসব জায়গায় বুদ্ধের মহাজীবনের অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়। ধর্ম প্রচার ও শিষ্যদের উপদেশ প্রদান ইত্যাদি অনেক কারণে সেসব জায়গায় তিনি অবস্থান করেন। এসব স্থানে তাঁর ভক্তরা নির্মাণ করেছেন বিহার। রাজা মহারাজারা নির্মাণ করেছেন বিহার, সঙ্ঘারাম, বৈত্য, স্তম্ভ ইত্যাতি। এছাড়া বুদ্ধের পরিনির্বানের পরে নানা জায়গায় নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধ বিহার। সেসব জায়গায় হয়ত বুদ্ধ ভ্রমণ করেননি তবুও ধর্মের প্রচার ও অন্যান্য কারণে সেগুলো পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মহাস্থান, ভাসু, বিহার, ময়নামতি, সীতাকুন্ড ইত্যাদি সেরকম পবিত্র তীর্থস্থান।[২২১]

লুম্বিনী

লুম্বিনী চার মহাতীর্থের মধ্যে অন্যতম। সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জন্মকে কেন্দ্র করে এ স্থানটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য বৌদ্ধদের কাছে এ স্থানটি এ পূণ্যময়। মা রানী মহামায়া কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থের জন্ম। সিদ্ধার্থের বাবা ছিলেন সম্রাট অশোক। তাই পুত্রের জন্মের স্থানকে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য এখানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন যার নাম অশোক স্তম্ভ। কালের আবর্তে এ শিশুটিই যে এক মহাপুরুষ হবেন কে জানত। আজ বাবার শখে গড়া স্তম্ভই হয়ে গেল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য পূণ্যের স্থান। যা মহা চারের অন্যতম।[২২২] স্তম্ভটি একটি অখন্ড পাথরে নির্মিত। শীর্ষদেশে আছে একটি অশ্বমূর্তি। এ অশ্বমূর্তিটি সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের প্রতীক। (চীনা পরিব্রাজক হিউ-এর সাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ড. ফুলার স্তম্ভটি আবিষ্কার করেন, স্তম্ভে সিদ্ধার্থের জন্মস্থানের কথা লেখা আছে।)[২২৩]

---

[২২১] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[২২২] জীবনানন্দ বড়ৃয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[২২৩] সুদর্শন বড়ুয়া,*ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থের অন্যতম। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে তিনি যে অশ্বত্থ গাছের নিচে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই অশ্বত্থ গাছের নাম হয় মহাবোধিবৃক্ষ। যে আসনে বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন সে আসনের নাম বজ্রাসন বা বজ্রাসন বা বোধিপালঙ্ক। এ আসনটি একটি অখন্ড পাথরে নির্মিত। সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বকালে তীর্থ ভ্রমনে এসে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বজ্রাসনটি চিহ্নিত করেন। সে আসনটি এখনও বুদ্ধগয়ায় আছে।

বোধিবৃক্ষের পাশে ভুবনবিখ্যাত বুদ্ধগয়া মন্দির। মন্দিরটি পূর্বমুখী।[২২৪] এটি একটি দ্বিতল ভবন। উপরের তলা থেকে মন্দিরটি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। মন্দিরের চার কোনায় চারটি ছোট মন্দির আছে। মূল মন্দিরের ভিতরে আছে ভুমিস্পর্শ মুদ্রায় বসা বড় বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির গায়ের জীবর সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা খোদিত। বাইরে পাঁচটি কক্ষে সারিবদ্ধ ৫টি বুদ্ধমূর্তি আছে।[২২৫]

সারনাথ

সারনাথ একটি প্রাচীন শহর। এর পূর্ব নাম ছিল ইতিপতন বা মৃগদাব। বারাণসী শহরের অনতিদূরে বরুণা নদীর তীরে শহরটি অবস্থিত। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের সময় তাঁর পাঁচ শিষ্য কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এখানে অবস্থান করছিলেন। এ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে তিনি প্রথম তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন সেদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেন। এজন্য সারনাথ চার মহাতীর্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

মৃগদাব সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে । বুদ্ধ তাঁর এক পূর্বজন্মে মৃগদলের নেতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের নাম ছিল সুবর্ণ মৃগ। একদিন এক হরিণী ও তাঁর গর্ভস্থ শাবককে নিজের জীবনের বিনিময়ে বোধিসত্ত্ব রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বের এ অপূর্ব আত্বত্যাগের পরিচয় পেয়ে বারাণসী রাজা বনের সব হরিণকে মুক্তি দেন। রাজা ঘোষণা করেন, সে বনের হরিণ হবে স্বাধীন। তাঁরা হবে অবাধ্য অর্থ্যাৎ কেউ তাঁদেরকে মারতে পারবে না। সে থেকে স্থানটির নাম হল মৃগদাব।[২২৬]

বারাণসীর রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে সারনাথ যাওয়া যায়। এছাড়া সারনাথের কাছেও একটি রেলস্টেশন আছে। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা ও সরকারি অতিথিশালা আছে।[২২৭]

কুশীনগর

কুশীনগর বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র তীর্থভূমি। এখানে গৌতম বুদ্ধ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। প্রাচীন কালে কুশীরগর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন- কুশীনারা, কুশীগ্রাম, কুশাবতী ইত্যাদি। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কোশিয়া নামক স্থানে এটি অবস্থিত। এটি বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থস্থানের অন্যতম। প্রাচীনকালে কুশীনগর

---

[২২৪] জীবনানন্দ বড়ূয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[২২৫] সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

[২২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

[২২৭] জীবনানন্দ বড়ূয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

হিরণ্যবতীর পশ্চিম তীরে ছিল। তখন এটি মল্লদের রাজ্যের রাজধানী ছিল। কুশীনগরের অনতিদূরে পাবা। পাবার ধনকুবেরের পুত্র চুন্দ গৌতম বুদ্ধকে প্রথম দেখেই সোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের আমবাগানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। পরিনির্বাণের আগের দিন বুদ্ধ সেখানে পৌছলে চুন্দ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি চুন্দের ঘরে আহার করেছিলেন। এটিই তাঁর শেষ আহার।[২২৮]

চরিতমালা

পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়েছে। এজন্য সকল মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে , ভক্তি করে। তাঁদের নির্মল চরিত্র মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে নেয়। তাঁরা নিষ্পাপ, ন্যায়বান ও হৃদয়বান। জ্ঞানে–গুনে তাঁরা মহান। এ সকল মহৎ ব্যক্তির জীবন সকলের অনুকরণীয়। তাঁদের জীবনী আমাদের সবার পাঠ করা উচিত।

সৎ, চরিত্রবান ও মহৎ লোকের জীবনী পাঠে অনেক বিষয় জানা যায়। এতে মন সুন্দর হয়। তাঁদের মত চরিত্রবান হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে। মহৎ মানুষের জীবনকথা সৎ জীবন যাপনে প্রেরণা যোগায়।

ত্রিপিটক সাহিত্যে এমন কিছু মহৎ নারী-পুরুষের জীবন সম্পর্কে জানা যায়, যারা আজও নানা কারণে স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁরা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন।[২২৯]

অনেকে বুদ্ধের আদর্শে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে তাঁদের বিশেষ অবদান রয়েছে। 'এদের মধ্যে যারা পুরুষ তাঁরা থের আর যারা মহিলা তাঁরা থেরী' নামে পরিচিত। থেরদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, উপালি, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদগল্লায়ন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। থেরীদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, পূর্ণিকা, অনোপমা, ক্ষেমা প্রমুখ বিখ্যাত। অনেকে গৃহীজীবন যাপন করে বৌদ্ধধর্মের সেবা করেছেন। ধর্ম প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তারা বিশিষ্ট বৌদ্ধ নামেখ্যাত। এদের মধ্যে রাজা বিম্বসার, অজাতশত্রু, অনাথপিন্ডিক, বিশাখা, সুজাতা মল্লিকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

জাতক

একজন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। যিনি বুদ্ধ হবেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব হিসেবে অনেক বার নানা কুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এবাবে জন্মজন্মান্তরের সাধনা, দান, শীল ইত্যাদি দ্বারা পারমী পূর্ণ করতে হয়। চরিত্রকে শুদ্ধ করার জন্যই এ সাধনা। এক জন্মে এ সাধনায় সিদ্ধি হয়না। একজীবনে সবরকম দানের পারমী পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় ? তা নিম্নের আলোচনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন,

বোধিসত্ত্বকে নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে হয়। আবার স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করতে হয়। এসব বড় বড় দান করতে হলে মনের উদারতা চাই। তৃষ্ণাকে ক্ষয় করা চাই। একজীবনে এত বড় বড় কাজ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বোধিসত্ত্ব এভাবে

[২২৮] জীবনানন্দ বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩, সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

[২২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৫৪৯ বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৫৫০ জন্মে তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমরুপে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন।[২৩০]

জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশ। এজন্য জাতকের শ্রোতারা জাতক শুনে আনন্দের সঙ্গে উপদেশ লাভ করে। এছাড়া জাতকে সকল জীবের প্রতি মমতা লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রত্যেক জীবকে নিজের মত বিবেচনা করে। যিনি এক সময় বুদ্ধ হয়েছেন। অতীত যুগে তিনি হরিণ, মাছ, বানর ইত্যাদি রুপে জন্মেছিলেন। জাতক পাঠ করলে জন্মান্তর সম্পর্কে ধারণা জন্মে এবং সুসংস্কার দূর হয়। শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তি বড় তা শেখা যায়। এসব কারণে জাতক সাধারণ গল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।[২৩১]

মহাসংগীতি

'সংগীতি' শব্দের অর্থ সম্মেলন বা সমাবেশ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সংগীতিকে সজ্ঝায়নও বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর বুদ্ধের বাণী, উপদেশ, ধর্ম ও বিনয় সংকলন করার জন্য মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। এছাড়া ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে সংগীতি আহ্বান করা হত। শত শত প্রবীণ, জ্ঞানী, অর্হৎ ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত থাকতেন। বুদ্ধের বাণী, ধর্ম, বিনয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ভিক্ষুরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এসব সম্মেলন সংগীতি নামে পরিচিত।[২৩২]

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের তিন মাস পরে রাজগৃহের নিকটবর্তী সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিই প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি। এ মহাসংগীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এজন্য এ মহাসংহীতিকে পঞ্চশতিকা সংগীতিও বলা হয়। এ সংগীতি শেষ হতে দীর্ঘ চার মাস সময় লেগেছে।

প্রথম মহাসংগীতি আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের বাণী, উপদেশ, ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ এবং সংকলন করা। গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ৪৫ বছর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেছেন। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভিক্ষুসজ্ঞ ও সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন অনেক উপদেশ। বলেছেন অনেক সুত্র, ধর্ম সম্পর্কে দিয়েছেন নানা ব্যাখ্যা, প্রবর্তন করেছেন ভিক্ষুসজ্ঞর নানা নিয়মকানুন। এ সবই বুদ্ধ মুখে মুখেই বলেছিলেন। ফলে তাঁর বাণী অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যবর্গ ভাবতেন এসব ছড়ানো ছিটানো সূত্র ও বিনয়ের উপদেশ সংগ্রহ করা দরকার । নতুবা পরবর্তিতে এ নিয়ে নানা তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হবে। এ আশংকায় বুদ্ধের শিষ্যগণ প্রথম মহাসংগীতির ব্যবস্থা করেন।[২৩৩]

গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ বা মৃত্যু

সেদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি অদূরে হিরণ্যবতী নদী ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত। মলয় হিল্লোলে কুসুমের সুবাসে দিকবিদিক মুখরিত। শালকুঞ্জের চারদিকে সুগভীর নীরবতা। প্রকৃতি যেন বুদ্ধের শোকে কাতর। নির্বাণোম্মুখ ক্ষীণ দীপশিখা প্রায় নিভু নিভু। তথাগত বুদ্ধ তখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে আকাশ অনন্ত আয়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন, নেব সংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন এবং

---

[২৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[২৩১] প্রাগুক্ত

[২৩২] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[২৩৩] প্রাগুক্ত

সর্বশেষ সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধ্যান স্তরে আরূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ স্থিত থেকে পুনরায় নিম্নাভিমুখী হলেন এবং ধীরে ধীরে পুনঃপ্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এবং তৃতীয় থেকে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।[২৩৪]

বৌদ্ধ জগতে বৈশাখী পূর্ণিমার গুরুত্ব তাই অপরিসীম। অশীতি বৎসর পূর্বে এরুপ এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বর্তমান নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনীর শালবৃক্ষতলে এ মহামানবের জন্ম হয়। ছয় বৎসর কঠোর সাধনার পর ৩৫ বৎসর বয়সে (অর্থ্যাৎ মৃত্যুর ৪৫ বৎসর পূর্বে) এমনি এক জ্যোৎস্না স্নাত বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রে বোধিরূপ মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন উরুবেলার বোধিবৃক্ষ মূলে। আর খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে সেই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রে পরিনির্বাপিত হলেন কুশীনগরের শালবৃক্ষতলে বিশ্ববরেণ্য জগজ্জ্যোতি বুদ্ধ। এ বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় বুদ্ধাব্দ গণনা।[২৩৫]

বুদ্ধের জন্ম ৭ই এপ্রিল ৬২৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ, বুদ্ধত্ব লাভ ১০ই এপ্রিল ৫৯০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। ভারতের বিখ্যাত গবেষক ড. অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন গ্রীসের মান মন্দিরে রক্ষিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের রেকর্ড থেকে সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণের তারিখ–তালিকা 'দি স্টেটস ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তখন ছিল ১৯৫৫–৫৬ সালে উপদযাপিত বুদ্ধের পরিনির্বাণের আড়াইহাজার বছর পূর্তি বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপনকাল। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া কর্তৃক লিখিত 'পাষাণের মৌন তটে' পুস্তকের পৃ.নং ৬১ থেকে উল্লেখিত তথ্য গৃহীত হল।[২৩৬]

বৌদ্ধ ধর্ম একটি পাচীন ধর্ম। সারা বিশ্বে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এটা কোন ঐশ্বরিক বা খোদায়ী ধর্ম না। এটা গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম। যা পুর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

---

[২৩৪] জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[২৩৫] প্রাগুক্ত

[২৩৬] সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টানধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খ্রিস্টানধর্ম পৃথিবীর প্রচলিত ঈশ্বরিক প্রাচীন ধর্মের একটি। পৃথিবীতে যতরকম ঈশ্বরিক ধর্ম রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খ্রিস্টানধর্ম। হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মই খ্রিস্টানধর্ম হিসেবে পরিচিত ও প্রচারিত। ঈসা (আ.) অনেকের নিকট যীশু খ্রিস্ট হিসেবেও পরিচিত। পৃথিবীতে খ্রিস্টানধর্মের অনুসারী সংখ্যা অনেক। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যখনই মানবতা ভুলুণ্ঠিত হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব ভূলে গিয়ে অধর্মের পথে চালিত হয়। তখন জগতবাসীকে সৎ শিক্ষাদান এবং সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে আর্বিভূত হন একজন মহাপুরুষের যিনি সয়ং আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নবি বা রাসূল। সেরুপ সূর্য সদৃশ তেজোদৃপ্ত মহামানব যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাবও বিশ্ববাসীর জন্যে ছিল এক মহা দুর্লভ ঘটনা। বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা তখন রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছিল এই ধরাতল। শ্রেণি বিভেদ ও বর্ণ–বিদ্বেষের ছিল নির্মম কঠোরতা। একদিকে খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণি মানুষের অসহায়ত্ব, অন্যদিকে সমাজের উচ্চ শ্রেণির দুর্দান্ত প্রতাপ। ধর্মহীনতায় মানুষ তাঁর মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে অন্যায়, জুলুম, নির্যাতনে মাশগুল হয়েছিল তখন এ জাতিকে আলোর পথে পরিচালিত করার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমন। তাঁর মৈত্রী, করুণা, প্রেম ও অহিংসার বাণী। মানব জাতিকে শুনালেন অমৃতের (নির্বাণের) বাণী । মানুষকে জানিয়ে দিলেন হযরত ঈসা মসিহের জন্ম বৃত্তান্ত, ঈসা মসিহের অপেক্ষায় থাকা পন্ডিতদের কথা, গ্রহণ করলেন অনেক সাহাবি, মুজিযা প্রকাশ করলেন অসুস্থকে সুস্থ করার মাধ্যমে, শিক্ষাদান করলেন পাহাড়ে, উপদেশ দিলেন রাগের বিষয়ে, সতর্ক করলেন যেনা থেকে, কসম, প্রতিশোধ, দানের ব্যাপারে করণীয় ও বর্জণীয় বিষয়ে সজাগ করলেন সাহাবিদেরকে। মুনাজাত, রোজা ও দোষধরার ব্যাপারে সতর্ক করলেন হযরত ঈসা (আ.) । অর্থ্যাৎ আল্লাহ প্রদত্ত নবি হিসেবে জগতের সকল মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শণের প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন হযরত ঈসা (আ.) কে। নিম্নে খ্রিস্টান ধর্মের পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হল।

যীশু খ্রিস্টের জন্ম ও বাল্যকাল

হিব্রু ভাষায় যীশুর নাম হল "যিহোশূয়া"। "যিহোশূয়া" শব্দের অর্থ ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন। তিনি পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।[২৩৭]

ঈশ্বর এ পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি অতি যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে এ পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি করলেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বসবাস করে।[২৩৮]

কিন্তু প্রথম মানুষ আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন বলে তিনি তাঁদের ত্যাগ করলেন না। তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে পরিত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ঈশ্বর যুগে যুগে মানুষের কাছে ভাববাদী (নবি) পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সৎ ও সঠিক পথ বেছে নিয়ে পরিত্রাণ লাভ করে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে। ভাববাদী হলেন ঈশ্বরের প্রেরিত লোক। ভবিষ্যতে কি ঘটবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কি? এ সম্বন্ধে ভাববাদীরা মানুষের কাছে আগেই প্রচার করতেন এবং মানুষকে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিতেন। খ্রিস্টের জন্মের ৭৪০ বৎসর আগে এরকম এক ভাববাদী ছিলেন তাঁর নাম যিশাইয়। তিনি যীশু খ্রিস্টের জন্ম সম্পর্কে বলেছেন।

"বেশ, প্রভু নিজেই তোমাদের এ একটি নিদর্শন দেবেন; তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবেন, তিনি তাঁর নাম রাখবেন ইম্মানূয়েল" অর্থ: ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন কারণ একটি শিশু আমাদের জন্যে আজ জন্ম নিয়েছেন।[২৩৯] একটি পুত্রকে

[২৩৭] ইঞ্জিল শরিফ, মথি-১ ঃ ২১; *ড. সাইমন সরকার, খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা,২০০৯, পৃ. ৮)*

[২৩৮] দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ৪

আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। তাঁর কাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে সবকিছুর আধিপত্যের ভার। তাঁর নাম : 'অনন্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিমান ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ। আহা, এবার শুরু হবে দায়ুদের সে সিংহাসনের সে রাজত্বের সুদূরবিস্তৃত আধিপত্যের যুগ, অন্তবিহীন শান্তির যুগ। আর তেমন রাজত্ব সে তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন আর সুদৃঢ় করে তুলবেন ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠতার ভিত্তিতে আজ থেকে , চিরকালের মতো।"[২৪০]

"তাঁর উপর অধিষ্ঠিত থাকবে ঈশ্বরের আত্মিক প্রেরণা– প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির আত্মিক প্রেরণা, সদ্বিবেচনা ও শক্তির আত্মিক প্রেরণা, জ্ঞান ও ভগবৎ সম্ভ্রমের আত্মিক প্রেরণা। আর এ ভগবৎ সম্ভ্রম তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে।"[২৪১]

"তখন নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ শুয়ে থাকবে ছাগলছানার পাশে। বাছুর আর সিংহের বাচ্চা একসঙ্গেই চরে বেড়াবে; একটি ছোট ছেলে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"[২৪২]

"আর তিনি জাতিগণের জন্য পতাকা তুলবেন, ইস্রায়েলের বিতাড়িত লোকদের একত্রিত করবেন ও পৃথিবীর চারদিক হতে যিহুদার ছিন্নভিন্ন লোকদেরকে সংগ্রহ করবেন।"[২৪৩]

"ঈশ্বর এ কথা বলেন- দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিস্বরুপ এক প্রস্তর স্থাপন করলাম, তা পরীক্ষিত প্রস্তর, বহুমূল্য যোজন প্রস্তর, অতি দৃঢ়ভাবে স্থিত; যে বিশ্বাস করবে সে বিচলিত হবে না।"

ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা অনুসারে যীশুর জন্ম। ঈশ্বর নিজে মারিয়ার গর্ভে যীশু হয়ে জন্ম নিলেন। এ জন্ম দ্বারা যীশু সত্যিই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের অধিকার লাভ করেন এবং মানব জাতির কাছে নতুন আদমরুপে পরিচিত হন।[২৪৪]

যীশু এ পৃথিবীতে কি কাজ করবেন সে সম্বন্ধে যিশাইয় ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেন, যীশু হবেন অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিবেচক, ন্যায় বিচারক, ধার্মিক এবং সৎ পরামর্শদাতা। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি শান্তির বাণী প্রচার করবেন। তাঁর উপদেশ যারা পালন করে চলবে তাঁদের মধ্যে থাকবে না হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ। তাঁরা পরস্পরের সাথে শান্তিতে একসাথে বসবাস করবে। যারা যীশুর কথা বিশ্বাস করবে ও তাঁর কথা মেনে চলবে তাঁরা কখনও বিপথগামী হবে না।

যিশাইয় ভাববাদী (নবি) বলেছিলেন, যে পুত্রসন্তান হবে; তাঁর কাঁধের উপর অনেক কর্তৃত্বভার থাকবে, তাঁর অনেক ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্তব্য থাকবে। মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে পরিত্রাণ দেবার দায়িত্ব ছিল যীশুর উপর। যীশুর এ জগতে জন্ম হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। এ ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ অংশ। এ মহা পরিকল্পনার শেষ অংশে ঈশ্বর নিজে মানুষের বেশে যীশু খ্রিস্ট হয়ে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষ হয়ে যীশু খ্রিস্টরুপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর খবর অনেক আগেই তিনি যিশাইয় ভাববাদী (নবির) দ্বারা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।[২৪৫]

---

[২৩৯] পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম),বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত: ২০০০,পৃ.৮৫০ (যিশাইয় ৭ :১০–১৬)

[২৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫২ (যিশাইয় ৯ : ৬-৭)

[২৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৪ (যিশাইয় ১১ : ১-৩)

[২৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৪ (যিশাইয় ১১ : ৬-৭)

[২৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৮ (যিশাইয় ২৮ : ১১-১৬)

[২৪৪] দীলিপ লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[২৪৫] প্রাগুক্ত

যীশু খ্রিস্টের জন্ম বিষয়ে মারিয়ার (মরিয়ম) কাছে দূতের সংবাদ

একজন বাবা ও ছেলে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন। জাহাজ যখন গভীর সমুদ্রে তখন হঠাৎ জাহাজের তলা ফুটো হয়ে জাহাজটি ডুবতে লাগল। কিভাবে বাঁচা যায় সে চেষ্টা করার জন্য বাবা ছেলেকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বললেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ছেলে যেন অন্য কোথাও না যায়। কিন্তু বাবা আর ফিরে আসতে পারলেন না। জাহাজের অন্যদিকে গিয়ে হঠাৎ জলে ডুবে মারা গেলেন। ছেলেটিকে অন্য লোকেরা উদ্ধার করে অন্য জাহাজে উঠিয়ে প্রাণে বাঁচাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি ঐ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজি হল না। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সে বলল, সে বাবার কথার অবাধ্য হবে না। কারণ তাঁর বাবা তাঁকে এখানে থাকতে বলেছেন। অনেক চেষ্টা করেও ছেলেটিকে অন্য কোথায়ও নেয়া গেল না। শেষে জাহাজটি আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ জলে তলিয়ে গেল। বাবার বাধ্য ছেলে এ স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করল। বাবার উপর ছেলেটির ছিল অগাধ বিশ্বাস। সে ছিল বাবার কথার একান্ত বাধ্য ছেলে।

মারিয়া ঈশ্বরের উপর কতটুকু বাধ্য ছিলেন তা বাইবেল থেকে জানা যায়, ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে তিনি কিভাবে নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ সপে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন।

"ইলিশাবেতের (এলিজাবেথ) যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন ঈশ্বর গালিল প্রদেশের নাজারেথ গ্রামের মারিয়া নামে একটি কুমারি মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল[২৪৬] দূত পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোসেফ নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গদূত মারিয়ার কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন– প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।"[২৪৭]

"একথা শুনে মারিয়ার মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, এরকম শুভেচ্ছার মানে কি? স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, মারিয়া ভয় কর না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের[২৪৮] সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোরের লোকদের উপর চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব করা কখনও শেষ হবে না। মানুষকে তিনি পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"[২৪৯]

তখন মারিয়া স্বর্গদূত[২৫০]কে বললেন, "এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয়নি।"

স্বর্গদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপর পড়বে। এজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। দেখ, এ বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয় ইলিশাবেতের (এলিজাতেথের) গর্ভে ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তাঁর ছেলে মেয়ে হবে না কিন্তু এখন তাঁর ছয় মাস চলছে। ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।"

---

[২৪৬] গাব্রিয়েল বা জিবরাইল ফেরেস্ড়া। আরবিতে একে জিবরাইল উচ্চারণ করা হয়। ইঞ্জিল শরিফ, বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত: ১৯৯২,পৃ. ১৮৯। ঈশ্বরের দুতের নাম গাব্রিয়েল, তিনি ঈশ্বরের বার্তা বাহক। ড. সাইমন সরকার, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[২৪৭] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ (লুক ১ : ২৬)

[২৪৮] দায়ূদ বলতে এখানে হযরত দাউদ (আ.)কে বুঝানো হয়েছে। তিনি একজন সুবক্তা ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। যার বক্তব্য শোনার জন্য নদীর মাছ পর্যন্ড় এসে ভীর জমাত। গবেষক

[২৪৯] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ. ১৮৯ (লুক ১ : ২৭)

[২৫০] স্বর্গদুত বলতে এখানে হযরত জিবরাইল (আ.)কে বুঝানো হয়েছে। গবেষক

মারিয়া বললেন, “আমি প্রভুর দাসী, আপনার কথামতোই আমার উপর সব কিছু হোক।” এর পরে স্বর্গদূত মারিয়ার কাছ থেকে চলে গেল।[২৫১]

তারপর মারিয়া তাড়াতাড়ি করে যিহুদিয়া প্রদেশের একটা গ্রামে গেলেন। গ্রামটা পাহাড়ী এলাকায় ছিল। মারিয়া সেখানে সখরিয়ের বাড়িতে ঢুকে ইলিশাবেতকে (এলিজাবেথকে) শুভেচ্ছা জানালেন। ইলিশাবেত যখন মারিয়ার কথা শুনলেন তখন তাঁর গর্ভের শিশুটি নেচে উঠল। তিনি পবিত্র আত্মা পূর্ণ হয়ে জোরে জোরে বললেন, “সমস্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং তোমার যে সন্তান হবে সে সন্তানও ধন্য। আমার প্রভুর মা আমার কাছে এসেছেন, এ কেমন করে সম্ভব হল? যখনই আমি তোমার কথা শুনলাম তখনই আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠল। তুমি ধন্যা, কারণ তুমি বিশ্বাস করেছ যে, প্রভু তোমাকে যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে।”[২৫২]

যীশু খ্রিস্টের জন্ম

বড়দিন যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন যা ২৫ শে ডিসেম্বর হয়ে থাকে। সময়ের দিক থেকে শীতকালের এ দিনটি রাতের তুলনায় ছোট হলেও এ দিনটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই এ দিনটি ‘বড়দিন’। এ দিনে ত্রানকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের পরিত্রাণের জন্য এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই এ দিনটি খ্রিস্টানদের জীবনে একটা বিশেষ দিন। বড়দিন এলে কত আনন্দ লাগে। আনন্দ প্রকাশ করার জন্য আমরা নিজেদের ঘরবাড়ি সুন্দর করে সাজাই। নিজেরাও নতুন জামা–কাপড় পরে সুন্দর করে সাজি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত জনের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করি।[২৫৩]

শহরে যারা বাস করে অনেক সময় তাঁরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজন যারা দূরে থাকেন তাঁদের কাছে বড়দিনের কার্ড পাঠিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে, উপহার বিনিময় করে। ভাল ভাল খাবারের আয়োজন করে, মেহমানদারি করে। এ দিনে ধনী–দরিদ্র, ছোট–বড়র প্রভেদ থাকে না। এতে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে উঠে।[২৫৪]

যদি বলা হয় বড়দিনের এত গুরুত্ব কেন? এ দিনে যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যীশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মানুষকে পাপ মুক্ত করার জন্য। তাই এ দিনে সকলের এত আনন্দ। কিন্তু এদিনে যীশু জন্মেছিলেন খুব কষ্টের মধ্যে। যীশুর জীবন আরম্ভ হল কষ্টের মধ্য দিয়ে।

যীশুর জন্ম হয়েছিল যিহুদিয়া প্রদেশের বেথলেহেম গ্রামে। যীশুর মা’র নাম মারিয়া[২৫৫]। পালকপিতার নাম যোসেফ। তিনি ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করতেন। যখন যীশুর জন্ম হয়েছিল তখন যিহুদিয়া প্রদেশ ছিল রোম সাম্রাজের অধীন। তখন রোম সম্রাট ছিলেন আগাস্টাস। আর যিহুদিয়া প্রদেশের রাজা ছিলেন হেরোদ।

---

[২৫১] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮৯ (লুক ১ : ৩৪-৩৬)

[২৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ (লুক ১ : ৩৯-৪৫)

[২৫৩] ড. সাইমান সরকার, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ৪

[২৫৪] প্রাগুক্ত

[২৫৫] মারিয়া বলতে হযরত মরিয়ম (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। গবেষক

যীশুর জন্ম সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে:

সে সময়ে সম্রাট আগাস্টাস কর আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজ্যের সব জায়গায় লোকগণনার আদেশ দিলেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এ প্রথমবার লোক গণনা হয়। নাম লেখার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল।[২৫৬]

যোসেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশের লোক। রাজা দায়ূদের জন্মস্থান ছিল যিহুদিয়া প্রদেশের বেথলেহেম গ্রামে।[২৫৭] তাই যোসেফের নাম লেখবার জন্য গালিল প্রদেশের নাজারেথ গ্রাম থেকে বেথলেহে গ্রামে গেলেন। মারিয়াও তাঁর সঙ্গে গেলেন। এরই সঙ্গে যোসেফের বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। সে সময় মারিয়া গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথলেহেম থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে গেল, তাঁর ছেলে যীশুর জন্ম হল। মারিয়া ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে জাবপাত্রে রাখলেন। কারণ থাকবার জন্য তাঁদের আর অন্য কোন জায়গা ছিল না।

বেথলেহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলা রাখালেরা তাঁদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় প্রভুর একজন দূত হঠাৎ তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন প্রভুর মহিমা তাঁদের চারদিকে উজ্জল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল।

স্বর্গদূত তাঁদের বললেন, "ভয় কর না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি, যা সকল মানবজাতির জন্য। আজ দায়ুদের গ্রামে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন। তিনিই মসিহ, তিনিই প্রভু। একথা যে সত্যি তোমাদের কাছে তাঁর এ চিহ্ন রইল–তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং জাবপাত্রে[২৫৮] শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে।" এ সময় সে স্বর্গদূতের সঙ্গে হঠাৎ সেখানে আর অনেক স্বর্গদূতকে দেখা গেল। তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন,

"স্বর্গে ঈশ্বরের গৌরব হোক, পৃথিবীতে শান্তি হোক, আর মানুষের উপরে ঈশ্বরের মঙ্গল পূর্ণ হোক।"[২৫৯]

স্বর্গদূতেরা তাঁদের কাছে থেকে স্বর্গে চলে যাবার পর রাখালেরা একে অন্যকে বলল "চলো, আমরা বেথলেহেমে যাই এবং যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদের জানালেন তা গিয়ে দেখি।[২৬০]

তাঁরা তাড়াতাড়ি গিয়ে মারিয়া, যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো সে শিশুটিকে খুজে বের করল। তাঁদের কাছে এ শিশুর বিষয় যা জানানো হয়েছিল, শিশুটিকে দেখবার পরে তাঁরা তা বলল। রাখালদের কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হল। কিন্তু মারিয়া সবকিছু মনে গেথে রাখলেন এবং সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলেন। স্বর্গদূতেরা রাখালদের কাছে যা বলেছিলেন সবকিছু সেমতোই দেখে ও শুনে তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করতে করতে ফিরে গেল।

জন্মের আট দিন পর যিহুদিদের নিয়মমতো যখন শিশুটির ত্বকচ্ছেদ করাবার সময় হল। যীশু জাতিতে যিহুদি (ইহুদি) ছিলেন। তাই যিহুদিদের[২৬১] নিয়মমত জন্মের আট দিনের দিন তাঁর নাম রাখা হল যীশু। মায়ের গর্ভে আসবার আগে স্বর্গদূত তাঁর এ নামই দিয়েছিলেন।[২৬২]

---

[২৫৬] সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা:১৯৯৬, পৃ.৫

[২৫৭] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ (লুক ২ : ১-৫)

[২৫৮] যে পাত্রে পশুকে পানি পান করানো হয় বা খাবার খাওয়ানো তাঁকে জাবপাত্র বলে। দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ৫

[২৫৯] প্রাগুক্ত

[২৬০] প্রাগুক্ত

যীশুর জেরুজালেমে যাত্রা

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা কত উন্নত তাই ভ্রমণ এখন আনন্দের বিষয়। কিন্তু যীশুর সময় তা ছিল না। তাই কোথাও গেলে পায়ে হেটে অথবা ঘোড়া, গাঁধা বা অন্য কোন পশুর পিঠে চড়ে যেতে হত। নাজারেথ (নাসরত) গ্রাম থেকে জেরুজালেমে গাধার পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেটে যেতে কয়েকদিন সময় লাগত। যীশু মা–বাবার সাথে কত কষ্ট স্বীকার করে জেরুজালেম গিয়েছিলেন। তিনি মা–বাবার সাথে ছোট বয়সে একবার এবং বার বছর বয়সে জেরুজালেম মন্দিরে গিয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল বলে,

“উদ্ধার ঈদের সময়ে যীশুর মা–বাবা প্রত্যেক বছর জেরুজালেমে যেতেন। যীশুর বয়স যখন বার বছর, তখন সেই নিয়ম মতো তাঁরা সেই ঈদে গেলেন। ঈদের শেষে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন যীশু জেরুজালেমেই থেকে গেলেন। তাঁর মা–বাবা কিন্তু সে কথা জানতেন না। তিনি দলের লোকদের মধ্যে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ চলে গেলেন পরে তাঁরা তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু খুঁজে না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে আবার জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।[২৬৩]

শেষে তিন দিন পরে তাঁরা তাঁকে উপাসনা ঘরে পেলেন। তিনি শিক্ষকদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন। যারা যীশুর কথা শুনছিলেন তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি দেখে ও তাঁর উত্তর শুনে অবাক হচ্ছিলেন। তাঁর মা-বাবা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন এমন করলে? তোমার বাবা ও আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজ করছিলাম। যীশু তাঁদের বললেন, তোমরা কেন আমার খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকতে হবে? যীশু যা বললেন, তাঁর মা–বাবা তা বুঝলেন না।

এরপরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নাসরত (নাজারেথে) ফিরে গেলেন এবং তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা এসব বিষয় মনে গেথে রাখলেন। যীশু জ্ঞানে, বয়সে এবং ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসায় বেড়ে উঠতে লাগলেন।[২৬৪]

প্রভু যীশুর প্রকাশ্য জীবন

দীক্ষাগুরু (বাপ্তিস্মদাতা) যোহনের প্রচার (মথি ৩ : ১–১২)

ড. বিলি গ্রাহাম বর্তমানযুগের একজন বিখ্যাত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। তাঁর প্রচারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মানুষ একত্রে সমবেত হয়, সারা পৃথিবী সাড়া পড়ে যায়। যীশুর সময়ে যিহুদিয়ার (যুদেয়ার) মরুভূমি এলাকায় যর্দণ নদীর তীরে ধর্ম প্রচার করেন যোহন।

---

[২৬১] যিহুদি বলতে এখানে ইয়াহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। গবেষক

[২৬২] সিস্টার ফিলোমনা কুইয়া, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[২৬৩] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ (লুক ২ : ৪১)

[২৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯ (লুক ২ : ৪২)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র বাইবেলে যোহনের প্রচার সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে,

"পরে বাপ্তিস্মাদাতা যোহন যিহুদিয়ার (যুদেয়ার) মরু এলাকায় এসে এই বলে প্রচার করতে লাগলেন, 'পাপ থেকে মন ফিরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"[২৬৫]

এ যোহনের বিষয়েই নবী যিশাইয় বলেছিলেন "মরুএলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর, তাঁর রাস্তা সোজা কর।"[২৬৬]

যোহন উটের লোমের কাপড় পড়তেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল। তিনি ফড়িং ও বনমধু খেতেন। জেরুজালেম (জেরুসালেম), সমস্ত যিহুদিয়া এবং যর্দন নদীর চারপাশের লোকেরা সে সময় তাঁর কাছে আসতে লাগল। এ লোকেরা যখন নিজেদের পাপ স্বীকার করত তখন যোহন যর্দণ নদীতে তাঁদের বাপ্তিস্ম দিতেন।

পরে যোহন দেখেছিলেন অনেক ফরিসি ও সদ্দুকি (সাদুকি) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য তাঁর কাছে আসছেন। তিনি তাঁদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! ঈশ্বরের যে শাস্তি নেমে আসছে তা থেকে পালিয়ে যাবার এ বুদ্ধি তোমাদের কে দিল? বেশ, তোমরা যে পাপ থেকে মন ফিরিয়েছ তাঁর উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও। তোমরা আব্রাহামের বংশের লোক, এটা নিজেদের মনে বলতে পারার কথা চিন্তাও করো না। আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ পাথরগুলো থেকে আব্রাহামের বংশধর তৈরী করতে পারেন। গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। যে গাছে ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেয়া হবে। মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি। কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। আমি তাঁর জুতা বইবার যোগ্যও নই। তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়বার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিস্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলাতে[২৬৭] জমা করবেন। কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না সে আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"[২৬৮]

প্রভু যীশুর দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম (মথি ৩ : ১৩-১৭)

পরিবারের কোন শিশু অথবা বালক বালিকাদের যখন দীক্ষাস্নান অথবা বাপ্তিস্ম বা অবগাহন দেয়া হয় তখন সে পরিবারে অনেক আনন্দ হয়। মা–বাবা শিশুসন্তানটিকে অথবা বালক-বালিকাদের নতুন জামাকাপড় পরান এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু–বান্ধবদের ডেকে বাড়িতে ভোজের আয়োজন ও আনন্দ ফুর্তির ব্যবস্থা করেন। সকলে আনন্দ করেন ও মা–বাবা সন্তুষ্ট হন, কারণ দীক্ষাস্নান / অবগাহনের দ্বারা এ সন্তানটি আজ থেকে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হল। যীশুর দীক্ষাস্নানের সময় কি ধরণের আনন্দের ঘটনা ঘটেছিল, পবিত্র বাইবেলে সে সম্বন্ধে লেখা আছে, "দীক্ষাগুরু যোহন যখন যর্দণ নদীর ধারে দীক্ষাস্নান দিচ্ছিলেন তখন যীশু গালিল প্রদেশের নাসরত (নাজারেথ) গ্রাম থেকে দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে দীক্ষাস্নান নেবার জন্য এলেন। কিন্তু যোহন যীশুকে বাঁধা দিয়ে বললেন, আমারই বরং আপনার কাছে দীক্ষাস্নান নেয়া উচিত। আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে।"

[২৬৫] দীলিপ লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[২৬৬] সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, ১১

[২৬৭] গোলা-বি. ধান্যাদি রাখিবার মরাই; আড়ত; কাঠগোলা; শস্যাগার, ধান্যাদি মজুত করিবার বাড়ি। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসস বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[২৬৮] দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১

যীশু বললেন– "এবার এরকমই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন রাজি হলেন।[২৬৯]

দীক্ষাস্নান নেবার পর জল থেকে উঠে আসার সময় যীশু দেখতে পেলেন আকাশ খুলে গেছে, আর পবিত্র আত্মা (ঈশ্বরের আত্ম) কবুতরের আকারে তাঁর উপর নেমে আসছেন। আর সেই সময় স্বর্গ থেকে বলা হল " ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।" যীষুকে দেখিয়ে বললেন।[২৭০]

প্রভু যীশুর পরীক্ষা

প্রভু যীশু বিরাট পরীক্ষায় পড়েছিলেন। শয়তান যীশুকে পরীক্ষা করেছিলেন। শয়তান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যীশুকে পাপে লিপ্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যীশুর আন্তরিকতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে "এরপরে পবিত্র আত্মা যীশুকে মরু এলাকায় নিয়ে গেলেন যেন শয়তান যীশুকে লোভ দেখিয়ে পাপে ফেলতে পারে। সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করবার পর যীশুর খিদে পেল। তখন শয়তান এসে তাঁকে বলল তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এ পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।

যীশু উত্তরে বলল! পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"[২৭১]

তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর জেরুজালেম নিয়ে গেল এবং উপাসনাঘরের চুড়ার উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে "ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন, তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন, যেন তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার একথাও লেখা আছে, তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।"

তখন শয়তান আবার তাঁকে উঁচু একটি পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁক জমক দেখিয়ে বলল, তুমি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার কর, তবে এ সবই আমি তোমাকে দিব।"

তখন যীশু তাঁকে বললেন, দূর হও শয়তান, পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে " তুমি তোমার ঈশ্বরকেই প্রভু বলে স্বীকার করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।" তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগল।[২৭২]

প্রভু যীশুর আত্মপ্রকাশ

প্রভু যীশু তাঁর বাল্য জীবন পাড় করলেন নাসরত গ্রামে। হঠাৎ একদিন পাড়ার বিশ্রামবারে সমাজঘরে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করলেন। এরপর থেকে তাঁর কি কি কাজ হবে সে বিষয়ে তিনি বর্ণনা দিলেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ইঞ্জিল শরিফে লেখা আছে যে, "এরপরে যীশু নাসরাতে গেলেন। এখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন।

---

[২৬৯] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটিঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ (মথি ৩ : ১৩-১৫)

[২৭০] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটিঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ (মথি ৩ : ১৬-১৭)

[২৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ (মথি ৪ : ১-৪)

[২৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ (মথি ৪ : ৫-১১)

তিনি নিজেই নিয়মিত বিশ্রামবারে সমাজঘরে গেলেন। তারপর শাস্ত্র পাঠ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে নবি যিশাইয়ের বই খানা দেয়া হল।[২৭৩] গুটিয়ে রাখা বই খানা খুলেই তিনি সে জায়গা টা পেলেন যেখানে লেখা আছে –

- → প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন।
- → কারণ তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।
- → যেন আমি গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করি।
- → তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে স্বাধীনতার কথা।
- → অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন।
- → যাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তিনি আমাকে তাঁদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন।
- → এ ছাড়া প্রভু আমাকে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন যে, এখন তাঁর দয়া দেখাবার সময় হয়েছে।

তারপর তিনি বই খানা আবার গুটিয়ে সেবকের হাতে দিয়ে বসে পড়লেন। সমাজঘরের প্রত্যেকটি লোকের চোখ তাঁর উপরে পড়ল। তখন যীশু লোকদের বললেন, পবিত্র শাস্ত্রের এ কথা আজ আপনারা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণ হল।[২৭৪]

বারজন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিয়োগ

(লুক ৬: ১২-১৬ এবং মার্ক ৩ : ১৩-১৯)

যে কাজ অনেক বড় এবং তা করতে অনেক সময় লাগে সে কাজ একা করা যায় না। যীশুর কাজ ছিল অনেক বড় ও দীর্ঘস্থায়ী তাই যীশু তাঁর কাজ সুন্দরভাবে করার জন্য সাহায্যকারী নিয়োগ করেছিলেন। এ সাহায্যকারী যীশুর বারজন প্রেরিত শিষ্য।[২৭৫]

এ প্রসঙ্গে ইঞ্জিল শরিফে বর্ণনা করা হয়েছে যে- "এরপর যীশু পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং নিজের ইচ্ছেমত কিছু লোককে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। তাঁরা যীশুর কাছে আসলে তিনি বারজনকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করলেন যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং মন্দ আত্মা ছাড়াবার ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাঁদের প্রচারকাজে পাঠাতে পারেন। যে বার জনকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন,

০১. শিমোন, যার নাম দিলেন তিনি পিতর । সিবদিয়ের (জেবেদের) দুই ছেলে

০২. যাকোব ও

০৩. যোহন (এদের নাম তিনি দিলেন বোয়ার্নেগিস অর্থ্যাৎ মেঘধ্বনির পুত্ররা) ০৪. আন্দ্রিয়

০৫. ফিলিপ

---

[২৭৩] দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

[২৭৪] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ (লুক ৪ : ১৬-২১)

[২৭৫] সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

০৬. বরথলয় (বারথালমিয়া)

০৭. মথি

০৮. থোমা

০৯. আলফেয়ের ছেলে যাকোব

১০. থদ্দেয

১১. দেশভক্ত থিমোন এবং

১২. যিহুদা (যদা) ইস্কারিয়োৎ, যে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।[২৭৬]

প্রভু যীশুর প্রকাশ্যে কাজ

যীশু এ পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য কাজ করে গেছেন। যীশুর আশ্চর্য কাজ ও যাদুকরের কাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। যীশু যে আশ্চর্য কাজ করেছেন তা বাস্তবে সত্যি করে ঘটেছে ও স্থায়ী হয়েছে কিন্তু যাদুকরের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং স্থায়ীও নয়। যীশু রোগীকে সুস্থ করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন, মৃতকে জীবন দান করেছেন যা আদৌ সম্ভব নয়। এটা ছিল প্রভু যীশুর স্পেশাল পাওয়ার বা ক্ষমতা।[২৭৭] যীশুর এ সকল অলৌকিক কাজ গুলোর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রতি সুগভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা। শোকার্ত, দুঃখিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি। কাঁন্না গ্রামে বিয়ে বাড়ীতে যীশু তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ প্রকাশ করলেন। ঐ বিয়েতে গৃহ কর্তা চরম লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। তাঁর খাবার আঙ্গুরের রস ফুরিয়ে গিয়েছিল মেহমান বাকি ছিল। যীশু বললেন এ বড় বড় গামলাগুলো পানিতে ভর্তি কর। তাই করা হল বললেন- গৃহ কর্তাকে এখান থেকে ছোট ছোট বর্তন দিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন। গৃহ কর্তা দেখেন তা সুসাদু আঙ্গুরের রস হয়ে গেছে। [২৭৮]

যীশু কর্তৃক কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন

রোগ হলে মানুষ কষ্ট পায়। কুষ্ঠরোগ হলে মানুষ আরো বেশী কষ্ট পায়। রোগীর শরীরে ঘা হয় এবং এ ঘা পচে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ খসে পড়তে থাকে। যীশু এরকম অনেক কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছিলেন।[২৭৯] একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক।

একদিন একজন কুষ্টরোগী এসে যীশুর কাছে তাঁর হাঁটু পেতে বসে বলল ! "আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন। লোকটির উপর যীশুর খুব মমতা হল, তিনি হাত বাড়িয়ে তাঁকে ছুয়ে দিলেন। আমি তাই চাই তুমি ভাল হও। তখনই তাঁর কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে গেল।"[২৮০]

শুষ্ক হস্ত ব্যক্তির সুস্থতা লাভ

---

[২৭৬] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি: প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩–২১৪, (লুক ৬ : ১২-১৬)

[২৭৭] দীপক লাল চৌধুরী, খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ.২১

[২৭৮] পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম), বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি: প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫, (যোহন ১ : ১–১১)

[২৭৯] ড. সাইমন সরকার, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[২৮০] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি: প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮–২১৪, (মার্ক ১ : ৪০-৪১)

এক ব্যক্তির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। সে হাতে কোন কাজ করতে পারছিলনা। এমতাবস্থায় সে প্রভূ যীশুর কাছে নালিশ করলে প্রভু যীশু তাঁর শুষ্ক হস্ত ভাল করে দিলেন।[২৮১] এ বিষয়ে পবিত্র ইঞ্জিল শরিফে বর্ণনা নিম্নরুপ : "এরপর ঈসা আবার মজলিশ খানায় গেলেন। সেখান একজন লোক ছিল যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ফরাসিদের মধ্যে কয়েকজন ঈসাকে দোষ দেবার অজুহাত খুজছিলেন। বিশ্রামবারে ঈসা লোকটিকে সুস্থ করেন কিনা, তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর উপর ভাল করে নজর রাখতে লাগলেন। ঈসা সেই শুকনা হাত লোকটিকে বললেন, সকলের সামনে এসে দাঁড়াও।

তারপর ঈসা ফরাসিদের জিজ্ঞেস করলেন- বিশ্রাম বারে ভাল কাজ করা উচিত, না খারাপ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা করা উচিত, না নষ্ট করা উচিত? ফরাসিরা কিন্তু কোনই জবাব দিলেন না। তখন ঈসা বিরক্ত হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং তাঁদের অন্তরের কঠিনতার জন্য গভীর দুঃখের সাথে সে লোকটি বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।

লোকটি হাত বাড়িয়ে দিলে পর তাঁর হাত একেবারে ভাল হয়ে গেল। তখন ফরাসিরা বাইরে গেলেন এবং কিভাবে ঈসাকে হত্যা করা যায় সে বিষয়ে বাদশা হেরদের দলের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।"[২৮২]

ঝড় থামান প্রভু ঈসা

প্রভু ঈসার নির্দেশ মোতাবিক ঝড় থেকে গেল। তা দেখে সকলেই অবাক এ প্রসঙ্গে ইঞ্জিল শরিফের বর্ণনা নিম্নরুপ :

"পরে ঈসা একটি নৌকাতে উঠলেন এবং সাহাবিরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। হঠাৎ সাগরে ভীষণ ঝড় উঠল। আর তাতে নৌকার উপর ডেউ আছড়ে পড়তে লাগল। ঈসা কিন্তু ঘুমাচ্ছিলেন। তখন সাহাবিগণ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, হুজুর বাঁচান আমরা যে মরলাম।

তখন তিনি তাঁদের বললেন- অল্প বিশ্বাসিরা কেন তোমরা ভয় পাচ্ছ?

এরপরে তিনি উঠে বাতাস ও সাগরকে ধমক দিলেন। তখন সব কিছু খুব শান্ত হয়ে গেল। এতে সাহাবিরা আশ্চার্য হয়ে বললেন ইনি কি রকম লোক যে বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শুনে। "[২৮৩]

অবশ রোগীকে সুস্থ করণ

প্রভু যীশু অবশ রোগীকে ভাল করলেন। " ঈসা নৌকায় উঠে সাগর পার হয়ে নিজের শহরে আসলেন। লোকেরা তখন বিছানায় পড়ে থাকা একজন অবশ রোগীকে তাঁর কাছে আনল। সে লোকদের বিশ্বাস দেখে ঈসা সে রোগীকে বললেন, সাহস কর। তোমার গুনাহ মাফ করা হল।

এতে কয়েকজন আলেম মনে মনে বলতে লাগলেন, এ লোকটা কুফুরি করছে।

---

[২৮১] দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[২৮২] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২ (মার্ক ৩ : ১–৬)

[২৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪–২৫ (মথি ৮ : ২৩-২৬)

ঈসা তাঁদের মনের চিন্তা জেনে বললেন, আপনারা মনে মনে খারাপ চিন্তা করছেন কেন? কোন টা বলা সহজ, তোমার গুনাহ মাফ করা হল, না তুমি উঠে হেটে বেড়াও? আপনারা যেন জানতে পারেন এ দুনিয়াতে গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা ইবনে-আদমের আছে। এ পর্যন্ত বলে তিনি সে অবশ রোগীকে বললেন, উঠ ! তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ী যাও।

তখন সে উঠে তাঁর বাড়ীতে চলে গেল। লোকে এ ঘটনা দেখে ভয় পেল, আর আল্লাহ মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগল।"[২৮৪]

বিধবার পুত্রকে জীবন দান

যীশু নায়িন নামক একটি গ্রামের দিকে চললেন। তাঁর শীষ্যরা এবং আরো অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। যখন তিনি সে গ্রামের ফটকের কাছে পৌছলেন তখন লোকেরা একজন মৃত লোককে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল যে লোকটি মারা গিয়েছিল। সে ছিল তাঁর মায়ের একমাত্র সন্তান, আর সে মাও বিধবা। গ্রামের অনেক লোক সে বিধবার সঙ্গে ছিল। তাঁকে দেখে প্রভু যীশু মমতায় শূণ্য হয়ে বললেন- আর কেঁদো না।

তারপর যীশু কাছে গিয়ে খাট ছুলেন। এতে যারা মৃত দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁরা দাঁড়াল। যীশু বললেন, যুবক! আমি তোমাকে বলছি, উঠ!

তাতে যে মারা গিয়েছিল- সে লোকটি উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল। যীশু তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এতে সকলের অন্তর ভক্তি ও ভয়ে পূর্ণ হল। তাঁরা ঈশ্বরের গৌরব করে বলতে লাগল, আমাদের মধ্যে একজন মহান নবি উপস্থাপিত হয়েছেন। ঈশ্বর দয়া করে তাঁর লোকদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।[২৮৫]

যীশুর বিষয়ে একথা যিহুদিয়া (যুদেয়া)[২৮৬] প্রদেশ ও তাঁর আশেপাশে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।[২৮৭]

[২৮৪] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ (মথি ৯ : ১-৮)

[২৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯ (লুক ৭ : ১১-১৭)

[২৮৬] যিহুদিয়া (যুদেয়া)- প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ অংশ। এটি রোম সম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। বেবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে আসা ইসরাইলিদের অধিকাংশ যিহুদার বংশধর ছিল বলে তাঁদেরকে যিহুদি (ইয়াহুদি) বলা হয়। এবং তাঁদের বাসভুমিকে বলা হয় যিহুদিয়া (যুদেয়া)। সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[২৮৭] ড. সাইমন সরকার, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

যীশুর নানাহবিধ শিক্ষা

নিম্নে যীশুর কয়েকটি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

পাহাড়ের উপর শিক্ষাদান

ঈসা বা যীশু অনেক লোক দেখে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তিনি বসলে পর তাঁর সাহাবিরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি সাহাবিদের এ বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন যে,

০১. মোবারক তাঁরা, যারা দিলে নিজেদের গরিব মনে করে, কারণ বেহেস্তে রাজ্য তাঁদেরই।

০২. মোবারক তাঁরা, যারা দুঃখ করে, কারণ তাঁরা শান্তনা পাবে।

০৩. মোবারক তাঁরা, যাদের স্বভাব নম্র, কারণ দুনিয়া তাঁদেরই হবে।

০৪. মোবারক তাঁরা, যারা মনে প্রাণে আল্লাহর ইচ্ছে মত চলতে চায়। কারণ সে ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

০৫. মোবারক তাঁরা, যারা দয়ালু, কারণ তাঁরা দয়া পাবে।

০৬. মোবারাক তাঁরা, যাদের দিল খাঁটি, কারণ তাঁরা আল্লাহকে দেখতে পাবে।

০৭. মোবারক তাঁরা, যারা লোকদের জীবনে শান্তি আনবার জন্য পরিশ্রম করে, কারণ আল্লাহ তাঁদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন।

০৮. মোবারক তাঁরা, যারা আল্লাহর ইচ্ছে মত চলতে গিয়ে জুলুম সহ্য করে, কারণ বেহেস্তি রাজ্য তাঁদেরই।

০৯. মোবারক তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের অপমান করে ও জুলুম করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের নামে সব রকম খারাপ কথা বলে। তোমরা আনন্দ কর ও খুশি হবে কারণ বেহেস্তে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। তোমাদের আগে যে নবিরা ছিলেন, লোকে তাঁদেরও এভাবে জুলুম করত। [২৮৮]

ইমানদারগণ লবণ ও আলোরমত

তোমরা দুনিয়ার লবণ কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে কেমন করে তা আবার নোন্তা করা যাবে? সে লবণ আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পায়ে মারাবার উপযুক্ত হয়।

তোমরা দুনিয়া আলো। পাহাড়ের উপরের শহর লোকানো থাকতে পারে না। কেউ বাতি জ্বেলে জুরির নিচে রাখে না কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে। এতে ঘরের সমস্ত লোকেই আলো পায়। সে ভাবে তোমাদের আলো লোকদের সামনে জলুক, যেন তাঁরা তোমাদের ভাল কাজ দেখে তোমাদের বেহেস্তি পিতার প্রসংশা করে।[২৮৯]

[২৮৮] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০ (মথি ৪ : ৫-১-১১)

রাগের বিষয়ে শিক্ষা

তোমরা শুনেছ, আগেকার লোকদের কাছে এ কথা বলা হয়েছে, খুন করো না, যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ তাঁর ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তাঁর ভাইকে বলে, তুমি অপদার্থ, সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে, তাঁর ভাইকে বলে তুমি বিবেকহীন সে জাহান্নামের আগুনের দায়ে পড়বে। [২৯০]

কেউ তোমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করলে, আদালতে যাবার আগেই তাঁর সঙ্গে মিমাংশা করে ফেল। তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে দিবে। আর বিচারক তোমাকে পুলিশের হাতে দিবে, আর পুলিশ তোমাকে জেলে দিবে। আমি তোমাকে সত্যি বলছি শেষ পয়সাটা না দেয়া পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে কিছুতেই ছাড়া পাবে না।[২৯১]

যেনার বিষয়ে শিক্ষা

তোমরা শুনেছ, এ কথা বলা হয়েছে, যেনা করো না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রী লোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই মনে মনে তাঁর সঙ্গে যেনা করল। তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা উপড়ে দুরে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে বরং তাঁর একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। যদি ডান হাত তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে কেঁটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর জান্নামে যাওয়ার চেয়ে বরং একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।[২৯২]

কসমের বিষয়ে শিক্ষা

আবার তোমরা শুনছ, আগেকার লোকদের কাছে বলা হয়েছে, মিথ্যা কসম খেয়ো না বরং মাবুদের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত কসম পালন কর। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একেবারেই কসম খেয়ো না। বেহেস্তের নামে খেয়ো না, কারণ তা আল্লাহর সিংহাসন, দুনিয়ার নামে খেয়ো না কারণ তা তাঁর পা রাখবার জায়গা। যেরুযালেমের নামে খেয়ো না কারণ তা মহান বাদশার শহর। তোমার মাথার নামে খেয়ো না কারণ তাঁর একটি চুল সাদা কি কালো করবার ক্ষমতা তোমার নেই। তোমাদের কথার হা যেন হা আর না যেন না হয়। এর বেশী যা, তা ইবলিশের কাছ থেকে আসে। [২৯৩]

---

[২৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ (মথি ৫ : ১৩-১৬)

[২৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯ (মথি ৫ : ২১-২২)

[২৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, (মথি ৫ ঃ ৫–২৫–২৬)

[২৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, (মথি ৫ ঃ ৫–২৭–৩০)

[২৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, (মথি ৫ ঃ ৫–৩৩–৩৭)

প্রতিশোধের বিষয়ে শিক্ষা

তোমরা শুনেছে, বলা হয়েছে, চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের সঙ্গে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চর মারে তাঁকে অন্য গালেও চর মারতে দিও। যে কেউ তোমার কোর্তা নেবার জন্য মামলা করতে চায় তাঁকে তোমার চাদরও দিয়ে দিও। যে কেউ তোমাকে তাঁর বোঝা নিয়ে এক মাইল যেতে বাধ্যকরে তাঁর সঙ্গে দুই মাইল যেও। যে তোমার কাছে কিছু চায় তাঁকে দিও আর যে তোমার কাছে ধার চায় তাঁকে দিতে অস্বীকার করো না। [২৯৪]

শত্রুকে মহব্বত করার বিষয়ে শিক্ষা

তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কর এবং শত্রুকে ঘৃণা কর। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত কর। যারা তোমাদের জুলুম করে তাঁদের জন্য মুনাজাত কর। যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেস্তি পিতার সন্তান। তিনিতো ভাল মন্দ সকলের উপর তাঁর সূর্য উঠান। এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপর বৃষ্টি দেন। যারা তোমাদের মহব্বত করে তাঁদেরই যদি তোমরা মহব্বত কর তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? খাজনা আদায় কারীরাও কি তাই করে না? আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের নিজেদের লোকদেরই সালাম জানাও তবে অন্যদের চেয়ে বেশী আর কি করছ? অ-ইহুদিরাও কি তাই করে না? এ জন্য বলি তোমাদের বেহেস্তি পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।[২৯৫]

দানের বিষয়ে শিক্ষা

সাবধান ! লোককে দেখাবার জন্য ধর্ম-কর্ম কর না; যদি কর তবে তোমাদের বেহেস্তি পিতার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না।

এ জন্য যখন তুমি গরিবদের কিছু দাও তখন ভন্ডদের মত কর না। তাঁরা তো লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য মজলিশ খানায় এবং পথে পথে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা দেয়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাঁরা তাঁদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন গরিবদের কিছু দাও তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বা হাতকে জানতে দিও না, যেন তোমার দান করা গোপনে হয়। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দিবেন।[২৯৬]

মুনাজাতের ব্যাপারে শিক্ষা

তোমরা যখন মুনাজাত কর ভণ্ডদের মত করো না কারণ তাঁরা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য মজলিশ খানায় ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাঁরা তাঁদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন

[২৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, (মথি ৫ ঃ ৫-৩৮-৪২)

[২৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, (মথি ৫ ঃ ৪১-৪৩-৪৮)

[২৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫, (মথি ৫ ঃ ১-৪)

মুনাজাত কর তখন ভিতরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কর এবং তোমার পিতা, যাকে দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, তাঁর কাছে মুনাজাত কর। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দিবেন।

যখন তোমরা মুনাজাত কর তখন অ-ইয়াহুদিদের মত অর্থহীন কথা বার বার বলো না। অ-ইয়াহুদিরা মনে করে, বেশী কথা বললেই আল্লাহ তাঁদের মুনাজাত শুনবেন। তাঁদের মত করো না। কারণ তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার। এ জন্য তোমরা নিম্নোক্তভাবে মুনাজাত করো :

- হে আমাদের বেহেস্তি পিতা ! তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হউক। তোমার রাজ্য আসুক।
- তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেস্তে তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হউক।
- যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও।
- যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাঁদের মাফ করেছি তেমনি তুমি তাঁদের সমস্ত অন্যায় মাফ করো।
- আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিও না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর।
- তোমরা যদি অন্যদের দোষ মাফ করো তবে তোমাদের বেহেস্তি পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন।
- কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের দোষ মাফ না করো তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন না।[২৯৭]

রোযার বিষয়ে শিক্ষা

তোমরা যখন রোযা রাখ তখন ভণ্ডদের মত মুখ কালো করে রেখ না। তাঁরা যে রোযা রাখছে তা লোকদের দেখাবার জন্য মাথায় ও মুখে ছাই মেখে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাঁরা তাঁদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন রোযা রাখ তখন মাথায় তেল দিয়ো মুখ ধুয়ো, যেন অন্যরা জানতে না পারে যে, তুমি রোয রাখছ। তা হলে তোমার পিতা, যাকে দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, কেবল তিনিই তা দেখতে পাবেন। তোমার পিতা যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দিবেন।[২৯৮]

দোষ ধরার বিষয়ে শিক্ষা

তোমরা অন্যের দোষ ধরে বেড়িয়ো না যেন তোমাদেরও দোষ ধরা না হয়। কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের দোষধর সে ভাবে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে। আর যেভাবে তোমরা মেপে দাও সেভাবে তোমাদের জন্য ও মাপা হবে।

তোমার ভাইয়ের চোখে যে কাটা আছে কেবল তাই দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কড়িকাট আছে তা লক্ষ করছ না কেন? যখন তোমার নিজের চোখেই পড়িকাট রয়েছে তখন কি করে তোমার ভাইকে এ কথা বলছ, এ সব তোমার চোখ

---

[২৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, (মথি ৬ ঃ ৫–১৬)

[২৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, (মথি ৬ ঃ ১৬–১৮)

থেকে কোটাটা বের করে দেই? ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাটটা বের করে ফেল, তাতে তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কাটাটা বের করবার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

যা পবিত্র তা কুকুরকে দিয়ো না। শুকরের সামনে তোমরা মুক্তা ছড়িয়ো না। হয়ত তাঁরা সেগুলো তাঁদের পায়ে তলায় মারাবে এবং টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলবে।[২৯৯]

স্বর্গরাজ্য ও শেষ বিচার বিষয়ে শিক্ষা

এ সুন্দর পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা ভাল ও সুখী থাকি এবং এ পৃথিবীতে তাঁর সেবা ও আরাধনা করে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরের এ আদেশ / বিধান আমরা অনেক সময় মানতে চাই না। তাঁর নির্দেশ অমান্য করে আমরা পাপ করি। জাগতিক প্রলোভন পড়ে অনেক সময় ঈশ্বরের আদেশের অবমাননা করি। ঈশ্বর যা বুঝতে চান তা না বোঝে আমরা নিজের জন্য যা ভালো মনে করি প্রলোভনে পড়ে তাই করতে আরম্ভ করি। ভুলে যাই তিনি আমার জীবনের নির্দেশক হিসেবে তাঁরই পুত্র যীশুখ্রিস্টকে প্রেরণ করেছেন। খ্রিস্ট যীশু আমার জীবন পরিচালনার জন্য যে আদেশগুলো দিয়েছেন সেগুলো এ পৃথিবীর মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত আইন কানুনের উর্দ্ধে। এ পৃথিবীর আইন কানুনকে খ্রিস্ট পূর্ণতা দান করেছেন। মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট আইন কানুন শুধুমাত্র মানব কল্যান নিয়ে রচিত। কিন্তু খ্রিস্টের দেয়া আইন কানুনে আছে ঈশ্বরের প্রেম ও মানব সেবা উভয়ই। যে এ আইন কানুন মেনে চলবে সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।[৩০০] যীশু কর্তৃক প্রবর্তিত আইন কানুন নিম্নরুপ :

"এ কথা মনে করো না, আমি মোশির[৩০১] আইন কানুন আর নবিদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হওয়া পর্যন্ত যতদিন না আইন কানুনের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সে আইন কানুনের এক বিন্দু কি একমাত্রা মুছে যাবে না। তাই আদেশ গুলোর মধ্যে ছোট একটি আদেশও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাঁকে স্বর্গ রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেই সে আদেশগুলো পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাঁকে স্বর্গ রাজ্যে বড় বলা হবে। আমি তোমাদের বলছি ধর্ম শিক্ষকও ফরিসিদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোন মতেই স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবে না।"[৩০২]

---

[২৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, (মথি ৬ ঃ ৭–৬)

[৩০০] ড. সাইমন সরকার, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৩০১] মোশির আইন কানুন : পুরাতন নিয়মে মোশির কাছে প্রদত্ত ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও অন্যান্য নানাবিদ আজ্ঞা, বাইবেল এর প্রথম পাঁচটি পুস্ড়ক এবং কথা ও কাজ শিক্ষায় প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বুঝায়। পুরাতন নিয়মে ইয়াহুদিগণ (যিহুদিগণ) আইন কানুন পালন করে ঈশ্বরের উপর তাঁদের বিশ্বাস প্রকাশ করত। পুরাতন নিয়মের আইন কানুনের উদ্দেশ্য ছিল ত্রান কর্তা খ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করা।

নতুন নিয়মে খ্রিস্ট আইনকে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি আইনকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন এবং আইনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। আইন মানুষের পাপের অবস্থাটি দেখায়, কিন্তু পাপের উপর বিজয় ঘটাতে সক্ষম নয়। যীশুর আইনের মূল বক্তব্য হল : নিজের প্রতি মানুষের যের"প ভালবাসা আছে, ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতিও তাঁর সের"প ভালবাসা থাকা উচিত। সিস্টার ফিলোমিনা সুইয়া, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬০

[৩০২] পবিত্র বাইবেল(নতুন), বাংলাদেশ বাইবের সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ (মথি ৫ : ৫ ঃ ১৭-২০)

যীশুর মৃত্যু বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

ক্রুশের ছায়া” নামে একটি বিখ্যাত ছবি আছে। যীশু নাসরতে (নাজারেথে) তাঁর কাঠের দোকানে কাজ করছেন। সন্ধে হয়ে আসছে। খোলা দরজা দিয়ে সূর্যের শেষ আলো এসে পড়ছে। যীশু একটি বেঞ্চিও তৈরী করছিলেন। অনেকক্ষণ ঝুকে থেকে তাঁর হাত পা ভাবি হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি দুই হাত ছড়িয়ে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছেন। অস্তগামী সূর্যের আলোয় পিছনের দেয়ালে তাঁর ছায়া পড়ছে। সে ছায়া ক্রোশের মত। শিল্পী যেন কল্পনায় বলছেন যে, যীশুর জীবনের প্রথম থেকেই মৃত্যুর আভাস ছিল। এবার তা হলে দেখি যীশু নিজের মৃত্যু নিয়ে কি বলছেন,

সে সময় থেকে যীশু তাঁর শীষ্যদের জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে এবং বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান পুরোহিতদের ও ধর্ম শিক্ষকদের হাতে অনেক দুঃখ ভাগ করতে হবে। পরে তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।

তখন পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে অনুযোগ করে বললেন, প্রভু ! এ দূর হউক। আপনার উপর কখনো এমন হবে না।

যীশু ফিরে পিতরকে বললেন, আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান। তুমি আমার পথের বাঁধা। ঈশ্বরের যা তা তুমি ভাবছ না, কিন্তু মানুষের যা তাই ভাবছ।

এরপরে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, যদি কেউ আমার পথে আসতে চায়, তবে সে নিজের ইচ্ছেমত না চলুক, নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে আমার পিছনে আসুক। যে - কেউ যার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায়, সে তাঁর সত্যিকার জীবন হারাবে। কিন্তু যে কেউ আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে রাজি থাকে, সে তাঁর সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে। যদি কেউ সমস্ত জগত লাভ করে তাঁর সত্যিকারের জীবন হারায়, তবে তাঁর কি লাভ হল?

সত্যিকারের জীবন ফিরে পাবার জন্য তাঁর দেবার মত কি আছে? মনুষ্যপুত্র তাঁর স্বর্গদুতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসছেন। তখন প্রত্যেক লোককে তাঁর কাজ অনুসারে ফল দিবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে, যাদের কাছে মনুষ্যপুত্র রাজা হিসেবে দেখা না পর্যন্ত তাঁরা মারা যাবে না।[৩০৩]

যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

নিম্নে যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন আলোচনা করা হল :

ক্রুশের উপর যীশু

সে সময় শিমোন নামে কুরিনী শহরের একজন লোক গ্রামের দিক থেকে এসে সে পথে যাচ্ছিল। ইনি ছিলেন আলেকজান্ডার ও রুফের পিতা। সৈন্যেরা তাঁকে ঈসার ক্রশটা বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। তাঁরা ঈসাকে গলপথা, অর্থ্যাৎ মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় নিয়ে গেল। পরে তাঁরা ঈসাকে গন্ধরস মিশানো সিরকা খেতে দিল, কিন্তু কাপড়-চোপড় ভাগ করবার জন্য ভাগ্য-পরীক্ষা করে দেখতে চাইল কার ভাগ্যে কি পড়ে।[৩০৪]

সকাল নয়টার সময় তাঁরা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল। যীশুর বিরূদ্ধে দোষ নামাতে লেখা ছিল যিহুদিদের রাজা। তাঁরা দুজন ডাকাতকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল, একজনকে ডান দিকে অন্য জনকে বা দিকে।

[৩০৩] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯ (মথি ১৬ : ২১–২৮)

[৩০৪] দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

যারা সে পথে যাচ্ছিল তাঁরা মাথা নেড়ে যীশুকে ঠাট্রা করে নিজেদের বলাবলি করছিল “ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঐযে মশিহ, ইস্রায়েলিদের রাজা ! ক্রুশ থেকে ওনেমে আসুক, যেন আমরা দেখে বিশ্বাস করতে পারি।”

যীশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেয়া হয়েছিল, তাঁরাও টিটকারি দিল। পরে দুপুর বারটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। বেলা তিনটার সময় যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন “এলোই এলোই লামা শবক্তানী” অর্থ: ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ।

যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁদের কয়েকজন একথা শুনে বলল, ‘শোন শোন’ও এলিয়কে ডাকছে। তখন একজন দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ সিরকায় ভিজাল এবং একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে যীশুকে খেতে দিল। সে বলল, থাক দেখি এলিয় ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কি না।

এরপরে যীশু জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। তখন উপাসনাঘরের পর্দাটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দুই ভাগ হয়ে গেল। যে সেনাপতি যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে যীশুকে এভাবে মারা যেতে দেকে বলল- সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

কয়েকজন স্ত্রীলোক দুরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনি মারিয়া, দুই যাকোবের মধ্যে ছোট যাকোব ও যোশীর মা মারিয়া আর শালোমী। যীশু যখন গালিলে[৩০৫] ছিলেন তখন এ স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক, যারা যীশুর সঙ্গে সঙ্গে জেরুজালেমে এসেছিলেন তাঁরাও সেখানে ছিলেন।

সেদিনটা ছিল আয়োজনের দিন অর্থ্যাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন। যখন সন্ধা হয়ে আসল তখন আরিমাথিয়া গ্রামের যোসেফ সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটি চাইলেন। তিনি মহাসভার একজন নামকরা সভ্য ছিলেন এবং তিনি নিজে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পীলাত আশ্চর্য হলেন যে, যীশু এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন। সত্যি সত্যি যীশুর মৃত্যু হয়েছে কি না তা সেনাপতিকে ডেকে তিনি জিঙ্গেস করলেন। যখন সেনাপতির কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন দেহটি যোসেফকে দিলেন। যোসেফ গিয়ে কাপড় কিনে আনলেন এবং যীশুর মৃত দেহটি নামিয়ে সে কাপড় ঝড়ালেন আর পাহাড় কেটে তৈরী করা একটা কবরে সেই কবরে রাখলেন। তারপর কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। যীশুর মৃত দেহটি কোথায় রাখা হল তা মুগ্দলীনি মারিয়া ও যোশির মা মারিয়া দেখলেন। [৩০৬]

প্রভু যীশুর পুনরুত্থান

বিশ্রামবারের পরে সপ্তাহের প্রথম দিনের ভোর বেলায় মগ্দলীনি মারিয়া ও অন্য মারিয়া কবরটা দেখতে গেলেন। তখন হঠাৎ ভীষণ ভুমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন দুত স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথর খানা সড়িয়ে দিয়ে তাঁর উপর বসলেন। তাঁর চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল আর তাঁর কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা। তাঁর ভয়ে পাহাড়াদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরারমত হয়ে পড়ল।[৩০৭]

[৩০৫] গালিল – জের‌ুজালেম থেকে ষাট মাইল উত্তরে অবস্থিত গালিল। এটি একটি সাগর। এ সাগরের দৈর্ঘ্য তের মাইল এবং প্রস্ড় আট মাইল। সাগরটি প্রায় একশ হাত গভীর। সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ জলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। চারদিক পাহাড়ে বেষ্টিত বলে এ সাগরে ভয়ঙ্কর ঝর উঠে থাকে। এর দক্ষিণপাশ্ব থেকে যর্দন নদী বের হয়েছে। এ গালিল সাগরের পিতর, যাকোব, যোহন ও অন্দ্রিয় মাছ ধরতেন। দীপক লাল চৌধুরী, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৩০৬] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১ (মার্ক ১৫ : ২১–৪৭)

[৩০৭] ড. সাইমন সরকার, *খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

স্বর্গদুত স্ত্রীলোকদের বললেন, তোমরা ভয় করো না, কারণ আমি জানি, যাকে ক্রোশে দেয়া হয়েছিল তোমরা সে যীশুকে খোঁজছ। তিনি এখানে নেই । তিনি যেমন বলছিলেন, তেমনি ভাবে জীবিত হয়ে উঠছেন, এসো, তিনি যেখানে শুয়েছিলেন, সেজায়গাটা দেখ। তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শীষ্যদের বল তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠছেন এবং তাঁদের আগে গলিলে যাচ্ছেন। তাঁরা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমিই তোমাদের জানিয়ে দিলাম।

সে স্ত্রী লোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন। তবুও খুব আনন্দের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। এবং যীশুর শীষ্যদের এ খবর দেবার জন্য দৌঁড়াতে লাগলেন। আর যীশু হঠাৎ সে স্ত্রী লোকদের সামনে এসে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হউক।

সে স্ত্রীলোকেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সে পাহাড়াদারদের কয়েকজন শহরে গেল এবং যা যা ঘটেছিল তা প্রধান পুরোহিতদের জানাল। তখন পুরোহিতেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একসঙ্গে জড়ো হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সে সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়ে বললেন, তোমরা বলো, আমরা রাতে ঘুমাচ্ছিলাম, তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছেন। একথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান তবে আমরা তাঁকে শান্ত করব। এবং শাস্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করব। তখন পাহাড়াদাররা সে টাকা নিল। এবং তাঁদের যেমন বলা হয়েছিল তেমনি বলল। আজও পর্যন্ত সে কথা যিহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।[৩০৮]

প্রভু যীশুর স্বর্গারোহন

পবিত্র ইঞ্জিল শরিফের বর্ণনানুসারে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহন নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

মাননীয় থিয়ফিল !

যীশুকে স্বর্গে তুলে নেবার আগ পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর সমস্তই আমি আমার আগের কিতাবে লিখেছি। যে শিষ্যদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁকে তুলে নেবার আগে সে শিষ্যদের তিনি পবিত্র আত্মার মধ্যদিয়ে উপদেশ দিয়ে ছিলেন। তাঁর দুঃখ ভোগের পরে এ লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তাঁর অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশদিন পর্যন্ত তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন। একবার যীশু যখন শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন তখন তাঁদের এ আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেও না। বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ, তাঁর জন্য অপেক্ষা কর। যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পবিত্র আত্মায় তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে।

পরে শিষ্যরা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে যীশুকে জিঙ্গেস করলেন, প্রভু এ সময় কি আপনি ইসরায়িলিদের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দিবেন?

[৩০৮] ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২ (মথি ২৮ : ১–১৫)

যীশু তাঁদের বললেন, যে দিন বা সময় পিতা নিজের অধিকারের মধ্যে রেখেছেন, তা তোমাদের জানতে দেয়া হয়নি। তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যেরুজালেম, সারা যিহুদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

একথা বলবার পরে শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেয়া হল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। যীশু যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন শিষ্যরা এক দৃষ্টে আকাশের দিকে তাঁকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পড়া দুই জন লোক শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, গলিলের লোকেরা এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেয়া হল সে যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।[৩০৯]

ঈশ্বর এ পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি অতি যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে এ পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি করলেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বসবাস করে।

কিন্তু প্রথম মানুষ আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন বলে তিনি তাঁদের ত্যাগ করলেন না। তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে পরিত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ঈশ্বর যুগে যুগে মানুষের কাছে ভাববাদী (নবি) পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সৎ ও সঠিক পথ বেছে নিয়ে পরিত্রাণ লাভ করে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে। প্রভু যীশু তাঁর সাথে থাকা বইটি সকলের সামনে পড়ে শোনালেন এভাবে যে, প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন, যেন আমি গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করি, তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে স্বাধীনতার কথা, অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন, যাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তিনি আমাকে তাঁদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন, এ ছাড়া প্রভু আমাকে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন যে, এখন তাঁর দয়া দেখাবার সময় হয়েছে। তারপর তিনি বই খানা আবার গুটিয়ে সেবকের হাতে দিয়ে বসে পড়লেন। সমাজঘরের প্রত্যেকটি লোকের চোখ তাঁর উপরে পড়ল। তখন যীশু লোকদের বললেন, পবিত্র শাস্ত্রের এ কথা আজ আপনারা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণ হল।

প্রভু যীশু অবশ, কুষ্ঠ অন্যান্য রোগীকে ভাল করে তাঁর মোজেজা প্রকাশ করলেন, ঝড় থামালেন ইশারায়, দান করলেন বিধবার মৃত পুত্রের জীবন। শিক্ষা দিলেন রাগের বিষয়ে, সতর্ক করেছেন যেনা, কসম, প্রতিশোধ হতে, শিখিয়েছেন শত্রুকে মহব্বত করতে উৎসাহিত করেছেন রোযা ও দানের ব্যাপারে, মুনাজাত শিখিয়েছেন, নিরোৎসাহিত করেছেন অপরের দোষ ধরতে। হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত খ্রিস্টান ধর্মের বাণী গুলো যদি যথাযথ ভাবে পালন করা যায় তবে ব্যক্তি হবে সংশোধিত, সমাজে আসবে শান্তি, দেশে থাকবে না দারিদ্রতা।

---

[৩০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭ (প্রেরিত ১ : ১–১১)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি উত্তরাধিকার আইন

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি উত্তরাধিকার আইন

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র মনোনিত ধর্ম। তাই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলাম ধর্মের কোন বিকল্প নেই। এজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) এর আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিটি আদেশ এক একটি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য পালনীয়, অলঙ্ঘনীয়। ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইকামাতে দ্বীন, দাওয়াতে দ্বীন, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, বিদ্যার্জন, পিতামাতার সেবা, হালাল জীবিকা উপার্জন, দেনমোহর প্রদান যেমন ফরজ আল্লাহর বিধানানুযায়ী উত্তরাধিকার বন্টন করাও তেমন ফরজ। আল্লাহর আদেশ দুই ভাগে বিভক্ত এক. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক, দুই. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর হক, আল্লাহ যে কোন সময় তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু দেনমোহর, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বান্দার হক যা আল্লাহ মাফ করেন না।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো অবস্থা, অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে প্রত্যেকটির নির্ভুল ও সঠিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। কারণ ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স.) প্রদর্শিত। যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, তিনি আল্লাহ সেহেতু তিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, এখনো আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন, কখন কোথায় কি হবে, না হবে পূর্বাপর সব কিছুই তিনি অবগত আছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে সেহেতু সর্বক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনাই একমাত্র নির্ভুল ও সঠিক হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স.) প্রদর্শিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীই সুসমবন্টন বা ন্যায়ভিত্তিক উত্তরাধিকার। কাকে কোন অবস্থায় কতটুকু অংশ প্রদান করলে বান্দার জন্য মঙ্গল হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশই বান্দার জন্য সঠিক প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

অর্থ: পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা কম হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[৩১০]

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

---

[৩১০] আল-কুরআন ৪ ঃ ৭

অর্থ: আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা পিতামাতা ও আত্নীয়স্বজন পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।[৩১১] ঋণ যেহেতু বান্দার হক যা বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন না এবং মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ করা আবশ্যক সেহেতু মৃত ব্যক্তির সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করার পূর্বে ঋণ ও অছিয়ত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থ: মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ ও ঋণ আদায় করার পর তোমরা মৃত্যের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিবে। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মাঝে কে তোমাদের উপকার সাধনে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা অবগত নও । (মনেরেখ !) এটি আল্লাহর বিধান । নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।[৩১২] আল্লাহ পাক আরো বলেন,

يستفتونك قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

অর্থ: (হে নবি !) লোকজন আপনাকে উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি তাঁদেরকে বলেদিন ! আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা বলে দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তাঁর কোন একজন বোন থাকে তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি (বোন মারা যায়) এবং তাঁর কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয় তাঁরা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। আর যদি ভাইবোন উভয় থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ তা'য়ালা (তাঁর বিধান) তোমাদের জন্য পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন।[৩১৩]

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

---

[৩১১] আল–কুরআন ৪ ঃ ৩৩

[৩১২] আল-কুরআন ৪ ঃ ১১

[৩১৩] আল-কুরআন ৪ ঃ ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: এ নির্দেশাবলী আল্লাহর বিধান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এর পূর্ণ আনুগত্য করবে আল্লাহ তাঁকে এমন বেহেস্ত সমূহে প্রবেশ করাবেন , যার তলদেশে ঝর্ণাসমুহ প্রবাহিত থাকবে। তাঁরা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা ।[৩১৪] আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) কথা অমান্য করবে এবং তাঁর বিধান সমূহ সম্পূর্ণ রুপে লজ্ঘন করে চলবে আল্লাহ তাঁকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে এবং তাঁর এরুপ শাস্তি হবে যাতে লাঞ্চনাও রয়েছে।[৩১৫] উপরোক্ত আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে আল্লাম ইবনে কাসির বলেন,

هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته

অর্থ: মনে রাখবে! এটা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা, সাবধান! তা লজ্ঘন করবে না, এবং অতিক্রম করবে না। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করবে" উত্তরাধিকার আইনের বিষয়ে। কোন প্রকার কৌশল বা উসিলায় একজনকে কম দিবে না অপরজন বেশীও দিবে না বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ ও বন্টন যথাযথ ভাবে তাঁদের কাছে বুঝিয়ে দিবে।[৩১৬]

যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করে বা সীমা লজ্ঘন করে, আল্লাহ পাকের নিয়মের বিরোধিতা করে ও বন্টন পদ্ধতিকে অযৌক্তিক বলার প্রয়াস পায়, তাঁরা অনন্তকাল অপমান জনক ও বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অতিবাহিত করে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য–

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرَّجُلَ لَيَعْمَل بعمل أهل الخير سبعين سَنَة، فإذا أَوْصَى حَافَ في وصيته، فيختم بشر عمله، فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة". قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله: عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে সত্তর বছর পূণ্যের কাজ করে, কিন্তু সে যদি (জীবন সায়াহ্নে) অন্যায় ও অসংগত অসিয়ত করে তবে তাঁর মন্দ পরিণতি হবে। ফলে সে জাহান্নামের অধিবাসী

---

[৩১৪] আল-কুরআন ৪ ঃ ১৩

[৩১৫] আলকুরআন ৪ ঃ ১৪

[৩১৬] আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছির, *তাফসিরে ইবনে কাছির*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ:১৯৯০, পৃ.৭২৬

হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি সত্তর বছর অন্যায় ও পাপে লিপ্ত থাকে, কিন্তু সে যদি অসিয়তে ন্যায় ও সততা অবলম্বন করে, তবে তাঁর পরিণতি ভাল হবে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার পাবে। রাবি বলেন, আবু হুরায়রা বলেছেন- যদি তোমাদের মনে চায় তবে আল্লাহর বাণী تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ হতে عَذَابٌ مُهِينٌ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে নাও।[৩১৭] অপর একটি বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে,

أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضَارانِ في الوصية، فتجب لهما النار" وقال: قرأ عليّ أبو هريرة من هاهنا: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حتى بلغ: وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: রাসুল (স.) বলেছেন- কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা যদি ষাট বছর একাধারে পূণ্যের কাজ করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় যদি সে অন্যায়ভাবে অসিয়ত করে যায়, তবে তাঁদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) হাদিসটি বলে কুরআনের مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ হতে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ পর্যন্ত পাঠ করেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'য়ালা উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান তিনি নিজেই দিয়েছেন এবং বলেছেন আমি যে বিধান শিখিয়েছি এটাই চুড়ান্ত, যে ব্যক্তি এ বিধান মেনে চলবে সে জান্নাতে যাবে আর যে মানবে না সে জাহান্নামে যাবে। নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি এমন কঠিন হুশিয়ারি নেই। অতএব বিষয়টি সম্পূর্ণ বান্দার হক বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তক করেছেন যেন আল্লাহর এ বিধান লঙ্ঘন না হয়। নিম্নে ইসলামের নির্দেশনা মোতাবিক উত্তরাধিকারের বিধান আলোচনা করা হল:

ইসলামের বিধানানুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের অংশিদার তিন শ্রেণির যথা :-

০১. যাবিল ফুরুজ

০২. আসাবা

০৩. যাবিল আরহাম। এ তিন শ্রেণির উত্তরাধিকার তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হল:

[৩১৭] আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছির, *তাফসিরে ইবনে কাছির*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ:১৯৯০, পৃ.৭২৬

প্রথম পরিচ্ছেদ : যাবিল ফুরুজ

যাবিল ফুরুজ **(ذوي الفروض)** (অংশিদার)- **ذو** শব্দের অর্থ কোন কিছুর অধিকারী, মালিক, [৩১৮] আর الفروض শব্দটি فرض শব্দের বহু বচন। অর্থ হচ্ছে অংশ, নির্ধারিত অপরিহার্য অংশ[৩১৯]। **ذوي الفروض** এখন অর্থ দাড়ায় নির্ধারিত অংশিদার। যাবিল ফুরুজের পরিচয় দিতে গিয়ে সিরাজি গ্রন্থকার বলেন,

وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله

অর্থ: পবিত্র কুরআনে যাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাঁদেরকে যাবিল ফুরুজ বলা হয়।[৩২০] অন্যভাবে বলা যায়, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা যাদের অংশ প্রমাণিত রয়েছে তাঁদেরকে যাবিল ফুরুজ বলে।

যাবিল ফুরুজ দুই প্রকার যথা : -

ক. **যাবিল ফুরুজ আননাসাবিয়্যাহ ذوي الفروض النسبية (বংশীয় অংশিদার) ঃ** বংশগত দিক থেকে যারা নির্ধারিত অংশিদার তাঁদেরকে যাবিল ফুরুজ আননাসাবিয়্যাহ বলে। এরা হচ্ছেন – পিতা, দাদা, বৈপিত্রিয় ভাই, কন্যা, পৌত্রি কন্যা, সহদোরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মাতা, দাদী/নানী ইত্যাদি।[৩২১]

খ. **যাবিল ফুরুজ আসসাবাবিয়্যাহ ذوي الفروض السببية (কারণ বশত অংশিদার) ঃ**

ইসলামি শরিয়ত মোতাবিক বিবাহের দ্বারা যাদের উপর অংশ আবশ্যক তাঁদেরকে যাবির ফুরুজ আসসাবাবিয়্যাহ বলে। এরা হচ্ছেন- স্বামী, স্ত্রী।[৩২২] প্রথমেই যাবিল ফুরুজ বা নির্ধারিত অংশিদারদের বিষয়ে আলোচনা করা হল।

যাবিল ফুরুজ ও তাঁদের অংশ পরিচিতি

পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকারদের জন্য ছয়টি অংশ নির্ধারণ করেছেন যথা :

---

[৩১৮] আবুল ফজল মাওলানা আব্দুল হাফিজ বালয়াবী (র.), *মিসবাহুল লুগাত*, থানবী লাইব্রেরী, ঢাকা:২০০৩, পৃ. ২৬৩

[৩১৯] প্রাগুক্ত– পৃ. ৬৪৯

[৩২০] আলণ্ঢামা সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশীদ, *আলকাশিফা ফি হলিণ্ডস সিরাজিয়া*, আলখায়ের প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৮, পৃ.২৩

[৩২১] প্রাগুক্ত – পৃ.২৫

[৩২২] প্রাগুক্ত– পৃ.২৩

০১. $\frac{১}{২}$ অর্ধ্যাংশ যথা: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ অর্থ : আর যদি কন্যা একজন হয় তবে সে অর্ধেক পাবে।[৩২৩]

০২. $\frac{১}{৪}$ এক চতুর্থ্যাংশ যথা: فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ অর্থ: অতপর তোমাদের (স্বামীদের) জন্য রয়েছে একচতুর্থ্যাংশ যা তোমাদের স্ত্রীগণ ছেড়ে যায়।[৩২৪]

০৩. $\frac{১}{৮}$ অষ্টাংশ যথা: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ অর্থ : তাঁদের (স্বামীদের) জন্য রয়েছে একঅষ্ঠমাংশ যা তোমরা রেখে গেছ।[৩২৫]

০৪. $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ যথা: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ অর্থ: আর যদি কন্যা দুইজন হয় তবে তাঁদের জন্য রয়েছে দুইতৃতীয়াংশ যা সে (মৃত ব্যক্তি) ছেড়ে যায়।[৩২৬]

০৫. $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশ যথা : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ অর্থ: তাঁর মায়ের জন্য রয়েছে একতৃতীয়াংশ। [৩২৭]

০৬. $\frac{১}{৬}$ এক ষষ্ঠাংশ যথা :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ অর্থ: পিতা–মাতার প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একষষ্ঠাংশ করে।[৩২৮]

উল্লেখিত সংখ্যা গুলো পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বিগুণ হিসেবেও হতে পারে, অর্ধেক হিসেবেও হতে পারে। উল্লেখিত নির্ধারিত অংশগুলোর অধিকারী হয় ১২ শ্রেণি লোক। ৪ শ্রেণি পুরুষ এবং ৮ শ্রেণি হচ্ছে মহিলা। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হল।

---

[৩২৩] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

[৩২৪] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

[৩২৫] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

[৩২৬] আলকুরআন ৪ ঃ ১৭৬

[৩২৭] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

[৩২৮] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

৪ শ্রেণির পুরুষ যাবিল ফুরুজ

পুরুষ যাবিল ফুরুজের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

০১. পিতা

০২. দাদা

০৩. বৈপিত্রেয় ভাই

০৪. স্বামী

৮ শ্রেণির মহিলা যাবিল ফুরুজ

মহিলা যাবিল ফুরুজের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

০১. স্ত্রী

০২. কন্যা

০৩. পৌত্রি কন্যা

০৪. সহোদরা বোন

০৫. বৈমাত্রেয়া বোন

০৬.বৈপিত্রেয়া বোন

০৭. মাতা

০৮. দাদী/নানী

যাবিল ফুরুজের অংশ পরিচিতি

উপরোক্ত ১২ শ্রেণির ওয়ারিশগণের অংশিদার হওয়ার অবস্থা ও প্রাপ্য অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

০১. পিতার অবস্থা

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্থাবর–অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে পিতার তিন অবস্থা। যথা:-

প্রথম অবস্থা

প্রথম অবস্থায় পিতা পাবেন শুধুমাত্র $\frac{১}{৬}$ অংশ। এ ব্যাপারে আল্লামা সিরাজি বলেন,

اَلْفَرْضُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ السُّدُسُ وَذٰلِكَ مَعَ الِابْنِ أَوْ ابْنُ الِابْنِ ، وَإِنْ سَفَلَ

অর্থ: শুধু নির্ধারিত অংশ। আর তা হল $\frac{১}{৬}$ বা এক ষষ্ঠাংশ । আর তা এমতাবস্থায় পাবে যখন মৃতের পুত্র, পৌত্র ও তদনিু বংশের কেউ থাকে।[৩২৯] মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান, নাতি বা তদনিম্নে কেউ থাকে তবে সে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

অর্থ: পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক ষষ্ঠাংশ যদি মৃতের কোন সন্তান সন্তুতি থাকে।[৩৩০]

দ্বিতীয় অবস্থা

দ্বিতীয় অবস্থায় পিতা $\frac{১}{৬}$ পাবেন এবং আসাবা বা অবশিষ্ঠ ভোগী হবেন।

اَلْفَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ معا وَذٰلِكَ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وان سفلت

অর্থ: একই সঙ্গে নির্ধারিত অংশ পাবে এবং আসাবাও হবে। যদি মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও তদনিু বংশের কেউ থাকে।[৩৩১]

---

[৩২৯] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

[৩৩০] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

তৃতীয় অবস্থা : তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে শুধু মাত্র অবশিষ্ট ভোগী হবেন যথা–

التَّعْصِيبُ الْمُطْلَقُ وَذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ

অর্থ: শুধুমাত্র আসাবা হবে। যখন মৃতের কোন সন্তান, নাতী, নাতীন কেউ না থাকে তখন পিতা শুধু আসাবা হবে। অন্যান্য যাবিল ফুরুজগণ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সম্পূর্ণ সে পাবে।[৩৩২]

০২.দাদার অবস্থা

দাদার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সিরাজি (র.) বলেন–

الْجَدُّ الصَّحِيحَ كَالْأَبِ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ ويسقط بالاب لان الاب اصل في قرابة الجد الي الميت والْجَدُّ الصَّحِيحُ هوالذي لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُمٌّ

অর্থ: প্রকৃত দাদার অবস্থা পিতার মত। তবে চারটি ক্ষেত্রে দাদার অবস্থা পিতা থেকে ভিন্নতর। পিতার বর্তমানে দাদা সম্পদের অধিকারী হয় না বা উত্তরাধিকারী পায় না। কেননা মৃত ব্যক্তির সাথে দাদা আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পিতাই হল মূল (সুতরাং মূল ব্যক্তি থাকাবস্থায় দূরবর্তী ব্যক্তি সম্পদের অধিকারী হবে না)। প্রকৃত দাদা ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় মৃত ব্যক্তির সাথে যার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাতা মাধ্যম হয় না।[৩৩৩]

সংক্ষেপে বলা যায় যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অংশ লাভের ব্যাপারে দাদার চার অবস্থা যথা:-

প্রথম অবস্থা : মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র ও তদনিু বংশের কেউ থাকে তবে দাদা পাবে $\frac{১}{৬}$ ।[৩৩৪]

দ্বিতীয় অবস্থা : যদি মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও তদনিু বংশের কেউ থাকে $\frac{১}{৬}$ অংশও পাবে আবার আসাবাও হবে।[৩৩৫]

---

[৩৩১] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

[৩৩২] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

[৩৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

[৩৩৪] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, আর,আই,এস, পাবলিকেশান্স, ঢাকা–১৯৯৫, পৃ.৩১

[৩৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

তৃতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান, নাতী, নাতীন কেউ না থাকে তখন দাদা শুধু আসাবা হবে। অন্যান্য যাবিল ফুরুজগণ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সম্পূর্ণ সে পাবে।[৩৩৬]

চতুর্থ অবস্থা : যদি মৃতের পিতা জীবিত থাকে তবে দাদা সম্পূর্ণরুপে বঞ্চিত হবে।[৩৩৭]

পিতা ও দাদার মাঝে চারটি মাসয়ালায় পার্থক্য

ক. পিতার বর্তমানে পিতার মাতা (দাদী) সম্পদের অধিকারী হয় না।

যেমন মুনাসাখা, মৃত আঃ করিম, সংখ্যা – ২

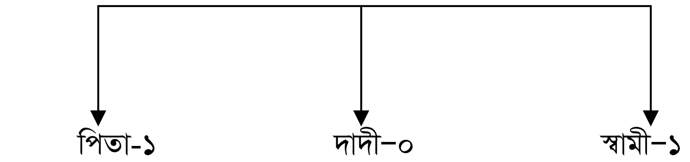

কিন্তু পিতার স্থলে যদি দাদা থাকে তবে দাদী সম্পদের অধিকারী হয়।[৩৩৮]

মুনাসাখা , মৃত করিম- সংখ্যা- ১২

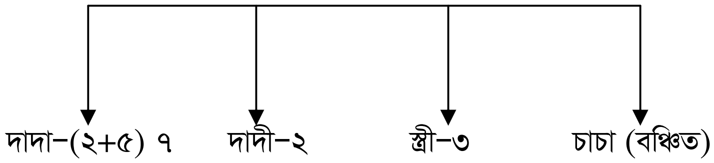

খ. পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রীর যে কেউ জীবিত থাকলে মাতা স্বামী বা স্ত্রীর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পদের ১/৩ এর অধিকারী হয়। যেমন ঃ মূনাসাখা : মৃত আঃ জাব্বার, সংখ্যা–৬

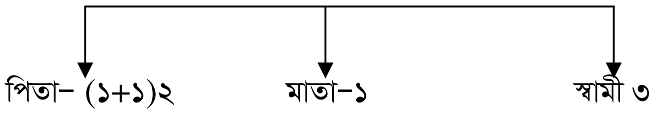

কিন্তু পিতার স্থলে যদি দাদা থাকে তবে মাতা পূর্ণ সম্পদের ১/৩ এর অধিকারী হবে। যেমন:

---

[৩৩৬] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

[৩৩৭] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*,প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

[৩৩৮] *সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭*

মূনাসাখা : মৃত আইউব, সংখ্যা– ১২

দাদা (২+৩)৫ | মাতা –৪ | স্ত্রী– ৩

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে দাদা থাকাবস্থায়ও পিতা থাকাকালীন অবস্থার ন্যায় মাতা অবশিষ্ট সম্পদেও ১/৩ এর অধিকারী হবে।[৩৩৯]

গ. পিতার বর্তমানে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই–বোন সর্ব সম্মতিক্রমে বঞ্চিত হয়। যেমন :

মূনাসাখা, সংখ্যা – ৪

পিতা–৩ | ভাই–০ | স্ত্রী–১

মূনাসাখা, সংখ্যা– ৪

পিতা–৩ | বৈমাত্রেয় বোন–০ | স্ত্রী–১

কিন্তু পিতার স্থলে দাদা বিদ্যমান থাকলে ইমাম শাফেয়ি (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে তারা বঞ্চিত হবে না। তবে ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এর মতে এ অবস্থাতেও তাঁরা বঞ্চিত হবে। এ মতের উপরই ফাতওয়া।[৩৪০]

ঘ. মৃতের আযাদকারী মনিব ও তাঁর পিতা থাকাবস্থায় পিতা ১/৬ অংশের অধিকারী হয়। অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হয় আযাদকারী মনিব (পুত্র)। কিন্তু পিতার স্থলে দাদা থাকলে দাদা কোন সম্পদের অধিকারী হয় না বরং আযাদকারী মনিবই সম্পূর্ণ সম্পদের অধিকারী হয়। তবে এ প্রভেদ শুধু ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে। অন্যান্য ইমামগণের মতে এ দু অবস্থাতে কোন প্রভেদ নেই।[৩৪১]

০৩. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অবস্থা

পিতা দুইজন কিন্তু মাতা একজন হলে অর্থ্যাৎ মাতার অন্য স্বামীর পুত্র সন্তানকে বৈপিত্রেয় ভাই বলে। এরুপ ভাইয়ের অংশ পাবার তিন অবস্থা যথা:

---

৩৩৯ *সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭*

৩৪০ প্রাগুক্ত

৩৪১ প্রাগুক্ত

أما لاولادالام فاحوال ثلاث: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم واناثهم في القسمة والاستحقاق سواء ويسقطون بالولد وولدالابن وان سفل وبالاب والجد بالاتفاق

অর্থ : বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের তিন অবস্থা। বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন একজন হলে সে ১/৬ অংশের অধিকারী হবেন। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন দুই বা ততোধিক হলে তাঁরা ১/৩ অংশের অধিকারী হবে। প্রাপ্ত সম্পদ বন্টন ও সম্পদের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের নর ও নারী সমপর্যায়ের। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ছেলের সন্তান জীবিত থাকলে চাই সে যত নিম্নেরই হোক না কেন এবং মৃতের পিতা ও দাদা জীবিত থাকলে সর্বসম্মতিক্রমে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হবে।[৩৪২] উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের তিন অবস্থা।

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের তিন অবস্থা যথা :

প্রথম অবস্থা

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন একজন হলে সে ১/৬ অংশের অধিকারী হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

অর্থ: যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাঁর যদি পিতা–পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে তবে উভয়ের প্রত্যেকে ১/৬ (ছয়ভাগের একভাগ) পাবে।[৩৪৩]

যেমন মুনাসাখা, সংখ্যা–১২

মাতা– ৪ স্ত্রী–৩ বৈপিত্রেয় বোন –২

দ্বিতীয় অবস্থা: বৈপিত্রেয় ভাই–বোন দুই বা ততোধিক হলে তাঁরা ১/৩ অংশের অধিকারী হবে। যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, **فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ** অর্থ: আর যদি ভাই বোন দুই বা ততোধিক হয় তবে তাঁরা

[৩৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৩৪৩] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সম্পদের অংশীদার হবে। প্রাপ্ত সম্পদ বন্টন ও সম্পদের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের নর-নারী সমপর্যায়ের।[৩৪৪]

যেমন, মুনাসাখা- ৬

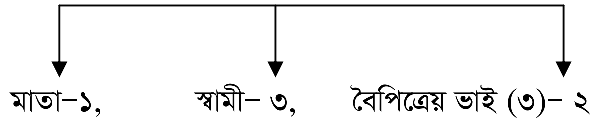

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ছেলে সন্তান জীবিত থাকলে চাই সে যত নিম্নেরই হোক না কেন এবং মৃতের পিতা ও দাদা জীবিত থাকলে সর্ব সম্মতিক্রমে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হবে।[৩৪৫] আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন -

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ: মানুষ আপনার নিকট ফাতওয়া জানতে চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে "কালালাহ" এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তাঁর কোন সন্তানাদী না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তাঁর ভাই তাঁর উত্তরাধিকার হবে। তাঁর দুই বোন থাকলে তাঁদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলা অংশের সমান হিসেবে পাবে। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।[৩৪৬] উপরোক্ত আয়াতের আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য মৃতের সন্তান- সন্তুতি না থাকা শর্ত।

যেমন :

মুনাসাখা-৪

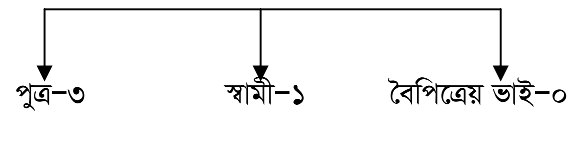

মুনাসাখা-৪

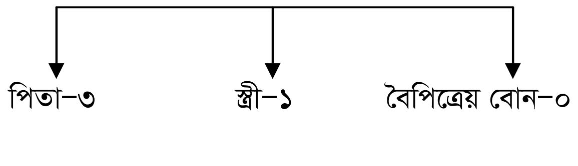

---

[৩৪৪] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

[৩৪৫] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্স সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

[৩৪৬] আলকুরআন ৪ ঃ ১৭৬

০৪.স্বামীর অবস্থা

মৃত স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্বামীর দুই অবস্থা।

প্রথম অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সিরাজি (র.) বলেন,

النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل

অর্থ: মৃত স্ত্রীর যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান না থাকে তবে স্বামী পাবে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক $\frac{১}{২}$ অংশ।[৩৪৭]

يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.

অর্থ: স্বামী-স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাওয়ার জন্য একটি শর্ত রয়েছে। আর তা হচ্ছে তাঁর কোন শাখা ওয়ারিছ থাকতে পারবে না। আর তা হচ্ছে সন্তান, সন্তানের সন্তান। ছেলে হোক বা মেয়ে। একজন হোক বা একাধিক হউক। স্বামীর নিকটের হোক বা দুরের হোক। (এ স্বামীর হোক বা অন্য স্বামীর হোক)।[৩৪৮] উপরোক্ত শর্তের দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার বানী, **وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ**

অর্থ: আর তোমাদের জন্য রয়েছে সম্পদের অর্ধেক অংশ তোমাদের স্বামীগণ যা ত্যাগ করে গেছে যদি তাঁদের সন্তান না থাকে।[৩৪৯] উদাহরণ মুনাসাখা, মৃত কারিমা, সংখ্যা- ৬

দ্বিতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে যত নিম্নের হোক না কেন স্বামী পাবে $\frac{১}{৪}$ । যেমনটি আল্লামা সিরাজি বলেন, الربع مع الولد وولد الابن وان سفل অর্থ: মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে যত অধঃবংশের হোক না কেন স্বামী পাবে $\frac{১}{৪}$ ।[৩৫০] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

---

[৩৪৭] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০; মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

[৩৪৮] আব্দুল করিম বিন মুহাম্মদ লাহেম, *আল ফারায়েজ*, অযারাতুল আওকাফ অ সুউনুল ইসলামিয়া, মদিনা, সৌদিআরব:তা,বি,খ.১,পৃ ২৪

[৩৪৯] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

অর্থ: যদি তোমাদের স্ত্রীদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে $\frac{১}{৪}$ (একচতুর্থ্যাংশ) সম্পদ।[৩৫১]

উদাহরণ

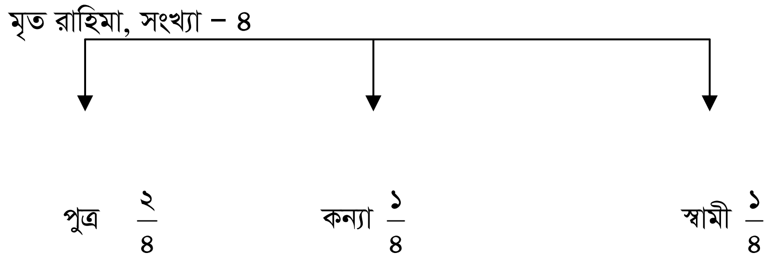

০৫. স্ত্রীর অবস্থা

মৃত ব্যক্তির সম্পদে উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর দুই অবস্থা যথাঃ

প্রথম অবস্থা : স্বামীর যদি সন্তান ও সন্তানের সন্তান না থাকে যত অধঃবংশেরই হোক না কেন, স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক হোক তাঁরা $\frac{১}{৪}$ অংশের অধিকারী হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, **وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ**

অর্থ: স্ত্রীদের জন্য রয়েছে তোমাদের (স্বামীদের) পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৪}$ অংশ যদি তাঁদের কোন সন্তান না থাকে।[৩৫২]

উদাহরণ

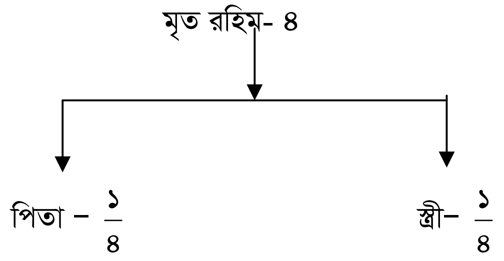

---

[৩৫০] *সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, আল কাশিফা ফি হলেল্চস সিরাজিয়া,প্রাগুক্ত, পৃ.৪০*; মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

[৩৫১] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

[৩৫২] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

দ্বিতীয় অবস্থা

স্বামীর যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে চাই যত অধঃবংশেরই হোক না কেন স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক হোক তাঁরা পাবে ১/৮ অংশ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

অর্থ: যদি তোমাদের সন্তান সন্তুতি থাকে তবে স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত অংশ ১/৮ অংশ যা তোমরা রেখে যাও।[৩৫৩]

উদাহরণ মৃত জলিল – ২৪

পুত্র–১৭ পিতা–৪ স্ত্রী– ৩

০৬. কন্যার অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে কন্যা উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে কন্যার তিন অবস্থা যথা:

প্রথম অবস্থা

মৃতের কন্যা একজন থাকলে সে ১/২ অংশের অধিকারী হবে।[৩৫৪] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ অর্থ: যদি কন্যা একজন থাকে তবে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক বা ১/২ অংশ পাবে।[৩৫৫]

উদাহরণ মৃত রহিম-৬

পিতা (১+১) মাতা– ১ কন্যা– ৩

[৩৫৩] আলকুরআন ৪ ঃ ১২

[৩৫৪] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২

[৩৫৫] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের কন্যা দুই বা ততোধিক হলে তাঁরা দুই তৃতীয়াংশ বা ২/৩ অংশ পাবে।[৩৫৬] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

অর্থ: যদি কন্যা দুই বা ততোধিক থাকে তবে তাঁরা সকলে মিলে পাবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের ২/৩ অংশ।[৩৫৭]

উদাহরণ

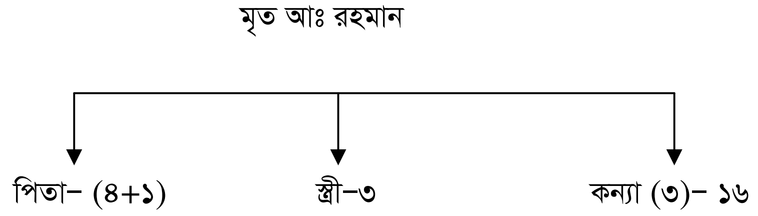

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের পুত্র থাকলে কন্যা একজন হোক বা একাধিক হোক তাঁরা তাঁদের ভাইয়ের সাথে আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হবে। এ ক্ষেত্রে ভাই+বোন (২ঃ১) সম্পদের অধিকারী হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অর্থ: আল্লাহ পাক তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে এই নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, একপুত্র পাবে দুই কন্যার সমান।[৩৫৮]

উদাহরণ

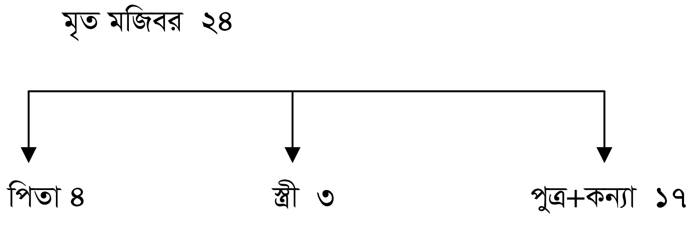

---

[৩৫৬] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২

[৩৫৭] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

[৩৫৮] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

পুত্র কেন কন্যার দ্বিগুন পায় : মূল্যায়ন ও জবাব

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ইসলাম বিদ্বেষী তথাকথিত দাবীদারগণ বলে থাকেন, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম নাকি কন্যা সন্তানদের অবহেলা করেছে এবং ঠকিয়েছে। কারণ একই পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও পুত্র পায় কন্যার দ্বিগুন সম্পত্তি। তাঁদের ভাষায় ইসলামের এ বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করার জন্যে তাঁরা ইতিমধ্যে দাবীও জানিয়ে আসতেছে।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে কন্যা হিসেবে নারীদেরকে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করা হয়নি। বরং কন্যা সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই কন্যা হিসেবে নারী জাতিকে তাঁদের অপমাননা ও লাঞ্চনাময় জীবন থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান বিশ্বে নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু নারীর অধিকার এবং মর্যাদা কেবলমাত্র পেপার পত্রিকা, বক্তব্য ও বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। মানব রচিত আইন নারী জাতিকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিতে পারেনি, তা দিয়েছে ইসলাম। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে করুন অবস্থা তা যথাযথ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সকল ধর্মে নারীর অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অবগত হবার পর এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম কন্যা সন্তানদের শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদার আসনেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি, উত্তরাধিকার আইনেও দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ অধিকার।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪ জন পুরুষ, আর বাকি ৮ জনই নারী। পবিত্র কুরআনে কন্যার অংশকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা কন্যারা পাবেই। পক্ষান্তরে একই পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করার পরও পবিত্র কুরআন পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করে তাঁদেরকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। পুত্রদেরকে রাখা হয়েছে আসাবা বা অবশিষ্ঠ ভোগী হিসেবে। উপরন্ত পুত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে কন্যার অংশকে আসল ভিত্তি বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে কি প্রমাণিত হয় না যে, ইসলাম পুত্রের তুলনায় কন্যার অধিকারই প্রাধান্য দিয়েছেন?

ইসলামি উত্তরাধিকার আইন হচ্ছে একটি বৈষম্যহীন ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা। পুত্রের দ্বিগুন সম্পত্তি পাবার ব্যাপারে অবশ্য যুক্তি রয়েছে। কন্যা সন্তান যদিও পুত্রের অর্ধেক পায়, তথাপি সবকিছু মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যায়, কন্যার সম্পত্তির পরিমাণ পুত্রের চেয়ে কম নয়।

মনে করুন মরহুম আঃ জাব্বার সাহেব মৃত্যুকালে একপুত্র ও দুই কন্যা যথাক্রমে আরিফ, ফাতেমা ও রোকেয়া এবং স্ত্রী মাসুদা বেগমকে রেখে যান।

জাব্বার সাহেব

(মৃত) **তাসহিহ- ৩২**

মূল সংখ্যা-৮

আরিফ (পুত্র)	ফাতেমা (কন্যা)	রোকেয়া (কন্যা)	মাসুদা বেগম (স্ত্রী)
১৪	৭	৭	৪

এমতাবস্থায়, মরহুম আঃ জাব্বারের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হতে

স্ত্রী মাসুদা বেগম পাবে ৪/৩২ অংশ

কন্যা ফাতেমা পাবে ৭/৩২ অংশ

কন্যা রোকেয়া পাবে ৭/৩২ অংশ

পুত্র আরিফ পাবে ১৪/৩২ অংশ।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল দায়িত্ব আসে পুত্রের উপর। উপরোক্ত উদাহরণে যদি ধরে নেয়া হয় যে, পিতার মৃত্যুর সময় দুই কন্যা হল নাবালিগা এবং অবিবাহিতা, পুত্র আরিফ হল বড় এবং বিবাহিত। তাহলে স্বাভাবিক ভাবে সংসারের সকল দায়িত্ব আসে পুত্র আরিফের উপর। আরিফের দায়িত্ব হল তাঁর দুই ছোট বোনের লালন পালন, পোষাক পরিচ্ছেদ ও খানা খাদ্যের ব্যবস্থা করা, লেখা পড়া শিখিয়ে বড় করা এবং সৎপাত্রে বিয়ে দেয়া। এর জন্য আরিফের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ খরচ হবে আরিফের সম্পদ হতে। বোনদেরকে বিবাহ দেয়ার পর বোনের স্বামীর পক্ষের যত আত্মীয়-স্বজন থাকবে, তাঁরা যখনই বেড়াতে আসবে তাঁদের মেহমানদারী করার দায়িত্ব হচ্ছে ভাই আরিফের। এছাড়া মা মাসুদা বেগমের সেবা যত্নসহ তাঁর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব হচ্ছে আরিফের। মায়ের সেবা যত্ন করা সন্তানের উপর ফরজ। যেহেতু আরিফ বিবাহিত এ ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী এবং নিজ সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও তাঁকেই করতে হবে। এছাড়া আরিফের শশুর বাড়ী এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসলে সে খরচও তাঁকে বহন করতে হবে। উপরন্ত সামাজিক অন্যান্য খরচ তো আছেই। সুতরাং আরিফ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি হতে যে ৪/৩২ অংশ পেয়েছে তাঁর তুলনায় আরিফের দায়িত্ব ও খরচের পরিমাণ খুব বেশী। ৪/৩২ অংশ সম্পত্তির কিয়দাংশ জমা রাখাতো দুরের কথা রাত দিন হারভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

পুত্র আরিফকে সংসারের খরচাদী উপার্জন করতে হবে। অপরদিকে মরহুম জাব্বার সাহেবের দুই কন্যা অর্থ্যাৎ আরিফের দুই বোন ফাতেমা ও রোকেয়া পিতার মৃত্যুর পর বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া ও লেখা পড়া, চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ পেয়েছে ভাই আরিফ থেকে। তাঁরা প্রত্যেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তির যে $\frac{৭}{৩২}$ অংশ পেয়েছিল তাঁর কোন অংশই খরচ করার প্রয়োজন তাঁদের হয়নি। সম্পূর্ণই জমা রয়েছে। বিবাহের সময় তাঁরা স্বামীর নিকট হতে মোহরানার অর্থও পাবে। স্ত্রীর মোহরানার অর্থ পরিশোধ করতে স্বামী ইসলামি আইনে বাধ্য। এছাড়া বিবাহের পর তাঁরা স্বীয় স্বামীর নিকট থেকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সার্বিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন। বিবাহের পর স্বামী পক্ষের বা বাবার বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের জন্য ভরণপোষণ বাবদ অর্থ সম্পদ ব্যয় করতেও তাঁরা অর্থ্যাৎ ফাতেমা ও রোকেয়া ইসলামি আইনে বাধ্য নয়। সুতরাং একদিকে ভাই আরিফ $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পদের কোন অংশই জমা রাখতে পারছে না। অন্য দিকে বোন ফাতেমা ও রোকেয়া প্রত্যেকেরই $\frac{৭}{৩২}$ অংশ সম্পত্তি এবং মোহরানার সম্পত্তি জমা থাকবে। উপরন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই স্বামী, মা , ভাই, বোন থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাবে। মানুষের প্রয়োজনের জন্যই সম্পদ, সম্পদের জন্য প্রয়োজন নয়। পুত্র কন্যার অংশ সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা তো এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে কন্যা হিসেবে নারীর অধিকারকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত উপদাহরণে যদি এরুপ ধরে নেয়া হয় যে, মরহুম জাব্বার সাহেবের পুত্র আরিফ ছিল নাবালেগ এবং কন্যা ফাতেমা ও রোকেয়া ছিল বড়। এবং জাব্বার সাহেব নিজেই তাঁদেরকে সৎ পাত্রে বিয়ে দিয়ে গেছেন, তাহলেও পুত্র আরিফের দুঃখের শেষ নেই। যেহেতু ইসলামি আইনে কন্যা ফাতেমা ও রোকেয়া তাঁদের ভাই আরিফ ও মা মাকসুদা বেগমের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য খরচ দিতে বাধ্য নয় সেহেতু তাঁদের প্রাপ্য $\frac{৭}{৩২}$ অংশ। এবং মোহরানার টাকা খরচ হবার কোন প্রশ্নই আসে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা সমস্ত খরচ পাচ্ছে স্বামীর নিকট হতে। এমতাবস্থায় ভাই আরিফ পিতার সম্পত্তি থেকে যে, $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ দিয়ে তাঁকে লেখা পড়া করে বড় হতে হবে। নিজের এবং তাঁর মা মাসুদা বেগমের ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ হতেই ব্যয় করতে হবে। এছাড়া বোনেরা অর্থ্যাৎ ফাতেমা রোকেয়া যখন স্বামীর বাড়ীর আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেড়াতে আসবে তখন সে ব্যয়ভারও ভাই আরিফকেই বহন করতে হবে। এখানেই শেষ নয় আরিফ যখন বড় হবে এবং বিয়ে করার প্রয়োজন হবে তখন স্ত্রীর মোহরানার অর্থ এবং বিবাহের অন্যান্য খরচাদি তাঁকেই ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তাঁর এসকল খরচাদি দেবার জন্য তাঁর মা কিংবা বোনগণ বাদ্য নয়। সুতরাং তাঁকে তাঁর উক্ত $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পত্তি ব্যতীত আর কি আছে? তাঁর বিভিন্ন খরচ ও প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করলে পৈত্তিক $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পত্তি দিয়ে কি হবে? এ সম্পত্তিটুকুতো বিবাহের পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহোত্তর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জীবন কাঁটাতে তাঁর অবস্থা কি হবে? বোনদের তুলনায় অবশ্যই কষ্ট হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলাম পুত্র সন্তানদেরক কন্যা সন্তানদের দ্বিগুন সম্পত্তির অধিকারী করলেও তাঁকে দেয়া হয়েছে প্রচুর দায়িত্ব। তাঁর প্রাপ্য অংশ প্রয়োজন ও খরচের তুলনায় খুবই সামান্য। কন্যা সন্তান পুত্রের

অর্ধেক পেলেও তাঁর প্রায় সবটুকুই আয় থাকে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে আরো সম্পদের মালিক হয়ে থাকে। কিন্তু পুত্র সন্তানের জমা করার কোন ব্যবস্থা নেই। এমনিভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম কন্যা হিসেবে নারীদের ঠকায়নি। বরং পুরুষের তুলনায় লাভবান করেছেন। উপরোক্ত আলোচনা মোতাবিক পুত্র সন্তান এত দায়িত্বভার গ্রহণ করা এবং আর্থিক কষ্ট সহ্য করার পরও আল্লাহ পাকের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। এবং বোনদের এতসব সঞ্চয় দেখেও হিংসা কিংবা উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে পুত্র সন্তানদেরকে পিতা এবং মাতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বানাবার দাবী করেনি। কারণ এটা প্রকাশ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করার শামিল। পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার তথা কথিত দাবীদারগণ আল্লাহ পাকের আইনের সমালোচনা করছে এবং এ আইনকে সংশোধন করার দাবি জানাচ্ছে। এটা প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী। এবং অধিকার আদায়ের নামে নারী জাতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। পুত্রের দ্বিগুন পাওয়া অযৌক্তিক নয় এবং এতে কন্যার প্রতি বেইনসাফও করা হয়নি।

০৭. পৌত্রী কন্যা

পৌত্রী কন্যাদের ছয় অবস্থা যথা :-

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে পৌত্রী কন্যার যে ছয়টি অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:-

প্রথম অবস্থা

মৃতের কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী একজন হলে সে $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৫৯] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– **إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ** অর্থ– যদি কন্যা একজন থাকে তবে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।[৩৬০]

উদাহরণ ঃ মৃত করিম মুঃ সংখ্যা ৮

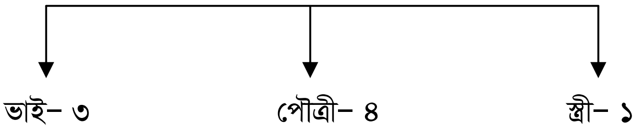

উপরোক্ত অংশ ইসলামি উত্তরাধিকার আইনানুসারে। কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে বর্তমানে

[৩৫৯] সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৫

[৩৬০] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$

পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{৮}$

এবং ভাই বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী একাধিক হলে তাঁরা $\frac{২}{৩}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৬১] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

অর্থ– যদি কন্যা দুই বা ততোধিক থাকে তবে তাঁরা সকলে মিলে পাবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ।[৩৬২]

উদাহরণ ঃ মৃত সেলিম –মূল সংখ্যা ৮, তাসহিহ ২৪

চাচা–৫ স্ত্রী –৩ পৌত্রী–৮ পৌত্রী–৮

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{২৪}$, প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $\frac{৮}{২৪}$ করে এবং চাচা পাবে $\frac{৮}{২৪}$ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে $\frac{২}{১৬}$ প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{১৬}$ হারে এবং চাচা বঞ্চিত হবে।

তৃতীয় অবস্থা

---

[৩৬১] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

[৩৬২] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

মৃতের একজন কন্যা বিদ্যমান থাকলে পৌত্রীরা $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৬৩] যেমন আল্লামা সিরাজি বলেন :

ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين

অর্থ: একজন ঔরসজাত কন্যা জীবিত থাকাবস্থায় দুই তৃতীয়াংশ পুরণ করণার্থে পৌত্রীগণ $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৬৪]

উদাহরণ ঃ মৃত শরিফা -৬

চাচা–২ পৌত্রী –১ কন্যা– ৩

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$ চাচা পাবে $\frac{২}{৬}$ কিন্তু **১৯৬১** সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ পৌত্রী $\frac{২}{৩}$ চাচা বঞ্চিত হবে।

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের একাধিক কন্যা থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে। **لايرثن مع الصلبيتين** অর্থ: কন্যা দুইজন থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবেন।[৩৬৫] কেননা তাঁদের সর্বমোট অংশ হল $\frac{২}{৩}$ । আর একাধিক কন্যা থাকাবস্থায় তাঁরাই $\frac{২}{৩}$ অংশ লাভ করে। যার ফলে তাঁদের কোন অংশ বাকী থাকে না। সুতরাং উক্তাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

উদাহরণ ঃ মৃত শাফিয়া-৩

[৩৬৩] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.*৪৫

[৩৬৪] প্রাগুক্ত, *পৃ.* ৪৪

[৩৬৫] সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, *পৃ.* ৪৪

ভাই – ১   পৌত্রী– বঞ্চিত   কন্যা–১   কন্যা– ১

এমতাবস্থায়, ইসলামি আইনে প্রত্যেক কন্যা $\frac{১}{৩}$ হারে, ভাই পাবে $\frac{১}{৩}$ হারে এবং পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে। কিন্তু **১৯৬১** সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ হারে, পৌত্রী পাবে $\frac{২}{৪}$ অংশ এবং ভাই বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থা

মৃতের পৌত্রীদের সাথে তাঁদের সমপর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের কোন পৌত্র থাকলে, উক্ত পৌত্র পৌত্রীদেরকে আসাবাতে পরিণত করবে বা এ পুত্রদের কারণে পৌত্রীগণ আবাসা হবে। চাই মৃতের কন্যা একজন হোক বা একাধিক হোক। যেমন আল্লামা সিরাজি বলেন,

لايرثن مع الصلبيتين الا ان يكون بحذائهن واسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

অর্থ: মৃতের দুই বা ততোধিক কন্যা জীবিত থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে না তবে যদি উল্লেখিত অবস্থায় পৌত্রীদের সাথে একজন ছেলে অর্থ্যাৎ পৌত্র থাকে তবে সে পৌত্রের মাধ্যমে পৌত্রীরা আসাবা হবে। চাই সে পৌত্রীদের সমপর্যায়ের হোক বা নিম্ন পর্যায়ের হোক। এবং যাবিল ফুরুজের অংশ বন্টনের পর আসাবা হিসেবে তাঁরা যে অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হবে তা তাঁদের মাঝে "প্রত্যেক পুরুষ নারীর দ্বিগুন অংশিদার হবে" নীতি অনুযায়ী বন্টন করা হবে।[৩৬৬]

উদাহরণ   মৃত কারিমুন–মূঃ সংখ্যা–৩ তাসহিহ ৯

কন্যা–৩   কন্যা–৩   পৌত্রী– ১   পৌত্র–২

[৩৬৬] প্রাগুক্ত

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩}{৯}$ অংশ হারে, পৌত্র পাবে $\frac{২}{৯}$ অংশ হারে, পৌত্রী $\frac{১}{৯}$ অংশ পাবে।

কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং সংশোধনীর ফলে বর্তমানে প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩}{১২}$ অংশ হারে, পৌত্র পাবে $\frac{৪}{১২}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $\frac{২}{১২}$ অংশ।

ষষ্ঠ অবস্থা

মৃতের পুত্র থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হয়। **ويسقطن بالابن** অর্থ: যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকে তবে পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।[৩৬৭] কারণ মৃতের পুত্রগণ আসাবা এবং তাঁরা পৌত্রীদের তুলনায় মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্নীয়। সুতরাং সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁরাই প্রাধান্য পাবে।

উদাহরণ ঃ মৃত সুলতান – মৃঃ সংখ্যা–৮

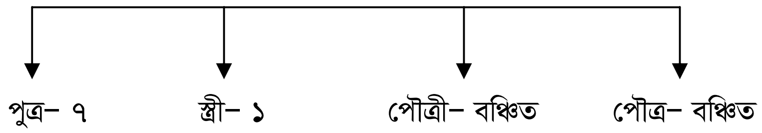

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ, পুত্র পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ। পৌত্র এবং পৌত্রী বঞ্চিত হবে। কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে $\frac{৬}{৪৮}$ অংশ, পুত্র পাবে $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ, পৌত্র পাবে $\frac{১৪}{৪৮}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ।

বিঃ দ্রঃ মৃত ব্যক্তির যদি পৌত্রী ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকে , তাহলে ইসলামি আইনে পৌত্রীর উপর রদ্দ হবে। অর্থ্যাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে পৌত্রী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

মুসলিম অদ্যুসিত বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ। তাই উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামি উত্তরাধিকারই প্রচলিত আছে মুসলিমদের জন্য। এরপরও ১৫ই জুলাই ১৯৬১ সনে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে যা আলোচ্যাংশের প্রতিপাদ্য বিষয়। বলতে গেলে ইসলামি উত্তরাধিকারের পুরো আইনটিই বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে যে অংশটুকু ইসলামি নির্দেশনার বাইরে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

---

[৩৬৭] প্রাগুক্ত

উত্তরাধিকারের আইনের উপর ১৯৬১ সনে ১৫ জুলাই একটি সংশোধনি আনা হয়েছে কেবল মাত্র পৌত্র ও পৌত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি তাঁদের দাদা বা নানা থাকাবস্থায় পিতা বা মাতা ইন্তেকাল করে থাকে। যা আলোচ্যাংশের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

(১৯৬১ সনের ৮ নং অধ্যাদেশ)

বিবাহ এবং পারিবারিক আইন বিষয়ক কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকর করিবার জন্য আনিত অধ্যাদেশ।

যেহেতু বিবাহ এবং পারিবারিক আইন বিষয়ের কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের ফরমান অনুসারে এবং তৎপক্ষে তাঁহাকে সমর্থনকারী সকল ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, বিস্তৃতি, প্রযোজ্যতা ও আরম্ভ ঃ

(১) এই অধ্যাদেশকে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকদের উপর তাঁহারা যেখানেই থাকুক না কেন, ইহা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা সমুহ ঃ

(ধারা ২ এ আলোচনা করা হয়েছে সংজ্ঞা নিয়ে যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়)

৩। অন্যান্য আইন, ইত্যাদির উপর প্রাধান্য লাভ করিবার অধ্যাদেশ ঃ

(ধারা ৩ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না বিধায় আলোচনা করা হল না।)

৪। উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে সেই উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার কালে উক্ত পুত্র বা কন্যার জীবিত সন্তানগণ যদি কেহ থাকে, ক্ষেত্রমতে উক্ত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকিলে যাহা পাইত, তাঁহার সমান অংশ বা মওজুদ অনুযায়ী লাভ করিবে।

মন্তব্য / টীকা

"মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ" ১৯৬১ সনের ১৫ জুলাই তারিখে বলবৎ হয়েছে। ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নীতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধন হয়েছে। এ ধারায় প্রতিনিধিত্বের নীতির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যু হলেও মৃত পিতার সন্তানাদি দাদার মৃত্যুর পর পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় যে পরিমাণ সম্পত্তির অংশীদার হতেন তাঁরা পিতার প্রতিনিধিত্বের হারে ঐ সম্পত্তির অংশ পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে লাভ

করবে। শরিয়া আইনে দাদার জীবিতকালে কোন সন্তানের পিতার মৃত্যু হলে সে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে দাদার মৃত্যুর পর দাদার সম্পত্তির কোন অংশ পায়না। কিন্তু অত্র অধ্যাদেশের ৪ ধারা মোতাবেক দাদার জীবিতকালে পিতার মৃত্যু হলে পিতার সন্তানেরা দাদার মৃত্যুর পর প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির সে পরিমাণ অংশই পাবে যা তাঁদের পিতা জীবিত থাকলে পেত।

এ ধারা প্রয়োগের পূর্বশর্ত হল যে, মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যার উত্তরাধিকার শুরু হবার পূর্বেই পিতাকে ইন্তেকাল করতে হবে।[৩৬৮]

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, মুসলিম উত্তরাধিকার আইনটিই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাধিকার আইনের ১৯৬১ সনের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উত্তরাধিকারের বিধান বা পৌত্র বা পৌত্রীদের বিধান।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইন মূলত বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে কেবলমাত্র পৌত্রী কন্যা বা দাদা- নানা থাকাবস্থায় যদি বাবা বা মা মারা যায় তাঁর সন্তানদের অবস্থা ব্যতীত। ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশটি হচ্ছে

"উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে সেই উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার কালে উক্ত পুত্র বা কন্যার জীবিত সন্তানগণ যদি কেহ থাকে, ক্ষেত্রমতে উক্ত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকিলে যাহা পাইত, তাঁহার সমান অংশ বা মওজুদ অনুযায়ী লাভ করিবে।"

উপরোক্ত অধ্যাদেশের নির্দেশনার দিকে তাকালে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার বুঝা যায়, যেমন : যে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে তাঁর পূর্বে তাঁর কোন সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) ইন্তেকাল করেছিল।

উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার সময় বা উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় পূর্বে মৃত ছেলে বা মেয়ের সন্তান সন্ততি জীবিত ছিল।

উপরোক্ত দুটো শর্ত যদি পাওয়া যায় তবে ছেলে বা মেয়ে জীবিত থাকলে তাঁদের মৃত বাবার সম্পদের যে অংশ পেত এখন তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের সন্তানেরা সে অংশটুকু পাবে। অর্থ্যাৎ তাঁদের পিতা বা মাতার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের অংশটুকু বুঝে নিবে।

উদাহরণ স্বরুপ ধরা যাক

আ. করিম ৪ সন্তানের জনক। ০১. আ. রহিম, ০২. আ. রহমান ০৩. আ. কাদির ও একমাত্র কন্যা ০৪. রাহিমা। বাবা আ. করিম জীবিত অবস্থায় পুত্র আ. কাদির (০১.০১.২০০০) পুত্র রাশেদ ও কন্যা আয়েশাকে রেখে মারা যায়। অর্থ্যাৎ আ. করিম দাদা জীবিত, রাশেদ ও আয়েশা নাতি নাতিনও জীবিত। এবং বাবা আ. করিম জীবিত অবস্থায় একমাত্র কন্যা রাহিমাও (০৫.০৫.২০০১) ইন্তেকাল করেছেন ২ কন্যা জাবেদা ও হালিমাকে রেখে। তারপর পিতা আ. করিম ০৪.০৪.২০০৪ইং তারিখে

---

[৩৬৮] এস, এ, হাসান, *পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালা এবং মুসলিম পারিবারিক আইন ও বিধিমালা*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা: ২০০২, পৃ. ৮২–৮৩; অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০১০, পৃ. ১০৫

ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে আ. করিম ১০০০০০/- (একলক্ষ) টাকার সম্পদ রেখে যায়। ১৯৬১ সনের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী বন্টন নিম্নরুপ :

ভাই পাবে বোনের দ্বিগুন। তাই প্রথমে একলক্ষ টাকাকে ৭ ভাগ করতে হবে। ১ ভাই পাবে ২ বোনের সমান। এ হিসেবে ৭ ভাগ করে প্রত্যেক ভাইকে ২ ভাগ করে বোনকে এ ভাগ প্রদান করবে। যেমন

০১. আ. রহিম পাবে ২৮৫৭১.৪২ (আটাশ হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা) মাত্র।

০২. আ. রহমান পাবে ২৮৫৭১.৪২ (আটাশ হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা) মাত্র। এবং

০৩. মৃত আ. কাদিরের পুত্র রাশেদ ও আয়েশা একত্রে পাবে ২৮৫৭১.৪২ (আটাশ হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা) মাত্র। এখানে রাশেদ পাবে ২ঃ১ হিসেব মতে ১৯০৪৭.৬১(উনিশহাজার সাতচল্লিশ টাকা একষট্রি পয়সা মাত্র। এবং আয়েশা পাবে ৯৫২৩.৮০ (নয়হাজার পাঁচশত তেইশটাকা আশ পয়সা মাত্র। অর্থ্যাৎ ১৯৬১ সনের সরকারের আইন অনুযায়ী আ. কাদিরের অনুপস্থিতিতে তাঁদের বাবার প্রতিনিধি হিসেবে বাবা জীবিত অবস্থায় যে অংশটুকু পেত সে অংশটুকু তাঁরা লাভ করেছে। আর ইসলামি আইন মোতাবিক তাঁরা বঞ্চিত হত।

০৪. একমাত্র মৃত মেয়ে রাহিমার ২ কন্যা জাবেদা ও হালিমা পাবেন (৭১৪২.৮৫ +৭১৪২.৮৫) মোট= ১৪২৮৫.৭১। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে তবে তাঁরা পুরো সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে এখানে দেখা গেল জাবেদা ও হালিমা সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে গেল। এটা কিভাবে?

এর জবাব হচ্ছে : জাবেদা ও হালিমা তাঁরা তাঁদের নিজের উত্তরাধিকার হিসেবে অংশ গ্রহণ করেননি বরং মায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা অংশ নিয়েছে। তাই সেখানে কমবেশীর কোন প্রশ্ন নেই তাঁরা প্রতিনিধি মাত্র। আর রাশেদ ও আয়েশার প্রসঙ্গটি হচ্ছে তাঁরা ভাই ঃ বোন হিসেবে ২ঃ১ হিসেবে সম্পদ পেয়েছে।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে পৌত্রী কন্যাদের ছয়টি অবস্থা হতে পারে। নিম্নে ইসলামি শরিয়ত ও পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে তা উপস্থাপন করা হল।

প্রথম অবস্থা

মৃতের কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী একজন হলে সে $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৬৯] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

---

[৩৬৯] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

অর্থ– যদি কন্যা একজন থাকে তবে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।[৩৭০]

উদাহরণ ঃ মৃত করিম মুঃ সংখ্যা ৮

ভাই– ৩ পৌত্রী– ৪ স্ত্রী– ১

উপরোক্ত অংশ ইসলামি উত্তরাধিকার আইনানুসারে। কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে বর্তমানে

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$

পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{৮}$

এবং ভাই বঞ্চিত হবে। কারণ পৌত্রী তাঁর বাবার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বাবা অংশটুকু গ্রহণ করেছে। তাই ভাই বঞ্চিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী একাধিক হলে তাঁরা $\frac{২}{৩}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৭১] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

অর্থ: যদি কন্যা দুই বা ততোধিক থাকে তবে তাঁরা সকলে মিলে পাবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ।[৩৭২]

উদাহরণ ঃ মৃত সেলিম –মূল সংখ্যা ৮, তাসহিহ ২৪

চাচা–৫ স্ত্রী –৩ পৌত্রী–৮ পৌত্রী–৮

---

[৩৭০] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

[৩৭১] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রগুক্ত, পৃ.৪৫

[৩৭২] আলকুরআন ৪ ঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{২৪}$, প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $\frac{৮}{২৪}$ করে এবং চাচা পাবে $\frac{৫}{২৪}$ অংশ।

কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে $\frac{২}{১৬}$, প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{১৬}$ হারে এবং চাচা বঞ্চিত হবে।

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের একজন কন্যা বিদ্যমান থাকলে পৌত্রীরা $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৭৩] যেমন

আল্লামা সিরাজি বলেন,

ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين

অর্থ: একজন ঔরসজাত কন্যা জীবিত থাকাবস্থায় দুই তৃতীয়াংশ পুরণ করণার্থে পৌত্রীগণ $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৭৪]

উদাহরণ মৃত শরিফা -৬

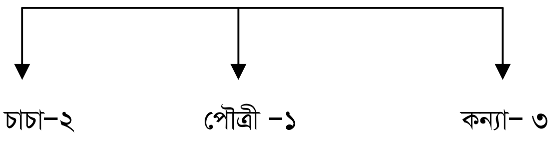

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$, পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$, চাচা পাবে $\frac{২}{৬}$ কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$, পৌত্রী- $\frac{২}{৩}$, চাচা বঞ্চিত হবে।

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের একাধিক কন্যা থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে। **لايرثن مع الصلبيتين** অর্থ: কন্যা দুইজন থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবেন।[৩৭৫] কেননা তাঁদের সর্বমোট অংশ হল $\frac{২}{৩}$ । আর একাধিক কন্যা থাকাবস্থায় তাঁরাই $\frac{২}{৩}$ অংশ লাভ করে। যার ফলে তাঁদের কোন অংশ বাকি থাকে না। সুতরাং উক্তাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

---

[৩৭৩] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেণ্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

[৩৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

উদাহরণ ঃ মৃত শাফিয়া-৩

ভাই – ১ পৌত্রী– বঞ্চিত কন্যা–১ কন্যা– ১

এমতাবস্থায়, ইসলামি আইনে প্রত্যেক কন্যা $\frac{১}{৩}$ হারে, ভাই পাবে $\frac{১}{৩}$ হারে এবং পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ হারে, পৌত্রী পাবে $\frac{২}{৪}$ অংশ এবং ভাই বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থা

মৃতের পৌত্রীদের সাথে তাঁদের সমপর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের কোন পৌত্র থাকলে, উক্ত পৌত্র পৌত্রীদেরকে আসাবাতে পরিণত করবে বা এ পুত্রদের কারণে পৌত্রীগণ আবাসা হবে। চাই মৃতের কন্যা একজন হোক বা একাধিক হোক। যেমন আল্লামা সিরাজি বলেন,

لايرثن مع الصلبيتين الا ان يكون بحذائهن واسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

অর্থ: মৃতের দুই বা ততোধিক কন্যা জীবিত থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে না তবে যদি উল্লেখিত অবস্থায় পৌত্রীদের সাথে একজন ছেলে অর্থ্যাৎ পৌত্র থাকে তবে সে পৌত্রের মাধ্যমে পৌত্রীরা আসাবা হবে। চাই সে পৌত্রীদের সমপর্যায়ের হোক বা নিম্ন পর্যায়ের হোক। এবং যাবিল ফুরুজের অংশ বন্টনের পর আসাবা হিসেবে তাঁরা যে অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হবে তা তাঁদের মাঝে 'প্রত্যেক পুরুষ নারীর দ্বিগুন অংশিদার হবে' নীতি অনুযায়ী বন্টন করা হবে।[৩৭৬]

উদাহরণ

মৃত কারিমুন–মূঃ সংখ্যা–৩ তাসহিহ ৯

কন্যা–৩ কন্যা–৩ পৌত্রী– ১ পৌত্র–২

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩}{৯}$ অংশ হারে, পৌত্র পাবে $\frac{২}{৯}$ অংশ হারে, পৌত্রী– $\frac{১}{৯}$ অংশ পাবে।

---

[৩৭৫] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[৩৭৬] প্রাগুক্ত

কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং সংশোধনীর ফলে বর্তমানে প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩}{১২}$ অংশ হারে, পৌত্র পাবে $\frac{৪}{১২}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $\frac{২}{১২}$ অংশ।

ষষ্ঠ অবস্থা

মৃতের পুত্র থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হয়। **ويسقطن بالابن** অর্থ: যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকে তবে পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।[৩৭৭] কারণ মৃতের পুত্রগণ আসাবা এবং তাঁরা পৌত্রীদের তুলনায় মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। সুতরাং সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁরাই প্রাধান্য পাবে।

উদাহরণ ঃ মৃত সুলতান – মূঃ সংখ্যা–৮

পুত্র– ৭ | স্ত্রী– ১ | পৌত্রী– বঞ্চিত | পৌত্র– বঞ্চিত

এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে স্ত্রী পাবে– $\frac{১}{৮}$ অংশ, পুত্র পাবে– $\frac{৭}{৮}$ অংশ। পৌত্র এবং পৌত্রী বঞ্চিত হবে।

কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশ বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে $\frac{৬}{৪৮}$ অংশ, পুত্র পাবে $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ, পৌত্র পাবে $\frac{১৪}{৪৮}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ।

বিঃ দ্রঃ মৃত ব্যক্তির যদি পৌত্রী ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকে , তাহলে ইসলামি আইনে পৌত্রীর উপর রদ্দ হবে। অর্থ্যাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে পৌত্রী।

সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করলে এটা পরিস্কারভাবে বলা যায় যে, পৌত্রীদের ষষ্ঠ অবস্থার প্রেক্ষাপটেই মূলত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ নং অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামি আইনকে বাতিল করে পৌত্র এবং পৌত্রীদের মৃত ব্যক্তির পুত্রের বর্তমানে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর তৈরী আইনকে উপেক্ষা করে ৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্র, পৌত্রী অর্থ্যাৎ পুত্রের সন্তানদেরকে যদিও উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এ ফলে বহু জায়গায় তাঁদের অংশের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এবং কোন কোন ওয়ারিশগণকে তাঁদের আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে আবার কাউকে আংশিকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। উপরোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

[৩৭৭] প্রাগুক্ত

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের কুফল

আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে মানব রচিত আইন দিয়ে কখনো সমাস্যা সঠিক সমাধান হয় না। বরং আরো নতুন সমাস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে মৃত পুত্র ও কন্যার সন্তানদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করায় অন্যের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীকে ইসলাম সমর্থন করে না। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে একের উপকার করতে গিয়ে বহু ওয়ারিশগণকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে কাউকে আংশিক, কাউকে পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা হল।

০১. পৌত্রীর অধিকারের প্রথম অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে পৌত্রী পায় $\frac{৪}{৮}$ অংশ এবং ভাই পায় $\frac{৩}{৮}$ অংশ। কিন্তু **১৯৬১** সালের ৮ম অধ্যাদেশের ফলে পৌত্রীর অংশ বেড়ে $\frac{৭}{৮}$ অংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে ভাইকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

০২. দ্বিতীয় অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণের ইসলামি আইনে প্রত্যেক পৌত্রী পায় $\frac{৮}{২৪}$ অংশ হারে এবং চাচা পায় $\frac{৫}{২৪}$ অংশ। কিন্তু ৮ম অধ্যাদেশের ফলে পৌত্রী পাচ্ছে $\frac{৭}{১৬}$, অপরদিকে চাচাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া কখনো ইসলাম সম্মত নয়।

০৩. তৃতীয় অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামি আইনে কন্যা পাচ্ছে $\frac{৩}{৬}$ অংশ, পৌত্রী $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং চাচা পাচ্ছে $\frac{২}{৬}$ অংশ। ৮ম অধ্যাদেশের ফলে এ ক্ষেত্রে পৌত্রীর অংশ বেড়ে হচ্ছে $\frac{২}{৩}$ অংশ। অপরদিকে কন্যার অংশ কমে $\frac{১}{৩}$ অংশে দাঁড়িয়েছে। এবং চাচাকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুত্রের মৃত্যের কারণে কন্যার অংশকে ইসলাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং চাচাকেও উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু মানব রচিত অধ্যাদেশ কন্যার অংশকে কমিয়ে দিয়েছে। চাচাকেও বঞ্চিত করেছে। এর জন্য কাকে দায়ী করা হবে? ইসলামি আইনকে না কি মানব রচিত অধ্যাদেশকে? নি:সন্দেহে মানব রচিত অধ্যাদেশকে।

০৪. চতুর্থ অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামি আইনে প্রত্যেক কন্যা পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং ভাই পায় $\frac{১}{৩}$ । কিন্তু ৮ম অধ্যাদেশের কারণে পৌত্রী পেয়েছে $\frac{২}{৪}$ অংশ। পক্ষান্তরে কন্যার অংশ হ্রাস পেয়ে প্রত্যেক কন্যা পেয়েছে $\frac{১}{৪}$ অংশ করে এবং ভাইকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুত্রের মুত্যুর কারণে ইসলাম কন্যা এবং ভাইকে যে অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার অধ্যাদেশের মাধ্যম খর্ব করা হয়েছে।

০৫. এমনিভাবে পঞ্চম অবস্থায়ও প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামি আইনে কন্যা পাচ্ছে $\frac{৩}{৯}$ অংশ, পৌত্র $\frac{২}{৯}$ অংশ এবং পৌত্রী $\frac{১}{৯}$ অংশ। এ ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের কারণে প্রত্যেক কন্যা মোট সম্পত্তির $\frac{৩}{৯}$ অংশের স্থলে পাচ্ছে $\frac{৩}{১২}$ অংশ। কন্যা হিসেবে নারীর এ অধিকার খর্বের জন্য কি অধ্যাদেশ দায়ী নয়?

০৬. ষষ্ঠ অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে পুত্রের অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ ইসলামি আইনে পুত্র পেয়েছিল $\frac{৭}{৮}$ অংশ, কিন্তু অধ্যাদেশের কারণে পুত্রের অংশ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে পেয়েছে মাত্র $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ। এমনি ভাবে আরো অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যাবে যেখানে অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্যের ন্যায্য অধিকারকে কেড়ে নেয়া হয়েছে।

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের প্রতি দৃষ্টি প্রদান

পৌত্রীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। পৌত্রীর অধিকার এর ষষ্ঠ অবস্থায় বলা হয়েছে যে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থ্যাৎ মৃত পুত্রের সন্তান সন্ততিগণ ওয়ারিশ হবেনা। ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে মৃত পুত্রের বর্তমানে পুত্রের সন্তান সন্ততিদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে যদি তাঁর পুত্র স্বীয় সন্তানদের রেখে মারা যায় এবং ঐ ব্যক্তির অন্য কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থ্যাৎ মৃত পুত্রের সন্তানগণ ওয়ারিশ হবে না।

উদাহরণ : জনাব আঃ জাব্বার এর স্ত্রী ফাতেমা বেগম এবং দুই পুত্র যায়েদ ও ওমর আছে।

বিগত ০১.০১.১৯৭০ইং তারিখে পুত্র যায়েদ তাঁর এক ছেলে রশিদ এবং এক মেয়ে হালিমাকে রেখে মারা যায়। এরপর বিগত ০১.০৩.১৯৭৩ইং তারিখে আঃ জাব্বার সাহেব মারা যায়।

এমতাবস্থায় ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে রশিদ ও হালিমা মরহুম আঃ জাব্বার সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পাবে না।

উদাহরণ : মরহুম আঃ জাব্বার পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে স্ত্রী ফাতেমা, বাকি $\frac{৭}{৮}$ অংশ পাবে পুত্র ওমর, রশিদ ও হালিমা বঞ্চিত হবে। কারণ পুত্র থাকাবস্থায় পৌত্র–পৌত্রী অংশিদার নয়। নিকট দুরকে বঞ্চিত করে। কিন্তু ইসলাম তাঁদেরকে অন্যভাবে সম্পদ পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে আলোচনা করা হবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অংশ প্রাপ্যদের ইমান পরীক্ষা করবেন।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্রী এবং পৌত্রগণকে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌত্রী এবং পৌত্রগণ তাঁদের মৃত পিতার স্থলাভিসিক্ত হবে। অর্থ্যাৎ তাঁদের মৃত পিতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত, পিতার অবর্তমানে তাঁরা সে অংশের অধিকারী হবে। কিন্তু এটা ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতি না। এ সংশোধনী আল্লাহর আইনে প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশ গত ১৫.০৭.১৯৬১ইং তারিখ হতে বাংলাদেশে বলবৎ আছে। উক্ত

আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, *"উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে সেই উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার কালে উক্ত পুত্র বা কন্যার জীবিত সন্তানগণ যদি কেহ থাকে, ক্ষেত্রমতে উক্ত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকিলে যাহা পাইত, তাঁহার সমান অংশ বা মওজুদ অনুযায়ী লাভ করিবে।"*

এমতাবস্থায় ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ অনুযায়ী

স্ত্রী ফাতেমা পাবেন $\frac{৬}{৪৮}$ অংশ

পুত্র ওমর পাবেন $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ

পৌত্রী হালিমা পাবেন $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ এবং

পৌত্র রশিদ পাবেন $\frac{১৪}{৪৮}$ অংশ।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ নং ধারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কিন্তু ইসলামি উত্তরাধিকারের আইন প্রতিনিধিত্বের নীতিকে সমর্থন করে না।

পুত্রের বর্তমানে পৌত্র, পৌত্রী বঞ্চিত হবার কারণ

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে পৌত্রীর অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম পৌত্রীগণের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কিন্তু পৌত্রদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেননি। পৌত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে পৌত্রীগণের অংশকেই মূলভিত্তি বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে অর্থ্যাৎ পৌত্রের অংশ পৌত্রীর দিগুণ পাবে। সুতরাং পৌত্রীর অংশ নির্দিষ্ট করে এখানেও পৌত্রীর মাধ্যমে নারীর অধিকারেরই ইসলাম প্রাধান্য দিয়েছেন।

পৌত্রীর ষষ্ঠ অবস্থায় বলা হয়েছে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্রী ও পৌত্র বঞ্চিত হবে। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে পুত্রের সন্তানদের থেকে পুত্র নিকটবর্তী। উত্তরাধিকার আইনে যে কোন সম্পর্কের আত্মীয়ই উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার মাপকাঠি নয়। নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। নিকটতম আত্মীয় হওয়াকে যদি সঠিক মাপকাঠি করা না হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর দুনিয়ার সবাই মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবার জন্যে দাবী করবে। কারণ সবাই এক আদম সন্তান। কাজেই দুনিয়ার সবাই কমবেশী পরস্পরের সাথে আত্মীয়তা রয়েছে। ফলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ নেয়ার জন্য সবার মধ্যে একটা ফেতনার সৃষ্টি হবে। যা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। যেহেতু উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করা আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল সেহেতু আত্মীয়তার ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করে দেয়াও জরুরী। তাই ইসলাম নিকটাত্মীয়কে চিহ্নিত করে দুরবর্তী আত্মীয়দের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুত্র যেহেতু নাতির তুলনায় নিকটবর্তী সেহেতু পুত্র জীবিত থাকাবস্থায় নাতিগন ওয়ারিশ হবে না।

পৌত্র-পৌত্রীদের জন্য আল্লাহর ব্যবস্থা

পুত্রের সন্তানগণ যদি ইয়াতিম হয় এবং পুত্রদের তুলনায় অভাবগ্রস্থও হয় তথাপি ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে তাঁরা ওয়ারিশ হবে না। কারণ অভাব উত্তরাধিকার পাবার শর্ত নয়। যদিও তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোন অংশ নেই তবুও আল্লাহ পাক তাঁদের সহযোগীতার জন্য ঘোষণা করেন।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

অর্থ: আর যখন উত্তরাধিকারের সম্পদ বন্টন করার সময় দুরবর্তী আত্মীয় স্বজনগণ, ইয়াতিম, মিসকিনগণ উপস্থিত থাকে তবে তাঁদেরকে উহা হতে কিছু দান কর। এবং তাঁদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কথা বল।[৩৭৮] দুরবতী আত্মীয়, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্থদের যদিও ইসলামি আইনে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক বিবেচনা করে নির্দিষ্ট কোন অংশ প্রদান করেননি কিন্তু তাঁদের মনকষ্ট ও নৈরাশ্যকে উপেক্ষাও করা হয়নি। উপরোক্ত আয়াতে তাঁদেরই অভাব দুর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অংশ বন্টন করার সময় দুরবর্তীয় আত্মীয় স্বজন, গরিব, মিসকিন, ইয়াতিম যেমন- উপরের পৌত্র, পৌত্রীগণ কিছু পাবার আশায় হয়তো বসে থাকতে পারে কিন্তু আইনে তাঁরা পায় না। ফলে মনে অনেক দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা নিয়ে ফিরে যাবে। এমতাবস্থায় অংশিদারগণের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তাঁদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া। প্রত্যেকেই যদি আল্লাহ পাকের উপরোক্ত উপদেশের ভিত্তিতে কিছু কিছু করে দিয়ে দেয় তাহলে তাঁদের অভাব অনায়েসে লাঘব হবে। এটা হবে অংশিদারগণের জন্য সাওয়াবের কাজ। এ উপদেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করবেন কারা আল্লাহর এ ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের মাধ্যমে অংশ পাবার পর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে ইয়াতিমদেরকে কিছু অংশ কে দিল, কে দিলনা ।

দুরবর্তী আত্মীয় স্বজনকে কিছু দিয়ে দেয়ার পরও যদি তাঁরা সন্তুষ্ট হল না আরো চায় তবে তা আইন সম্মত না। কিন্তু তাই বলে তাঁদেরকে ধমক দেয়া, খারাপ ব্যবহার করা, তিরস্কার করা কখনো ঠিক না। তাঁদেরকে আদর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে শরিয়তের বিধান বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

অর্থ: তোমরা তাঁদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল। তোমরা তাঁদেরকে কষ্ট দিও না এবং এমন কোন কথা বল না যার দ্বারা তাঁরা মনে কষ্ট পেতে পারে। সুতরাং আল্লাহ পাক যে ইনসাফ ভিত্তিক আইন তৈরী করে দিয়েছেন তাঁর সমালোচনা, বিরুদ্ধাচারণ করা এবং এর উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার মানুষের নেই। প্রত্যেক মুসলমান যদি আল্লাহ পাকের উপরোক্ত উপদেশটি যথাযথ ভাবে পালন করেন তাহলে নিঃসন্দেহে ইয়াতিম পৌত্র, পৌত্রীদের সমাস্যার সমাধানটি বেড়িয়ে আসবে।

এখানে আমাদেরকে আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আইনের জন্য মানুষ নয় বরং মানুষের জন্যই আইন। কিন্তু আইন হচ্ছে একটি সীমা রেখা মাত্র সুতরাং শুধুমাত্র আইন তৈরীর মাধ্যমেই সবকিছুর সমাধান এবং আল্লাহ পাকের পূর্ণনৈকট্য লাভ করা সম্ভব না। বরং এক জন্য প্রয়োজন উদারতা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবতা। উপরোক্ত আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ পাক মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে পৌত্র, পৌত্রীদের অংশ পাওয়ার বিষয়টি।

---

[৩৭৮] আলকুরআন ৪ ঃ ৮

০৮. সহোদরা বোন

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাদিকার হওয়ার ব্যাপারে সহদোরা বোনের পাঁচ অবস্থা যথাঃ

প্রথম অবস্থা

মৃতের সহাদোরা ভাইয়ের অবর্তমানে সহদোরা বোন যদি একজন থাকে তবে সে $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন **وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ**

অর্থ– মৃতের সহদোরা বোন যদি একজন থাকে তবে সে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।[৩৭৯]

উদাহরণ ঃ

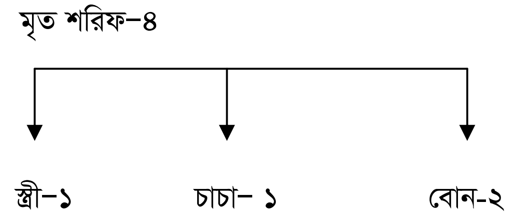

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের সহদোর ভাইয়ের অবর্তমানে সহদোর বোন দুই বা ততোধিক থাকলে তাঁরা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন **فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ**

অর্থ– যদি সহদোরা বোন দুই বা ততোধিক হয় তবে তাঁরা $\frac{২}{৩}$ (দুই তৃতীয়াংশ) পাবে।[৩৮০]

উদাহরণ

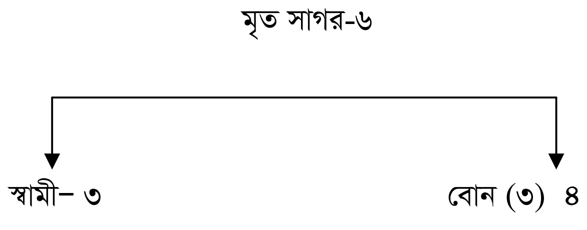

[৩৭৯] আলকুরআন ৪ ঃ ১৭৬

[৩৮০] আলকুরআন ৪ ঃ ১৭৬

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের এক বা একাধিক সহোদর ভাই থাকলে সহদোরা বোন ভাইয়ের মাধ্যমে আসাবা হবে এবং তাঁদের মাঝে ২ঃ১ অনুসারে সম্পদ বন্টন করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অর্থ: আর যদি একাধিক ভাই একাধিক বোন থাকে তবে পুরুষ নারীর দ্বিগুন পাওয়ার ভিত্তিতে ভাই বোনের দ্বিগুন অংশ নিবেন।[৩৮১]

উদাহরণ মৃত আলমাস – ৪

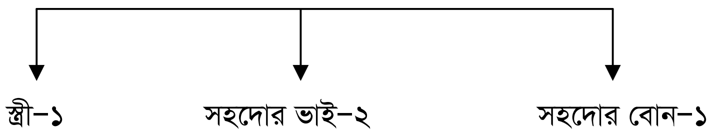

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের কন্যা বা পৌত্রী থাকলে সহোদরা বোন আসাবা হবে এবং কন্যা বা পৌত্রী ও অন্যান্য যাবিল ফুরুজের অংশ প্রদানের পর সহোদরা বোন অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হবে। কেননা রাসুল (স.) বলেছেন,

اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة

অর্থ– তোমরা সহদোরা বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা হিসেবে সম্পদ প্রদান কর।[৩৮২] হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন,

ان زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة

অর্থ: হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (স.) কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা হিসেবে অংশ দিতেন।[৩৮৩]

উদাহরণ মৃত শরিফ–৬

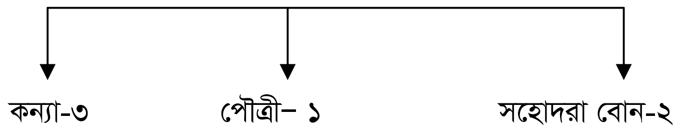

---

[৩৮১] আলকুরআন ৪ ঃ ১৭৬

[৩৮২] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, *পৃ. ৫১*

[৩৮৩] আবদুলণ্ডাহ ইবনে আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মদ দারমী, *সুনানে দারমী*, দারকিতাব আলআরাবি,কুয়েত: ১৪০৭হিঃ খ.২, পৃ. ৪৪৬

পঞ্চম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র বা ততনিম্নের কোন পুত্র জীবিত থাকলে সহোদরা বোন বঞ্চিত হবে।[৩৮৪]

মৃত রশিদ -৮

স্ত্রী-১ পুত্র–৭ সহোদরা বোন–০

০৯. বৈমাত্রেয়া বোনদের অবস্থা

সহোদরা বোনের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনগণ ওয়ারিছ হওয়ার ক্ষেত্রে সহোদরা বোনদের স্থালাভিষিক্ত। তাই তাঁদের অবস্থাও সহোদরা বোনদের অনুরুপ। তবে সহোদরা ভাইয়ের বর্তমানে তাঁরা আসাবা হয় না বরং বঞ্চিত হয়। এবং সহোদরা বোনের বর্তমানে তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাই সার্বিক দিক হিসেব করলে বৈমাত্রেয়া বোনদের সাত অবস্থা।[৩৮৫] যথা:

প্রথম অবস্থা

মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও সহোদরা বোনের অবর্তমানে যদি বৈমাত্রেয় বোন

একজন থাকে তবে সে $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৮৬]

উদাহরণ মৃত করিম-১২

স্ত্রী–৩ মাতা- ৪ বৈমাত্রেয় বোন–৬

---

[৩৮৪] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, *পৃ. ৫১*

[৩৮৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা–২০০৮, পৃ.৬২; অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা–২০১০, পৃ. ৮৯; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, আর,আই, এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা– ১৯৯৫, পৃ.৬৫

[৩৮৬] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৩; অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত,*পৃ.৫২*

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও সহোদরা বোনের অবর্তমানে যদি বৈমাত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক থাকে তবে তাঁরা $\frac{২}{৩}$ অংশের অধিকারী হবে।[৩৮৭]

উদাহরণ মৃত রহমান– ৬ আউল ৭

স্বামী-৩ চাচা-০ বৈমাত্রেয় বোন (২) ৪

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের একজন সহোদরা বোন থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকুক বা একাধিক থাকুক তাঁরা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।[৩৮৮]

উদাহরণ মৃত-৬

মাতা-১ বৈমাত্রেয় বোন (২) -১ সহোদরা বোন-৩ চাচা-১

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের দুইজন বা ততোধিক সহোদরা বোন বিদ্যমান থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হবে।[৩৮৯]

উদাহরণ মৃত রাবেয়া-১২

[৩৮৭] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[৩৮৮] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, *পৃ.* ৫২; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[৩৮৯] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, *পৃ.* ৫২; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

স্ত্রী-৩ বৈমাত্রেয় বোন -০ সহোদরা বোন(২)-৮ চাচা-১

পঞ্চম অবস্থা: মৃতের একাধিক সহোদরা বোন থাকাবস্থায়ও যদি বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তবে ভাইয়ের মাধ্যমে বৈমাত্রেয় বোন আসাবা হবে।[৩৯০]

উদাহরণ মৃত হালিম–১২

বৈমাত্রেয় বোন-১ বৈমাত্রেয় ভাই-০ স্ত্রী-৩ সহোদরা বোন (২)-৮

ষষ্ঠ অবস্থা

মৃতের কন্যা বা পৌত্রী থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন আসাবা হবে।[৩৯১] যেমন আল্লাহর রাসুল বলেছেন,

اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة

অর্থ: তোমরা বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা হিসেবে সম্পদ দিবে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন,

ان زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة

অর্থ: হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (স.) কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা হিসেবে অংশ দিতেন। [৩৯২]

উদাহরণ মৃত জাব্বার– ৬

বৈমাত্রেয় বোন(২)-২ কন্যা-৩ পৌত্রী- ১

সপ্তম অবস্থা

বৈমাত্রেয়া বোনের সপ্তম অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সিরাজী বলেন,

---

[৩৯০] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেণ্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, *পৃ.* ৫২; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; অধ্যাপক এ, কে, এম, মনির ুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[৩৯১] বাসুদেব গাঙ্গুলী,*ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৩; অধ্যাপক এ,কে,এম, মনির ুজ্জামান,*ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০;সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ,*আল কাশিফা ফি হলেণ্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত *পৃ.* ৫২

[৩৯২] আবদুলণ্ডাহ ইবনে আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মদ দার ুমী, *সুনানে দার ুমী*, দার ুকিতাব আলআরাবি, বয়র ুত, কুয়েত, ১৪০৭ হিঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৪৬

كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنيفة

رحمه الله تعالي ويسقط بنو العلات ايضا بالاخ وام وبالاخت لاب و ام اذا صارت عصبة

অর্থ: মৃতের পুত্র, পৌত্র ও তদনিম্নের কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে এবং পিতা থাকলে সর্বসম্মতিক্রমে ও দাদা থাকলে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে মৃতের সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ভাই–বোন বঞ্চিত হবে। তেমনি সহোদরা ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে এবং সহোদরা বোন আসাবা হবে বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হবে।[৩৯৩]

উদাহরণ মৃত সাদির -৮

বৈমাত্রেয় বোন- ০ পুত্র- ৭ স্ত্রী-১

উদাহরণ মৃত আলিম- ৬

বৈমাত্রেয় বোন- ০ কন্যা-৩ পিতা- (১+২)

উদাহরণ

মৃত গাফফার-৪

বৈমাত্রেয় বোন-০ স্ত্রী-১ দাদা-৩

[৩৯৩] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*,প্রাগুক্ত, *পৃ.* ৫২; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ.৬৮-৬৯; বিঃ দ্রঃ মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়া বোনগণ ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমস্ড় সম্পত্তি বৈমাত্রেয়া বোনগণের প্রতি রদ্দ হবে। অর্থ্যা বৈমাত্রেয়া বোনগণ সমস্ড় সম্পত্তির মালিক হবে। প্রাগুক্ত

উদাহরণ মৃত সালিম-২

সহোদরা বোন + সহোদরা ভাই= ১, স্বামী-১ বৈমাত্রেয় বোন-০

১০.বৈপিত্রেয়া বোনের অবস্থা

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ন্যায় বৈপিত্রেয় বোনেরও তিন অবস্থা যথা:

প্রথম অবস্থা

বৈপিত্রেয়া বোন যদি একজন থাকে তা হলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।[৩৯৪]

উদাহরণ মৃত মালেক– ৬

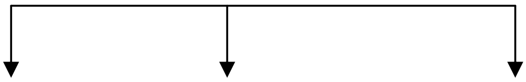

বৈপিত্রেয় বোন–১ চাচা– ৩ মাতা – ২

এমতাবস্থায় মা পাবে $\frac{২}{৬}$ বৈপিত্রেয় বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ এবং চাচা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা

বৈপিত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয়া বোনের সাথে বৈপিত্রেয়া ভাই থাকলে সবাই মিলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে এবং উক্ত অংশ ভাই বোন সকলেই নিজেদের মধ্যে সমান সমানভাগ করে নিবে। বৈপিত্রেয়া ভাই বোনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের অংশই সমান।[৩৯৫]

[৩৯৪] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত পৃ.৭০; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; অধ্যাপক এ, কে, এম মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[৩৯৫] অধ্যাপক এ, কে, এম মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫,

যেমন, খালেক মিয়া মা, দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন, একজন বৈমাত্রেয় ভাই এবং চাচা রেখে মারা গেল।

উদাহরণ মৃত খালেক – ৬, তাছহিহ –১৮

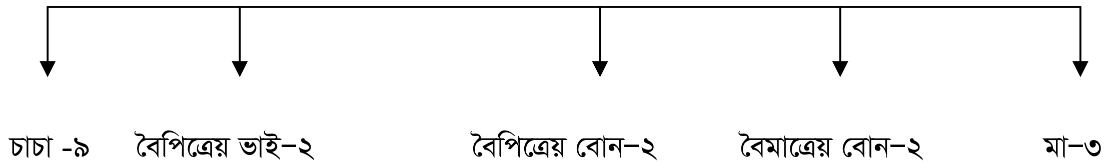

এবমাবস্থায় মা পাবেন $\frac{৩}{১৮}$ বৈপিত্রেয় ভাই পাবেন $\frac{২}{১৮}$ বৈপিত্রেয় বোন $\frac{২}{১৮}$ বৈমাত্রেয় বোন $\frac{২}{১৮}$ এবং চাচা পাবেন, $\frac{৯}{১৮}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে কিংবা পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়া বোন কোন অংশ পাবে না। যেমন– কাশেম স্ত্রী, কন্যা, বৈপিত্রেয়া বোন এবং পিতা রেখে মারা গেল।[৩৯৬]

উদাহরণ মৃত কাশেম– ৮

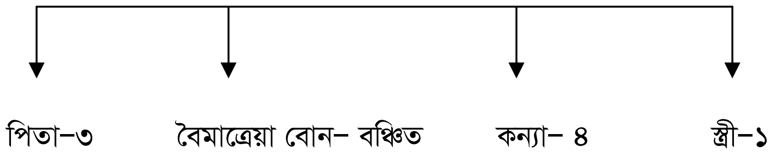

এমতাবস্থায় স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ কন্যা পাবে $\frac{৪}{৮}$ পিতা পাবেন $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং বৈপিত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে।

[৩৯৬] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; অধ্যাপক এ, কে, এম মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন ও সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; বিশেষ দ্রঃ বৈপিত্রেয়া বোন ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সমস্ড় সম্পত্তি বৈপিত্রেয়া বোনগণই পাবে। মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা–১৯৯৫,পৃ৭১

১১. মাতার অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের তিন অবস্থা যথা–

প্রথম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মায়ের উত্তরাধিকার লাভ করার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সিরাজি বলেন–

السدس مع الولد او ولد الابن وان سفل او مع الاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من اي جهة كانا

অর্থ: মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকে অথবা যে কোন প্রকারের (সহোদরা, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ।[৩৯৭]

উদাহরণ

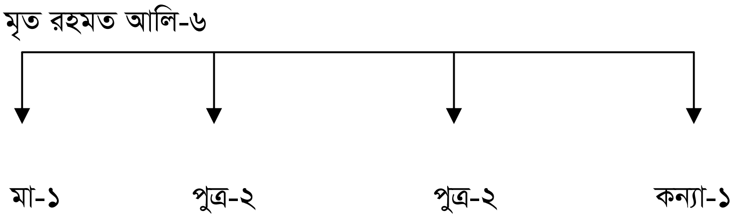

এবমাতবস্থায় মা পাবেন-$\frac{১}{৬}$, কন্যা পাবেন-$\frac{১}{৬}$, প্রত্যেক পুত্র পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ করে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র; কন্যা, পৌত্র পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউ না থাকে কিংবা তিন প্রকার ভাই-বোনের মধ্যে হতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তাহলে মাতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ।[৩৯৮]

---

[৩৯৭] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত,*পৃ.* ৫৫; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ.৭৩

[৩৯৮] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , *পৃ.* ৫৫; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ ঃ মৃত কালূ মিয়া –৩

পিতা-২ মাতা-১

তৃতীয় অবস্থা

মায়ের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা সিরাজি বলেন,

ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين و ذالك في مسئلتين زوج و ابوين و زوجة وابوين ولو كان مكان الاب جد فلام ثلث جميع المال الا عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فان لها ثلث الباقي

অর্থ: মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউ যদি না থাকে কিংবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বোনও না থাকে, কিন্তু পিতামাতা জীবিত থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে মাতা।[৩৯৯] মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকেন তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে এ অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।[৪০০]

উদাহরণ ১ মৃত আহাদ-৬

দাদা – ১ মাতা–২ স্বামী– ৩

উদাহরণ ২ মৃত মনোয়ার– ১২

[৩৯৯] মাতার সম্পূর্ণ সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ লাভের তিনটি শর্ত যথা– ০১. মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা পৌত্র, পৌত্রী বা তদনিম্নের কোন সন্তান জীবিত না থাকা। ০২. মৃতের সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যে কোন প্রকার দুই বা ততোধিক ভাই–বোন জীবিত না থাকা। ০৩. মৃতের স্বামী ও পিতা একত্রে জীবিত না থাকা। আর মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার স্ত্রী ও পিতা একত্রে জীবিত না থাকা। গবেষক

[৪০০] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৫; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ.৭৪

দাদা-(২+২) মাতা-৪ স্ত্রী- ৩

১২. দাদী ও নানীর অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে দাদী ও নানীর দুই অবস্থা যথাঃ

প্রথম অবস্থা

উত্তরাধিকারে দাদী ও নানীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সিরাজি (র.) বলেন,

للجدة السدس لام كانت ام لاب واحدة كانت او اكثر اذ كن ثابتات متحاذيات في الدرجة

অর্থ: মৃত ব্যক্তির দাদী-নানী একজন হোক বা একাধিক হোক যদি তাঁরা সকলে সমস্তরের হয় ও প্রকৃত দাদী-নানী হয় তা হলে তাঁরা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ।

একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে $\frac{১}{৬}$ অংশই তাঁরা সমভাবে বন্টন করে নিবে।[৪০১]

উদাহরণ

মৃত আব্বাস – ১২

স্ত্রী-৩ দাদী -১ নানী-১ চাচা-৭[৪০২]

---

[৪০১] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , *পৃ.* ৫৮; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত , পৃ.৭৭

[৪০২] আলোচ্য উদাহরণে নানী ও দাদী উভয়ে যেহেতু প্রকৃত দাদী ও নানী এর অর্ন্তর্ভূক্ত এবং উভয়ে সমস্ড়রের সেহেতু তারা উভয়ে যৌথভাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ ভাগ করে নিয়েছে তাই (১+১)=২। গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির মাতা–পিতা কেউ জীবিত থাকলে দাদী–নানী বঞ্চিত হবে।[৪০৩]

মৃত ব্যক্তি দাদী ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে দাদীর প্রতি রদ্দ হবে। অর্থ্যাৎ দাদীই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে।[৪০৪]

উদাহরণ মৃত শায়লা– ৬

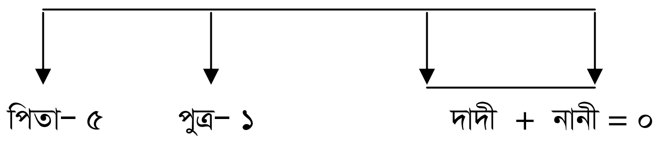

[৪০৩] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেণ্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , *পৃ.* ৫৮; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ.৭৭

[৪০৪] মাতা বিদ্যমান থাকলে সকল প্রকার দাদী–নানী মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে এবং পিতা বিদ্যমান থাকলে পিতার দিকের দাদীগণ বঞ্চিত হবে। তেমনিভাবে দাদা বিদ্যমান থাকলেও পিতার দিকের দাদীগণ বঞ্চিত হবে। তবে পিতার মাতা দাদী ও তদউর্ধ্বের দাদীগণ দাদার কারণে বঞ্চিত হবেনা। বরং দাদা থাকাবস্থায়ও তারা মিরাছের অধিকারী হবেন। কেননা পিতার মাতা দাদী ওয়ারিছ ওয়ার ক্ষেত্রে দাদার সাথে যুক্ত হয়। নিকটতম দাদী যেই পক্ষীয়হোক না কেন (পিতার পক্ষীয় বা মাতার পক্ষীয়) দূরবর্তী দাদীর জন্য মিরাছ লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে, সে যে যে পক্ষীয় হোক না কেন। (পিতার পক্ষীয় বা মাতার পক্ষীয়) চাই নিকটবর্তী দাদী ওয়ারিছ হোক বা মাহজুবা হোক। যদি এক নানী এক সম্পর্ক বিশিষ্টা হয় যেমন– মৃতের পিতার নানী এবং অপর নানী দুই বা ততোধিক সম্পর্ক বিশিষ্টা হয়। যেমন– মৃতের মাতার নানী এবং সে– ই আবার মৃতের পিতার ও নানী। এ অবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে এ দুই নানীর মাঝে $\frac{১}{৬}$ অংশ তাদের লোক সংখ্যা অনুযায়ী বন্টন করা হবে। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এ দুই দাদীর মাঝে তাদের সম্পর্কের দিক হিসেবে তিন ভাগ করা হবে। সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেণ্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আসাবা ও যাবিল আরহাম

আসাবা العصبة শব্দটি এক বচন, বহু বচনে عصبات এর অর্থ পিতৃকুলীয় আত্মীয়গণ[৪০৫] শব্দের আরেকটি অর্থ হল স্বগোত্রীয়, পরিবেষ্টিত। যেহেতু মৃত ব্যক্তি আত্মীয়গণ তাঁকে পরিবেষ্টন করে রাখে তাই আসাবাকে আসাবা বলা হয়।[৪০৬] ফারায়েজের পরিভাষায় এর অর্থ হচেছ অবশিষ্টাংশ ভোগী[৪০৭]। আসাবা ঐ সমস্ত লোকদেরকে বলা হয় যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই। যাবিল ফুরুজের অংশ নেয়ার অবর্তমানে যারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাঁদেরকে আসাবা (**العصبة**) বলে।[৪০৮]

এক কথায় বলা যায়- আসাবা ঐ সমস্ত উত্তরাধিকারদেরকে বলা হয় যাদের কোন অংশ নির্ধাারিত নেই। যাবিল ফুরুজদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পেয়ে থাকে অথবা যাবিল ফুরুজদের অবর্তমানে যারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাঁদেরকে আসাবা বলে।

আসাবা দুই প্রকার যথা : ক. আসাবায়ে নাসাবিয়্যা :- অর্থ্যাৎ যারা মৃত ব্যক্তির সহিত বংশগত দিক দিয়ে সম্পর্কিত। যেমন– পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, চাচা ইত্যাদি।[৪০৯]

খ. আসাবায়ে সাবাবিয়্যা :- অর্থ্যাৎ যারা মৃত ব্যক্তির সহিত কারণ বশতঃ সম্পর্কিত। এ কারণ হচ্ছে আযাদ করা। এ ধরণের আসাবা বর্তমানে নেই তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘ করা হল না।[৪১০]

আসাবায়ে নাসাবিয়্যা আবার তিন প্রকার যথা:-

০১. **আসাবা বিনাফসিহি :-** ঐ সকল পুরুষ আসাবাকে বলা হয়, যাদেরকে মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক করলে মধ্যখানে কোন নারী সম্পর্কিত হয় না।[৪১১] এ ধরণের আসাবা ৪ প্রকার যথা:

---

[৪০৫] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (র.). *মিসবাহুললুগাত*, প্রাগুক্ত , পৃ.৫৬৯

[৪০৬] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৭১*

[৪০৭] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৪০৮] প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

[৪০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; আব্দুল হামিদ ফাইযী আল-মাদানী, *ফারায়েজ শিক্ষা*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা–২০১১, পৃ.২৭

[৪১০] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮০; সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হুলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৭১

[৪১১] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮০

ক. মৃত ব্যক্তির অধঃস্তন পুরুষ যেমন– পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি।

খ. মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন পুরুষ যেমন– পিতা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি।

গ. মৃত ব্যক্তির পিতার অধঃস্তন পুরুষ যেমন- ভাই, ভাতিজা, ভাতিজার পুত্র ইত্যাদি।

ঘ. মৃত ব্যক্তির দাদার অধঃস্তন পুরুষ যেমন– চাচা, চাচাত ভাই, চাচাত ভাইয়ের পুত্র ইত্যাদি।[৪১২]

আসাবা বিনাফসিহির উপরোক্ত ৪ প্রকার আবাসা এক সংগে উত্তরাধিকারী হবে না। ক শ্রেনির আসাবা জীবিত থাকলে খ, গ ও ঘ শ্রেনির আসাবাগণ উত্তরাধিকারী হবে না। ক শ্রেনির আসাবাগণের অবর্তমানে খ শ্রেনির আসাবাগন উত্তরাধিকারী হবে। ক এবং খ এর অবর্তমানে গ শ্রেনির আসাবাগণ উত্তরাধিকারী হবেন। এবং ক, খ, ও গ আসাবাগণের অবর্তমানে ঘ শ্রেনির আসাবাগণ উত্তরাধিকারী হবে। সুতরাং পুত্র বা পৌত্র জীবিত থাকলে পিতা বা দাদা আসাবা হিসেবে কোন অংশ পাবে না। কিন্তু যাবিল ফুরুজ হিসেবে তাঁদের নির্ধারিত অংশ অবশ্যই পাবে। এছাড়া অন্যান্যরা অর্থ্যাৎ ভাই, ভাতিজা, চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি যাবিল ফুরুজ নয়। কাজেই পুত্র বা পৌত্র জীবিত থাকলে তাঁরা কোন অংশ পাবে না।[৪১৩]

০২. আসাবা বিগাইরিহি

আসাবা বিগাইরিহির পরিচয় দিতে গিয়ে ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন

العصبة بغيره: والعصبة بغيره هي الانثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها اخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع

অর্থ: আসাবা বিগাইরিহি ঐ সকল মহিলা উত্তরাধিকারদেরকে বলে যারা একা থাকাবস্থায় অর্ধেক, সাথে মৃতের বোন অথবা একাধিক থাকাবস্থায় দুইতৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হয়। আর যদি মহিলা একা বা একাধিকের সাথে কোন ভাই থাকে তবে

[৪১২] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৭২; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮০

[৪১৩] প্রাগুক্ত , পৃ. ৭২; উপরোক্ত ৪ শ্রেনীর আসাবার মধ্যে আবার নিকটবর্তী আত্নীয়কে দুরবর্তী আত্নীয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন পুত্র জীবিত থাকলে পৌত্র কোন অংশ পাবে না। কারণ পৌত্রের চেয়ে পুত্র অধিক নিকটবর্তী। এমনিভাবে পিতা জীবিত থাকলে দাদা, ভাই জীবিত থাকলে ভাতিজা এবং চাচা জীবিত থাকলে চাচাত ভাই কোন অংশ পাবে না। গবেষক

আসাবা হিসেবে সমস্ত সম্পদের মালিক হয়। আর এধরণের আসাবার সংখ্যা চার জন। যথা কন্যা, পৌত্রী, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন। [৪১৪]

ফজলুর রহমান আশরাফি বলেন– ঐ সকল স্ত্রীলোকদেরকে আসাবা বিগাইরিহিবলা হয়, যারা তাঁদের সমশ্রেণির অর্থ্যাৎ ভাইদের দ্বারা আসাবা হয়ে যায়। যেমন– কন্যা, পৌত্রী, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন। এ ৪ জন স্ত্রী লোকের সহিত তাঁদের ভাই জীবিত থাকলে তাঁরা ভাইয়ের দ্বারা আসাবা হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে অংশ পাবে।[৪১৫]

০৩. **আসাবা মায়া গাইরিহি:-** ঐ সকল স্ত্রীলোকদের বলা হয় যারা অন্য স্ত্রীলোকদের কারণে আসাবা হয়। যেমন- সহোদর বোন এবং বৈমাত্রেয় বোন। এ দু শ্রেনীর নারী মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যা সন্তান জীবিত থাকলে আবাসা হয়ে যাবে।[৪১৬] কারণ হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন,

اجْعَلُوا الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً . وَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . وَقَال : إِنَّهُ قَضَاءُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: "তোমরা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাবে। এবং এ ফতোয়া দিয়েছে সয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তারপর বলেছেন– এটা আল্লাহর রাসুল (সা.) এর ফায়সালা।[৪১৭] এ অবস্থায় কন্যাদের যাবিল ফুরুজ হিসেবে নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা হিসেবে দুইপ্রকার বোন পাবে। তাঁদের মধ্যে আবার আত্নীয়তার গুরুত্ব হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হবে। অর্থ্যাৎ দুই দিক দিয়ে সম্পর্কের আত্নীয় এক দিক দিয়ে সম্পর্কের আত্নীয় হতে প্রাধান্য পাবে। এ অবস্থায় সহোদর বোন জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। উপরোক্ত আসাবাগণের কেউ যদি জীবিত না থাকে তবে অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবিল ফুরুজগণের প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থ্যাৎ যাবিল ফুরুজগণের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করে দিতে হবে।[৪১৮]

যাবিল আরহাম

---

[৪১৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, দারুল কুতুব আল আরাবিয়া, বয়রুত , লেবানন, তা.বি, ৩ খন্ড পৃ.৬২৭

[৪১৫] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮১

[৪১৬] প্রাগুক্ত

[৪১৭] আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যা, অযারাতুল আওকাফ অসসুউন আলইসলামিয়া, কুয়েত, ১৪০৪ হিঃ,খ. ৩,পৃ. ৪০; এটা কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত না বরং অযারাতুল আওকাফ অসসুউন আলইসলামিয়া, কুয়েত কর্তৃক সংকলিত বিধায় লেখকের নাম নেই। গবেষক।

[৪১৮] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৭৭

ذو الارحام (দুর সম্পর্কিয় আত্মীয় স্বজন)। এখানে দুটো শব্দের সমন্বয় হয়েছে। এক হচ্ছে ذو অপরটি হচ্ছে الارحام। ذو শব্দের অর্থ হচ্ছে ওয়ালা, মালিক, সাহেব ইত্যাদি। আর الارحام শব্দটি رحم এর বহু বচন। অর্থ হচ্ছে জড়ায়ু। দুটো শব্দের একত্রে ذو الارحام এর অর্থ দাড়ায় – জড়ায়ূ সম্পর্কিত আত্নীয় স্বজন। বা দুর সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন।[৪১৯] আসাবা ও যাবিল ফুরুজ ব্যতীত অপরাপর নিকটাত্মীয়দেরকে যাবিল আরহাম (ذو الارحام) বলে।[৪২০] অন্যভাবে বলা যায়– রেহেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়তার বন্ধনকে বলা হয় যাবিল আরহাম। যে সকল ব্যক্তি যাবিল ফুরুজ কিংবা আসাবার অর্ন্তভুক্ত নয় তাঁদেরকে যাবিল আরহাম বলা হয়। যাবিল ফুরুজ কিংবা আসাবাদের কেউ জীবিত না থাকলে যাবিল আরহামগণ উত্তরাধিকার হয়। উল্লেখ্য যে যাবিল ফুরুজ বা আসাবাগণের বর্তমানে যাবিল আরহামগণ কেউ অংশ পাবে না।[৪২১]

ذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالعمة والجد لأم والخال

ইলমে ফারায়েজের পরিভাষায় যাবিল আরহাম প্রত্যেক ঐ আত্মীয়কে বলে, যারা যাবিল ফুরুজ নয় এবং আসাবাও নয় যেমন, ফুফু–খালা, নানা– নানী ।[৪২২]

যাবিল আরহাম ৪ প্রকার যথা :

০১. মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং পৌত্রীর সন্তানগণ। যেমন– দৌহিত্র, দৌহিত্রী ইত্যাদি।

০২. মৃত ব্যক্তি যাদের সন্তানের সন্তান যেমন– নানা, নানী ইত্যাদি।

০৩. মৃত ব্যক্তির ভাই ও বোনদের সন্তান যেমন– ভাতিজী, ভাগিনী, ভাগিনা ইত্যাদি।

০৪. মৃত ব্যক্তির দাদা বা নানার সন্তানগণ যেমন- ফুফু, খালা, মামা, ইত্যাদি।

যাবিল আরহামের ক্ষেত্রেও আসাবাদের নীতিই অনুসরণ করতে হবে। অর্থ্যাৎ নিকটবর্তী কেউ জীবিত থাকলে দুরবর্তী কেউ অংশ পাবে না।[৪২৩]

[৪১৯] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (র.), *মিসবাহুল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

[৪২০] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ২৩

[৪২১] প্রাগুক্ত

[৪২২] আবু মুহাম্মদ আব্দল আজিজ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মুহসিন আসসালমান আল আসয়িলা ওয়াল আজওয়াবা আলফিকহিয়্যা, *মাউকাউ মাকতাবাতু মাসজিদুননববী শরীফ*, মদিনা, সৌদিআরব, তা.বি, খন্ড ৭, পৃ. ৩৭৩

[৪২৩] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফি, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১১২

ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম

পবিত্র কুরআনে যাবিল ফুরুজদের জন্যে মোট ৬টি অংশ নির্ধারিত আছে। এ অংশগুলো দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১ম শ্রেণি : $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$

২য় শ্রেণি : $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$

এদের মূল সংখ্যা হল : ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮

একাধিক যাবিল ফুরুজ একত্রিত হলে সর্বপ্রথম তাঁদের অংশের মূল সংখ্যা বের করে সংখ্যাগুলির ল, সা, গু বের করতে হবে। ঐ ল, সা, গু-ই হল প্রতিটি অংশের মূল সংখ্যা। এ হিসেবে উপরোক্ত ৬ টি অংশের মূল সংখ্যা হবে ৭টি। যথা- ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪। ফারায়েজের পরিভাষায় এ সংখ্যাগুলিকেই মাখরাজ বা মূল সংখ্যা বলা হয়।

* কোন মাসআলায় একজন মাত্র যাবিল ফুরুজ হলে তাঁর অংশের সংখ্যাই হবে মূল সংখ্যা। এ মূল সংখ্যা হতে অংশটি দিয়ে দিলেই বন্টন সম্পন্ন হবে। যেমন- আছিয়া খাতুন স্বামী ও পুত্র রেখে মারা গেল।

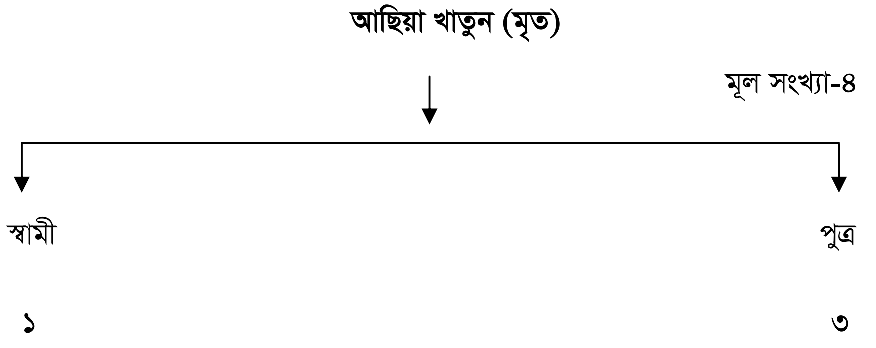

এমতাবস্থায়,

স্বামী হলেন যাবিল ফুরুজ এবং তাঁর অংশ হল $\frac{১}{৪}$ অংশ। $\frac{১}{৪}$ অংশের মূল সংখ্যা হল ৪। পুত্র আসাবা। সুতরাং মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগ করে স্বামীকে দেয়া হবে ১ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৩ ভাগ পুত্রকে দেয়া হবে।

* যদি কোন মাসআলায় একাধিক যাবিল ফুরুজ থাকে তাহলে দেখতে হবে তাঁদের অংশ উপরোক্ত একই শ্রেণিভুক্ত কিনা। যদি একই শ্রেণিভুক্ত হয় তাহলে মোট সম্পত্তিকে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অংশের মূল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে।

যেমন- আসিফ স্ত্রী, কন্যা ও ভাই রেখে মারা গেল।

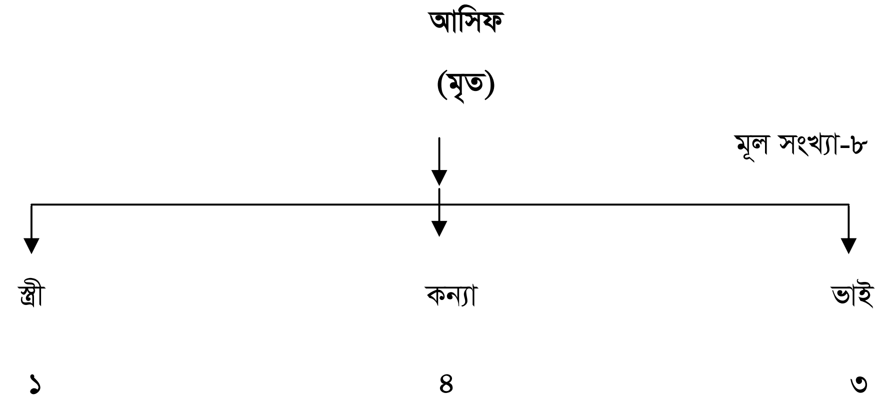

এখানে স্ত্রী ও কন্যা হল যাবিল ফুরুজ এবং ভাই হল আসাবা। স্ত্রী ও কন্যার অংশের পরিমাণ হল যথাক্রমে $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{২}$ অংশ। এ দু'টি অংশই প্রথম শ্রেণিভুক্ত। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অংশ হল $\frac{১}{৮}$ । অতএব, মূল সংখ্যা ৮ দিয়ে মোট সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে। ফলে $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে স্ত্রী, $\frac{৪}{৮}$ অংশ পাবে কন্যা এবং অবশিষ্ট $\frac{৩}{৮}$ অংশ পাবে ভাই।

* কোন মাসআলায় যদি ১ম শ্রেণির উত্তরাধিকারীর সাথে ২য় শ্রেণির উত্তরাধিকারী একত্রে থাকে তাহলে অন্য নিয়মে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। তা এই যে, ১ম শ্রেনির $\frac{১}{২}$ এর সাথে ২য় শ্রেণির এক বা একাধিক অংশ একত্রে থাকলে মোট সম্পত্তিকে ৬ দ্বারা ভাগ করতে হবে। যেমন- আসিফ মা, কন্যা এবং চাচা রেখে মারা গেল।

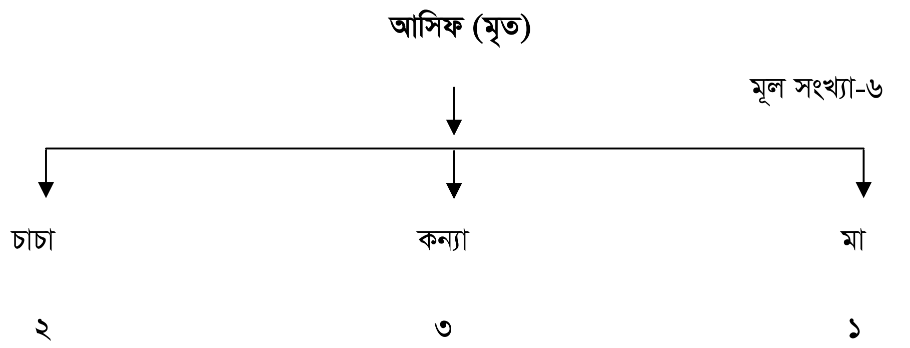

এখানে কন্যা ও মা হল যাবিল ফুরুজ এবং চাচা হল অসাবা। কন্যার অংশের পরিমাণ হল $\frac{১}{২}$ অংশ যা ১ম শ্রেণিভুক্ত। মাতার অংশের পরিমান হল $\frac{১}{৬}$ অংশ যা ২য় শ্রেণিভুক্ত। অতএব, ১ম শ্রেণির অংশের সাথে ২য় শ্রেণির অংশ একত্রে পাওয়া গিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে মোট সম্পত্তিকে ৬ দ্বারা ভাগ করে এর ৩ ভাগ কন্যাকে, ১ ভাগ মাকে এবং অবশিষ্ট ২ ভাগ চাচাকে দেয়া হবে।

* যদি ১ম শ্রেণির $\frac{১}{৪}$ এর সাথে ২য় শ্রেণির এক বা একাধিক অংশ একত্রে থাকে তাহলে মোট সম্পত্তিকে ১২ দ্বারা ভাগ করতে হবে। অর্থাৎ মূল সংখ্যা হবে ১২। যেমন- সুবেদ আলী স্ত্রী, মা ও ভাই রেখে মারা গেল।

সুবেদ আলি

(মৃত)

মূল সংখ্যা-১২

ভাই	মা	স্ত্রী
৫	৪	৩

এখানে স্ত্রী ও মা হল যাবিল ফুরুজ এবং ভাই হল আসাবা। স্ত্রীর অংশের পরিমাণ হল $\frac{১}{৪}$ অংশ যা ১ম শ্রেণিভুক্ত। মায়ের অংশের পরিমাণ $\frac{১}{৩}$ অংশ যা ২য় শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং মূল সংখ্যা হবে ১২। মোট সম্পত্তিকে ১২ দিয়ে ভাগ করে স্ত্রীকে দিতে হবে ৩ ভাগ, মাকে ৪ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ পাবে ভাই।

* যদি ১ম শ্রেণির $\frac{১}{৮}$ অংশের সাথে ২য় শ্রেণির যে কোন একটি অংশ পাওয়া যায় তাহলে মূল সংখ্যা হবে ২৪ অর্থাৎ মোট সম্পত্তিকে ২৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন- কামাল সাহেব স্ত্রী, দুই কন্যা এবং চাচা রেখে মারা গেল।

কামাল সাহেব (মৃত)

মূল সংখ্যা-২৪

চাচা	কন্যা	কন্যা	স্ত্রী
৫	৮	৮	৩

এখানে স্ত্রী ও দুই কন্যা হল যাবিল ফুরুজ এবং চাচা হল আসাবা। স্ত্রীর অংশের পরিমাণ $\frac{১}{৮}$ অংশ যা ১ম শ্রেণিভুক্ত। দুই কন্যার অংশের পরিমান $\frac{২}{৩}$ অংশ যা ২য় শ্রেণিভূক্ত। অতএব, মোট সম্পত্তিকে ২৪ দিয়ে ভাগ করে স্ত্রীকে দিতে হবে ৩ ভাগ, দুই কন্যাকে দিতে হবে ১৬ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ পাবে চাচা।

সুতরাং সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কোন মাসআলায় যদি আ'উল, রদ্দ, তাছহিহ ইত্যাদি না থাকে, তাহলে উপরোক্ত নিয়মে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে।

আ'উল নীতি

আ'উল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বৃদ্ধি হওয়া যা সীমা অতিক্রম করা। ফারায়েজের পরিভাষায় যাবিল ফুরুজদের অংশ প্রদানের পর তাঁদের প্রদত্ত অংশাবলীর যোগফল যদি মূল সংখ্যা হতে অধিক হয় তখন তাঁকে আ'উল বলে। কখনো কখনো যাবিল ফুরুজদের মধ্যে তাঁদের নির্ধারিত অংশ বন্টন করা হলে তাঁদের অংশের পরিমাণ মূল সংখ্যা তথা মোট সম্পত্তি হতে বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে যদি মূল সংখ্যাকেই ধরে সম্পত্তি বন্টন করা হয় তাহলে কেউ তাঁর নির্ধারিত অংশ পাবে আবার কেউ পাবে না। এটি একটি জটিল সমস্যা। উদাহরণ স্বরূপ এক মহিলা স্বামী ও দুই বোন রেখে মারা গেল। এখানে স্বামী পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বোন পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ। এ অংশগুলির মূল সংখ্যা হল ৬। এখন সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করলে স্বামী পাবে ৩ ভাগ এবং দুই বোন পারে ৪ ভাগ। মোট অংশ হবে (৩+৪)=৭ ভাগ। অথচ মোট সম্পত্তি হল ৬ ভাগ। ফলে দেখা যাচ্ছে মূল সংখ্যা থেকে ওয়ারিশদের অংশের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্যেই আ'উল নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাহলে মূল সংখ্যাকে পরিবর্তিত করে ওয়ারিশদের অংশ অনুযায়ী তা বাড়িয়ে দেয়া। এমতাবস্থায় ৭ কে মূল সংখ্যা ধরে প্রত্যেক ওয়ারিশকে তাঁর ন্যায্য অংশ দিতে হবে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বামী পাবে $\frac{৩}{৭}$ ভাগ এবং দুই বোন পাবে $\frac{৪}{৭}$ ভাগ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল সংখ্যা হল ৭টি। যথা- ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪। এদের মধ্যে ২, ৩, ৪ ও ৮ এই চারটি মূল সংখ্যা কখনো আ'উল হয় না। কারণ এ ৪টি মূল সংখ্যার যত প্রকার মাসআলা রয়েছে তাঁদের কোনটিতেই আ'উল করার মত জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বাকি ৩টি মূল সংখ্যা যথা-৬, ১২ ও ২৪ কখনো কখনো আ'উল হয়ে থাকে। ৬ এর আ'উল

৭,৮,৯ এবং ১০ পর্যন্ত হয়ে থাকে, ১২ এর আ'উল ১৩, ১৫ এবং ১৭ এ তিনটি সংখ্যার মধ্যে হয়ে থাকে এবং ২৪ এর আ'উল মাত্র ২৭ হয়ে থাকে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ আ'উলের ৩টি মাসআলা পেশ করা হল:-

১। ফরিদা বেগম স্বামী, একজন সহোদর বোন এবং দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল।

ফরিদা বেগম

(মৃত)

আ'উল-৮

মূল সংখ্যা-৬

বৈপিত্রেয়া বোন (২)	সহোদর বোন	স্বামী
২	৩	৩

উপরোক্ত উদাহরণে স্বামী পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ, সহোদর বোন পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ সংখ্যাগুলির মূল সংখ্যা হল ৬। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ হচ্ছে (৩+৩+২)= ৮ ভাগ বা মূল সংখ্যা হতে অধিক। এক্ষেত্রে আ'উল নীতি অবলম্বন করে মূল সংখ্যা ৬ কে পরিবর্তন করে তা ৮ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামী পাবে $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{২}{৮}$ অংশ।

২। আজিজ মিয়া স্ত্রী, দুইজন সহোদর বোন এবং দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল।

আজিজ মিয়া

(মৃত)

আ'উল-১৫

মূল সংখ্যা-১২

বৈপিত্রেয়া বোন (২)	সহোদর বোন (২)	স্ত্রী
৪	৮	৩

এক্ষেত্রে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ, দুই সহোদর বোন পায়   অংশ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ সংখ্যাগুলির মূল সংখ্যা হল ১২। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ হচ্ছে (৩+৮+৪)=১৫ ভাগ যা মূল সংখ্যা হতে অধিক। সুতরাং এক্ষেত্রে

আ'উল নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ মূল সংখ্যা ১২ কে পরিবর্তন করে ওয়ারিশগণের অংশ অনুযায়ী তা ১৫ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হবে।

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{১৫}$ অংশ,

দুই সহোদর বোন পাবে $\frac{৮}{১৫}$ অংশ এবং

দুই বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{৪}{১৫}$ অংশ।

৩। কবির সাহেব স্ত্রী, পিতা, মাতা এবং দুই কন্যা জীবিত রেখে মারা গেলেন।

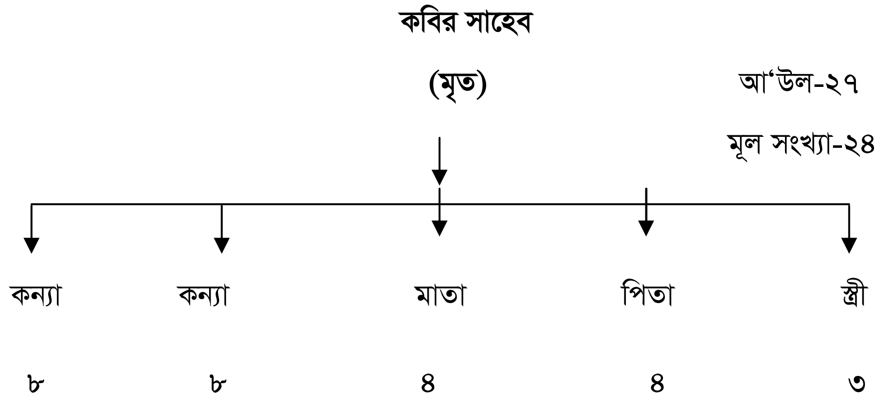

উপরোক্ত উদাহরণেও মূল সংখ্যা অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি হচ্ছে ২৪। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ হচ্ছে (৩+৪+৪+৮+৮) = ২৭ ভাগ যা মূল সংখ্যা হতে অধিক।

এমতাবস্থায় আ'উল নীতি অবলম্বন করতঃ মূল সংখ্যা ২৪ কে ২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে

স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{২৭}$ ভাগ,

পিতা পাবে $\frac{৪}{২৭}$ ভাগ,

মাতা পাবে $\frac{৪}{২৭}$ ভাগ এবং

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৮}{২৭}$ ভাগ হারে।

উপরোক্ত মাসআলাটিকে মাসআলায়ে মিম্বরিয়া বলা হয়। এ নামকরণের কারণ এ যে, একদিন হযরত আলি (রা.) মসজিদে খুৎবা প্রদানের জন্যে মিম্বারে আরোহণ করছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে উক্ত মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেন। হযরত আলি (রা.) মিম্বারে দাঁড়িয়েই প্রশ্নটির সঠিক জবাব দেন। মিম্বারে দাঁড়ানো অবস্থায়ই মাসআলাটির উত্তর দেয়া হয় বলে তাকে "মাসআলায়ে মিম্বরিয়া" বলা হয়।[৪২৪]

রদ্দ নীতি

রদ্দ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা। ফারায়েজের পরিভাষায় যাবিল ফুরুজদেরকে তাঁদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এবং মৃত ব্যক্তির কোন আসাবা না থাকে তাহলে, অবশিষ্ট সম্পত্তি স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুজদের নিকট তাঁদের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ প্রত্যাবর্তন নীতিকে রদ্দ নীতি বলা হয়। সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং হানাফি মাজহাবের ইসলামি আইনবিদগণ এ মত পোষণ করেছেন। কিন্তু স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত যদি অন্য কোন যাবিল ফুরুজ বা আসাবা জীবিত না থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রীকে তাঁদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবিল আরহামগণ পাবে। যাবিল আরহামও যদি না থাকে এবং দেশে যদি শরয়ি বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে হানাফী মাজহাবের পরবর্তী ইসলামি আইনবিদগণের মতে অবশিষ্ট সম্পত্তি স্বামী স্ত্রীর নিকটই পুনরায় রদ্দ অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। রদ্দ নীতি আ'উল নীতির বিপরীত। আ'উল নীতিতে ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ মূল সংখ্যা বিপরীত। আ'উল নীতিতে ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ মূল সংখ্যা হতে অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রদ্দ নীতিতে মূল সংখ্যা ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ থেকে অধিক হয়ে থাকে।

রদ্দ নীতিতে ওয়ারিশগণের নিকট সম্পত্তি পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ৪ টি নিয়ম রয়েছে। যথা:

১। কোন মাসআলায় যদি এক শ্রেণির ওয়ারিশ জীবিত থাকে এবং স্বামী–স্ত্রীর কেউ না থাকে তাহলে ওয়ারিশগণের সংখ্যাই মূল সংখ্যা হবে। অর্থাৎ যতজন ওয়ারিশ থাকবে, মোট সম্পত্তিকে তত ভাগ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক ওয়ারিশ তাঁদের ন্যায্য অংশ পাবে।

যেমন- মালেক মিয়া দুই কন্যা রেখে মারা গেল। তাঁর স্ত্রী জীবিত নেই।

[৪২৪] মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফি, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারী অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

মালেক মিয়া

(মৃত)

রদ্দ-২

কন্যা　　　　কন্যা

১　　　　১

এখানে দুই কন্যার নির্ধারিত অংশের পরিমাণ হল $\frac{২}{৩}$ অংশ। এ হিসাবে মোট সম্পত্তিকে ৩ ভাগ করে ২ ভাগ দিতে হবে দুই কন্যাকে এবং ১ ভাগ বেশী হবে। যেহেতু অন্য কোন ওয়ারিশ নেই সেহেতু এ ক্ষেত্রে রদ্দ নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ অবশিষ্ট ১ ভাগকে অর্ধেক / অর্ধেক করে দুই কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তিকে দুইবার ভাগ না করে যদি উপরোক্ত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ ওয়ারিশগণের সংখ্যা ২ দিয়ে যদি মোট সম্পত্তিকে ভাগ করা হয় তাহলে প্রত্যেক কন্যা তাঁদের ন্যায্য অংশ পাবে। এমতাবস্থায় মূল সংখ্যা হবে ২ এবং প্রত্যেক কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ হারে।

২। কোন মাসআলায় যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণির যাবিল ফুরুজ থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে তাহলে ওয়ারিশগণের অংশ অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করা হবে। ওয়ারিশগণ $(\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}) = \frac{২}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে মোট সম্পত্তিকে ২ দ্বারা ভাগ করতে হবে। $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে ৩ দ্বারা, $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে ৪ দ্বারা ভাগ করতে হবে। কোন মাসআলায় $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{২}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপক হলে মোট সম্পত্তিকে ৫ দ্বারা ভাগ করে তাঁদের ন্যায্য অংশ প্রদান করতে হবে। যেমন- এক ব্যক্তি কন্যা ও মা জীবিত রেখে মারা গেল।

মৃত ব্যক্তি　　রদ্দ-৪

মূল সংখ্যা-৬

মা　　　　কন্যা

১　　　　৩

এখানে কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং মা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। অতএব, মূল সংখ্যা হবে ৬। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের পরিমাণ হচ্ছে (৩+১) = ৪ ভাগ। মূল সংখ্যা অধিক হওয়ায় এবং কোন আসাবা না থাকায় এক্ষেত্রে রদ্দ নীতি অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু এক্ষেত্রে ওয়ারিশগণ $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্য হয়েছে সেহেতু ওয়ারিশগণের অংশের পরিমাণ (৩+১) = ৪ দিয়ে সমস্ত সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে $\frac{৩}{৪}$ অংশ এবং

মা পাবেন $\frac{১}{৪}$ অংশ।

৩। কোন মাসআলায় যদি এক শ্রেণির যাবিল ফুরুজ থাকে যাদের উপর সম্পত্তি রদ্দ হয় এবং তাঁদের সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রীও থাকে তাহলে সর্বপ্রথম স্বামী বা স্ত্রীর অংশের মূল সংখ্যা অনুযায়ী মোট সম্পত্তিকে ভাগ করে তাঁদের অংশ দিয়ে দিতে হবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ সম্পত্তি যাদের উপর রদ্দ হবে তাঁদের সংখ্যার সমান যদি হয় তাহলে তাই দিয়ে দিতে হবে। আর যদি তাঁদের সংখ্যার সমান না হয় তাহলে দেখতে হবে তাঁদের সংখ্যাটি অবশিষ্টাংশ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা। যদি বিভাজ্য হয় তাহলে ভাগফল দিয়ে মূল সংখ্যা এবং ওয়ারিশদের অংশকে গুণ করতে হবে। আর যদি নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় তাহলে তাঁদের সংখ্যার সমষ্টিকে মূল সংখ্যায় এবং অংশে গুণ করতে হবে। তাহলেই প্রত্যেক ওয়ারিশ তাঁদের ন্যায্য অংশ পাবে।

উদাহরণ স্বরূপ একজন মহিলা স্বামী ও ৬ কন্যা জীবিত রেখে মারা গেলেন।

মৃত মহিলা তাসহিহ-৮

মূল সংখ্যা-৪

স্বামী	কন্যা (৬)
$\frac{১}{২}$	$\frac{৩}{৬}$

প্রদত্ত উদাহরণে কন্যার অংশের পরিমাণ হচ্ছে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং স্বামীর অংশের পরিমাণ হচ্ছে $\frac{১}{৪}$ । এ হিসেবে মূল সংখ্যা হবে ১২ এবং ওয়ারিশদের অংশের পরিমাণ হবে (৮+৩) = ১১ ভাগ। অংশের পরিমানের চেয়ে মূল সংখ্যা অধিক থাকায় এক্ষেত্রে রদ্দ নীতি অবলম্বন করতে হবে। উপরের সূত্রানুযায়ী স্বামীর অংশের মূল সংখ্যা অনুযায়ী ৪ দিয়ে মোট

সম্পত্তিকে ভাগ করে স্বামীকে $\frac{১}{৪}$ অংশ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ ভাগ দেয়া হয়েছে কন্যাদের। কিন্তু তাঁদের অংশ অর্থাৎ ৩ ভাগ তাঁদের সংখ্যার সমান নয়। কিন্তু ৩ দ্বারা ৬ সংখ্যাটি বিভাজ্য এবং ভাগফল হচ্ছে ২। অতএব, ২ দিয়ে মূল সংখ্যা ৪, স্বামীর অংশ ২ এবং কন্যাদের অংশ ৩ কে গুণ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়,

স্বামী পাবে $\frac{২}{৮}$ ভাগ এবং ৬ কন্যা পাবে $\frac{৬}{৮}$ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ ভাগ হারে।

৪। কোন মাসআলায় যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণির যাবিল ফুরুজ থাকে যাদের উপর সম্পত্তি রদ্দ হয় এবং তাঁদের সাথে স্বামী বা স্ত্রীও থাকে তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর নিম্নতম অংশ হতে মূল সংখ্যা নির্ধারণ করে সর্ব প্রথম স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দিতে হবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ যদি অন্যান্য যাবিল ফুরুজদের নির্ধারিত অংশের সাথে মিলে যায় তাহলে তো উত্তমই। আর যদি না মিলে তাহলে যাদের উপর রদ্দ হয় তাঁদের অংশের পূর্ণ সংখ্যাকে মূল সংখ্যার সাথে এবং স্বামী বা স্ত্রীর অংশের সাথে গুন করতে হবে। অতঃপর স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট ছিল তাদ্বারা অন্যান্য যাবিল ফুরুজদের অংশকে গুণ করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক ওয়ারিশ তাঁদের ন্যায্য অংশ পাবে।

যেমন- এক ব্যক্তি স্ত্রী ৪, কন্যা ৯ এবং দাদী-নানী ৬ রেখে মারা গেল।

মৃত ব্যক্তি

তাছহিহ ১৪৪০

রদ্দ-৪০

মূল সংখ্যা-৮

স্ত্রী(৪)	কন্যা(৯)	দাদী-নানী(৬)
১	৪	১
৫	২৮	৭
১৮০	১০০৮	২৫২

অংশ বন্টন শুদ্ধিকরণ নীতি বা তাসহিহ

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে তাঁদের নির্ধারিত অংশানুযায়ী বন্টন করার ক্ষেত্রে যদি একই শ্রেণির একাধিক উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশের সৃষ্টি হয় তাহলে যে সকল নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকেই প্রত্যেক শ্রেণির প্রাপ্য অংশ তাদের সংখ্যানুযায়ী সমভাবে পূর্ণ সংখ্যার দ্বারা বন্টন করা যায় তাঁকে ফারায়েজের পরিভাষায় তাছহিহ বলে। তাছহিহ অর্থাৎ বন্টন শুদ্ধিকরণে সাধারণত গুণের সাহায্য নিতে হয়। বন্টন শুদ্ধিকরণের জন্যে মোট ৭টি নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি নিয়মকে অনুসরণ করতে হয় উত্তরাধিকারীগণের নির্ধারিত অংশ এবং তাঁদের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে।

আর বাকি ৪টি নিয়ম অনুসরণ করতে হয় বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। নিম্নে ৭টি নিয়ম উদাহরণসহ পেশ করা হল।

১। প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্য অংশ যদি তাঁদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় বন্টন হয়ে যায় এবং প্রাপ্য অংশে কোন ভগ্নাংশের সৃষ্টি না হয় তাহলে গুণ করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন-ওয়াহিদ সাহেব মৃত্যুকালে পিতা, মাতা এবং দুই কন্যা রেখে যান।

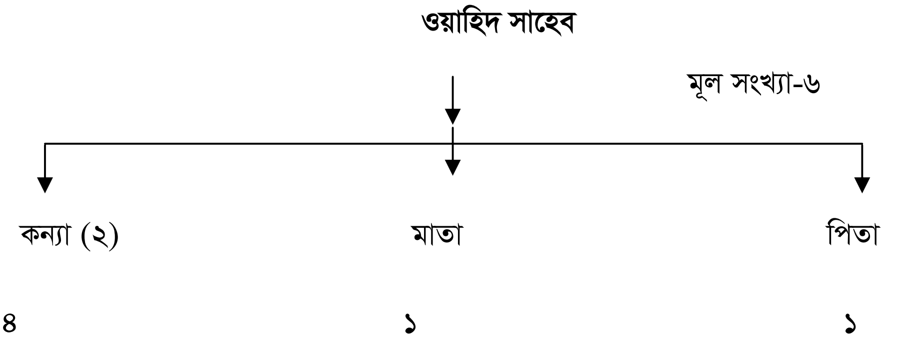

এখানে পিতার নির্ধারিত অংশ হল $\frac{১}{৬}$ অংশ, মাতার $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং দুই কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ। অতএব, মূল সংখ্যা হল ৬ সমস্ত সম্পত্তিকে যদি ৬ ভাগ করা হয় তাহলে পিতা পায় ১ ভাগ এবং দুই কন্যা পায় ৪ ভাগ। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পায় ২ ভাগ করে। অতএব, উপরোক্ত মাসআলায় সকল শ্রেণির প্রত্যেক ওয়ারিশই পূর্ণ সংখ্যায় তাঁদের অংশ পেয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা না থাকায় গুণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

২। বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারিশগণের মধ্যে যদি কেবলমাত্র এক শ্রেণির প্রাপ্ত অংশ তাঁদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় বন্টন না হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত অংশে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়, তাহলে দেখতে হবে যে, তাঁদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক রয়েছে কিনা। তাওয়াফুকের সম্র্পক এর অর্থ হল-দুইটি সংখ্যার মধ্যে একটি

অপরটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় কিন্তু তৃতীয় একটি সংখ্যা দ্বারা উভয় সংখ্যাই নিঃশেষে বিভাজ্য।[৪২৫] যদি তাওয়াফুকের সম্পর্ক থাকে তাহলে প্রাপ্ত অংশে ভগ্নাংশ হয় এরূপ ওয়ারিশগণের সংখ্যার ওফুক (অর্থাৎ সাধারণ গুণক) দিয়ে মূল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। যেমন- রাজ্জাক সাহেব মাতা, পিতা এবং ১০ জন কন্যা রেখে মারা গেলেন।

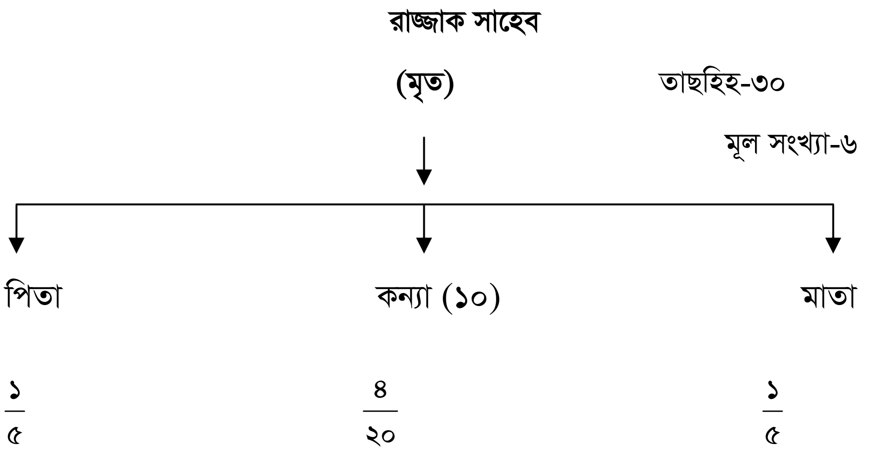

এখানে মাতার নির্ধারিত $\frac{১}{৬}$ অংশ, পিতার $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং ১০ জন কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ। এ অংশগুলির মূল সংখ্যা হল ৬। সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ দিয়ে ভাগ করায় মাতা পেয়েছেন ১ ভাগ, পিতা ১ ভাগ এবং ১০ জন কন্যা পেয়েছে ৪ ভাগ। উপরোক্ত ৩ শ্রেণির ওয়ারিশগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র ১ শ্রেণির ওয়ারিশ তথা কন্যাদের প্রাপ্ত অংশ ৪ ভাগ ১০ কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিতে হলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়, পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করা যায় না। এমতাবস্থায় উপরোক্ত নিয়মটিকে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কন্যাদের সংখ্যা ১০ এবং তাঁদের প্রাপ্য অংশ ৪, এ দু'টি সংখ্যার একটি অপরটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। কিন্তু তৃতীয় একটি সংখ্যা তথা ২ দিয়ে ১০ এবং ৪ এর মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক রয়েছে এবং এ তাওয়াকুফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২ সংখ্যা দ্বারা। সুতরাং ২ দিয়ে যদি ১০ কে ভাগ করা হয় তাহলে ভাগফল হয় ৫। এ ৫ সংখ্যাটিকেই বলা হয় ওয়ারিশগণের সংখ্যার ওফুক। এখন ৫ দিয়ে মূল সংখ্যা ৬ কে এবং সকল শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। ফলে মোট সম্পত্তি হবে ৬ × ৫ = ৩০ ভাগ। পিতার অংশ হবে ১ × ৫ = ৫ ভাগ, মাতার অংশ ১ × ৫ = ৫ ভাগ এবং ১০ কন্যার অংশ হবে ৪ × ৫ = ২০ ভাগ (২ × ১০ = ২০ সন্দেহ)। এখন কন্যাদের ২০ ভাগ সম্পত্তি ১০ কন্যার মধ্যে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকেই ভাগ করে দেয়া যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পাবে ২ ভাগ করে। সুতরাং উপরোক্ত নিয়মটি অনুসরণ করায় ওয়ারিশগণের অংশের মানে কোন পরিবর্তনও হয়নি এবং অংশ বন্টনে কোন ভগ্নাংশেরও প্রয়োজন হয়নি।

৩। কেবলমাত্র এক শ্রেণি ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ যদি ওয়ারিশগণের সংখ্যার উপর পূর্ণ বন্টন না হয় এবং ওয়ারিশগণের সংখ্যা ও তাঁদের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্কও না থাকে তাহলে এরূপ ওয়ারিশগণের পূর্ণ সংখ্যা

[৪২৫] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশীদ, *আল কাফিয়া ফি হলেন্ড সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, ১০২

দিয়ে মূল সংখ্যাকে অথবা আ'উল হলে আ'উলের সংখ্যাকে এবং সকল শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। যেমন- ফরিদা বেগম মৃত্যুকালে স্বামী ও ৫ জন সহোদর বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল।

ফরিদা বেগম তাছহিহ-৩৫

**(মৃত) ** আ'উল-৭

মূল সংখ্যা-৬

স্বামী	সহোদর বোন (৫)
$\frac{৪}{১৫}$	$\frac{৪}{২০}$

উক্ত মাসআলায় স্বামীর নির্ধারিত অংশ হচ্ছে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং ৫ জন সহোদর বোনের $\frac{২}{৩}$ অংশ। ফলে মূল সংখ্যা হয়েছে

৬। কিন্তু এ মাসআলাটিতে আ'উল নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে যা ইতিপূর্বে আ'উল নীতিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে স্বামী পেয়েছে $\frac{৩}{৭}$ ভাগ এবং ৫ জন সহোদর বোন পেয়েছে $\frac{৪}{৭}$ ভাগ। বোনদের সংখ্যা হচ্ছে ৫ এবং তাঁদের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যা হচ্ছে ৪। ৫ জন বোনের মধ্যে ৪ সংখ্যাকে ভাগ করে দিতে হলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে যদি পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দিতে হয় তাহলে উল্লেখিত নিয়মটিকে অবশ্য অনুসরণ করতে হবে। নিয়মানুযায়ী দেখা যাচ্ছে ৪ এবং ৫ এর মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণের সংখ্যা ৫ কে আ'উল সংখ্যা ৭ এর সাথে এবং সকল ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশের সাথে গুন করতে হবে। তাহলে আ'উল / মূল সংখ্যা হবে ৭ × ৫ = ৩৫। স্বামীর অংশ হবে ৩ × ৫ = ১৫ ভাগ এবং সহোদর বোনদের অংশ হবে ৪ × ৫ = ২০ ভাগ। এখন ২০ কে ৫ জন বোনের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দেয়া যাবে অর্থাৎ প্রত্যেক বোন পাবে ৪ ভাগ করে। সুতরাং তাছহিহ করার ফলে,

পিতা পেয়েছেন $\frac{১৫}{৩৫}$ ভাগ এবং ৫ জন সহোদর বোন পেয়েছে $\frac{২০}{৩৫}$ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক বোনের প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ $\frac{৪}{৩৫}$ ভাগ। এতে ওয়ারিশগণের অংশের মানেরও কোন পরিবর্তন হয়নি।

যে ৪টি নিয়ম বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ :-

৪। দুই বা ততোধিক শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ যদি তাঁদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করা না যায় এবং বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে তামাছুলের সম্পর্ক থাকে তাহলে যে কোন এক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যা দ্বারা মুল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। তামাছুলের অর্থ হল- এক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যা অপর শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যার সমান হওয়া। অর্থ্যাৎ সমান সমান দুটি সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ককে তামাছুল বলে।[৪২৬] যেমন- হানিফ সাহেব ৬ কন্যা, ৩ দাদী এবং ৩ চাচা রেখে মারা গেলেন।

হানিফ সাহেব

(মৃত) তাছহিহ-১৮

মূল সংখ্যা-৬

কন্যা (৬)	দাদী (৩)	চাচা (৩)
৪/১২	১/৩	১/৩

এখানে কন্যা এবং দাদী হল যাবিল ফুরুজ এবং চাচা হল আসাবা। কন্যার নির্ধারিত অংশ হল $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং দাদীর $\frac{১}{৬}$ অংশ। মূল সংখ্যা হবে ৬। অতএব, সমস্ত সম্পত্তিকে যদি ৬ ভাগ করা হয় তাহলে কন্যারা পাবে ৪ ভাগ, দাদীগণ ১ ভাগ এবং চাচাগণ আসাবা হিসেবে অবশিষ্ঠ ১ ভাগ পাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সকল শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ তাঁদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করা যাচ্ছে না। যেমন- দাদীগণের প্রাপ্ত ১ ভাগ ৩ জন দাদীর মধ্যে ভাগ করে দিলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণের প্রত্যেকের অংশ ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে ভাগ করে দিতে হলে উপরোক্ত নিয়মটিকে অবলম্বন করতে হবে। সূত্রানুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ওয়ারিশগণের লোক সংখ্যা তথা কন্যা, দাদী ও চাচার সংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৩ এবং ৩। এদের পরস্পরের মধ্যে তামাছুলের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, যে কোন এক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যা তথা ৩ কে মূল সংখ্যা ৬ এর সাথে এবং সকল শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশে গুণ করতে হবে। তাহলে মূল সংখ্যা হবে ৬ × ৩ = ১৮। তিন চাচা পাবে ১ × ৩ = ৩ ভাগ, তিন দাদী পাবে ১ × ৩ = ৩ ভাগ এবং ছয় কন্যা পাবে ৪ × ৩ = ১২ ভাগ। এখন প্রত্যেক শ্রেণির প্রত্যেক ওয়ারিশকে পূর্ণ সংখ্যায় তাঁদের প্রাপ্ত অংশ ভাগ করে দেয়া যাবে। এতে অংশের মানেও কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক

[৪২৬] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশী, *আল কাফিয়া ফি হলেন্ড সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, ১০২

চাচা পাবে মূল সম্পত্তির $\frac{১}{১৮}$ ভাগ, প্রত্যেক দাদী পাবে মূল সম্পত্তির $\frac{১}{১৮}$ ভাগ এবং প্রত্যেক কন্যা পাবে মূল সম্পত্তির $\frac{২}{১৮}$ ভাগ হারে।

৫। দুই বা ততোধিক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে যদি তাদাখুলের সম্পর্ক হয় তাদাখুলের সম্পর্ক এর অর্থ হল- দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে একটি অপরটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া।[৪২৭] তাহলে বৃহত্তর সংখ্যা দিয়ে মুল সংখ্যা এবং প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। যেমন- আব্দুর রহিম ৪ স্ত্রী, ৩ দাদী এবং ১২ চাচা রেখে মারা গেল।

আব্দুর রহিম

(মৃত) তাছহিহ-১৪৪

মূল সংখ্যা-১২

স্ত্রী (৪)	দাদী (৩)	চাচা (১২)
$\frac{৩}{৩৬}$	$\frac{২}{২৪}$	$\frac{৭}{৮৪}$

উপরোক্ত মাসআলায় তাছহিহ করার পূর্বে ৪ স্ত্রী পেয়েছিল $\frac{৩}{১২}$ ভাগ, ৩ দাদী $\frac{২}{১২}$ ভাগ এবং ১২ চাচা $\frac{৭}{১২}$ ভাগ। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাঁদের প্রাপ্ত অংশ প্রত্যেক ওয়ারিশ অর্থাৎ উত্তরাধিকারীকে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দেয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাছহিহ এর উপরোক্ত সুত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সূত্রানুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিশ তথা স্ত্রী, দাদী এবং চাচা এর সংখ্যা যথাক্রমে ৪, ৩ এবং ১২। এদের মধ্যে তাদাখুলের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ৪ দ্বারা ১২ কে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। আবার ৩ দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য। এমতাবস্থায় বৃহত্তর সংখ্যা ১২ দিয়ে মূল সংখ্যা এবং ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। এতে মূল সংখ্যা হবে ১২ × ১২ = ১৪৪ ভাগ। ৪ স্ত্রীর অংশ ৩ × ১২ = ৩৬ ভাগ, ৩ দাদীর ২ × ১২ = ২৪ ভাগ এবং ১২ চাচার ৭ × ১২ = ৮৪ ভাগ। এখন প্রত্যেক ওয়ারিশ পূর্ণ সংখ্যায় তাঁদের অংশ পাবে।

অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রী পাবে $\frac{৯}{১৪৪}$ ভাগ,

[৪২৭] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশী, *আল কাফিয়া ফি হলেন্ড সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, ১০২

প্রত্যেক দাদী পাবে $\frac{৮}{১৪৪}$ ভাগ এবং

প্রত্যেক স্ত্রী পাবে $\frac{৭}{১৪৪}$ ভাগ হারে

৬। দুই বা ততোধিক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে যদি তাওয়াফুকের সম্পর্ক থাকে তাহলে এক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার ওফুক অর্থাৎ সাধারণ গুণক দিয়ে অপর শ্রেণির পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। গুণফল দিয়ে তৃতীয় শ্রেণির সংখ্যার ওফুককে গুণ করতে হবে, যদি গুণফল ও তৃতীয় শ্রেণির সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক থাকে। অন্যথায় তৃতীয় শ্রেণির পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। এভাবে চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। অতঃপর গুণফলকে মূল সংখ্যা এবং সকল ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশের সাথে গুণ করতে হবে। যেমন, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ৪ স্ত্রী, ১৮ কন্যা, ১৫ দাদী এবং ৬ চাচা রেখে যায়।

মৃত ব্যক্তি তাছহিহ-৪৩২০

মূল সংখ্যা-২৪

চাচা (৬)	দাদী (১৫)	কন্যা (১৮)	স্ত্রী (৪)
$\frac{১}{১৮০}$	$\frac{৪}{৭২০}$	$\frac{১৬}{২৮৮০}$	$\frac{৩}{৫৪০}$

উক্ত মাসআলায় ৪ স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ হল $\frac{১}{৮}$ অংশ, ১৮ কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ, ১৫ দাদীর $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং ৬ চাচা হল আসাবা। উপরোক্ত অংশগুলির মূল সংখ্যা হচ্ছে ২৪। সমস্ত সম্পত্তিকে ২৪ ভাগ করায় স্ত্রীগণ পেয়েছে ৩ ভাগ, কন্যাগণ ১৬ ভাগ, দাদীগণ ৪ ভাগ এবং চাচাগণ আসাবা হিসেবে পেয়েছে অবশিষ্ট ১ ভাগ। কিন্তু ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ প্রত্যেক ওয়ারিশকে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দেয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় উপরোক্ত নিয়মকে অনুসরণ করে ১৮০ দিয়ে মূল সংখ্যা ২৪ কে গুণ করায় মূল সংখ্যা হয়েছে ৪৩২০। তাছহিহ করার ফলে অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তিকে ৪৩২০ ভাগ করায় স্ত্রীগণ পেয়েছে ৫৪০ ভাগ, কন্যাগণ ১৮৮০ ভাগ, দাদীগণ ৭২০ ভাগ এবং চাচাগণ ১৮০ ভাগ। এতে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে পূর্ণ সংখ্যায় তাঁদের অংশ প্রদান করা যাবে।

৭। দুই বা ততোধিক শ্রেণির ওয়ারিশগণের সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে যদি তামাছূল, তাদাখুল বা তাওয়াফুকের সম্পর্ক না থাকে বরং তাবায়ুন[৪২৮] অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে এক শ্রেণির পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ২য় শ্রেণির পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। গুণফল দিয়ে ৩য় শ্রেণির পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। এভাবে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করে গুণফল দিয়ে মূল সংখ্যা এবং সকল শ্রেণির ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। যেমন- এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ২ স্ত্রী, ৬ দাদী, ১০ কন্যা এবং ৭ চাচা রেখে মারা গেল।

মৃত ব্যক্তি তাছহিহ-৫০৪০

মূল সংখ্যা-২৪

চাচা (৭)	কন্যা (১০)	দাদী (৬)	স্ত্রী (২)
$\frac{১}{২১০}$	$\frac{৬}{৩৩৬০}$	$\frac{৪}{৮৪০}$	$\frac{৩}{৬৩০}$

উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাছহিহ অর্থাৎ বন্টন শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকেই পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা উত্তরাধিকারীগণের ন্যায্য অংশ প্রদান করা যাবে।

অর্থাৎ তাছহিহ করার ফলে

এখন প্রত্যেক স্ত্রী পাবে $\frac{৩১৫}{৫০৪০}$ অংশ,

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩৩৬}{৫০৪০}$ অংশ,

প্রত্যেক দাদী পাবে $\frac{১৪০}{৫০৪০}$ অংশ এবং

প্রত্যেক চাচা পাবে $\frac{৩০}{৫০৪০}$ অংশ হারে।

---

[৪২৮] ছোট-বড় দুটি সংখ্যা যদি এমন হয় যে, ছোট সংখ্যাটি দ্বারা বড় সংখ্যাটিকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না, এবং তৃতীয় এমন কোন সংখ্যাও নেই যা দ্বারা সংখ্যাকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়, তা হলে এমন দুটি সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ককে তাবাউন বলে। সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশী, *আল কাফিয়া ফি হলেন্ড সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, ১০২

গর্ভস্থিত সন্তানের অংশ

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে গর্ভধারণের সর্বাধিক কাল ২ বৎসর এবং সর্বনিম্নকাল ৬ মাস। এ হিসেবে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী ২ বৎসর সময়ের মধ্যে যদি গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে মনে করতে হবে, এ সন্তান মৃত ব্যক্তিরই এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। ২ বৎসর পার হয়ে যাবার পর সন্তান ভূমিষ্ট হলে এ সন্তান মৃত ব্যক্তির নয় এবং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীও হবে না।[৪২৯] অপরদিকে কোন ব্যক্তি বিবাহের পর স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে মৃত্যুবরণ করলে বিবাহের তারিখ থেকে ৬ মাস পূর্ণ হবার পূর্বেই যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এ সন্তান মৃত ব্যক্তির নয় বরং বিবাহের পূর্বেই স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল। এ সন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না। এ প্রসঙ্গে কানযুদ্দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন,

وَالْأَصْلُ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَهَا سَنَتَانِ

অর্থ: বাস্তবতা হচ্ছে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময় হচেছ ছয় মাস এবং সর্বোচ্চ সময় হচ্ছে দুই বছর।[৪৩০]

কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে মারা যায় তাহলে গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা উত্তম। সন্তান ভূমিষ্ট হবার পূর্বেই যদি সম্পত্তি বন্টন করা হয় তাহলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- গর্ভস্থিত সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে, একজন নাকি একাধিক, জীবিত নাকি মৃত এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সম্পত্তি বন্টন করা হয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণই বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওয়ারিশগণ যদি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাহলে গর্ভস্থিত সন্তানকে এক ছেলে মনে করে তার অংশ রেখে দিয়ে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। এটাই হানাফি মাজহাবের আইনবিদগণের মত এবং এর উপরই ফতোয়া। ছেলে জীবিত থাকলে যারা যতটুকু অংশ পায়, ততটুকুই পাবে এবং যারা বঞ্চিত হয় তাঁরা বঞ্চিতই হবে। পরবর্তীতে যদি এক ছেলেই ভূমিষ্ট হয় তাহলে বন্টন নীতি বহাল থাকবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে মেয়ের অংশ রেখে অবশিষ্ট সম্পত্তি অথবা মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি গর্ভস্থিত সন্তানকে ছেলে মনে করায় যারা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বঞ্চিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আর যদি সন্তান একাধিক ছেলে বা মেয়ে ভূমিষ্ট হয় তাহলে বন্টনকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে পুনরায় ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। সুতরাং গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা শ্রেয়।[৪৩১]

---

[৪২৯] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত *পৃ.* ২০৩; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত পৃ.১০৯

[৪৩০] যাইনুদ্দীন বিনইবরাহিম বিন নাজিম,*আলবাহর—র রাহিক শারহু কানযুদ্দাকায়েক*, দার—ল মারেফাহ, বইর—ত, মিশর, তা,বি.খন্ড১১,পৃ. ১৪৮

[৪৩১] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনির—জ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৮; সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত *পৃ.* ২০৪

নপুংসক ব্যক্তির অংশ

যাকে পুরুষ বা নারী কোনটিই স্থির করা যায় না অর্থাৎ যার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় প্রকারের লক্ষণই বিদ্যমান তাঁকে খুনছা বা হিজরা বা নপুংসক বলে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবির মতে প্রত্যেক খুনছা অর্থাৎ নপুংসক ব্যক্তি এক মেয়ের সমপরিমান অংশ পাবে।[৪৩২] কিন্তু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হিজরা বা নপুংসক ব্যক্তি যদি প্রশ্রাব করে পুরুষের মত তবে সে পুরুষ হিসেবে উত্তরাধিকার পাবে আর যদি প্রশ্রাব মহিলাদের মত করে তবে সে মেয়ে হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করবে। কেননা হযরত আলি (রা.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسَأَلَ عَنِ الْخُنْثَى فَسَأَلَ الْقَوْمَ فَلَمْ يَدْرُوا فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلاَمٌ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ.

অর্থ : হযরত আব্দুল জালিল (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি থেকে যিনি বকর ইবনে ওয়ায়িল বংশ হতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আলি (রা.) এর খেদমাতে উপস্থিত হলাম, লোকজন খোনসা বা হিরজার উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিঙ্গেস করছে তাঁরা কোন জবাব দিল না। অতপর হযরত আলি (রা.) বলেন, যদি খুনসা ব্যক্তি পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রশ্রাব করে তবে তাঁকে ছেলে ধরা হবে আর যদি মহিলাঙ্গ দিয়ে প্রশ্রাব করে তবে তাঁকে মেয়ে ধরা হবে। সে অনুপাতে উত্তরাধিকার লাভ করবে।[৪৩৩] নপুংসক ব্যক্তির মধ্যে যদি মহিলার অবস্থা বেশী প্রকাশ পায় তবে সে নারী হিসেবে উত্তরাধিকার পাবে আর যদি পুরুষের অবস্থা বেশী প্রকাশ পায় তবে সে পুরুষ হিসেবে উত্তরাধিকার নিবে।[৪৩৪]

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অংশ

নিরুদ্দেশ ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে জীবিত এবং অন্যের সম্পত্তির মধ্যে মৃত। অর্থাৎ কেউ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং সেও অন্যের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব সম্পত্তি বন্টন করা যাবে না এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বন্টন করা যাবে না এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যে যে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে সে সকল সম্পত্তিও বন্টন করা হতে বিরত থাকতে হবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির খোঁজ পাবার জন্যে দীর্ঘকাল

---

[৪৩২] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট-১৯২৫*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪০; সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্টস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত *পৃ.* ১৯৮

[৪৩৩] আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আল বাইহাকি, *আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, মাজলিছু দায়েরাতুল ম য়ারেফ আননিজামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারতঃ ১৩৪৪ খন্ড.৬, পৃ. ২৬১

[৪৩৪] গবেষক

অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মেয়াদ নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। হানাফি মাজহাবের আইনবিদগণের মতে ৯০ বৎসর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং এর উপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্মের তারিখ হতে ৯০ বৎসর পর তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং ২০ বছর বয়সে যদি কেউ নিরুদ্দেশ হয় তাহলে পরবর্তী ৭০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যারা মারা যাবে তাঁরা নিরুদ্দেশ ব্যক্তি, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। ৯০ বৎসর মেয়াদকাল অতিবাহিত হবার পর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করা যাবে।

তবে সম্পত্তি বন্টন করার পর যদি সে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত হয় তাহলে তাঁর যে সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল তা যথাযথ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সেও যে সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ছিল তা বন্টন হয়ে থাকলে সে সকল বন্টনকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে পুনরায় বন্টন করে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে তাঁর ন্যায্য অংশ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুসান্নেফে আঃ রাজ্জাকে উল্লেখ রয়েছে যে,

أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا

অর্থ: নিশ্চয়ই হযরত ওমর ও ওসমান (রা.) নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বলেন যে, যে দিন থেকে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছে সে দিন হতে চার বছর অপেক্ষা করে তাঁর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। এবং তাঁর স্ত্রী (অন্যত্র বিবাহের জন্র) চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।[৪৩৫]

জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার

যিনা বা ব্যভিচার করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে এবং যিনাকারী ও যিনাকারিণীর কঠোর শাস্তির বিধানও পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যিনার মাধ্যমে যে সন্তান (জারজ সন্তান) জন্মলাভ করে, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে তাঁর অধিকারকেও খর্ব করা হয়নি। জারজ সন্তান যেহেতু পিতৃপরিচয় লাভ করতে পারে না, সেহেতু জারজ সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, পূর্ব বর্ণিত হারে তারা নিজ মাতা ও তাঁদের আত্মীয়গণের ওয়ারিশ হবে। পিতার অংশের প্রসঙ্গ তাঁর নেই।[৪৩৬]

[৪৩৫] আব্দুর রাজ্জাক, *মুসান্নেফে আব্দুর রাজ্জাক*, মাকতাবাতুল ইসলামি বইরুত, লেবানন: ১৪০৩হিঃ খন্ড.৭, পৃ. ৮৫

[৪৩৬] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪৪; *মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে* নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত, ১১১

দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকার

নিকটাত্মীয় এবং পরস্পরের উত্তরাধিকারী এমন একাধিক ব্যক্তি যদি একই দুর্ঘটনায় (যেমন আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, বাস-ট্রাক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) এক সাথে মারা যায় এবং কে কার পূর্বে মারা গিয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। মৃত ব্যক্তিগণ একই সাথে এবং একই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য হবে এবং মৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে না।[৪৩৭]

কয়েদির উত্তরাধিকার

যদি কোন মুসলমান অমুসলিম দেশের কারাগারে (কয়েদখানায়) বন্দী থাকে, তাহলে তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত ইজমালি সম্পত্তিতে তাঁর নির্ধারিত অংশ আলাদা করে রাখতে হবে। এছাড়া সে নিজের অর্জিত যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তাও তাঁর ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কয়েদি পুরুষ হউক বা নারী। সে যদি জীবিত ফিরে না আসে তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর প্রাপ্য অংশ এব নিজের অর্জিত সমুদয় সম্পত্তি তার ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) গণের মধ্যে বন্টন করা হবে। [৪৩৮] এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেন,

وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا)

অর্থ: হযরত সুরাইহ (রা.) শত্রুদের কয়েদ খানায় বন্ধী ছিলেন, তখন তাঁদের মিরাছ বন্টন চলছিল। এবং ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ অনুমতি দিন বন্ধীদের অছিয়ত পূরণ করার জন্য যেহেতু তাঁরা তাঁদের দ্বীন পরিবর্তন করে নাই আল্লাহ যা চাহেন তা ই হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন যে বন্ধী মাল সম্পদ রেখে গেল তা তার পরিবার পরিবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ রেখে গেল ইয়াতিম রেখে গেল তাঁর দায়িত্ব আমার উপর।[৪৩৯]

---

[৪৩৭] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনির‍ুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৩; *মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী*, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত, ১১১

[৪৩৮] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনির‍ুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৪৪; মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে* নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত, ১১১

[৪৩৯] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, কুরআন মাজিদ ও ইসলামি কুতুব প্রকাশক, সাহারানপুর, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, ১৯৮৫, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০০০।

আল মাউসুআত গ্রন্থকার বলেন,

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَعَانَ الْبُغَاةُ بِالْحَرْبِيِّينَ وَأَمَّنُوهُمْ ، أَوْ عَقَدُوا لَهُمْ ذِمَّةً ، لَمْ يُعْتَبَرِ الأَمَانُ بِالنِّسْبَةِ لَنَا إِنْ ظَفِرْنَا بِهِمْ ؛ لأَنَّ الأَمَانَ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ إِلْزَامُ كَفِّهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَؤُلاَءِ يَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِمْ قِتَال الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ يَصِحُّ الأَمَانُ لَهُمْ . وَلأَهْل الْعَدْل قِتَالُهُمْ ، وَحُكْمُ أَسِيرِهِمْ فِي يَدِ أَهْل الْعَدْل حُكْمُ الأَسِيرِ الْحَرْبِيِّ

অর্থ: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফয়ি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যুদ্ধে যদি কোন যুদ্ধা বন্দী হয়, বন্ধীদের নিরাপত্তার জন্য যদি কোন চুক্তি থাকে তবে চুক্তি অনুযায়ী হিসেব হবে। তাঁকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষের মর্যাদা দিতে হবে সর্ব ক্ষেত্রে। আর যদি বন্ধীদেরকে হত্যার ব্যাপারে কোন চুক্তি হয়ে থাকে তখন তাঁকে নিরাপদ ধরা যাবে না। তখন তাঁদেরকে যুদ্ধ বন্ধী হিসেবেই তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [৪৪০]

মুরতাদের উত্তরাধিকার

কোন মুসলামান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাঁকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী বলা হয়।। মুরতাদের দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড এবং পরকালে তাঁরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন হতে (ইসলাম হতে) দুরে সরে যায় এবং এ কুফরী অবস্থায় মুত্যু বরণ করে সে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই ধ্বংস হল। এবং তাঁরা চিরস্থায়ী জাহান্নামি।[৪৪১]

মুরতাদ তাঁর মুসলমান আত্নীয়গণের ওয়ারিশ হবে না এবং মুসলমান থাকাবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা তাঁর মুসলমান ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। মুরতাদ মুসলিমের উত্তরাধিকারে সম্পদ পাবে না। কারণ আল্লাহর রাসুল (স.) বলেন,

---

[৪৪০] আল মাউসুয়াতুর ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যা, *অযারাতুল আওকাফ অশশুউনুল ইসলামিয়া কুয়েত*, কুয়েত: ১৪২৭ হি:, খ.৪, পৃ.১৫২

[৪৪১] আলকুরআন ৪ : ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

অর্থ: হযরত উসামা এবং তার বাবা যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত তারা বলেন নিশ্চয়ই রাসুল (স.) বলেছেন– কোন মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকার হতে পারবে না এবং কোন কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকার হতে পারবেনা।[৪৪২]

আর মুরতাদ অবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা 'বায়তুল মাল'-এ জমা করা হবে।[৪৪৩]

উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকতা

উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা সিরাজি বলেন ,

المانع من الارث اربعة : الرق وافرا كان او ناقصا و القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او كفارة و اختلاف الدينين و اختلاف الدارين اما حقيقة كالحربي والذمي او حكما كالمستامن الذمي او الحربيين من دارين مختلفين والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم

অর্থ: মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা চারটি। যথা : ০১. দাসত্ব, পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ। ০২. এমন হত্যা কান্ড যার কারণে কিসাস কাফফারা ওয়াজিব হয়। ০৩. ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া, ০৪. ভিন্ন দেশী হওয়া। চাই তা প্রকৃত ভাবে হোক বা হুকুমের ক্ষেত্রে হোক। প্রকৃত ভাবে যেমন, হারবি ও যিম্মি। হুকুমের দিক থেকে যেমন নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি (ভিসা নিয়ে জিম্মির দেশে আগমন কারী) ও যিম্মি। অথবা ভিন্ন দুই দেশের দুই হারবি। শাসক ও সেনাবাহিনীর ভিন্নতা কারণে দুটি দেশ ভিন্ন বলে পরিগনিত হয়। কারণ এতে তাঁদের মধ্যে নিরাপত্ত্বা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। [৪৪৪]

এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে :

০১. দাসত্ব, পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ। দাস কখনো মৃত ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে পারে না। কেননা হুজুর পাক (স.) বলেন,

---

[৪৪২] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত ,খ.২, পৃ. ১০০১

[৪৪৩] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৪৩; *মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী*, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, ১১২

[৪৪৪] সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেণ্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, *পৃ*. ২৬-২৭

عن عائشة قالت اشتريت بريرة : فقال النبي صلى الله عليه و سلم (اشتريها فإن الولاء لمن أعتق) . وأهدي لها شاة فقال (هو لها صدقة ولنا هدية)

অর্থ: হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বারিরাহ (রা.) কে ক্রয় করতে চাইলাম তারপর আল্লাহর রাসুল (স.) আমাকে বললেন, তুমি তাঁকে ক্রয় কর কেননা তাঁর উত্তরাধিকার সেই পাবে যে তাঁকে আযাদ করবে। বর্ণনা কারী বলেন, বারিরাকে একটি বকরি হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। এ বকরিটি বারিরার জন্য সাদকাহ আর আমাদের জন্য হাদিয়া।[৪৪৫]

০২. এমন হত্যা কান্ড যার মাধ্যমে কিসাস বা কাফফারা ওয়াজিব হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ.

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ হতে বর্ণিত তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন "হত্যাকারী উত্তরাধিকার হতে পারে না"[৪৪৬]

০৩. ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া। কোন অমুসলিম মুসলিমের উত্তরাধিকার হতে পারবেনা এবং কোন মুসলিম ও কাফিরের উত্তরাধিকার হতে পারবে না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

অর্থ: হযরত উসামা এবং তাঁর বাবা যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, নিশ্চয়ই রাসুল (স.) বলেছেন- কোন মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকার হতে পারবে না এবং কোন কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকার হতে পারবেনা।[৪৪৭]

০৪. ভিন্ন দেশী হওয়া। চাই তা প্রকৃত ভাবে হোক বা হুকুমের ক্ষেত্রে হোক। প্রকৃত ভাবে হারবী ও যিম্মি। হুকুমের দিক থেকে যেমন নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি (ভিসা নিয়ে যিম্মির দেশে আগমনকারী) ও যিম্মি। অথবা ভিন্ন দুই দেশের দুই

[৪৪৫] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, কুরআন মাজিদ ও ইসলামি কুতুব প্রকাশক, সাহারানপুর, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, ১৯৮৫, খ.২, পৃ. ৯৯৯; উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, গোলামের নিজস্ব সম্পদের মালিকানাই নেই সে উত্তরাধিকার হবে কি ভাবে। অতএব দাসত্ব উত্তরাধিকারের পথে বাধা। গবেষক

[৪৪৬] আবু আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল কুযাইবিনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাকতাবাতু আবিল মায়াতি, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদিআরব, তা.বি, খ.৪ পৃ. ৩৭

[৪৪৭] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১০০১

হারবি। শাসক ও সেনাবাহিনীর ভিন্নতার কারণে দুটি দেশ ভিন্ন বলে পরিগণিত হয়। কারণ এতে তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।[৪৪৮] উপরোক্ত চার শ্রেণির লোক মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না।

মোটকথা, ইসলামি শরিয়তের উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবিক যাবিল ফুরুজ ও তাদের অংশ পরিচিতি, আসাবা ও তাদের অংশ পরিচিতি, যাবিল আরহাম ও তাঁদের অংশ পরিচিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে নির্ধারিত যাবিল ফুরুজের অংশ মোট ছয়টি। যথা : $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৬}$ এ ছয় প্রকার অংশের জন্য অংশিদার পুরুষ চার শ্রেণির– পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই ও স্বামী ও নারী বার শ্রেণির– স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রি কন্যা, সহদোরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মাতা, দাদী। আলোচনা করা হয়েছে ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের পদ্ধতি, আ'উল নীতি, রদ্দ নীতি, অংশ বন্টন শুদ্ধিকরণ নীতি বা তাসহিহসহ ফারায়েজের সার্বিক বিধিবিধান নিয়ে। আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার বন্টনের পদ্ধতি, নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকারে অংশ, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার হওয়া ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অংশ বন্টন, জারজ বা অবৈধ সন্তানের উত্তরাধিকার, দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের পারস্পরিক উত্তরাধিকার হওয়া ও না হওয়া প্রসঙ্গ, কয়েদী ব্যক্তির উত্তরাধিকার হওয়া ও তার সম্পদ বণ্টন করা, মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহীর উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকতাসহ ইসলাম ধর্মের উত্তরাধিকারের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

[৪৪৮] সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেন্ডস সিরাজিয়া*, প্রাগুক্ত, *পৃ.* ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : হিন্দু উত্তরাধিকার আইন

তৃতীয় অধ্যায় : হিন্দু উত্তরাধিকার আইন

হিন্দু আইন বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিতেই বুঝে আসে হিন্দু ধর্মের আইন। এটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, দণ্ডবিধি, ফৌজদারী এবং উত্তরাধিকার আইনসহ হিন্দু ধর্মীয় যাবতীয় আইনকে একত্রিত করে যা অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। এ গবেষণার আলোচ্যাংশের বিষয় হচ্ছে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন। তাই হিন্দু উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে। হিন্দুদের ধর্মীয় আইন সময়, কাল, স্থান ও ভৌগোলিক সীমারেখার কারণেও আবার পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। ভারত, মায়ানমার, নেপালসহ অন্যান্য দেশে বসবাসরত হিন্দুগণ তাদের স্ব স্ব দেশের উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। বিশেষ করে মিথিলা, বেনারস, বোম্বে ও মাদরাজ অঞ্চলের হিন্দুগণ মিতাক্ষরা মতবাদের অধীন। ভারতে অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুগণ দায়ভাগ আইনে পরিচালিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুগণও দায়ভাগ আইনে পরিচালিত। তাই বলা যায় হিন্দুগণ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অবলম্বন করে থাকেন মিতক্ষরা ও দায়ভাগ।

আলোচনার সুবিধার্থে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বিষয়টি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, হিন্দু আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সাধারণ নিয়মাবলী, দায়ভাগ ও মিতক্ষরা পরিচয়, শেষপূর্ণ মালিক, নিম্নতম নব্য মালিক, পুরুষ ও নারী উত্তরাধিকার, নারীদের স্বত্ব, শেষ পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী, উত্তরাধিকার স্থগিত করণ, প্রতিনিধিত্ব নীতি, উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা, গুচ্ছাকার ও মাথাপিছু উত্তরাধিকার, পিণ্ড মতবাদ, উত্তরাধিকারে প্রাধান্য, উত্তরাধিকারীত্বে বাঁধাসমুহ বা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিতের কারণ, উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়ার ফলাফলসহ হিন্দু উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াবলী নিয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে মিতক্ষরা পদ্ধতি নিয়ে। আর এতে স্থান পেয়েছে মিতাক্ষরা মতে উত্তরাধিকার, সহ-উত্তরাধিকারিত্ব, সম্পত্তির প্রতিসংক্রম, সমাংশী উত্তরাধিকারী, সপিণ্ড, সমানোদক, বন্ধু, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ এর পার্থক্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে দায়ভাগ পদ্ধতি নিয়ে। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য সূচী হচ্ছে- সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক এর পরিচয়, উত্তরাধিকারের তালিকা, অবৈধপুত্র, দত্তকপুত্র, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকারসহ দায়ভাগ সংক্রান্ত সার্বিক বিধিবিধান।

এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারিশগণ, অযৌতুক স্ত্রীধন ও যৌতুক স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকার নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দু উত্তরাধিকার

হিন্দু[৪৪৯] আইন হিন্দুদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত আইন। এ আইন যারা জন্মসূত্রে হিন্দু, হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত, হিন্দু পিতা–মাতার অবৈধ সন্তান এবং যে ক্ষেত্রে পিতা খ্রিস্টান এবং মাতা হিন্দু সে ক্ষেত্রে অবৈধ সন্তান যদি মায়ের নিকট হিন্দু আচার অনুযায়ী লালিত পালিত হয়, তবে এসব ক্ষেত্রে হিন্দু আইন প্রযোজ্য। আর যদি পিতার নিকট খ্রিস্টান বাবার খ্রিস্টান আচার অনুষ্ঠানে লালিত পালিত হয় তবে তাঁর ক্ষেত্রে খ্রিস্টান আইন প্রযোজ্য। বৌদ্ধ[৪৫০], জৈন[৪৫১], শিখ[৪৫২] এবং সাঁওতালরা[৪৫৩] হিন্দু ধর্মভূক্ত না হলেও তাঁদের নিজস্ব প্রথা সম্মত আইন ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু জুরিসপ্রুডেন্স[৪৫৪] অনুযায়ী হিন্দু আইন হচ্ছে হিন্দু ধর্মের একটি শাখা। সে কারণে হিন্দু আইনকে সর্বোতভাবে পার্থিব আইন বলা যায় না। হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের একটি। এ ধর্মের সূত্রপাত কখন হয়েছে তা কোন ঐতিহাসিকই সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। এ ধর্মের প্রবর্তক কে বা কারা তাঁরও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না । তবে অনুমিত হয় যে হিন্দুদের ধর্ম শাস্ত্র বেদ- এর উদ্ভব হতে হিন্দু ধর্মের সূত্রপাত হয়।[৪৫৫] হিন্দু শব্দটি কোন হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ নাই । আইন বিজ্ঞানীদের মতে, হিন্দু আইন হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন। কারণ, হিন্দুগণ ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের সনাতনী প্রথা পুরোপুরিভাবে অনুসরণে সক্ষম হয়েছে। তাই আদিকাল থেকে হিন্দুগণ সনাতন পন্থী বিধায় হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম নামে খ্যাত। সনাতন শব্দের অর্থ ইংরেজীতে Traditional

---

[৪৪৯] ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন জাতি বা ধর্ম; উক্ত জাতীয় বা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি, {ফা. হিন্দু <সং সিন্ধু}, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ভারতঃ ২০০৪ পৃ.৬২৮

[৪৫০] গৌতুম বৌদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম, এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বনকারীদের বুঝানো হয়েছে। গবেষক

[৪৫১] ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ; মহাবীর কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী ঢাকাঃ জুন–২০০৯, পৃ. ৪৭৯

[৪৫২] গুর— নানক প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী; জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষ, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪৮

[৪৫৩] সাওতাল ভারতের আদিবাসী জাতি বিশেষ{সং সামন্ড়পাল} প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮২

[৪৫৪] Jurisprudence শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Juris prudentia শব্দ মালা হতে উদ্ভুত হয়েছে। Juris শব্দের অর্থ আইন আর prudentia অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞান বা জ্ঞান। সুতরাং জুরিসপ্র—ডেন্স অর্থ দাড়াল আইনের জ্ঞান বা আইন বিজ্ঞান। এড.নাজনীন হোসেন, *জুরিস্প্র—ডেন্স*, জলি ল বুক সেন্টার, ঢাকা-২০০৭, পৃ.০১

[৪৫৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল বুক কোম্পানী, ঢাকা–২০০৮, পৃ. ৩১১

এবং বাংলাতে শাশ্বত অর্থাৎ চিরন্তন। তাই সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যা অতীতে ছিল, বর্তমানে চলছে এবং ভবিষ্যতে চলবে।[৪৫৬]

উত্তরাধিকার আইনের দৃষ্টিতে হিন্দুর পরিচয়

আলোচ্যাংশে হিন্দু কে বা হিন্দুর পরিচয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু আইনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু আইনে পরিচালিত হন, হিন্দু আইন মেনে চলেন, হিন্দু আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেন তাঁদের পরিচয় নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে করে হিন্দু আইনে নিয়ন্ত্রিত কোন ব্যক্তি আলোচনা হতে বাদ না পড়ে। হিন্দু আইনে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের ৯টি পরিচয় তুলে ধরা হল।[৪৫৭]

০১. জন্মগতভাবে যারা হিন্দু এবং যারা হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের অধিক্ষেত্রে এসেছে সকলেই হিন্দু আইনের শাসনাধীন।

০২. হিন্দু পিতা–মাতার অবৈধ সন্তান হিন্দু আইনের অধীন।[৪৫৮]

০৩. খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী পিতার অবৈধ সন্তান, কিন্তু মাতা হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মের পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছেন এমন ব্যক্তি হিন্দু আইনের অধীন।[৪৫৯] তবে উল্লেখ্য এই যে, মিতাক্ষরা[৪৬০] আইনে ইহা স্বীকৃত নহে।

০৪. আদিম জাতি যারা অনার্য বলে অভিহিত যদি হিন্দু রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তবে তাঁরা হিন্দু আইনের অনুশাসনভুক্ত । তবে যদি তাঁরা হিন্দুর রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ না করে থাকে তবে তাঁদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিই আমলে আসবে।

---

[৪৫৬] ভবেষ রায়, *সনাতন হিন্দুধর্ম কি এবং কেন?*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স,ঢাকা; ২০০৭, পৃ.৩, বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*,প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১১

[৪৫৭] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১–৩১২

[৪৫৮] হিন্দু পিতা মাতার অবৈধ সন্ত্মান এ জন্য বলা হয়েছে যে, পিতা ও মাতা দুজনই হিন্দু কিন্তু তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়। গবেষক

[৪৫৯] পিতা খ্রিস্টান মাতা হিন্দু কিন্তু তারা স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ নয়। সন্ত্মান মায়ের আচার আচরণে আবদ্ধ বিধায় সে হিন্দু আইনে শাসিত হবে। গবেষক

[৪৬০] হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দুটি নীতিতে পরিচালিত হয় দায়ভাগ ও মিতক্ষরা। উপরোক্ত নীতিটি শুধু দায়ভাগ আইনে নিয়ন্ত্রিত। অধ্যাপক এ,কে, এম মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ.৩২৬

০৫. জৈন, বৌদ্ধ, শিখ সম্প্রদায় নম্বুদ্রী ব্রাক্ষণ[৪৬১] এবং লিঙ্গায়িত সম্প্রদায়ের লোকেরাও হিন্দু আইনের অনুশাসন ভূক্ত তবে যে ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব প্রচলিত বিধি–বিধান এবং প্রথা চলে এসেছে, সে ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম।

০৬. বাংলাদেশের বৈজ্ঞব [৪৬২] সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম বিরোধী কতিপয় আচারানুষ্ঠান পালন করে থাকে এবং তাঁরা জাতিভেদ মানে না। ব্রাক্ষণ[৪৬৩] এবং অব্রাক্ষণদের বিবাহে ইহাদের কোন বাঁধা নেই। দয়ানন্দ সরস্বতীর[৪৬৪] আর্য্য সমাজভূক্ত লোকজনও হিন্দু ধর্মের বা আইনের আওতাধীন।

০৭. জন্মগতভাবে হিন্দু হয়ে যেসব ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করেছে এবং পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় হিন্দু ধর্মের অধিক্ষেত্রে ফিরে হিন্দু ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছে অথবা ঐ সকল অনুষ্ঠান ছাড়াই সমাজ যাদের গ্রহণ করেছে[৪৬৫] তাঁরাও হিন্দু ধর্মের আওতাধীন।

০৮. নায়ক জাতীয় হিন্দু নর্তকীর[৪৬৬] গর্ভজাত পুত্র যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাঁর পুত্রাদি হিন্দু পরিবারের হিন্দু পিতামহ দ্বারা বা অন্য নিকটাত্মীয় দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে তাঁরাও হিন্দু আইনের অন্তগর্ত।

০৯. আর্য সমাজী[৪৬৭], সাঁওতালগণ তাঁদের প্রচলিত রীতিনীতির ব্যতিক্রম না হলেও হিন্দু আইনের অধিক্ষেত্রে আসে।

---

[৪৬১] নম্বুদ্রী ব্রাক্ষণ হিন্দু ধর্মের একটি স্কুল বিশেষ। ব্রাক্ষণ কয়েক প্রকারের হয় তম্মধ্যে একটি হল নম্বদ্রী ব্রাক্ষণ। গবেষক

[৪৬২] বিঞ্ঞুব উপাসক, ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা: জুন–২০০৯, পৃ. ৯০৫

[৪৬৩] রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবেনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্তৃক প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায় ও তার অনুসারী । ব্রক্ষ্র সমাজ যিনি ব্রাক্ষ্রণকে জানেন; হিন্দু মতে উচ্চ বর্ণের লোক। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৩-৯১৪

[৪৬৪] দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দু ধর্মের একজন প্রসিদ্ধ পন্ডিত। তিনি আর্য্য শ্রেণী ভুক্ত স্বরস্বতী পুজার উদ্ভাবক বলে অনেকে ধারণা করেন। গবেষক

[৪৬৫] যে সকল লোক জন্মগত ভাবে হিন্দু না অন্য কোন ধর্মের অনুসারী এমন ব্যক্তি যদি হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে চায় তবে তাকে কিছু

আনুষ্ঠানিকতা বা সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। আর যে সকল জন্মগত ভাবে হিন্দু লোক হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে থাকে তারপর যদি সে হিন্দু ধর্তে ফিরে আসতে চায় তবে সে আনুষ্ঠানিকতা বা সামাজিকতা পালন না করেও হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে পারবে এ বিষয়টিই আলোচ্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। গবেষক

[৪৬৬] নর্তক স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে নর্তকী, নৃত্যব্যবসায়ী, নট, নাচনে ওয়ালী, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৬

[৪৬৭] আর্য – মনুষ্যজাতি বিশেষ; মান্য সম্মানিত। হিন্দুমতে স্বামী বা সারধর্মের পথ। আর্য অর্থ জ্ঞানার্থক অতএব যারা জ্ঞানী অথবা শাস্ত্র পারঙ্গম তারাই আর্য, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৪

হিন্দু আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র

হিন্দু আইন হিন্দুদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত আইন। তবে প্রশ্ন উঠে হিন্দু কারা? প্রাচীনকালে সিন্ধুনদের উপকূলে যে আর্যজাতি বসতি করে, তাঁরাই হিন্দু। হিন্দুগণ আদিকাল হতেই ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের সনাতনী[৪৬৮] প্রথা পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে আসছেন বিধায় হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। কিন্তু যেহেতু আর্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত সেহেতু তাঁদের ধর্ম এবং আইনকে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু আইন বলা হয়েছে। যা হোক ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্বর্ণিত ব্যক্তি ও সম্প্রদায় হিন্দু আইনের অন্তর্ভূক্ত যথা:-

০১. যারা জন্মসূত্রে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত।

০২. হিন্দু পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান।

০৩. যে ক্ষেত্রে পিতা খ্রিস্টান এবং মাতা হিন্দু, সে ক্ষেত্রে অবৈধ সন্তান যদি মায়ের নিকট হিন্দু আচার অনুযায়ী লালিত পালিত ও দীক্ষিত হয় ।

০৪. ভারতের বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সম্প্রদায় এবং সাঁওতালগণ হিন্দু ধর্মভূক্ত না হলেও তাঁদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনে শাসিত। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং 'শিখধর্ম সনাতনধর্মেরই অঙ্গ।[৪৬৯]

০৫. জন্মসূত্রে হিন্দু ব্যক্তি যদি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করার পর অনুতপ্ত হয়ে হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হন।

০৬. যে সকল হিন্দু বাইজি[৪৭০] মোহাম্মদিয়া[৪৭১] ধর্মে ধর্মান্তরিত, তাঁদের সন্তানগণ যদি তাঁদের পিতামহ কর্তৃক পালিত হয়, সে সকল সন্তান হিন্দু আইনে শাসিত হবে।

---

[৪৬৮] সনাতন নিত্য; চিরস্থায়ী; চিরন্তন। সনাতনী {বি স্ত্রী} হিন্দু দেবী দুর্গা; লক্ষ্মী; সরস্বতী। প্রাচীনপন্থি হিন্দু ধর্মাচারে আস্থাবান। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১১১২

[৪৬৯] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৩

[৪৭০] বাইজি, বাইজী {বি} পেশাদার সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ শ্রেণির নর্তকী (বাইজি আসরটি মাত করে দিয়েছিল) ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮৪৪

[৪৭১] মোহাম্মদি ধর্ম বলতে এখানে ইসলাম ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। গবেষক

জন্মগতভাবে কোন হিন্দু যদি স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে বসবাসরত অবস্থায় খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ না করে সার্বিক ভাবে ইংল্যান্ডের রীতিনীতি আচার ব্যবস্থায় জীবন যাপন করে তবে সে হিন্দু আইন দ্বারাই শাসিত হবে। একই ভাবে ব্রক্ষ[৪৭২] সম্প্রদায়, আর্য্য সম্প্রদায়ও হিন্দু আইনের আওতাভূক্ত।

যে সকল হিন্দু ইসলামধর্ম অথবা খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি বা অনুষ্ঠানাদি পালন করে আসছে বিধায় সে পরিমাণ আইনের সুযোগ সুবিধা তাঁরা ভোগ করতে পারবে। কারণ প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধি দ্বারা তাঁরা পুনরায় হিন্দুধর্মে আসতে পারে। কিন্তু উক্ত বিধানে তাঁদের ঔরসজাত সন্তান সন্ততির উপর প্রযোজ্য হবে না।

সেসব মুসলমান যারা পূর্বে হিন্দু সমাজভূক্ত ছিল এবং হিন্দু আইনবিধি ও ব্যবস্থাপনা মতে এখনও জীবন যাত্রা নির্বাহ করে আসছে এসব ব্যক্তিও হিন্দু আইনের আওতায় আসবে।[৪৭৩]

ভারতে সর্বশেষ সংশোধনী দ্বারা হিন্দু আইনের পরিসর বিস্তৃত করা হয়েছে[৪৭৪]। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ইচ্ছে করলে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হতে পারে। সনাতনধর্মে বিশ্বাস এবং হিন্দুয়ানি আচার আচরণের দ্বারাই হিন্দুত্ব অর্জিত হতে পারে। হিন্দু আইন বিজ্ঞানের বিশারদগণ বলেন যে, অন্য ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হতে বাঁধা নেই। তবে এরূপ দীক্ষিত ব্যক্তিগণ সুদ্র[৪৭৫] বলে গণ্য হবে। আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মকর্ম ও ধর্মে বিশ্বাসের দ্বারা সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে পারে। হিন্দুত্ব অর্জনের পথে কোন বাঁধা নেই।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সাধারণ নিয়মসমূহ

১। পিণ্ড[৪৭৬] মতবাদ হিন্দু আইনের দায়ভাগ[৪৭৭] পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এছাড়া আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে মিতাক্ষরা[৪৭৮]। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে নিয়মাবলীরও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে । স্মৃতিশাস্ত্রে[৪৭৯] উল্লেখ আছে যে

---

[৪৭২] শ্রী কৃষ্ণ বলিলেন–হে অর্জুন! পরমাত্মা ব্রক্ষ। জীবাত্মা অধ্যাত্মা। যজ্ঞাদিই কর্ম। শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, *শ্রীমদ্ভগবতগীতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ঢাকা:১৯৯৯, পৃ. ১২২; ব্রক্ষ – নির্গুণ পরমাত্মা, পরব্রক্ষ; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, পরম তত্ত্ব, তপস্যা। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৫৯

[৪৭৩] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৩

[৪৭৪] প্রাগুক্ত

[৪৭৫] সুদ্র অর্থ হিন্দু ধর্মে নতুন দীক্ষিত। যা ইসলাম ধর্মে বলা হয় নব বা নও মুসলিম। গবেষক

[৪৭৬] পি–বি. ডেলা (মাংসপি); পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের ডেলা (পিদান); অন্নের ডেলা; দেহ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬৭

[৪৭৭] দায়ভাগ– দায় {দায়}*বি* উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি; পৈতৃক ধন-সম্পত্তি। –ভাগ *বি* পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ। হিন্দু মতে জীমুতবাহনকৃত পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কিত প্রাচীন আইন গ্রন্থ। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৬০০

যারা মৃত সপিণ্ড, তাঁরা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হবে। সপিণ্ড শব্দের অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যাকার পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহনের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। বিজ্ঞানেশ্বর মতে পিণ্ডের অর্থ শরীর। মৃত ব্যক্তির শরীরের সহিত যারা সম্পর্কযুক্ত তাঁরাই মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড। অতএব তাঁরাই মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রক্তের সাথে নিকট সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর উত্তরাধিকার হবে।[৪৮০]

অপরপক্ষে দায়ভাগ রচয়িতা পণ্ডিত জীমুত বাহন সপিণ্ডের অর্থ করেছেন যে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে[৪৮১] যারা শাস্ত্র মতে পিণ্ডদানের অধিকারী তাঁরাই মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড এবং উত্তরাধিকার হবার যোগ্য।[৪৮২] বিজ্ঞ পণ্ডিতদ্বয়ের সপিণ্ড কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা হেতু বাংলাদেশে প্রচলিত দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইন মিতাক্ষরা হতে ভিন্ন।

হিন্দুদের কেহ মারা গেলে তাঁদের আত্মার প্রশান্তির জন্য হিন্দুধর্মের বিধান মতে যে আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে। শ্রাদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তিসহ পিতৃ এবং মাতৃ কুলের উর্ধতন তিন পুরুষের আত্মাদের আহ্বান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হয়।[৪৮৩] উহাকে আদ্য শ্রাদ্ধও বলে। আর যদি হিন্দুদের সমুদয় আত্মাদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করে আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় তাকে পিণ্ডদান বলে।[৪৮৪]

---

[৪৭৮] মিতাক্ষরা–*বি.*যাজ্ঞবল্ক্য– সংহিতার টিকা: বিজ্ঞানেশ্বর রচিত এই টিকাগ্রন্থ হিন্দু উত্তরাধিকার বিধি–বিষয়ক– ইহার মৌলিক মতবাদের জন্য বিখ্যাত।{সং মিত+অক্ষর+আ}। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৯৭; ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৯৮৪

[৪৭৯] স্মৃতি শব্দে অর্থ হচেছ– স্মরণ, মনেরাখার ক্ষমতা, ; স্মরণশক্তি, স্মারক চিহ্ন, ধ্যান, ধর্মসংহিতা। প্রাগুক্ত পৃ. ১১৮৩; স্মৃতিকে হিন্দু আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্মৃতির আক্ষরিক অর্থ হল যা মনে রাখা হয়েছিল বা স্মরণ রাখা হয়েছিল। সুতরাং যে সকল ঐশ্বরিক নির্দেশাবলী আর্য মুনিঋষিগণ গুর–শিষ্য পরম্পরায় স্মরণ রেখে এবং যা মুনিগণ পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন, উহাই স্মৃতিশাস্ত্র। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৫

[৪৮০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৪

[৪৮১] শ্রাদ্ধ–*বি* শ্রদ্ধার সহিত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পি–দান ও শাস্ত্রবিহিত অন্যান্য অনুষ্ঠান। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৫৬

[৪৮২] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১৪

[৪৮৩] মৃত ব্যক্তির ছেলে যদি শ্রাদ্ধ করে তবে সে তার পিতৃকুলের বাবা, দাদা, দাদার বাবা এবং মাতৃকুলের নানা, নানার বাবা ও নানার বাবার বাবাকে শ্রাদ্ধে আহবান করে থাকে। গবেষক

[৪৮৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৪

২। কোন হিন্দু পুরুষ মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের নিয়মাবলী কোন স্ত্রীলোক স্ত্রীধন[৪৮৫] (সম্পূর্ণ স্বত্বের অধিকারিণী) রেখে মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকার নির্ণয়ের নিয়মাবলী হতে পৃথক।

৩। দায়ভাগ উত্তরাধিকার রূপে সম্পত্তি পাবার কেবল একটাই নিয়ম স্বীকার করে তা হল উত্তরাধিকারী সূত্র। যেমন রাম ও কানাই দুই ভ্রাতা যৌথ পরিবারভূক্ত এবং তাঁদের পারিবারিক সম্পত্তিতে প্রত্যেকের সম অংশ। এমতাবস্থায় রাম একটি পুত্র রেখে মারা গেলে তাঁর অংশ তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। ভ্রাতা কানাই রামের কোন সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে না। পিতার মৃত্যুতে পুত্রের সম্পত্তি পাওয়াকে বলা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়া।

পক্ষান্তরে, মিতাক্ষরা মতে সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুইটি নিয়ম মেনে চলে। যেমন- রাম ও কানাই দুই ভ্রাতা মিতাক্ষরা শাসিত অঞ্চলে[৪৮৬] যৌথ পরিবারভূক্ত হিসাবে বসবাস করে।

তাঁরা পূর্ব পুরুষের নিকট হতে ২০ বিঘা জমি প্রাপ্ত হয়েছে। রাম তাঁর ব্যবসা করে নিজ নামে আরো ৩০ বিঘা জমি অর্জন করে এক পুত্র রেখে পরলোকগমন করে। এমতাবস্থায় রামের স্ব উপার্জিত ৩০ বিঘা জমি তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে এবং পূর্বে পুরুষাগত ২০ বিঘা জমিতে কানাইর অংশ যৌথ পরিবারের উত্তরজীবী রামের পুত্র এবং ভ্রাতা কানাই সম অংশ পাবে। এ নিয়মকেই বলা হয় উত্তরজীবী সূত্রে সম্পত্তি পাওয়া।[৪৮৭]

দায়ভাগ মতে উত্তরজীবী সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার নিয়মকে স্বীকার করে না। তবে দুইটি ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম আছে যেমন,

---

[৪৮৫] স্ত্রীধন– যে সম্পত্তির উপর কোন হিন্দু মহিলার চুড়ান্ড় মালিকানা রয়েছে তাকেই স্ত্রীধন বলে। এ মালিকানা বলে সে স্ত্রীধন ভোগ, দখল, দান, বিক্রয় বা উইল ইত্যাদি করতে পারে। পক্ষান্ড়রে যে সকল সম্পত্তিতে একজন হিন্দু মহিলার সীমিত অথবা জীবন স্বত্তের অধিকারিণী হয় উহাকে নারীর সম্পত্তি বলে। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ২৬৭

[৪৮৬] দায়ভাগ পদ্ধতি বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে প্রচলিত এবং মিতক্ষরা পদ্ধতি পাকিস্থান এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চালু আছে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৬; এছাড়া মিতাক্ষরা মতবাদের কয়েকটি সাব স্কুল রয়েছে যথা: বেনারসী পন্থী, মিথিলা পন্থী, বোম্বে পন্থী, পাঞ্জাবপন্থী। অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৭৮

[৪৮৭] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

মৃত রমেশ ১

স্ত্রী	স্ত্রী
কমলা (জীবন স্বত্বে)	মায়া (জীবন স্বত্বে)
১/২	১/২

বিধবা কমলা মারা গেলে তাঁর অংশ মায়া জীবনস্বত্বে অর্থাৎ ষোল আনা সম্পত্তি পাবে। মায়া মারা গেলে তাঁর জীবন স্বত্বের স্বামী রমেশের নিকটবর্তী সপিণ্ডদের উপর বর্তাবে।

আবার যদি রমেশ দুই কন্যা উত্তরাধিকারী রেখে মারা যায় তা হলে প্রত্যেক কন্যা ১/২ অংশ করে জীবনসত্বে[৪৮৮] পাবে। পরে এক কন্যা মারা গেলে অপর কন্যা উত্তরজীবী সূত্রে ষোল আনা পাবে এবং ঐ কন্যার মৃত্যুর পর তাঁর পিতা রমেশের নিকটবর্তী সপিণ্ড পাবে।

৪। মিতাক্ষরা মতবাদের আওতাধীনে আবার চারটি উপমতপন্থী রয়েছে। যেমন বেনারস, মিথিলা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ স্কুল। বাংলাদেশে বেনারস ও মিথিলা উপমতপন্থী অনুযায়ী ৫ শ্রেণির মহিলারা পুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার হকদার। তাঁরা হল বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী[৪৮৯]। উক্ত উপমতপন্থী অনুযায়ী সহোদর ভগ্নী উত্তরাধিকার হয় না । কিন্তু বোম্বে এবং মাদ্রাজ উপমতপন্থী মতে ভগ্নী উত্তরাধিকারিণী হয়।[৪৯০]

[৪৮৮] রমেশ যেহেতু উত্তরাধিকারী হিসেবে কেবল দুই কন্যা রেখে মারা গেছে তাই তার দুই কন্যা রমেশের সম্পূর্ণ সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক করে ভোগ করতে পারবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে তারা ভোগ করবে। যদি একজনের মৃত্যু হয় তবে অপরজন সমস্ড় সম্পদের মালিক হবে সেও যদি মৃত্যু বরণ করে তবে উক্ত সম্পত্তি রমেশের অন্যান্য ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন হবে। কারণ হিন্দু আইনে কোন মহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পদের স্থায়ী মালিক হতে পারে না। গবেষক

[৪৮৯] The Hindu Woman's right to property Act. 1937 পাশ হবার আগে সম্পত্তিতে নারীর যে অবস্থা ছিল তা ঐ আইন পাশ হবার পর বহুলাংশে পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে বিধবা কেবল মাত্র সন্ড়ানের কাছ থেকে এক পুত্রের সমান ভরণপোষণ পেত তাও আবার পুত্রবতী বিধবা। এ আইন পাশ হবার পর বিধবাকে একপুত্রের সমান সম্পদের জীবনস্বত্ত ভোগী করেছেন তবে আইনানুগ সাকসেশনের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিক্রিও করতে পারবেন। কন্যাদের কোন উত্তরাধিকার ছিল না এ আইন দ্বারা পুত্র না

৫। কোন পুরুষ যখন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন মহিলা বা পুরুষ যেখান থেকেই হোক না কেন, সে ঐ সম্পত্তি তাঁর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা[৪৯১] অর্জিত হয়। অপর পক্ষে কোন মহিলা যখন উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন যেখান থেকেই হোক না কেন সে পাবে কেবল জীবন স্বত্ত্বরুপে, জীবন আছে যতদিন ভোগ করবে ততদিন।[৪৯২]

বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের মধ্যে দু'ধরনের উত্তরাধিকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা- দায়ভাগ পদ্ধতি এবং মিতাক্ষরা পদ্ধতি। দায়ভাগ পদ্ধতি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিবঙ্গ ও আসামে প্রচলিত আছে। পাকিস্তানে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মিতাক্ষরা পদ্ধতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। দায়ভাগ মতে পিণ্ডদানের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী। যারা পিণ্ড দিতে পারে তাঁরাই মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ বলে গণ্য হয়। পিণ্ড দাতাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।[৪৯৩] যেমন

(ক) সপিণ্ড

(খ) সকুল্য ও

থাকলে কন্যাদের উত্তরাধিকার করা হয়েছে। কন্যা একাধিক হলে সর্বপ্রথম কুমারী কন্যা পাবেন, বাকী কন্যাগণ বঞ্চিত হবে। কুমারী না থাকলে পুত্রবতী কন্যা পাবেন পুত্রহীনা কন্যা বঞ্চিত হবে। মাতা, পিতামহী, প্রপিতামী সকলেই জীবতস্বত্ত পাবে মাত্র। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ২০০

[৪৯০] হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে দায়ভাগ এবং মিতক্ষরা ছাড়াও চারটি উপমত রয়েছে যথা বেনারস, মিথিলা বোম্বে এবং মাদ্রাজ স্কুল । বেনারস ও মিথিলা স্কুল মতে বোন উত্তরাধিকার হয় না কিন্তু বোম্বে এবং মাদ্রাজী মতে বোনগণ উত্তরাধিকার হয।[৪৯০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৬

[৪৯১] পূর্ণাঙ্গ মালিকানা অর্থ হচ্ছে সে এ সম্পদ বিক্রয়, হেবা, দান, মর্গেজ উইলসহ যে কোন ধরণের হস্ত্মান্ড্র করতে পারবে। পক্ষান্ড্রে জীবন স্বত্ত্ব হচ্ছে যত দিন বেঁচে থাকবে তা ভোগ করতে পারবে খোরপোষ হিসেবে সে উপরোক্ত ভাবে তা হস্ত্মান্ড্র করতে পারবে না। গবেষক

[৪৯২] জীবনস্বত্ব মৃত্যুর সাথে বিলুপ্ত হয়। তখন যার থেকে জীবনস্বত্ব পেয়েছিল তার নিকটবর্তী সপিন্ডগণ উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশদের ভাবি উত্তরাধিকারী বা রিভারশনার বলে। গবেষক

[৪৯৩] দায়ভাগ মতে পিন্দানকারী তিন প্রকার হেতু ওয়ারিশ ও তিন প্রকার যথা : সপিন্, সাকুল্য ও সমানোদক। সর্বপ্রথম সপিন্ উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে, সপিন্ না থাকলে সাকুল্য যদি সপিন্ ও সাকুল্য না থাকে তবেই কেবল সমানোদক উত্তরাধিকার গ্রহণ করে থাকে। সমানোদক উত্তরাধিকার হওয়া নজির খুব কম। বাংলাদেশে প্রযোজ্য দায়ভাগ মতে মৃতের অন্ড্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিন ধরণের উত্তরাধিকার স্বীকৃত, যথা : অবিভক্ত পিন্দান, বিভক্ত পিন্দান বা পিন্লেপদান এবং পিন্কাদান। দায়ভাগ মতবাদ সম্পূর্ণভাবেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অধীন দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বহু রক্ত সম্বন্ধীয় সগোত্রীয় কুটম্বকে অপসারণ করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি কোন ওয়ারিশ বা নিকটকুটুম্ব না রাখিয়া স্বর্গে গমন করেন তবে তার সম্পদ ০১. গুরুদেব; ০২. শিষ্যবগণ; অথবা ০৩. সতীর্থ পাবেন। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, হিন্দু আইন, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৩

(গ) সমানোদক

মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির রক্তের সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয়। এরা তিন শ্রেণির। যথা :

(ক) সপিন্ড

(খ) সমানোদক এবং

(গ) বন্ধু।

দায়ভাগ আইনে উত্তর প্রজন্ম তথা উত্তরাধিকারীর (Succession) কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, মিতাক্ষরা আইনে উত্তরাজীবি (Survivorship)।[৪৯৪]

মিতাক্ষরা যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি Coparcener বা সহ-উত্তরাধিকারী[৪৯৫] গণের স্বত্ব একত্রিত থাকে। বাটোয়ারামূলে একজন Coparcencer বা সহ-উত্তরাধিকারী তাঁর অংশ নির্দিষ্ট করলেও অন্যান্য Coparcener গণের অংশ নির্দিষ্ট হয় না [17 DLR (SC) 126] পিতা কর্তৃক সম্পত্তির বাটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পর যদি কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে সে পুত্র নতুন করে পূর্বের বাটোয়ারা দাবী করতে পারে না [9 DLR 577]।[৪৯৬]

---

[৪৯৪] দায়ভাগ আইনে উত্তর প্রজন্ম তথা উত্তরাধিকারীর (Succession) কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্ড়রে, মিতাক্ষরা আইনে উত্তরাজীবি (Survivorship) কথা বলা হয়েছে। উত্তরাধিকার– *বি.* আত্মীয়তার দাবিতে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকার, ওয়ারিশ স্বত্ব কে বুঝায়। উত্তরাজীবি বলতেও তাই বুঝায়।শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮৫। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল যৌথ পরিবার ভুক্ত সম্পদের দুইভাই একত্রে বাবার সম্পদের উত্তরাধিকার কিন্তু দুইভায়ের একজন নিজে যে সম্পদ উপার্জন করেছে সে সম্পদে অপর ভাই উত্তরাধিকার নয় শুধু উপার্জনকারী ভাইয়ে পুত্রগণই উত্তরাধিকার এ দুই সম্পদ একত্রে বন্টিত হলে প্রথম অবস্থার ভাই উত্তরাজীবি। গবেষক

[৪৯৫] যৌথ পরিবারে যখন দুই বা ততোধিক পুরুষ যুগপৎভাবে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় তখন তাদিগকে সহ–উত্তরাধিকারী বলে। তাদের সম্পত্তিতে একক দখল থাকতে হয় যদিও কালে তা তাদের মধ্যে বিভাগ বন্টিত হতে পারে। উক্ত বিভাগ বন্টনে উত্তরজীবির নিয়ম বলবৎ নয়। প্রত্যেক সহ–উত্তরাধিকারী উক্ত সম্পত্তিতে তদীয় সত্বে অবিভক্ত অংশ লাভ করে এবং তৎমৃত্যুতে তদীয় আপন উত্তরাধিকারীদের কাছে একক দখলকালে স্বোপার্জিত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়। এবং যতদিন উক্ত একক দখল বলবৎ থাকে ততদিন উত্তরাধিকারীদিগকে সহ–অধিকারী বলা হয়। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত পৃ. ৫১

[৪৯৬] পিতা যখন সহ-উত্তরাধিকারীদের সাথে উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টন করে তখন তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। পিতা বন্টন করে সমস্ড় সম্পদ বুঝেও নিয়েছেন এমতাবস্থায় যদি তার একটি পুত্র সন্ড়ান জন্মগ্রহণ করেন এবং পুত্র সন্ড়ান বড় হয়ে বলেন যে আমি ঐ বন্টন মানি না তবে তার দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না। গবেষক

দায়ভাগ আইনে পিতা, পুত্র বা পুত্রের পুত্র একই সঙ্গে কোন সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কোন Coparcener বা সহ–উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয় না। পিতার বর্তমানে কেহ কোন প্রকার অংশ দাবী করতে পারে না।

পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্বোপার্জিত সম্পত্তি এবং পৈত্রিক সম্পত্তির ষোল আনা অংশে পুত্রগণ উত্তরাধিকার সূত্রে স্বত্ত্বাধিকারী হয় এবং প্রত্যেকে তাঁদের অংশ বাটোয়ারা মূলে মালিকানা স্বত্ব প্রাপ্ত হয়।

৬। শেষপূর্ণ মালিক (Last full owner)

যে ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কোন সম্পত্তির ষোল আনা রকমে ম্যালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী হলে সেই সম্পত্তি বাবদ তাঁকে বলা হয় পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী বা full owner এবং সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারীর মাধ্যমে কোন সন্তান বা বংশের উদ্ভব হলে সম্পত্তির সেই পূর্ণ সত্ত্বাধিকারী।[৪৯৭]

৭। পুরুষ এবং নারীর উত্তরাধিকার

পুরুষ লোক মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকার নির্ণয়ের নিয়মাবলী কোন স্ত্রী লোক স্ত্রীধন রেখে মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকার নির্ণয়ের নিয়মাবলী হতে পৃথক। স্ত্রীধনের অর্থ, যে সম্পত্তিতে কোন স্ত্রীলোক, সম্পূর্ণ সত্বের অধিকারিণী। [৪৯৮] পুরুষ যখন কোন সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী হয়, তখন তা নিরঙ্কুশ। হিন্দু পুরুষ তাঁর সম্পত্তি দখন, হেবা, বিক্রয়, দান, অতিথিশালা নির্মাণ, উইলসহ যে কোন প্রকার হস্তান্তর করতে পারে। পুরুষের উত্তরাধিকারের ধারাও স্বাভাবিক। প্রথমে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু কোন হিন্দু মহিলার সম্পত্তি সব সময় নিরঙ্কুশ নয়।[৪৯৯]

স্ত্রীধন ও নারীর সম্পদ নিরুপন

হিন্দু আইনানুসারে একজন পুরুষ যে কোন ভাবে সম্পদ অর্জন করুক না কেন তাতে তাঁর নিরঙ্কুশ মালিকানা রয়েছে বা থাকে পক্ষান্তরে একজন মহিলার সব সম্পদে সব সময় নিরঙ্গুশ মালিকানা থাকে না। তাই মহিলাদের সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা

[৪৯৭] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন* প্রাগুক্ত পৃ. ৯০

[৪৯৮] আলোচ্যাংশে পুর“ষের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন পদ্ধদি ও নারী বা স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। পুর“ষের পরিত্যক্ত সম্পদের নীতি মালা থেকে নারীর সম্পদ বা স্ত্রীধনের নীতি মালা ভিন্ন সে বিষয়টি বুঝানোর জন্যই এ অনুচেছদ কায়েম করা হয়েছে। তাছাড়া পুর“ষ যে কোন ভাবেই সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে তা নিরঙ্কুশ কিন্তু নারীর সম্পত্তিতে নারী নিরঙ্কুশ স্ত্রীধনে নারী নিরঙ্কুশ নয়। গবেষক

[৪৯৯] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

ক. স্ত্রীধন

হিন্দুমহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ অর্জন করে থাকেন যেমন, বৈবাহিক সূত্রে স্বামীর কাছে থেকে, পিতা–মাতার নিকট হতে ইত্যাদি এ জাতীয় সম্পদ স্ত্রীধন হিসেবে পরিচিত। আর এ স্ত্রীধনে মহিলার নিরঙ্কুশ মালিকানা থাকে না আইনগত অধিকার ছাড়া স্ত্রী বা মহিলা তা বিক্রয়, দান, বয়, কট, হেবা ইত্যাদি করতে পারে না।

খ. নারীরসম্পদ

হিন্দুমহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যতীত যে সকল সম্পদ রয়েছে যেমন- নিজের উপার্জিত সম্পদ, চাকুরীর অর্থ, উপঢৌকন, নিজস্ব ব্যবসার লভ্যাংশসহ যে সকল সম্পদ রয়েছে তা নারীর সম্পদ বলে। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্য্যেণ বলেন, স্ত্রীলোক চিত্র বা সেলাই প্রভৃতি শিল্পকার্য্য করে যে ধন পাবে, অথবা পিতা, পিতৃকুল, মাতা, মাতৃকুল, ভর্ত্ত ও ভর্ত্তৃকুল ভিন্ন অন্য কারো নিকট হতে প্রীতিনিবন্ধন যে ধন পাবে, পতি ইচ্ছে করলে সে ধন নিতে পারেন; কিন্তু নিতে ইচ্ছে না করলে তাও স্ত্রীধন; আর পিতৃকুল, মাতা, মাতৃকুল, ভর্ত্ত; ভর্ত্তাকুল হতে যখন যা পাবে তাই স্ত্রীধন; তম্মধ্যে বিবাহকালে যা পাবে তাকে যৌতুক বা যৌতুক ধন বলে। [৫০০]

তা দুই ভাগে বিভক্ত। এক হচ্ছে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যা কেবলমাত্র নারী স্বত্ব ভোগী হিসেবে ভরণপোষণ হিসেবে পেয়ে থাকে। দুই হচ্ছে নারীর সম্পদ যা একান্তই তাঁর সেটি হচ্ছে তাঁর নিজস্ব অর্জন। এটা প্রায় তা নিরঙ্কুশ। কিন্তু তাঁর উত্তাধিকারের ধারা ভিন্নরূপ।

৮। নারী উত্তরাধিকারী

বাংলাদেশ, বেনারস ও মিথিলা স্কুল মতে শুধুমাত্র পাঁচ শ্রেণির নারী পুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী যথা:

০১. বিধবা

০২. কন্যা

০৩. মাতা

---

[৫০০] শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়ুমণিঃ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬৪–৩৬৫

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে কয়টি বিষয় পরিস্কার তা হচ্ছে মহিলার ০১. নিজস্ব পারিশ্রমিক, ০২. পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি কর্তৃক উপঢৌকন, ০৩. পতি বা স্বামীর দান, ০৪. যৌতুক ইত্যাদি নারীরসম্পদ হিসেবে পরিগনিত হবে। গবেষখ

০৪. পিতামহী এবং

০৫. প্রপিতামহী। [৫০১]

হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন ১৯২৯ এর দ্বারা পুত্রের কন্যা, দৌহিত্রী এবং বোনও এ তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। তবে তাদিগকে মিতাক্ষরা আইন দ্বারা শাসিত হতে হবে। মাদ্রাজ স্কুল ১৯২৯ সনের আইনে উল্লেখিত তিনজনসহ অধিকতর নারী সদস্যকে উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বোম্বে স্কুল অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা আরো বেশী। [৫০২]

হিন্দু আইনের দুইটি প্রধান মতপন্থী থাকলেও মিতাক্ষরার আওতাধীন আবার ৪টি উপমতপন্থী[৫০৩] (Sub-school) রয়েছে তাঁদের বলা হয়, বেনারস স্কুল, মিথিলা স্কুল, বোম্বে স্কুল এবং মাদ্রাজ স্কুল।

বাংলাদেশে, বেনারস স্কুল ও মিথিলা স্কুল মতে শুধুমাত্র পাঁচ শ্রেণির মহিলারা পুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার হক্দার। তাঁরা হলেন বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহী।[৫০৪]

প্রোক্ত মত অনুযায়ী সহোদর ভগ্নী উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পায় না কিন্তু বোম্বে এবং মাদ্রাজ স্কুল মতে ভগ্নী উত্তরাধিকারিণী হিসেবে স্বীকৃত।

---

[৫০১] বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহী এ পাঁচ প্রকার নারী ব্যতীত অন্য কোন নারী হিন্দু উত্তরাধিকারে কোন সম্পত্তি পায় না। অর্থ্যাৎ আপন বোন, ফুফু, নানী, খালা, ফুফাতবোন, বোনের কন্যা ইত্যাদি উত্তরাধিকার হয়না তবে কেবল মাত্র বোম্বে এবং মাদ্রাজ স্কুল মতে ভগ্নী উত্তরাধিকারিণী হিসাবে স্বীকৃত। হিন্দু আইনানুসারে মহিলাদের অধিকার খুবই সংকোচিত। নারীগণ কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে যতটুকুপায় তা জীবনস্বত্ব হিসেবে। আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতীত তারা কোন সম্পদ বিক্রয় বা কোন প্রকার হস্ত্মান্তর করতে পারে না। কন্যাগণও বঞ্চিত হয় যদি তাদের কোন ভাই জীবিত থাকে। যদি শুধু কন্যা থাকে তবে কেবল মাত্র কুমারী কন্যা সম্পদ পায় বিবাহিতা বা বিধবা কন্যাগণ পায় না। যদি সকল কন্যা বিবাহিতা হয় তবে কেবল মাত্র পুত্রবতী কন্যাগণ পায় কন্যার মাগণ সম্পদ পায় না। এতটুকুও প্রদান করা হয়েছে রাষ্ট্রিয় আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় কোন বিধানে নয়। গবেষক

[৫০২] *হিন্দু উত্তরাধিকার বিধান (সংশোধনী) আইন,* ১৯২৯, ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সন, অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, হিন্দু আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

[৫০৩] মুসলমানদের মধ্যে যেমন কিছু সম্প্রদায় আছে তাদের মতামত ভিন্ন যেমন শিয়া, খারিজী, রাফিযি, ক্বাদরিয়া, জাবারিয়া তেমন হিন্দুদের মধ্যে কিছু উপদল লক্ষ করা যায় প্রধানত বেনারস স্কুল, মিথিলা, স্কুল, বোম্বে স্কুল এবং মাদ্রাজ স্কুল। গবেষক

[৫০৪] এ পাঁচজনের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত্ম হয়েছে ১৯২৯ সনের ২১ শে সেপ্টেম্বর হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাশ হবার পর। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত– ৩১৮

৯। নারীদের স্বত্ব সীমিত

কোন পুরুষ যখন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পায়, তা সে মহিলা অথবা পুরুষ যার নিকট হতেই হোক না কেন, সে ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণ স্বত্বে পায়। পক্ষান্তরে কোন নারী যখন উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি পায় তা সে মহিলা অথবা পুরুষ যার নিকট হতেই হোক না কেন, সে ঐ সম্পত্তি সীমিত অর্থাৎ জীবন স্বত্বে পায়।[৫০৫]

১০। শেষ পূর্ণ স্বত্বাধিকারী Last full owner

যিনি শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারী তিনিই কেবলমাত্র পরের প্রজন্মকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে পারেন। শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারী নারীর স্ত্রীধন ব্যতিত সর্বদাই পুরুষ হয়ে থাকে। তাঁকেই পূর্ণ স্বত্বাধিকারী বলা যায় যিনি মৃত্যুকালে সম্পত্তির পূর্ণ (সীমিত নহে) স্বত্বাধিকারী ছিলেন।[৫০৬] যে ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কোন সম্পত্তি ষোল আনা রকমে মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী হলে সে সম্পত্তি

---

[৫০৫] মিতাক্ষরা পরিবারের কোন পৃথক হিন্দু অথবা দায়ভাগ পরিবারের যে কোন হিন্দু , বিধাব এবং ভাই রেখে মারা গেলে, বিধবাই তার উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি পাবেন। কিন্তু বিধবা যেহেতু একজন মহিলা তাই ঐ সম্পত্তি তিনি নিরঙ্কুশভাবে পাবেন না। তিনি শুধু ঐ সম্পত্তির আয় ভোগ অধিকারী। তিনি ঐ সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে পারবেন না, যদি না ঐরূপ করবার পক্ষে কোন আইনগত আবশ্যকতা দেখা দেয়। তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তার নিজ উত্তরাধিকারীগণের নিকট বর্তাবে না। উহা তার স্বামীর নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী অর্থাৎ স্বামীর ভ্রাতার নিকট চলে যাবে। বাসুদের গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

[৫০৬] উদাহরণের মাধ্যমে শেষ পূর্ণ স্বত্বাধিকারী বিষয়টি পরিস্কার হবে– ক, মারা গেলেন। ঐ সময় তাঁর পরিবারে বেঁচে থাকল বিধবা স্ত্রী, মাতা, তার ভাই খ, এবং একজন কাকা গ। ক-এর মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী হিসাবে তার বিধবা স্ত্রী তার সম্পত্তি পাবেন। তবে তিনি সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী নহেন। অতএব বংশের পরবর্তী ধাপ তার দ্বারা রচিত হয় না। তিনি মারা গেলে সম্পত্তি শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারী (ক)-এর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মাতার নিকট ফিরে যাবে। মাতাও তা নিরঙ্কুশভাবে লাভ করবেন না। কারণ, তিনিও বংশের পরবর্তী ধাপ রচনা করেন না। অতএব, তার মৃত্যু হলে সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারী পাবে না। সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবেন শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারী ক-এর পরবর্তী উত্তরাধিকারী তার ভ্রাতা। 'খ' পুরুষ হিসাবে সম্পত্তি নিরঙ্কুশভাবে লাভ করবেন। তিনি সম্পত্তির পূর্ণস্বত্বাধিকারী এবং বংশের পরবর্তী ধাপ তার দ্বারা রচিত হবে। তার মৃত্যু হলে সম্পত্তি তার নিজ উত্তরাধিকারীগণের নিকট বর্তাবে। তিনি যদি বিধবা স্ত্রী রেখে যান তবে সম্পত্তি ঐ বিধবা পাবেন, কাকা 'গ' পাবেন না কিন্তু যেহেতু বিধবার স্বত্ব সীমিত এ কারণে তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারী 'খ' এর পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নিকট যাবে। সেই উত্তরাধিকারী যদি 'গ' হন, তবে সম্পত্তি তার নিকট যাবে। পুরুষ হিসাবে 'গ' সম্পত্তি লাভ করবেন নিরঙ্কুশভাবে এবং তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি পাবে তার উত্তরাধিকারীগণ। পুরুষ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি পূর্ণ স্বত্বে লাভ করেন। তিনি বংশের পরবর্তী ধাপ রচনা করেন। স্ত্রীধন-এর ক্ষেত্র ব্যতীত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর স্বত্ব সীমিত। তিনি উহার পূর্ণ স্বত্ব লাভ করেন না। অতএর বংশের পরবর্তী ধাপ রচনা করতে পারেন না। নারী উত্তরাধিকারীগণের সীমিত স্বত্ব হিন্দু আইনের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীধনের ক্ষেত্র ছাড়া কোন নারী উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি রেখে মারা গেলে, ঐ সম্পত্তি তিনি পুরষ বা নারী যার নিকট হতেই পান না কেন, উহা তার নিজ উত্তরাধিকারীগণের নিকট বর্তাবে না। ঐ সম্পত্তি তিনি যে শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারীর নিকট হতে পেয়েছেন তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নিকট যাবে। সেই উত্তরাধিকারী যদি 'গ' হন, তবে সম্পত্তি তার নিকট যাবে। পুরুষ হিসাবে 'গ' সম্পত্তি লাভ করবেন নিরঙ্কুশভাবে এবং তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি পাবে তার উত্তরাধিকারীগণ। পুরুষ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি পূর্ণস্বত্বে লাভ করেন। তিনি বংশের পরবর্তী ধাপ রচনা করেন। স্ত্রীধন-এর ক্ষেত্র ব্যতীত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর

বাবদ তাঁকে বলা হয় শেষ পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী এবং সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারীর মাধ্যমে কোন সন্তান বা বংশের উদ্ভব হলে সম্পত্তির সে পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী ব্যক্তিকেই নতুন যৌথ পরিবারের জনক বলা হয় (fresh stock of decent)।[৫০৭]

১১। উত্তরাধিকার কখনও স্থগিত থাকে না

যখন কোন হিন্দু মারা যান তম্মুহুর্তে তাঁর নিকটতম উত্তরাধিকারী তাঁর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে যোগ্যতার উত্তরাধিকারীর জন্ম হবে এ আশায় উত্তরাধিকার স্থগিত হয় না। তবে শেষ পূর্ণ স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর সময় পুত্র বা কন্যা তাঁর স্ত্রীর গর্ভে থাকলে উত্তরাধিকার স্থগিত থাকতে পারে। [৫০৮]

কোন হিন্দুর মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় নিকটতম উত্তরাধিকারী । পরে আরো বাঞ্ছনীয় উত্তরাধিকারী জন্মিতে পারে, সেই ভরসায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব স্থগিত রাখা যায় না। যেমন রাম এবং শ্যাম দুই সহোদর ভ্রাতা। বাংলাদেশের দায়ভাগ শাসিত রামের একটি জন্মান্ধ ছেলে আছে এবং বিবাহিত। তদবস্থায় রাম মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি ভ্রাতা শ্যাম পাবে। হিন্দু দায়ভাগ আইনে জন্মান্ধ ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হতে পারে না[৫০৯] এবং সে কারণে রামের অন্ধ পুত্র হতে তাঁর ভ্রাতার দাবী অগ্রগণ্য হল। অন্ধপুত্র সম্পত্তি না পেলেও তাঁর অর্থাৎ অন্ধের কোন পুত্র থাকলে রামের পৌত্র হিসেবে রামের ভ্রাতা হতে ঐ পৌত্রের দাবীই অগ্রগণ্য হত। এ অবস্থায় রাম মারা গেলে তাঁর অন্ধ পুত্রের কোন সন্তান হতে পারে এ ভরসায় শ্যামের উপর একবার আইন সঙ্গতভাবে সম্পত্তি বর্তিলে পরে যদি অন্ধ পুত্রের একটি পুত্র জন্মে তথাপি শ্যামকে বঞ্চিত করে এ সম্পত্তি আবার রামের পৌত্রের নিকট ফিরে আসবে না। হিন্দু আইনের ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি, কেহ একবার সম্পত্তি আইন সঙ্গতরূপে সম্পূর্ণস্বত্বে পেলে তা হতে বঞ্চিত হয় না। এখানে যদি এমন হয় যে, রামের মৃত্যুর সময় তাঁর অন্ধ পুত্রের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিল এবং মৃত্যুর পর অন্ধের একটি পুত্র সন্তান জন্মে, তবে রামের মৃত্যুর পর জন্মিলেও ঐ পৌত্র রামের সম্পত্তি পাবে।

স্বত্ব সীমিত। তিনি উহার পূর্ণ স্বত্ব লাভ করেন না। অতএব বংশের পরবর্তী ধাপ রচনা করতে পারেন না। নারী উত্তরাধিকারীগণের সীমিত স্বত্ব হিন্দু আইনের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীধনের ক্ষেত্র ছাড়া কোন নারী উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি রেখে মারা গেলে, ঐ সম্পত্তি তিনি পুর“ষ বা নারী যার নিকট হতেই পান না কেন, উহা তার নিজ উত্তরাধিকারীগণের নিকট বর্তাবে না। ঐ সম্পত্তি তিনি যে শেষপূর্ণ স্বত্বাধিকারীর নিকট হতে পেয়েছেন তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নিকট বর্তাবে। নারীর স্ত্রীধন হতে তার নিজ উত্তরাধিকারীগণ সম্পত্তি লাভ করে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮,১৯,২০

[৫০৭] অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[৫০৮] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

[৫০৯] শারীরিক ও মানসিক অসমর্থতার কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অধ্যাপক এ. কে. এম. মনির“জ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২৪

তদবস্থায় আইনত ধরে লওয়া হবে যে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় সে উত্তরাধিকার হয়েছিল এবং ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শ্যাম তাঁর পক্ষে সম্পত্তি দখল করেছে।

১২। প্রতিনিধিত্বের নীতি

পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র একই সঙ্গে উত্তরাধিকার লাভ করে। কারণ পৌত্র তাঁর পিতার এবং প্রপৌত্র তাঁর পিতা এবং পিতামহের প্রতিনিধি। একজন পুত্র, একজন পৌত্র যার পিতা মারা গিয়েছে, একজন প্রপৌত্র যার পিতা এবং পিতামহ মারা গিয়েছে, তাঁরা সকলেই একসঙ্গে পিতৃ পক্ষীয় সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার অর্জন করে। এর কারণ এই যে, পৌত্র তাঁর মৃত পিতার উত্তরাধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রপৌত্র তাঁর মৃত পিতা এবং পিতামহ উভয়ের উত্তরাধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে।[৫১০] উপরোক্ত বিষয়টি নিম্নে উদাহরণ দ্বারা পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করা হল। রাম নামে এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় তাঁর শ্যাম নামে এক পুত্র ছিল, রামের জীবদ্দশায় রামের অপর মৃত পুত্রের দুই পুত্র যদু এবং মধু ছিল এবং অপর মৃত পুত্র ও পৌত্রের কালীপদ, হরিপদ এবং শ্যামাপদ নামে তিন পুত্র ছিল।

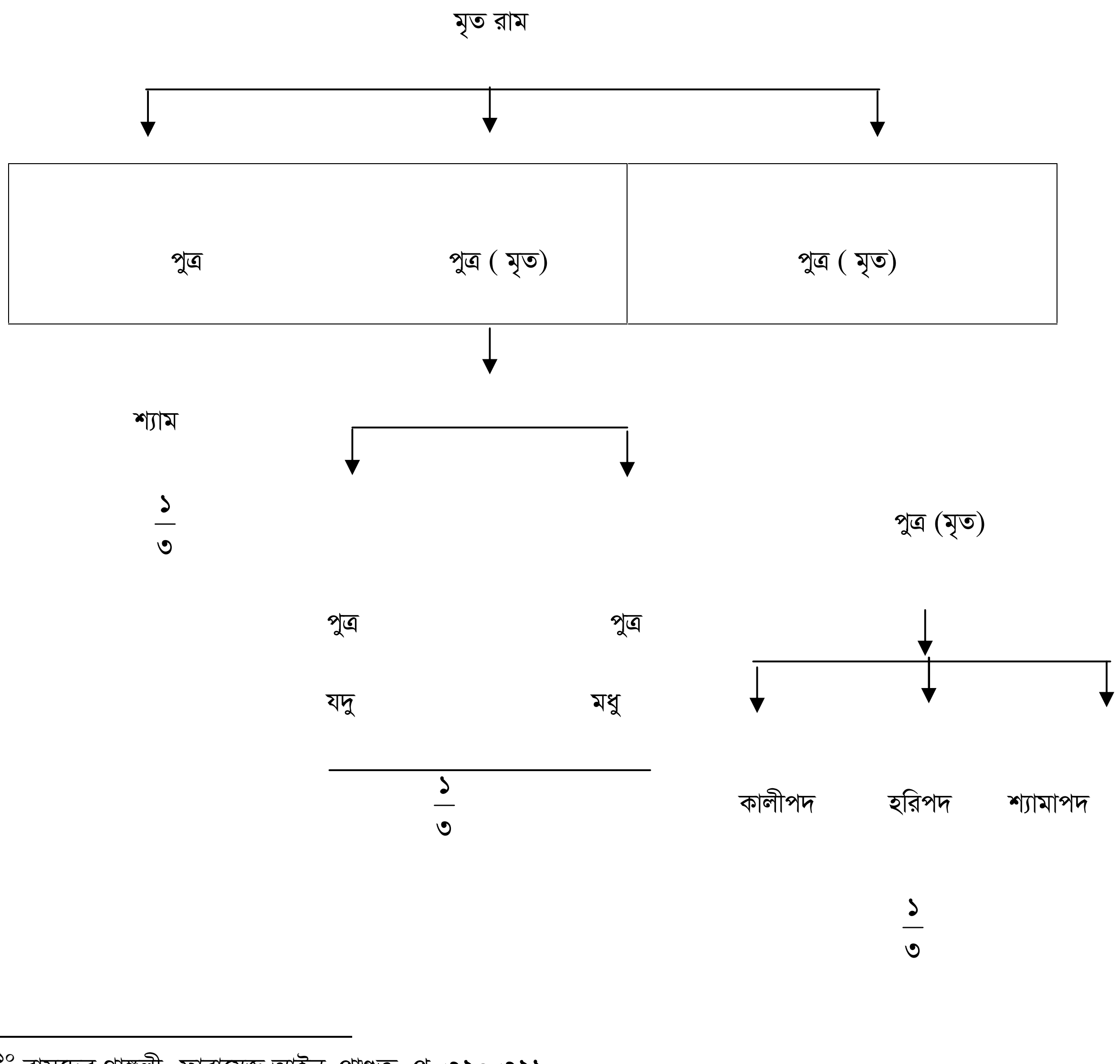

[৫১০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০-৩২১

এ অবস্থায় রামের মৃত্যুর পর তাঁর ত্যাজ্য বিত্তের অংশ রামের ছেলে শ্যাম পাবে, অপর মৃত পুত্রের স্থলবর্তী রূপে অংশ দুই পৌত্র যদু এবং মধূ তুল্যাংশে পাবে এবং অবশিষ্ট অংশ মৃত পুত্র এবং পৌত্রের স্থলবর্তী হিসাবে তিন প্রপৌত্র কালীপদ, হরিপদ ও শ্যামাপদ তুল্যাংশে পাবে।

এভাবে স্থলবর্তীরূপে অংশ পাওয়াকে বলা হয় অংশপিছু উত্তরাধিকার (Succession per stripes) স্মরণ রাখা দরকার যে ইহাই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে প্রতিনিধিত্ব মতবাদ প্রয়োগ করা যায়। অন্য কোন অবস্থাতেই ইহা প্রযোজ্য নহে।

যেমন রাম মারা যাওয়ার সময় রামের পূর্বে মৃত কন্যার দিকের এক দৌহিত্র ছিল এবং অপর মৃত কন্যার দিকের দুই দৌহিত্র ছিল।

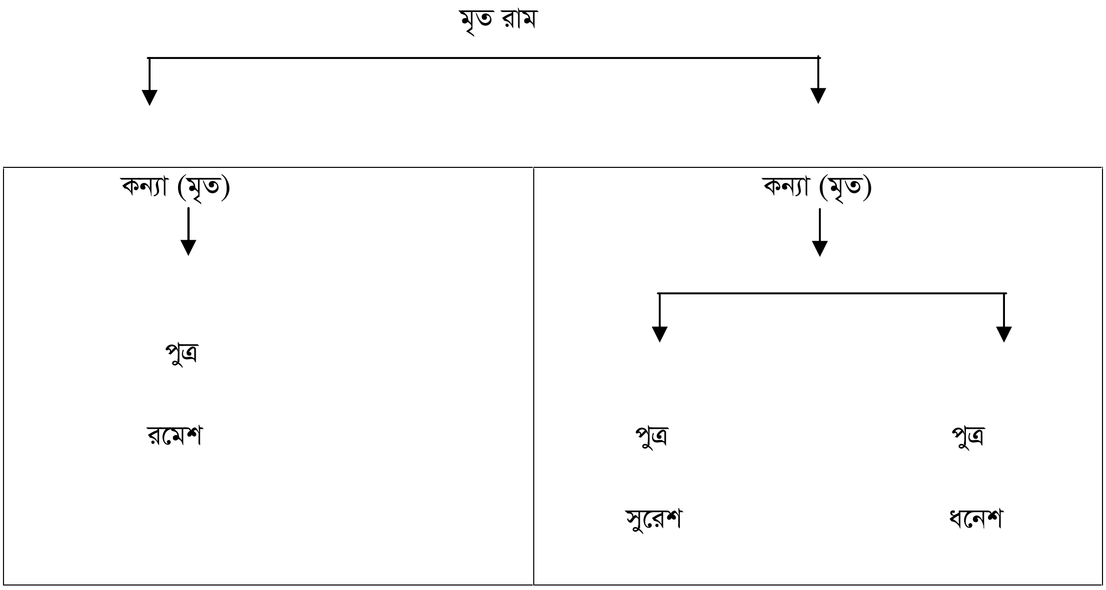

এ অবস্থায় স্থলবর্তী মতানুযায়ী রমেশ ১/২ অংশ এবং সুরেশ ও ধনেশ ১/২ অংশ পাবে না। রামের তিন দৌহিত্র প্রত্যেকে সমান অংশ পাবে। এভাবে সমান অংশ পাওয়াকে বলে মাথাপিছু উত্তরাধিকারী (Succession per capita)। এ ক্ষেত্রে কন্যাগণ জীবন স্তত্বের অধিকারিণী বিধায় দৌহিত্রগণ সরাসরি রামের উত্তরাধিকারী হবে এবং সেজন্য প্রত্যেকের অংশ সমান হবে।[৫১১]

১৩। উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা

কোন হিন্দুর উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা কায়েমি স্বত্বাধিকার নহে। সুতরাং দৈব্য সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকার হস্তান্তর করতে পারেন না। [৫১২] 'দৈব্য সম্ভাব্য উত্তরাধিকার' যেহেতু স্থায়ী স্বত্বে নিবর্তিত কোন উত্তরাধিকার নহে, তাই এ সম্পত্তি

[৫১১] অধ্যাপক এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২০–৩২১

[৫১২] দৈব্য সম্ভাব্য উত্তরাধিকার বলতে কোন বিশেষ সম্পত্তিতে একজন হিন্দু ব্যক্তির এরূপ উত্তরাধিকার অর্জন করাকে বুঝায়, যে সম্পত্তির উপর তার কোন কায়েমী স্বার্থ নাই অর্থাৎ, কোন হিন্দুর মৃত্যুর পর তার কোন নিকটতম আত্মীয় যদি উক্ত মৃত হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার

বৈধ স্বত্বে হস্তান্তর করা যায় না। অর্থাৎ, সম্ভাব্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পত্তিকে বৈধভাবে হস্তান্তর করা যায় না। সম্ভাব্য উত্তরাধিকারের একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে; জগদীশ নামের কোন এক হিন্দুর এক ভাই এবং এক খুড়া[৫১৩] আছে।

এক্ষেত্রে জগদীশের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সম্পত্তির অধিকারী হবে। কিন্তু জগদীশের জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর ভাই জগদীশের সম্পত্তিতে কোন অধিকার সৃষ্টি হবে না। কারণ, জগদীশের সম্পত্তি যে তাঁর ভাই শেষ পর্যন্ত পাবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অর্থাৎ জগদীশের জীবদ্দশায় যদি তাঁর ভ্রাতা মারা যায়, সেক্ষেত্রে খুড়াই জগদীশের সম্পত্তি পাবে। সম্পত্তি পাওয়ার এই সম্ভাবনাকেই হিন্দু আইনে সম্ভাব্য উত্তরাধিকার বলা হয় ।[৫১৪]

১৪। গুচ্ছাকারে এবং মাথাপিছু উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার সাধারণত মাথাপিছু হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীগণ সমান অংশ পেয়ে থাকেন। ইহা মাথাপিছু উত্তরাধিকার বলে। পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক গুচ্ছ সমান অংশ পান। ইহা গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার বলে।[৫১৫]

১৫। পিণ্ড মতবাদ

দায়ভাগ মতে পিণ্ড মতবাদ অতি গুরুত্বপূর্ণ। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ বা নিবেদন করাকে পিণ্ড বলে। হিন্দুদের কেহ মারা গেলে শ্রাদ্ধ করতে হয়।[৫১৬] পিণ্ড তিন প্রকার, যথা :

লাভ করে, তবে সেই উত্তরাধিকার অর্জনকেই হিন্দু আইন মতে দৈব্য সম্ভাব্য উত্তরাধিকার (Spes succession) বলা। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২২

[৫১৩] খুড়া, খুড়ো *বি* চাচা; কাকা; পিতৃব্য; পিতার ছোট ভাই; ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২৫

[৫১৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩২৩

[৫১৫] জন্মগুণে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়াকে গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার বলে। মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারাকৃত সম্পত্তিতে গুচ্ছাকারে বা অংশপিছু উত্তরাধিকার লাভ করে। অপরপক্ষে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অংশ লাভ করাকে মাথাপিছু উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। মৃত ব্যক্তির পুত্র প্রপৌত্র তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারাকৃত সম্পত্তিতে গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার হিসেবে অধিকার লাভ করে এবং পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র ও কন্যার কন্যা স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হলে মাথাপিছু উত্তরাধিকার হিসেবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৩

[৫১৬] শ্রাদ্ধের সময়মত মৃত ব্যক্তিসহ তার পিতৃকুলের উর্ধ্বতন তিনপুরুষ এবং মাতৃকুলের উর্ধ্বতন তিন পুরুষের আত্মাদের আহ্বান করা হয় এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার নামই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধেয় আত্মাদের আহ্বান করে আনলে তাদের কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থাও থাকা উচিত । অতি প্রাচীনকাল থেকে পিণ্ডদান অনুষ্ঠানে আতপ চাউল. দুধ, কলা মিষ্টি ইত্যাদি একত্রে মেখে

ক. অবিভক্ত পিণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পিষ্টক

খ. পিণ্ডলেপা অর্থাৎ ভগ্নাংশ পিণ্ড-যা পিণ্ড তৈরীর সময় কিছু উপাদান পিণ্ডের পাত্রে লেগে থাকে ও

গ. পিণ্ড জল।

পিণ্ডের সম্পর্ক পারস্পরিক। এতেও একজন অপরজনের নিকট হতে আহুতি লাভ করে এবং একইভাবে প্রদানও করে। তাই সপিণ্ড ব্যক্তি হল তিন পুরুষ উপরের এবং নীচের। পিণ্ড দানের সম্পর্ক এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান যার পিতৃ বা মাতৃ পক্ষের সাধারণ পূর্বপুরুষকে পিণ্ড দেয়া ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে সরাসরিভাবে পিণ্ড দিতে পারেনা। এর কারণ হল, এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন একজন মারা গেলে অপরজন উত্তরজীবীগণ কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষকে দেয়া পিণ্ডে অংশ গ্রহণ করে।[৫১৭] এজন্য ভাই, পিতার পুত্র, বোনের পুত্র এবং পিতার বোনের পুত্র, সপিণ্ড বলে গণ্য হয়। একইভাবে মায়ের ভাই, মায়ের ভাই-এর পুত্র এবং মায়ের বোনের পুত্র ও সপিণ্ড বলে গণ্য হয়। কারণ, মৃত ব্যক্তির মাতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগকে পিণ্ড প্রদান করে তাঁরা মৃত ব্যক্তির জীবিতবস্থায় প্রাপ্য নৈতিক দায়িত্ব পালন করছে। এভাবে তাঁরা মৃত ব্যক্তির ধর্মীয় কল্যাণে কার্য সমাধা করে।

১৬. উত্তরাধিকারে প্রাধান্য

হিন্দু আইনে উত্তরাধিকারীদের ক্রমবিবরণ রয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই ক্রম তালিকায় যে বা যারা অগ্রবর্তী তাঁদের দাবি বা অধিকার অগ্রগণ্য। যেমন দায়ভাগ আইনে সপিণ্ড থাকলে সকুল্য ও সমানোদক বাদ যাবে। একইভাবে মিতাক্ষরা মতে গোত্রজ সপিণ্ড থাকলে সমানোদক ও বন্ধু বাদ যাবে।[৫১৮] দায়ভাগ মতে সপিণ্ড অগ্রাধিকার, সপিণ্ড না থাকলে সকুল্যগণ পিণ্ড দিতে পারে। সপিণ্ড ও সকুল্য না থাকলে সমানোদক উত্তরাধিকারী হবে। উত্তরাধিকারের প্রাধান্য নির্ণয়ের উপাদানসমূহ নিম্নে ব্যক্ত করা গেল;

আমন্ত্রিত আত্মাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হত এবং একেই বলে পিণ্ড দান। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন মৃত ব্যক্তিসহ উর্ধ্বতন তিন পুরুষদের আত্মাগণ পিণ্ড গ্রহণ করেন এবং তৃপ্ত হন। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে তার আত্মার সংস্কারের জন্য তাকে সহ পিতৃকুলের তিন পুরুষ এবং মাতৃকূলের তিন পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হয়। জীবিতরা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের জন্য তিনভাবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে, যথা- অবিভক্ত আহুতি, বিভক্ত আহুতি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে জলদান। সপিণ্ড অবিভক্ত আহুতি, সাকুল্যগণ বিভক্ত আহুতি এবং সমানোদকগণ দেবতার উদ্দেশ্যে জলদান করতে পারে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-২৪

[৫১৭] সুতরাং বলা যায় যে, তিনভাবে সপিণ্ড সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, যথা- পিণ্ড প্রদান, পিণ্ড গ্রহণ এবং সাধারণ পূর্বপুরুষকে পিণ্ড প্রদান। সকুল্য এবং সমানোদকগণ হল পিতৃবংশে উদ্ভূত জ্ঞাতি। কিন্তু সপিণ্ড মাতৃবংশ বা পিতৃ বংশ উদ্ভূত হতে পারে। মাতৃবংশ উদ্ভূত সপিণ্ডকে বন্ধু বলে। তারা ভিন্ন গোত্রের সপিণ্ড। গবেষক

[৫১৮] দায়ভাগ আইনে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকার যথা–সপিণ্ড, সাকুল্য ও সমানোদক। সপিণ্ডের কোন একজনও জীবিত থাকলে সাকুল্য ও সমানোদক উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। সপিণ্ডের যদি কেউ না থাকে এবং সাকুল্যের কোন একজনও থাকে তবে সমানোদক উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। সপিণ্ড ও সাকুল্যের কেউ না থাকলে তখন সমানোদক উত্তরাধিকার পাবে। একইভাবে মিতাক্ষরা মতে তিন

ক. যারা উচ্চতর ধরণের আহুতি[৫১৯] প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কিত, তাঁরা নিম্নতর ধরণের আহুতি[৫২০] প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কিতদের বাতিল করে। এ ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে সপিণ্ড, সকুল্য এবং সমানোদকদের অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হয়।

খ. মৃত ব্যক্তির নিকট হতে পিণ্ড গ্রহণের অথবা তৎকর্তৃক প্রদত্ত পিণ্ডে অংশগ্রহণ করা হতে তাকে পিণ্ড প্রদান করা হল উত্তম দাবি। ফলে, তিন স্তর পর্যন্ত বংশধরদের দাবি সমগোত্রীয় ব্যক্তির দাবি অপেক্ষা অগ্রগণ্য।[৫২১]

গ. যারা শুধুমাত্র পিতৃপক্ষীয় পূর্ব পুরুষদের পিণ্ড প্রদান করে, তাঁদের দাবি পিতৃ ও মাতৃপক্ষীয় পিণ্ড প্রদানকারীর দাবি অপেক্ষা নগণ্য।[৫২২] ফলে, পূর্ণ রক্ত সম্পর্কের ভাই অর্ধ রক্ত সম্পর্কের ভাই অপেক্ষা অগ্রাধিকার লাভ করে।

ঘ. মৃত ব্যক্তির পিতৃপক্ষীয়দের পিণ্ড দেয়ার অধিকারী ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তির মাতৃপক্ষীয়দের পিণ্ড দেয়ার অধিকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রাধিকার লাভ করে। কারণ, পিতৃপক্ষীয় পিণ্ড দেয়া মাতৃপক্ষীয় পিণ্ড দেয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। সকুল্য ও সমানোদকের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।[৫২৩]

ঙ. আপন ভাইয়ের পুত্রের চেয়ে সৎ-ভাই অগ্রাধিকার লাভ করে।[৫২৪]

শ্রেণির উত্তরাধিকার যথা– গোত্রজ সপিণ্ড, সমানোদক ও বন্ধু। গোত্রজ সপিণ্ডের কোন একজন থাকলে সমানোদক ও বন্ধু বঞ্চিত হবে। গোত্রজ সপিণ্ডের যদি কেউ না থাকে এবং সমানোদক এর একজন সদস্যও বাকী থাকে তবে বন্ধু বঞ্চিত হবে। গোত্রজ সপিণ্ড ও সমানোদকের যদি কেউ না থাকে তবেই কেবল বন্ধু উত্তরাধিকার পাবে। গবেষক

[৫১৯] আহুতি–*বিণ* শব্দের অর্থ আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত, ডাকা হয়েছে এমন। পিণ্ডদানের মাধ্যমে যাদের ডাকা হয় তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৭৬

[৫২০] দায়ভাগ–মতে উচ্চ ধরণের আহুতি প্রদান কারী হচ্ছে সপিণ্ড এবং নিম্ন ধরণের আহুতি প্রদান কারী হচ্ছে সাকুল্য এবং সমানোদক। আবার সাকুল্য সমানোদকের চেয়ে উচ্চ ধরণের আহুতি প্রদান কারী। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

[৫২১] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

[৫২২] পিণ্ডদানে মোট পিতা পক্ষের তিন পুরুষ এবং মাতা পক্ষের তিন পুরুষকে আহবান করা হয়। যারা শুধু পিতৃ পুরুষের তিন পুরুষকে পিণ্ড দানে আহবান করে তাঁদের তুলনায় যারা পিতৃ ও মাতৃ কুলের মোট ছয় পুরুষকে আহবান করে তাঁরা প্রাধান্য পাবে। গবেষক

[৫২৩] যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পিতৃপক্ষীয়দের পিণ্ড প্রদান করে সে মাতৃপক্ষীয়দের পিণ্ড দেয়ার অধিকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রাধিকার লাভ করে। কারণ, পিতৃপক্ষীয় পিণ্ড দেয়া মাতৃপক্ষীয় পিণ্ড দেয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং বংশ সাব্যস্ত হয় পিতৃপক্ষীয় পরিচয়ের মাধ্যমে। এ নীতি সাকুল্য ও সমানোদকের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। গবেষক

[৫২৪] সৎ ভাই আপন ভাইয়ের পুত্রের চেয়ে প্রাধান্য পাবে। কারণ আপন ভাইয়ের পুত্র একধাপ নীচে আর সৎ ভাই বাবার সন্তান হিসেবে মৃতের সমপরিমাণ । বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

চ. মাতৃবংশ ও পিতৃ বংশসম্ভূত জ্ঞাতির মধ্যে প্রতিযোগিতায় পিতৃ বংশ সম্ভূত জ্ঞাতি অগ্রাধিকার লাভ করে। কারণ, পিতৃপক্ষীয় পূর্ব পুরুষকে পিণ্ড প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।[৫২৫]

ছ. বোনের পুত্র, পিতার বোনের পুত্র বা পিতামহের বোনের পুত্র দূর সম্পর্কিয় পূর্ব পুরুষদের পিতৃপক্ষীয় অধস্তন অপেক্ষা অগ্রাধিকার লাভ করে। ফলে, বোনের পুত্র অপেক্ষা ভাইয়ের পুত্র বা পৌত্র অগ্রাধিকার লাভ করে।[৫২৬]

দায়ভাগ মতবাদে উল্লেখিত উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতার কয়েকটি ঘটনার দেখা যায় যে, এ মতবাদ উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে পর্যাপ্ত নয়; যেমন-

ক. আত্মিক কল্যাণ নীতি অনুযায়ী অন্যান্য অনেকের মত মাতাকে স্থগিত রাখা উচিত ছিল। কারণ, তাঁর অগ্রাধিকার প্রধানত সম্বন্ধের নৈকট্যের উপর ভিত্তিশীল।

খ. আত্মিক কল্যাণ মতবাদ অনুসারে পিতা এবং পিতৃব্য একযোগে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী। কারণ, তাঁরা উভয়ে দুবার আহুতি প্রদান করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুধু সম্বন্ধের নৈকট্যই পিতার অগ্রাধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারে।

গ. আত্মিক কল্যাণনীতি সত্যিকার অর্থে প্রয়োগ করা হলে পুনঃএকত্রিত ভাই এবং পুনঃএকত্রিত নয় এমন পূর্ণ ভাই একযোগে উত্তরাধিকারী হতে পারত না। অন্যান্য ক্ষেত্রেরে পুনঃএকত্রীকরণের অগ্রাধিকার দেয়া হয় না।

সুতরাং বলা যায়, আত্মিক কল্যাণনীতি সব ক্ষেত্রে দায়ভাগ মতবাদের দিক নির্দেশক নীতি হিসেবে গণ্য হয় না। তদুপরি, যেসব ক্ষেত্রে দায়ভাগ মতবাদ কোন দিক নির্দেশ করে না, সেসব ক্ষেত্রে নৈকট্যের নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

---

[৫২৫] এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হল বোনের পুত্র, পিতার বোনের পুত্র এবং মাতামহীর বোনের পুত্র। এ নীতি অনুযায়ী ভাইয়ের মেয়ের পুত্রের চেয়ে পিতামহের প্রপৌত্রের দাবি অগ্রাধিকার পায়। প্রাগুক্ত, ৩২৫

[526] এক সময় মনে করা হত যে, দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী উত্তরাধিকার আত্মিক কল্যাণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, রক্তের সম্পর্ক বা নিকট সম্পর্কের উপর নয়। এ সম্পর্কে গুরু গোবিন্দ বনাম আনন্দলাল মামলায় বিচারপতি মিত্র বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। আজকাল সাধারণভাবে ইহা স্বীকার করা হয় যে, উক্ত মত সম্পত্তির অধিকারের মূল ভিত্তি নয় বা উহা উত্তরাধিকারক্রমের একমাত্র মাপকাঠিও নয়। গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন, দায়ভাগ প্রণেতা মিজুতবাহন উত্তরাধিকারের একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা নির্ণয় করিয়া তা সুদৃঢ় করার জন্য আত্মীয় কল্যাণ মতবাদের সাহায্য কামনা করেছেন। কারণ এই মতবাদকে কখনও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই বা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। শুধুমাত্র যুক্তিতর্ক পেশ করার সময় ইহাকে অপ্রধানভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

১৭। উত্তরাধিকারীত্বে বাঁধাসমূহ

হিন্দু আইনানুযায়ী উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রশান্তির জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। যেসব ব্যক্তি মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় শ্রাদ্ধ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে সক্ষম না, করে না তাঁরা উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। এককথায় বলতে গেলে– শ্রাদ্ধ সম্পাদনে অক্ষমতাই বহিস্করণ নীতির ভিত্তি। মিতক্ষরা ও দায়ভাগ উভয় নীতিতে পিণ্ডদানে সক্ষম ব্যক্তিরাই কেবল ধনাধিকারী হয়। যে ব্যক্তি সম্পদশালীকে নরক হতে মুক্ত করতে পারে সে সম্পদের অধিকারী হবে এটাই বিধান। যারা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনে অক্ষম তাঁরা কেবল মৃতের সম্পদ থেকে ভরণপোষণ লাভ করবে। উত্তরাধিকারী হবে না। যেসব কারণে একজন হিন্দু উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় তা সম্পর্কে মহামুনি মুন বলেন,

> "অনংশৌ ক্লীব পতিজাত্যবন্ধবধিরৌ তথা
>
> উন্মত্ত জড়মুকাশ্চ যে চ কেচিন নিদ্রিয়া।" [৫২৭]

উপরোক্ত বক্তব্যটির ইংরেজি ব্যাখ্যা হল :

æ An impotent person and an outcaste are excluded from a share of the heritage, and so are those deaf and blind from birth, as well as mad man, idiots and the dumb and others that are devid of an organ of sense or action."

অর্থ: পুরুষহীন ব্যক্তি, বর্ণভ্রষ্ঠ ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং এভাবে জন্মান্ধ, বধির, পাগল নির্বোধ এবং বাক শক্তিহীন বক্তি এবং বোধশক্তি বা কর্মশক্তির ইন্দ্রিয়বিবর্জিত অন্যান্য ব্যক্তি উত্তরাধিকারীত্ব লাভে বহিস্কৃত হয়।

যে সকল কারণে হিন্দু উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় তা নিম্নরুপ :

ক. অসতীত্ব

স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী অসতী হলে সে তাঁর স্বামীর উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু বিধাব স্ত্রী একবার আইনসঙ্গতভাবে মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্তির পর অসতী হলে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে না।[৫২৮]

---

[৫২৭] উক্ত বক্তব্যটিতে মোট ৮ শ্রেণির লোককে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে যথা– ০১.পুরুষহীন ব্যক্তি, ০২.বর্ণভ্রষ্ঠ ব্যক্তি, ০৩. জন্মান্ধ, ০৪. বধির, ০৫.পাগল, ০৬.নির্বোধ ০৭.বাক শক্তিহীন বক্তি এবং ০৮. বোধশক্তি বা কর্মশক্তিহীন ব্যক্তি। বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

[৫২৮] [২৯ উখজ(ঝঈ) ১৩৭, নুরনবী মন্ডল বনাম জয়নাল আবেদীন গং]। মিতাক্ষরা আইনে শুধুমাত্র অসতী স্ত্রী মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু দায়ভাগ আইনে বিধাব স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, সকল স্ত্রীলোকই অসতীত্বের কারণে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

খ. জাতি ও ধর্মচ্যুতি

কোন হিন্দু ধর্ম ও জ্ঞাতিচ্যুত হলে ১৮৫০ সনের পূর্বে উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হত, কিন্তু উক্ত সালের পর ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ায় কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় না।[৫২৯]

গ. শারীরিক ও মানসিক অপারগতা

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শারীরিক ও মানসিক অসমর্থতার কারণে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়, যেমন- অন্ধত্ব, বধিরত্ব,বোবা, পুরুষত্বহীন এবং দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হয়, তবে ঐ সকল ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকর থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।[৫৩০]

ঘ. হত্যাকারী

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য কেহ ঐ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার দাবী করতে পারে না। [৫৩১]

ঙ. স্ত্রীলোকের ওয়ারিশ

যে সকল কারণে একজন পুরুষ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা বাদ পড়ে একই কারণে একজন স্ত্রীলোকও উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়ে এবং মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়।[৫৩২]

সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা অর্জনের পর অসতি হলে প্রাপ্ত মালিকানা খর্ব হবে না [অওজ ১৯৫৪ (গচ) ৪২৯]। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৫২৯] Change of Religion and Loss caste is no ground for exclusion of inheritance {(1911) 33 All 365}

[৫৩০] ১৯২৮ সালের উত্তরাধিকার অযোগ্যতা দূরীকরণে আইন দ্বারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে বঞ্চিত নীতিমালা বহুলাংশে পরিবর্তন সাধন হয়েছে। উক্ত আইনের বিধান মতে সহজাত পাগল ও হাবা ছাড়া অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অসমর্থতার কারণে কাহাকেও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এ সংশোধন মিতাক্ষরা শাসিত অঞ্চলে প্রযোজ্য, কিন্তু দায়ভাগ মতপন্থী বাংলাদেশে প্রযোজ্য নহে। *হিন্দু উত্তরাধিকার (অসামর্থ্য দূরীকরণ) আইন*, ১৯২৮, ২৩ শে সেপ্টেম্বর/১৯২৮। ১৯২৮ সনের ১২ নং আইন।

[৫৩১] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬, {(১৯২৪)৫১১ এ–৬৮}

[৫৩২] উত্তরাধিকারীত্বে বঞ্চিত ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে মৃত জ্ঞানে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর উপর উত্তরাধিকারীত্ব বর্তায়। হিন্দু আইনে অসমর্থতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়। সে কারণে কোন জন্মান্ধ পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হলে অন্ধের বৈধ সন্ড়ান তার পিতামহের ওয়ারিশ হবে। অধ্যাপক এ কে এম মনির‍ুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

১৮। উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়ার ফল

ক. কোন হিন্দু যদি কোন কারণে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তাকে ধরে নেয়া হয় যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। যে কারণে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়ে সে কারণে তাঁর ওয়ারিশগণও সে সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না।[৫৩৩]

খ. হিন্দু আইনে অসমর্থতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়। কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি বা পাগল পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেও সে অন্ধের বা পাগলের বৈধ সন্তানগণ তাঁদের পিতামহের উত্তরাধিকারী হবে। কারণ হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁর পুত্র, পুত্রের অবর্তমানে পৌত্র ওয়ারিশ হয়। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র প্রতিনিধিত্ব নীতিতে সবাই সমপর্যায়ের ।[৫৩৪]

গ. যে সকল কারণে কোন হিন্দু সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সে সকল কারণ ঘটার পূর্বেই যদি সে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীতে সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না।[৫৩৫]

ঘ. যে সকল কারণে কোন হিন্দু সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়ে বা বঞ্চিত হয়, সে সকল কারণ যদি দুরীভূত হয় এবং পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয়, তবে ঐ হিন্দু উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে।[৫৩৬]

ঙ. যদি কেহ উক্ত বর্ণিত কারণে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে হিন্দু আইনের বিধান মতে তাঁকে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গকে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হতে ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

---

[৫৩৩] {(1931) 11**prt 35**} অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৬

[৫৩৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

[৫৩৫] {(1895) 22 cal 864} অধ্যক্ষ ে মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[৫৩৬] উপরোক্ত বিষয়টি বুঝার জন্য একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা যাক– যদুর মৃত্যুকালে স্ত্রী তারকেশ্বরী এবং পাগল পুত্র মনুকে জীবিত রেখে মারা যান। মনু পাগল বলে পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত। সুতরাং উক্ত সম্পত্তি তার বিধবা স্ত্রী তারকেশ্বরী জীবিতকাল ভোগ করবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মনু সুস্থ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারকেশ্বরীর মৃত্যুর পর মনু ওয়ারিশ হিসাবে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যদি তারকেশ্বরী ওয়ারিশ না হয় অন্য পুরুষ লোক উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হত, তবে সে ব্যক্তি প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে কখনও বঞ্চিত হত না এবং মনুর নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন হত না। {(১৮৮৩) ৫ অষষ ৫০৯}অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

চ. অসুস্থতা ঃ বংলাদেশে প্রচতি দায়ভাগ পদ্ধতিতে অন্ধ, বোবা ব্যক্তি উত্তরাধিকার পায় না এরূপ অসুস্থত অবশ্যই জন্ম থেকে এবং আরোগ্য সম্ভাবনাহীন হতে হবে। নির্বোধ ব্যক্তি ওয়ারিশ হতে পারে না। কুষ্ঠ ও দুরোরোগ্য কঠিন ব্যধিগ্রস্থ ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ছ. ঘর জামাই ঃ ঘর জামাই তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ শ্বশুড় বাড়ি বাস করতে এবং শ্বশুড় সম্পত্তি থেকে খোরপোষ পেতে অধিকারী। ঘরজামাই এর দখলকৃত সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য করা যাবে না।[৫৩৭]

জ. পৃথকান্ন পুত্র ঃ পিতার বর্তমানে পুত্র পৃথকান্নে বাস করলে এবং এরূপ ক্ষেত্রে পুত্রকে পিতার জীবদ্দশায় সম্পত্তি না দিয়ে

থাকলে পুত্র তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অন্যান্য ভাইদের সাথে পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। তবে পিতা জীবদ্দশায় সমস্ত সম্পত্তি দান বা উইল মূলে বিলি বন্টন করে যেতে পারে।[৫৩৮]

ঞ. জারজ পুত্র ঃ শুদ্রের জারজপুত্র পিতার ওয়ারিশ হবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর দাসী পুত্র অর্থাৎ রক্ষিতার পুত্র হতে হবে। রক্ষিতার সাথে সম্পর্ক বেআইনি হলে চলবে না। যেমন একজনের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অন্যের উরশজাত সন্তান গণ্যে ওয়ারিশ হবে না। বাংলাদেশে ব্রাক্ষন বাদে সকল হিন্দু শুদ্র বলে গণ্য হয়ে থাকেন। বৈধপুত্র যা পেতে পারে তাঁর অর্ধেক পাবে অবৈধ বা জারজপুত্র।[৫৩৯] যেমন,

মৃত যোগেশ

বৈধপুত্র	অবৈধপুত্র
$\frac{৩}{৪}$	$\frac{১}{৪}$

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং ওয়ারিশ হতে অক্ষমদেরকে বাদ দিয়ে ওয়ারিশীস্বত্ব হিসেব করা হয়।

উত্তরাধিকারীত্বে বাঁধা সম্পর্কে উদাহরণ **(দায়ভাগ উত্তরাধিকারের কিছু উদাহরণ)**

---

৫৩৭ [31 DLR 186, তৃপ্তিলতা কর বনাম বাংলাদেশ সরকার] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

৫৩৮ বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

৫৩৯ বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

(১) মৃত রাম

স্ত্রী (অসতী)	পিতা
x	২

(২) মৃত অরুন ২

মাতা (অসতী)	ভাগিনেয়
x	২

(৩) মৃত বরুন ২

কন্যা (অসতী)	দৌহিত্র
X	২

(৪) মৃতচিত্ত ২

পিতামহী (অসতী)	খুড়া জেঠা
X	২

মিতাক্ষরা উত্তরাধিকারের কিছু উদাহরণ

(১) মৃত কার্তিক২

স্ত্রী (অসতী)	পিতা
X	২

(২) মৃত গণেশ ২

কন্যা (অসতী)	পিতা
২	X

(৩) মৃত মহাদেব

মাতা (অসতী)	ভ্রাতুষ পুত্র
১	X

(৪) মৃত কমল ১

পিতামহী (অসতী)	খুড়া জেঠা
১	X

হত্যাকারী উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত এর উদাহরণ

(ক) কালীদাশ (নিহত)

পুত্র (খুনী)	কন্যা	কন্যা
X	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

↓

পুত্র

(খ)

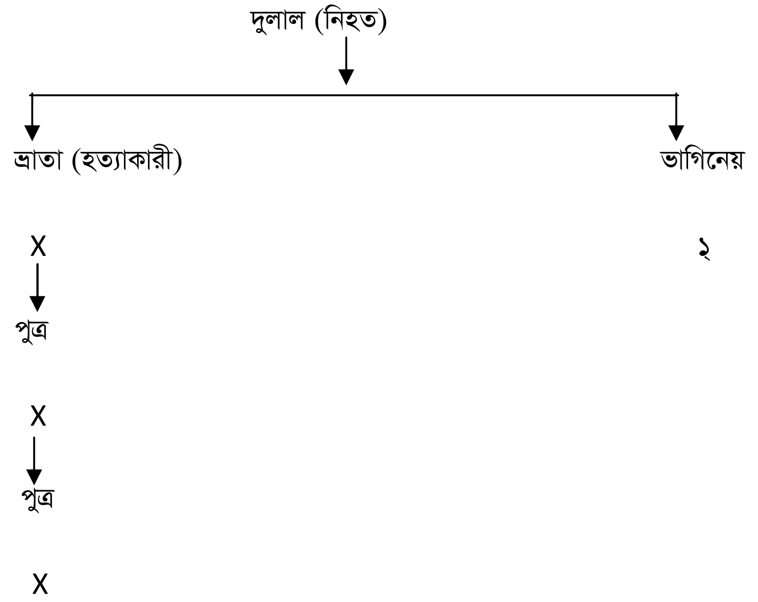

১। যে সমস্ত কারণে একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীত্বে বঞ্চিত হয় সেসব কারণে একজন নারীও বঞ্চিত হয়।

২। উত্তরাধিকারীত্বে বঞ্চিত ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে মৃতজ্ঞানে পরবর্তী উত্তরাধিকারীত্ব বর্তায়।

৩। হিন্দু আইনে অসমর্থতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়। সে কারণে কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হলেও অন্ধের বৈধ সন্তান তাঁর পিতামহের ওয়ারিশ হবে।

যেমন-

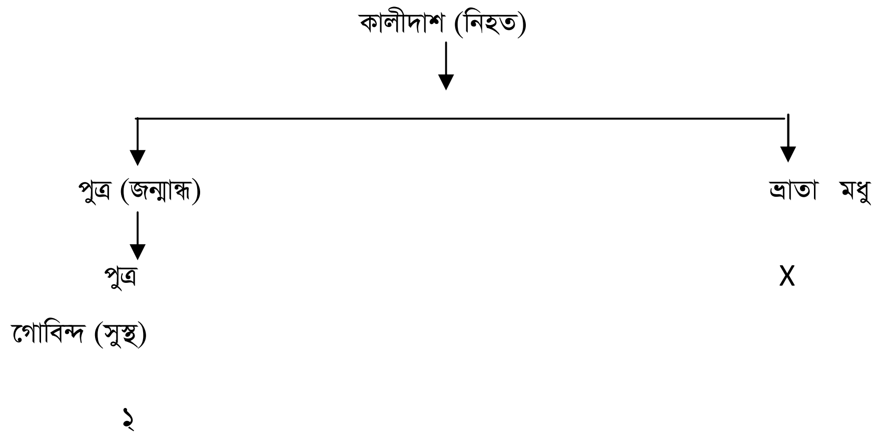

কোন হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে তাঁকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন-

(ক)

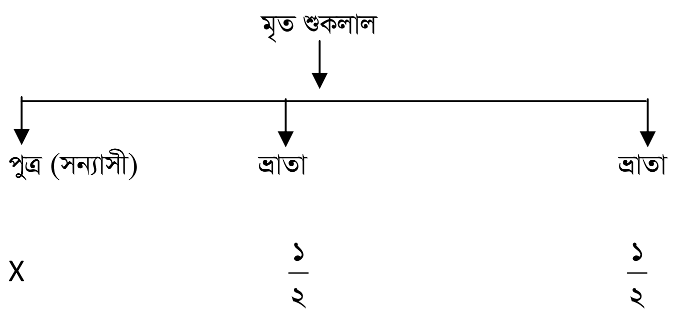

(খ)

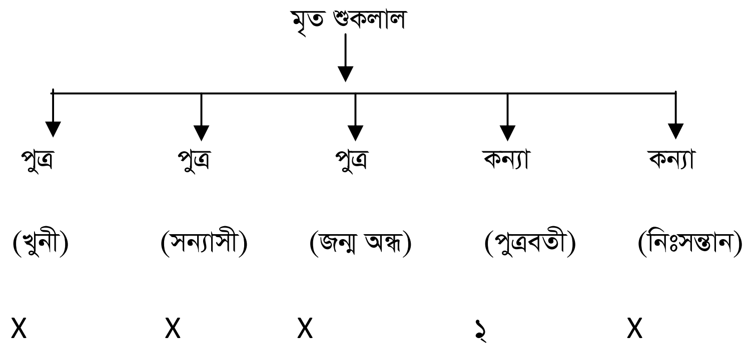

অযোগ্য উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণ পাবে। জন্মান্ধ, বোবা, এসবের স্ত্রী পুত্রও ভরণপোষণের অধিকারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিতাক্ষরা পদ্বতি

হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার বন্টনের দুটি নীতি প্রচলিত রয়েছে। একটি হচ্ছে মিতাক্ষরা অপরটি হচ্ছে দায়ভাগ। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ দুটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। বিশেষকরে বাংলাদেশে বসবাসকারী মারোয়ারী এবং অবাঙ্গালী তথা উপজাতীয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা পদ্ধতি প্রযোজ্য বাকি সব হিন্দুদের ক্ষেত্রে দায়ভাগ পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাই দায়ভাগ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে মিতাক্ষরা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

০১। মিতাক্ষরা মতে উত্তরাধিকার

রক্ষণশীল মনোভাবের শিবিরকে বলা হয় মিতাক্ষরা[৫৪০] মতবাদ এবং উদারপন্থী শিবিরের নাম দায়ভাগ মতবাদ। মিতাক্ষরা মতবাদ সম্পত্তির ক্ষেত্রে দুটি নিয়ম মেনে চলে যথা: উত্তরাধিকার সূত্র ও উত্তরজীবী সূত্র। উত্তরজীবি কেবলমাত্র যৌথ হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে কোন এক সদস্যের কোন ভিন্ন অধিকার থাকে না বরং যৌথ

[৫৪০] মিতাক্ষরা–*বি.*যাজ্ঞবল্ক্য– সংহিতার টিকা: বিজ্ঞানেশ্বর রচিত এই টিকাগ্রন্থ হিন্দু উত্তরাধিকার বিধি–বিষয়ক– ইহার মৌলিক মতবাদের জন্য বিখ্যাত।{সং মিত+অক্ষর+আ}। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৯৭। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৯৮৪

পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুতে তদীয় অংশ সমুদয় উত্তরজীবিদের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার কেবলমাত্র স্বোপার্জিত এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে।[৫৪১]

০২। সহ-উত্তরাধিকারিত্ব

হিন্দু সহ-উত্তরাধিকারিত্ব সাধারণ এমন কতিপয় ব্যক্তির সমাহার যারা কোন বিশেষ সম্পত্তিতে পিতৃসূত্রে বা তদুর্ধ সূত্রে স্বত্ব ভোগের অধিকারী। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র অন্য কথায় কোন সম্পত্তির অধঃস্তন পুরুষের উত্তরাধিকার যে সম্পত্তিতে বর্তমান থাকে, তা সহ-উত্তরাধিকারত্ব বা Co-parency. সাধারণত সহ-উত্তরাধিকারীত্বের অধিকারী পুরুষ সন্তান। সাধারণত কোন নারী যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির সহ-উত্তরাধিকারীত্বের অধিকারী হতে পারে না।[৫৪২]

[৫৪১] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিস্কার বুঝা যাবে- রাম ও শ্যাম দুই সহোদর ভ্রাতা। তারা যৌথ পরিবারভূক্ত এবং মিতাক্ষরা মতবাদ দ্বারা শাসিত। তাদের পূর্বপুরুষাগত (ancestral) ২০ বিঘা জমি আছে। রাম ডাক্তারী করিয়া ১০ বিঘা জমি নিজ নামে খরিদ করেছে। তদবস্থায় রাম দু ছেলে এবং সহোদর ভ্রাতা শ্যামকে রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষাগত ২০ বিঘা জমিতে রামের যে অংশ ছিল তা তার মৃত্যুর পর উত্তরজীবী সুত্রে যৌথ পরিবারের তিন উত্তরজীবী সদস্য অর্থাৎ তার দু ছেলে এবং ভ্রাতার উপর সমান অংশ বর্তাবে। এ নিয়মকেই বলা হয় উত্তরজীবী সূত্রে সম্পত্তি পাওয়া

(Devolution by survivorship)।

রাম ডাক্তারী করিয়া ১০ বিঘা জমি নিজ নামে খরিদ করেছিল ইহা তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি, পূর্বপুরুষাগত নহে। অতএব, এই ১০ বিঘা জমি উত্তরাধিকারসূত্রে তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে। এই ক্ষেত্রে রামের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তার দু ছেলে, ভ্রাতা নহে। অতএব ১০ বিঘা জমি উত্তরাধিকার সূত্রে রামের দুই পুত্র পাবে। অবস্থাধীনে মিতাক্ষরা মতবাদ শাসিত কেহ নিজস্ব বা স্বোপার্জিত সম্পত্তি রেখে গেলে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে তা জানা দরকার।

ইহা সত্য যে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা ভাষী হিন্দুদের উপর মিতাক্ষরা মতবাদ প্রযোজ্য নহে কিন্তু বাংলাদেশে এখনও এমন অনেক পরিবার আছে যারা বাহিরে বাংলায় কথা বললেও মূলতঃ তাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে। যেমন- ঝাড়ুদার সম্প্রদায়, মুচি সম্প্রদায়, সাওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় এবং মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের অনেকেই আদিবাসী সম্প্রদায় এবং মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের পূর্ব পুরুষগণ বহুপূর্ব হতে বিভিন্ন সময়ে উভয় বাংলার বহির্ভূত পশ্চিমাঞ্চল হতে এ অঞ্চলে এসে বসবাস করছে। তারা আদিতে মিতাক্ষরা মতবাদ অক্ষরের বাসিন্দা ছিল এবং এ অঞ্চলে আসিবার সময় তাদের ব্যক্তিগত আইন সাথে করে নিয়ে এসেছিল। বর্ণিত কারণে তাদের অধিকাংশই মিতাক্ষরা মতবাদ দ্বারা শাসিত। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

[৫৪২] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪; অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, হিন্দু আইন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫২

০৩। মিতাক্ষরা বিধানে সহ-উত্তরাধিকারিত্ব

মিতাক্ষরা বিধান মতে কোন ব্যক্তি তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষের সম্পত্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সহ-উত্তরাধিকার অর্জন করে থাকে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে মূল সম্পত্তির মালিক এবং সর্বশেষ উত্তরাধিকারীকে পুরুষ সন্তান হতে হবে। কাজেই উর্ধ্বের কোন পুরুষ অংশীদার যদি কোন যৌথ সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে, তাঁর অধঃস্তন পুরুষ উক্ত সম্পত্তিতে সহ-উত্তরাধিকারিত্ব অর্জন করে। ইহাই মিতাক্ষরা আইনের সহ-উত্তরাধিকারীত্বের নিয়ম।[৫৪৩]

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার হবে ইনশাআল্লাহ

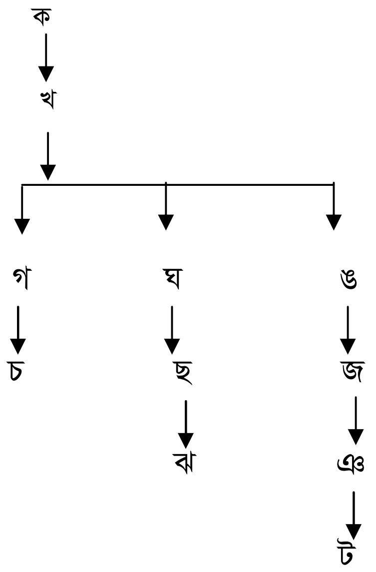

ধরা যাক, ক হতে জ পর্যন্ত ব্যক্তিগণ পূর্বপুরুষগত সম্পত্তির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। ক মারা যাওয়ার পর পর্যায়ক্রমে খ,গ, ঘ এবং ঙ মারা গেলে, ছ উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট থাকে। ছ,জ এবং ঞ পর্যায়ক্রমে মারা গেল।

উত্তরজীবি হিসেবে অবশিষ্ট থাকে চ, ঝ এবং ট। এক্ষেত্রে ঝ এবং ট, এর সহ-উত্তরাধিকারী। ঝ যদিও ক- এর নিুতম ৫ম পুরুষান্তর্গত তবুও ঝ এবং ট , চ এর সম্পত্তিতে অংশ দাবি করার অধিকারী। কারণ চ, ঝ এবং ট যৌথভাবে তিন সমজ্ঞাতি গোষ্ঠীর সহ-উত্তরাধিকারী। সহ-উত্তরাধিকারীত্বে কোন স্ত্রীলোকের স্থান নেই।

---

[৫৪৩] মিতাক্ষরা মতপন্থী অনুযায়ী হিন্দু সহ-উত্তরাধিকারীত্ব বলতে জন্মগতভাবে পূর্ব পুরুষাগত সম্পত্তির উপর অধিকার বুঝায় এবং সহ-অধিকারীদের কেউ মারা গেলে তার অংশ পরিবারের সহ-উত্তরাধিকারীগণ উত্তরাধিকারীগণ উত্তরজীবী হিসাবে প্রাপ্ত হন। জন্মসূত্রে পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে অংশীদার হওয়ার নিয়মকে সহঅংশীদারীত্ব বলা হয় আর সহ-উত্তরাধিকারীত্বের নিুতম তিন পুরুষ পর্যন্ড় সহ-উত্তরাধিকারীরূপে বিবেচিত হবে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫

মিতাক্ষরা মতে জন্ম সূত্রে পূর্বপুরুষাগত সম্পত্তিতে অধিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সহ-উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেহ মারা গেলে তাঁর অংশ অপরাপর সহ-উত্তরাধিকারীদের উপর উত্তরজীবী সূত্রে বর্তায়। নিম্নে একটি ছক আকারে উপস্থাপন করা হল:

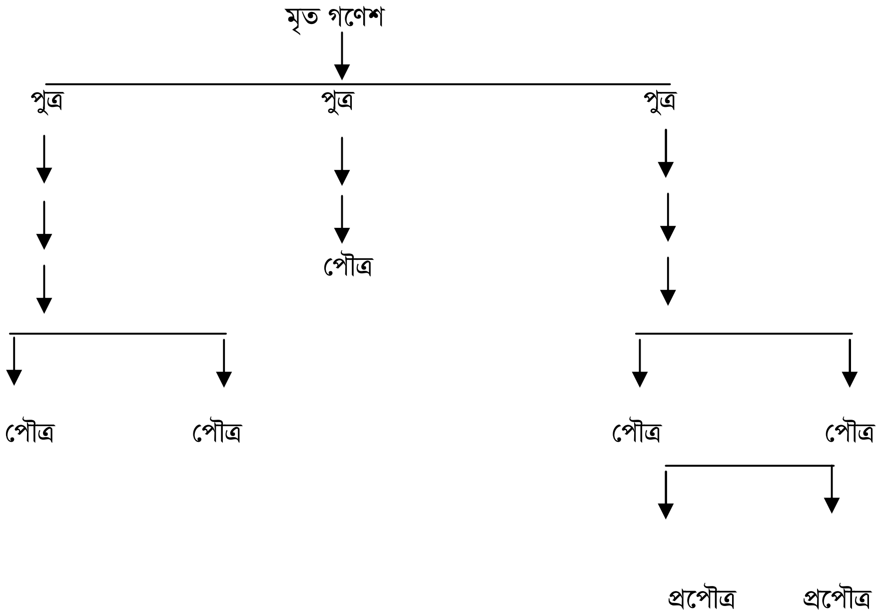

মিতাক্ষরামতে গণেশ পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ পিতা বা পিতামহের নিকট হতে কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকলে ঐ সম্পত্তিতে গণেশের নিম্নতম তিন পুরুষ পর্যন্ত পুরুষগণ উপরোক্ত ছক্ মোতাবেক জন্মসূত্রে গণেশের সহিত সমান অংশীদারিত্ব অর্জন করবে। গণেশের প্রপৌত্র পর্যন্ত সকল ব্যক্তিগণ পূর্বপুরুষাগত সম্পত্তিতে যৌথভাবে একক স্বত্ববান বা মালিক হবে। বিভাগ না হওয়া পর্যন্ত ইহাদের কার কত অংশ হবে তা অবশ্য বলা যাবে না কারণ সর্বদাই তাঁদের অংশ একজনের মৃত্যু অথবা জন্মের সাথে পরিবর্তিত হয়। উক্ত গণেশের পরিবারে একজনের পুত্র জন্মিলে অন্যান্যদের অংশ কমে যায় আবার কেহ মারা গেলে অন্যান্যদের অংশ বেড়ে যায়। পূর্ব পুরুষাগত সম্পত্তি বলতে সাধারণত উর্ধতন তিন পুরুষ হতে প্রাপ্তি সম্পত্তিকে বুঝায়। সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত রক্ত সম্পর্কের নৈকট্য। হিন্দু আইনের টীকাকারদের ভাষায় বলতে গেলে, শরীরের অনু-পরমানুর সাথে ঐক্য। সংস্কৃতের দুইটি শব্দ, 'স' এবং 'পিণ্ড' শব্দের অর্থ শরীর বা শ্রাদ্ধাদিতে অর্পিত পিষ্টক বা পিণ্ড। দায়ভাগ শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করলেও, মিতাক্ষরা দিয়েছে প্রথম অর্থের স্বীকৃতি এবং সে কারণে রক্ত সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের পক্ষপাতী। অন্য কথায়, মিতাক্ষরা মতে, 'সপিণ্ড' মৃতের শরীর রূপ পিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেজন্য, মিতাক্ষরা অনুসারে উত্তরাধিকারের অগ্রাধিকারী স্বত্ব পারিবারিক সম্পর্ক বা শরীরের ঐক্যে দ্বারা নির্ণীত হয়।

কতগুলি ক্ষেত্রে, দায়ভাগ বা মিতাক্ষরায় একই ব্যক্তির অগ্র উত্তরাধিকার বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক নহে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি অগ্রাধিকার নাও পেতে পারেন।

পিণ্ডদানের অধিকার উত্তরাধিকার অধিকারের উৎস নয় মিতাক্ষরার এ মত হলেও সন্দেহপূর্ণ ক্ষেত্রে যখন অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি উঠে, তখন রক্ত সম্পর্কের নৈকট্যের নিরিখ হিসেবে ইহাকে বিবেচনা হতে বাদ দেয়া যায় না।[৫৪৪]

০৪। মিতাক্ষরা অনুসারে সম্পত্তির প্রতিসংক্রম

মিতাক্ষরা নিয়ন্ত্রিত হিন্দু পুরুষের মৃত্যুতে তাঁরা সম্পত্তির প্রতিসংক্রম[৫৪৫] পন্থা স্থির করতে নিম্নোক্ত তথ্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :-

০১. যেখানে মৃত, মৃত্যু সময়ে, যেখানে যৌথ এবং অবিভক্ত পরিবারের সদস্য, যাকে সমাংশী বলা হয়, সেখানে সমাংশী সম্পত্তিতে তাঁরা অবিভক্ত স্বত্ব উত্তরাজীবিতা দ্বারা তাঁরা সমাংশীদের মধ্যে প্রতিসংক্রমিক হবে।[৫৪৬]

০২. মৃত, মৃত্যু সময়ে, যৌথ পরিবারের থাকা সত্ত্বেও তিনি স্ব-অর্জিত পৃথক সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন। এরূপ সম্পত্তি সমাংশীদের দিকে না গিয়ে ক্রম-অনুসারে উত্তরাধিকারীদের প্রতি বর্তাবে।

০৩. যদি মৃত, মৃত্যু সময়ে, সমাংশীতার একমাত্র উত্তরজীবি সদস্য হন, তা হলে সমাংশী সম্পত্তিসহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার দ্বারা ক্রমানুসারে তাঁর উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তাবে।

০৪. যদি মৃত, মৃত্যু সময়ে তাঁর সমাংশীদের হতে পৃথক থাকেন তা হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, উত্তরাধিকার দ্বারা ক্রম-অনুসারে তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি বর্তাবে। [৫৪৭]

---

[৫৪৪] পশ্চিম বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যত্র মিতাক্ষরা বিধান প্রচলিত। কিন্তু বাংলাদেশেও যেখানে দায়ভাগ ও বাংলাদেশের অন্যান্য টীকাকারের রচনার সাথে মিতাক্ষরার কোন বিরোধ নেই। এরূপ প্রশ্নের মিতাক্ষরার মান্যতা স্বীকৃত। আবার মিতাক্ষরা যে সকল প্রশ্নে নীরব সেখানে দায়ভাগের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। মিতাক্ষরায় বিধৃত উত্তরাধিকার নিয়ম মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, বারানসী এবং মিথিলা পন্ডিত শ্রেণী দ্বারা অনুসৃত হয়। তবে তাঁরা কতকগুলি প্রশ্নে ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিশেষ করে উত্তরাধিকার ও দত্তক গ্রহণের ব্যাপারে কতকগুলি খুঁটিনাটি প্রশ্নে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত। বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

[৫৪৫] সম্পত্তি প্রতিসংক্রম (Devolution of property) কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কোন সম্পত্তি রেখে উইল না করে মৃত্যুবরণ করলে অথবা প্রথাগত হিন্দু আইন বা হিন্দু আইনের অন্যমতানুসারী কোন হিন্দু ব্যক্তি কোন পৃথক সম্পত্তি রেখে উইল না করে মৃত্যুবরণ করলে তার বিধবা স্ত্রী অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে সকল বিধবা স্ত্রী একত্রে উক্ত সম্পত্তিতে এক পুত্রের সমান অংশ লাভ করবে। এ বিধানটিকে বলা হয় সম্পত্তি প্রতিসংক্রম। এটি "হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন, ১৯৩৭, (১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন) গেজেট হয় ১৪ই এপ্রিল,১৯৩৭ইং ।{রাইকৃষ্ণ সাহা বনাম মতলেব আলী প্রামাণিক (১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ১৭৮}

[৫৪৬] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

[৫৪৭] এখানে স্বরণ রাখা দরকার যে, পুরুষের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিয়ম ও মহিলার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিয়ম এক নহে কারণ হিন্দু পুরুষের উত্তরাধিকারী প্রতিটি পুরুষ উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে বা নিজ অংশে নিরঙ্কুশ স্বত্ব গ্রহণ করেন বা নিরঙ্কুশ মালিকানা অর্জিত

০৫। সমাংশী উত্তরাধিকারী

সমাংশী উত্তরাধিকারের[৫৪৮] ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, মৃত পুরুষ হিন্দুর সম্পত্তিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একসথে উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তরাধিকারী হলে সম্পত্তি সহ-অধিকারীরূপে গ্রহণ করবেন।[৫৪৯]

০৬। উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি

সর্বশেষ মালিক কর্তৃক নিরঙ্কুশ মালিকানায় রক্ষিত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য। যে সম্পত্তি উত্তরজীবিতা নিয়মের অধীন তা ইহার আওতা বহির্ভূত। অতএব, পুরুষের সে সম্পত্তিই উত্তরাধিকারযোগ্য যথা:-

ক. তাঁর পৃথক এবং স্বোপার্জিত সম্পত্তি

খ. একমাত্র উত্তরজীবি সমাংশী হিসেবে রক্ষিত সম্পত্তি

গ. অন্য সমস্ত সমাংশী হতে পৃথক হবার কারণে তাঁর মালিকানায় সম্পত্তি।[৫৫০]

০৭। সপিণ্ড, সমানোদক এবং বন্ধু

মিতাক্ষরা অনুসারে সপিণ্ড[৫৫১] সম্পর্ক দু'ভাগে বিভক্ত, যথা-সমান গোত্র সপিণ্ড বা গোত্রজ সপিণ্ড "একই গোত্রের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়" এবং ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড বা মহিলা মাধ্যমে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়েরা, যাঁরা অন্য পরিবার গোত্রে চলে গিয়েছেন। হিন্দু আইন যে সব ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডদের উত্তরাধিকার প্রদান করে তাঁদের উত্তরাধিকার বন্ধুও বলা হয়। সমান গোত্র

হয় পক্ষান্ড্বরে হিন্দু পুরুষের উত্তরাধিকার গ্রহণকারীনী মহিলা সর্বদা সীমিত স্বত্ত গ্রহণ করেন বা জীবনস্বত্ত লাভ করেন। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত– পৃ. ৩৩৭

[৫৪৮] সমাংশী উত্তরাধিকার– সমাংশ- সমান অংশ; সমান ভাগ, সমাংশিত-*বিণ* সমানভাগে বিভক্ত। উত্তরাধিকারের যে অংশ সমান ভাগে বিভক্ত হয় তাকে উসাংশী উত্তরাধিকার বলে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত , পৃ. ১১২১

[৫৪৯] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

[৫৫০] উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মহিলাদের কোন সম্পত্তি বা স্ত্রীধন কখনো উত্তরাধিকার যোগ্য সম্পত্তি হতে পারে না। নারীর সম্পত্তি মহিলা কর্তৃক স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি উত্তরাধাকার যোগ্য হতে পারে। গবেষক

[৫৫১] মিতাক্ষরা মতবাবেদ প্রবক্তা বিজ্ঞানেশ্বরের মতে পিণ্ডের অর্থ শরীর। তাই শরীরের সাথে যারা রক্তের সম্পর্কযুক্ত তারাই মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড। পক্ষান্ড্বরে দায়ভাগ মতের প্রবক্তা জীমুতবাহনের মতে– যারা শাস্ত্র মতে যারা মৃত ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের অধিকারী তারাই সপিণ্ড। অতএব মিতাক্ষরা আইনে উত্তরাধিকার নির্ণয় হয় মৃত ব্যক্তি রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে আর দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকার নির্ণয় হয় মৃত্যের আত্মার প্রশান্তি তথা পিণ্ডদানের মাধ্যমে। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

সপিণ্ডেরা গোত্রজ সপিণ্ডরূপেও পরিচিত। যারা মৃতের সাথে কেবল পুরুষের মাধ্যমে সম্পর্কিত তারা দু'শ্রেণিভূক্ত:- সপিণ্ড এবং সমানোদক।[৫৫২]

০৮। উত্তরাধিকারীদের ক্রম

উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যারা অধিকারী হবেন তাঁরা হচ্ছে সপিণ্ড। সপিণ্ডের কোন একজন উপযুক্ত সদস্যও যদি বেঁচে থাকে তবে সমানোদক ও বন্ধুগণ বঞ্চিত হবেন। সপিণ্ডের কোন সদস্য যদি না থাকেন তখন সমানোদকগণ উত্তরাধিকারে অংশিদার হবেন। সমানোদকের কেউ যদি না থাকে তবেই কেবল মাত্র বন্ধুগন উত্তরাধিকার পাবেন। বন্ধুগণ উত্তরাধিকার পেতে খুবই কম দেখা যায়।[৫৫৩]

০৯। সপিণ্ড

মিতাক্ষরা অনুসারে সগোত্র সপিণ্ড হল পুরুষ বংশধারায় উর্ধ্বতন বা অধঃস্তন ছয়টি গোত্রজ আত্মীয়, পুরুষ বংশধারায় ছয়টি উর্ধ্বতন আত্মীয় পিতৃ পুরুষের পত্নী, ছয়টি পিতৃ-পূর্বপুরুষের প্রত্যেকের সাংপার্শিক পুরুষ বংশধারায় ছয়টি অধস্তন পুরুষ এবং কন্যাপুত্র।

সপিণ্ড সর্বমোট ৫৭ সংক্ষেপে তাঁদের সংখ্যা বর্ণনা করা হলঃ-

১। পুরুষ বংশধারায় মৃত মালিকের ছয় শ্রেণির অধস্তন পুরুষ	৬
২। পুরুষ বংশধারায় মৃত মালিকের ছয় শ্রেণির উর্ধ্বতন পুরুষ	৬
৩। উপরোক্ত ছয় শ্রেণির উর্ধ্বতন পুরুষের পত্নী	৬
৪। উপরোক্ত ছয় শ্রেণির উর্ধ্বতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ সাংপার্শিক বংশধারায় ছয় শ্রেণির অধস্তন পুরুষ	৩৬
৫। বিধবা, কন্যা এবং কন্যা পুত্র	৩
	মোট ৫৭

[৫৫২] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

[৫৫৩] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

কন্যা-পুত্র যদিও মৃত মালিকের সাথে মহিলা মাধ্যমে সম্পর্কিত এবং ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড, কিন্তু তাঁকে সগোত্র সপিণ্ড মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং প্রাচীন হিন্দু সমাজে খুবই স্নেহের পাত্র হওয়ার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান বলে তাঁকে উত্তরাধিকার ক্রমে উচ্চস্থান দেয়া হয়েছে।[৫৫৪]

১০। সপিণ্ডের মধ্যে উত্তরাধিকার ক্রম

কোন হিন্দুর মৃত্যুতে তাঁর সম্পত্তি পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের নিজেদের মধ্যে উত্তরজীবিতার[৫৫৫] অধিকারসহ একক উত্তরাধিকাররূপে প্রতিসংক্রমিত হবে এবং তা গুচ্ছাকারে[৫৫৬] তাঁদের মধ্যে ভাগ করা হবে, মাথাপিছু[৫৫৭] হিসেবে নহে। যেখানে পিতা তাঁর কয়েকজন পুত্রের সাথে একান্ন পরিবারে ছিলেন এবং অন্যেরা পৃথক হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে যারা তাঁর সাথে একান্ন পরিবার ছিলেন তাঁদের জন্য বিভাজনের পূর্বে বা পরে হোক না কেন-পৃথক পুত্রদের বাদ দিয়ে তাঁরা পূর্বপুরুষের বা পিতার স্ব-অর্জিত সমস্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবেন।[৫৫৮]

১১। সমানোদক

হিন্দুরা পরস্পর সমানোদক[৫৫৯] তবে এ ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় রয়েছে যথা

ক. যাদের তিনি উদক বা জলের তর্পণ দিতে পারেন

খ. যারা তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে উদক বা জলীয় তর্পণ দেয়ার অধিকারী

---

[৫৫৪] অধ্যাপক এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৩৩; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

[৫৫৫] দুই বা ততোধিক কন্যার ক্ষেত্রে বিধবার ন্যায়, কন্যাগণও সীমিত স্বত্বে সমান সমান অংশে পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার অর্জন করবে। আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, সুরভি বুক হাউস, ঢাকা; ২০১০, পৃ. ৩০

[৫৫৬] জন্মগুণে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়াকে গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার বলে। মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারাকৃত সম্পত্তিতে গুচ্ছাকারে বা অংশপিছু উত্তরাধিকার লাভ করে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৩

[557] অপরপক্ষে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অংশ লাভ করাকে মাথাপিছু উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। মৃত ব্যক্তির পুত্র প্রপৌত্র তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারাকৃত সম্পত্তিতে গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার হিসেবে অধিকার লাভ করে এবং পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র ও কন্যার কন্যা স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হলে মাথাপিছু উত্তরাধিকার হিসেবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৩

[৫৫৮] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

[৫৫৯] সমনোদক হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতিবর্গ। আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

গ. যাদের তিনি উদক বা জলীয় তর্পণ দিতে পারেন তাঁদের উদক দেয়ার অধিকারী ব্যক্তিরা। এককথায় বলতে গেলে– মৃতের অষ্টম ডিক্রী হতে চতুর্দশ ডিগ্রী পর্যন্ত সমস্ত পুরুষ সপিণ্ডেরা সমানোদক। সমানোদকে কোন মহিলার স্থান নেই।[৫৬০]

১২। বন্ধু

হিন্দু আইনে 'বন্ধু'[৫৬১] মৃত মালিকের সাথে এক বা অধিক মহিলা সম্পর্কযুক্ত সপিণ্ড। সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পিতার বা মাতার তরফে এক পূর্বজ মাধ্যমে হতে পারে। অতএব তিনি একজন অ-সগোত্র কুটুম্ব এবং উত্তরাধিকার ক্রমে তাঁর স্থান সপিণ্ড এবং সমানোদকের পর।

বন্ধুদের শ্রেণি :

মিতাক্ষরা আইনে প্রনেতা বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, বন্ধু তিন শ্রেণির যথা:-

ক. আত্মবন্ধু,

খ. পিতৃবন্ধু এবং

গ. মাতৃবন্ধু।

ক. আত্মবন্ধু : আত্মবন্ধু হচ্ছে তিন জন যথা :

০১. পিতার ভগ্নীর পুত্র

০২. মাতার ভগ্নীর পুত্র এবং

০৩. মাতার ভ্রাতার পুত্র।

---

[৫৬০] সকুল্যের উর্ধতন সাত পুরুষ সমানোদক নামে অভিহিত। শ্রাদ্ধের সময় তাদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র জল নিবেদন করা হয়। সংস্কৃতে উদক শব্দের অর্থ জল। উত্তরাধিকারীত্বে প্রথম দাবী সপিণ্ড, তারপর সকুল্য তারপর সমানোদক। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[৫৬১] বন্ধু-*বি*, মিত্র,; সখা; সুহৃদ; হিতৈষী; কল্যাণ কামী ব্যক্তি; স্বজন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৯, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮, আক্ষরিক অর্থে যে বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ সেই বন্ধু। হিন্দু আইনে মিতাক্ষরা স্কুলেই কেবল উত্তরাধিকার নির্ণয়ে বন্ধুর ব্যবহার হয়েছে। এক ব্যক্তিকে অন্যের বন্ধু বলা হয় যদি তারা দু'জন রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক গ্রহণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মাধ্যমে সম্পর্কিত না হয়ে থাকে। এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

খ. পিতৃবন্ধু : পিতৃ বন্ধু হচ্ছে তিন জন যথা,

০১. পিতার পিতার ভগ্নীর পুত্র

০২. পিতার মাতার ভগ্নীর পুত্র এবং

০৩. পিতার মাতার ভ্রাতার পুত্র।

গ. মাতৃবন্ধু :মাতৃবন্ধু তিন জন যথা

০১. মাতার পিতার ভগ্নীর পুত্র,

০২. মাতার মাতার ভগ্নীর পুত্র এবং

০৩. মাতার মাতার ভ্রাতার পুত্র।[৫৬২]

১৩। উত্তরজীবিতা এবং উত্তরাধিকার

হিন্দু আইনে দুইরূপ উত্তরাধিকার স্বীকৃত যথা-উত্তরজীবিতা দ্বারা এবং উত্তরাধিকার দ্বারা। মিতাক্ষরায় দুই প্রকারের উত্তরাধিকার কার্যকরী। কিন্তু দায়ভাগে একটি শুধুমাত্র উত্তরাধিকার দ্বারা উত্তরাধিকার স্বীকৃত। ব্যতিক্রম কেবল বিধবা বা কন্যাদের ক্ষেত্রে। তাঁরা দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা উভয় প্রথাতেই পুরুষের সম্পত্তিতে একত্র উত্তরাধিকারে উত্তরজীবিতা অধিকারসহ সম্পত্তি গ্রহণ করেন।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ পদ্ধতির পার্থক্য

মিতাক্ষরা	দায়ভাগ
১। মৃত ব্যক্তির রক্তের নিকট সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক হয়।	১। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে যারা পিণ্ডদানের অধিকারী তাঁরাই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।
২। মিতাক্ষরা মতে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারী যথা - সপিণ্ড, সমানোদক এবং বন্ধু । সপিণ্ড শব্দের অর্থ শরীর বা শরীরের অংশ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রক্তের সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি মৃতের সপিণ্ড।	২। দায়ভাগমতে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারী যথা:- সপিণ্ড,সকুল্য ও সমানোদক। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের অধিকারী ব্যক্তিকে মৃতের সপিণ্ড বলা হয়। দায়ভাগমতে সকুল্যরা হলেন মিতাক্ষরা মতের ঊর্ধতন ৫ম পুরুষ হতে ৭ম পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ডগণ।

[৫৬২] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; অধ্যাপক এ,কে,এম মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

৩। মিতাক্ষরা মতে সপিণ্ডের সংখ্যা ৫৭ জন।	৩। দায়ভাগমতে ৫জন মহিলাসহ সপিণ্ডের সংখ্যা ৫৩ জন।
৪। কন্যার পুত্র ছাড়া সকল সপিণ্ডগণই সগোত্রীয় (agnate)	৪। সপিণ্ডদের মধ্যে সগোত্রীয় এবং কন্যার পুত্র সহ ভিন্ন গোত্রীয় ব্যক্তি (Cognate) আছে।
৫। অসতীত্বের কারণে কেবলমাত্র বিধাব স্ত্রীই উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।	৫। দায়ভাগমতে বিধবা ছাড়া অন্যান্য মহিলাগণও উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।
৬। দত্তকী পিতা-মাতার মধ্যে দত্তকীর সম্পত্তিতে মাতার দাবী অগ্রাধিকার।	৬। পক্ষান্তরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দত্তকী পিতার দাবী অগ্রগণ্য।
৭। যৌথ পরিবারভূক্ত একজনের পুত্র সন্তান জন্ম মাত্রই যৌথ পরিবারের পূর্বপুরুষাগত সম্পত্তিতে সহ-উত্তরাধিকারী হয় এবং পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুতে জীবিত সহ- উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায়।	৭। দায়ভাগমতে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কেহ পূর্বপুরুষাগত সম্পত্তিতে অংশীদার হয় না। কেবল শেষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে অধিকার জন্মায় থাকে।
৮। পিতা বর্তমান থাকা কালেই পুত্র সম্পত্তির বিভাগ বন্টন দাবী করতে পারে। বৈধ কারণ ছাড়া কোন প্রকার দায়বদ্ধ করতে পারে।	৮। ইজমালি পরিবারের যে কোন সদস্য তাঁর অংশ হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করতে পারে।
৯। Factum valet[563] নীতির প্রয়োগ সীমিত।	৯। Factum valet নীতির প্রয়োগ সীমিত নয়।
১০। সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুইটি নিয়ম মেনে চলে যথা উত্তরাধিকার সূত্র এবং উত্তরজীবি সূত্র।	১০। দায়ভাগ কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার নিয়ম স্বীকার করে। তবে বিধবা স্ত্রী, পুত্রবধু. পৌত্রবধু এবং প্রপৌত্র বধুর ক্ষেত্রে একে অপরের মৃত্যুতে অন্যান্য বিধবাগণ উত্তরজীবি সূত্রে সম্পত্তি জীবনস্বত্ত্বে প্রাপ্ত হয়।[৫৬৪]

[563] Factum valet শব্দটি ল্যাটিন মতবাদ The doctine of quod firi non delruit-factum valat থেকে এসেছে, যার ইংরেজী অর্থ হচ্ছে " That a thing when done is valid though it ought not have been done" অর্থ্যাৎ যে কাজটি আইন সঙ্গত নয় কিন্তু সে কাজটিকে বৈধভাবে স্বীকৃতি প্রদান করাকে Factum valet বলে। হিন্দু আইনের ক্ষেত্রে একমাত্র এবং প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রয়োগ করেছেন তিনি হচ্ছেন জিমুতবাহন। এ আইনের দুটি দিক রয়েছে যথা- সুপারিশ মূলক এবং নির্দেশ মূলক। আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

[৫৬৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দায়ভাগ পদ্ধতি

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে দায়ভাগ[৫৬৫] একটি প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। বাংলাদেশের প্রায় সব হিন্দুই দায়ভাগ আইন দ্বারা শাসিত। কোন হিন্দুর মৃত্যুর পরই কেবল ওয়ারিশগণ তাঁর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হন। মৃতের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন এবং নৈকট্যই দায়ভাগ বিধান মতে উত্তরাধিকার আইনের প্রধান ভিত্তি। হিন্দু আইনে পুরুষ সদস্যরা উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হন এবং মহিলারা কতিপয় ক্ষেত্রে জীবন স্বত্ব ভোগ[৫৬৬] করেন মাত্র। হিন্দু আইনে দায়ভাগ বিধানে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকার স্বীকৃত যথা- সপিণ্ড, সকুল্য এবং সমানোদক। স্বপিণ্ডের মধ্যে প্রথমেই আসে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। সাধারণত এ তিন স্তরে যদি কেহ না থাকে তবেই কন্যা ও অন্যান্যদের উপর উত্তরাধিকার বর্তাবে। জন্ম সূত্রে রক্তের সম্পর্কযুক্ত ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ এবং অধঃস্তন তিন পুরুষ[৫৬৭] পরস্পর স্বপিণ্ড। এরা তালিকানুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হয়। দায়ভাগ আইন মোতাবিক স্বীকৃত স্বপিণ্ডের সংখ্যা ৫ জন মহিলা সহ মোট ৫৩ জন। দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ হচ্ছে সকুল্য। জীবিত অবস্থায় যারা পিণ্ডলেপ দিতে এবং পাওয়ার অধিকারী তাঁরা পরস্পর সকুল্য। সকুল্যরা সকলে পুরুষ। এদের মোট সংখ্যা ৩৩ জন। তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ হচ্ছে সমানোদক। যারা উদক দিতে এবং পেতে পারে তাঁরা পরস্পরের সমানোদক। সকুল্যের ঊর্ধ্বতন ৭ পুরুষ সমানোদক । এরাও সকলে পুরুষ। সমানোদকের মোট সংখ্যা ১৪৭ জন। দায়ভাগ মতে মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ডদানের অধিকার যার

[৫৬৫] দায়ভাগ– দায় {দায়}*বি* উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি; পৈতৃক ধন-সম্পত্তি। –ভাগ *বি* পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ। হিন্দু মতে জীমুতবাহনকৃত পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কিত প্রাচীন আইন গ্রন্থ। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী ঢাকা:২০০৯, পৃ. ৬০০। দায়ভাগ স্কুলকে বেঙ্গল স্কুল বলা হয়। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং দায়ভাগ নীতির অনুসরণকারী। জীমুতবাহনের দায়ভাগ মতবাদ কোন বিশেষ স্মৃতিশাস্ত্র হতে গৃহীত নয় বরং উহা বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রের নব সংস্কারের প্রগতিশীল মতবাদ। দায়ভাগ আইনে একজন হিন্দু তার প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে এবং স্বীয় পরিশ্রমে অর্জিত স্বোপার্জিত ভিন্ন সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী। জীবিত অবস্থায় সে তার সর্ব প্রকার সম্পত্তি যে কোন প্রকারে হস্ড়ান্ড়র করতে পারে। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ তার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ণয় করতে যে নীতি (উড়পঃৎরহব ড়ভ ঝঢ়রৎরঃঁধষ নবহবভরঃ) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশে তার পার্বনা শ্রাদ্ধে পি দানের নীতি। শাস্ত্র অনুসারে মৃত ব্যক্তি শ্রাদ্ধে যে ব্যক্তির পি দানের অধিকারী সে সপি । সপি ই মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

[৫৬৬] দায়ভাগ আইন মতে পাঁচজন মহিলা কেবল উত্তরাধিকার লাভ করেন। এরা হচ্ছেন বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা ও পিতার পিতার মাতা। এরা সকলেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কেবল জীবন স্বত্ত্ব লাভ করে। আইনগত বিষয় ব্যতীত তারা কখনো কোন সম্পদ বিক্রয় করতে পারে না। বিমাতা, প্রমাতামহী দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে না। স্ত্রী যার পুত্র সন্ড়ান নাই তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে এবং সে স্বামীর পি দান করতে পারে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

[৫৬৭] জন্ম সূত্রে রক্তের সম্পর্কযুক্ত ঊর্ধ্বতন তিন পুর ষ হচ্ছে মৃতের পিতা, দাদা ও দাদার বাবা এবং অধস্ড়ন তিন পুর ষ হচ্ছে মৃতের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র পরস্পর সপি । গবেষক

ওয়ারিশস্বত্ব তাঁর। যে ব্যক্তি পিণ্ড দিতে পারে না সে ওয়ারিশস্বত্ত্ব পায় না। সে দিক থেকে পুত্রই সর্বাগ্রে রয়েছে। মৃতের বোন যেহেতু পিণ্ড দিতে পারে না সেহেতু বোন কোন অবস্থাতেই ওয়ারিশ হতে পারে না।

মৃতের কন্যা এবং বিধবা স্ত্রীর মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে কন্যা ওয়ারিশ হলেও বিধবা স্ত্রী কেবল জীবন স্বত্ব পাবে।[৫৬৮]

বিধবার পরে কন্যাদের দাবি। কন্যাদের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার দাবি অগ্রগণ্য। অতপর পুত্রবর্তী অথবা পুত্র সম্ভবা কন্যার দাবি। বন্ধ্যা কন্যা, নিঃসন্তান কন্যা বিধবা কন্যা এবং যে সকল কন্যাদের শুধু কন্যা সন্তান রয়েছে তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।[৫৬৯]

দায়ভাগ আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারী যথা:-

০১. সপিণ্ড

০২. সকুল্য এবং

০৩. সমানোদক।

০১। সপিণ্ডের পরিচয়

সপিণ্ড এখানে দুটি শব্দ একত্র হয়েছে। স+পিণ্ড। স শব্দের অর্থ সাথে বা বর্তমান। আর পিণ্ড অর্থ হচ্ছে ডেলা (মাংসপিণ্ড); পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের ডেলা (পিণ্ডদান); দেহ। সপিণ্ড অর্থ দাঁড়ায় দেহ বা মাংসপিণ্ডের সহিত বর্তমান। [৫৭০] পরস্পর ঐ দুই ব্যক্তিকে সপিণ্ড বলা হয় যখন একজন পিণ্ডদান করা এবং একজন পিণ্ডগ্রহণ করার অধিকারী হয়। যখন তাঁরা একই

---

[৫৬৮] ১৯৩৭ সনে সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ড় আইন (১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন) পাস হবার পর বিধবা, এক বা একাধিক হলে সকলে একত্রে মৃত ব্যক্তির এক পুত্রের সমান অংশ জীবন স্বত্বে পাবে। মৃত ব্যক্তির বিধবা পুত্রবধু থাকলেও একাই এক পুত্রের সমান অংশ জীবন স্বত্বে পাবে। উক্ত আইনটি ১৪/৪/১৯৩৭ তারিখ হতে বলবৎ হয়েছে। তবে কৃষি জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না [**২২ উখজ ৩৫৯**]। সিলেট জেলায় বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে (কৃষি ও অকৃষি উভয়) এক পুত্রের সমান অংশে জীবন স্বত্ব পাবে। বাংলাদেশের বাকী অংশে বিধবা কেবল মাত্র অকৃষি ভূমিতে পুত্রের সমান অংশ জীবন স্বাত্ব পাবে, কৃষি ভূমিতে কোন অংশ পাবে না। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

[৫৬৯] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[৫৭০] সপিন্ড-বিণ. বি পিত্তাধিকারী অর্থ্যাৎ সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি।{সং, সমান+পিন্ড}বি.-তা- পিন্ডাধিকার; জ্ঞাতিত্ব। বি. সপিন্ডকরণ- মৃত্যুর এক বৎসর পরে (প্রেতত্বমোচনের জন্য কৃত শ্রাদ্ধ, মৃত পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার জন্য কৃত শ্রাদ্ধবিশেষ)। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯, একই বংশ জাত, জ্ঞাতি; সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি, পিন্ডদানে অধিকারী। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৬

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শ্রাদ্ধের দ্বারা সম্পর্কযুক্ত হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অপরজন হতে পিণ্ডদান বা গ্রহণের অধিকারী হলেই কেবল সপিণ্ড বলা হবে। পিণ্ড গ্রহণকারী সেই পূর্বপুরুষ একজনের পিতৃবংশীয় এবং অন্য জনের মাতৃবংশীয় হলেও পিণ্ডদানকারী ও গ্রহণকারীকে দায়ভাগে সপিণ্ড বলা হয়।

যে ব্যক্তি পিণ্ডদান করে, যে ব্যক্তি পিণ্ড গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি পিণ্ড দানে অংশ গ্রহণ করে তাঁরা সকলেই পরস্পর সপিণ্ড। সপিণ্ডগণ সগোত্র বা ভিন্ন গোত্রও হতে পারে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সপিণ্ডদের অধিকার বা সপিণ্ড থাকলে সকুল্য ও সমানোদক বঞ্চিত হবে।[৫৭১] সপিণ্ড অর্থ দেহসম্ভুত বা যা একই দেহ হতে উদ্ভুত। যিনি পিণ্ডদান করেন এবং যাকে পিণ্ডদান করা হয় তাঁরা প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের সপিণ্ড। প্রত্যেক হিন্দুরই শ্রাদ্ধের সময় ঊর্ধ্বতন পিতৃকুলের তিন পুরুষ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহ আবার মাতামহ, প্রমাতামহ এবং প্রমাতামহের পিতাকে পিণ্ড দিতে হয়। এভাবে ঊর্ধ্বতন পিতৃ এবং মাতৃকুলের ৬ জন সপিণ্ড রয়েছে।

যেভাবে একজন হিন্দু জীবদ্দশায় তাঁর ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষকে পিণ্ড দিতে বাধ্য সেভাবে উক্ত ব্যক্তি মারা গেলে সে তাঁর পুত্রের দিকের নিম্নতন তিন পুরুষ অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র এবং দৌহিত্র জাতীয়দের নিম্নতম তিনপুরুষ হতে পিণ্ড পাওয়ার অধিকারী। এখানে যে ৬ জন সপিণ্ড রয়েছে তাঁরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের সপিণ্ড। এ পর্যন্ত সপিণ্ডের সংখ্যা হয়েছে **১২** জন।

---

[৫৭১] পূর্ব পুরুষের আত্মার কল্যাণার্থে পিণ্ডদানই দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকার আইনের মূল ভিত্তি। শুধুমাত্র পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পরই শ্রাদ্ধ করতে হয় এমন নহে কতিপয় শুভ কার্য শুরু করার সময়ও শ্রাদ্ধ করতে হয়। যেমন বিবাহ কার্য সম্পাদনের পূর্বে পুরুষদের আশীর্বাদ গ্রহণের সময়ও শ্রাদ্ধ করতে হয়। অর্থাৎ আশীর্বাদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পিণ্ড প্রদান করতে হয়। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

উল্লেখিত ১২ জন ছাড়া অন্যান্য সপিণ্ডদের নিম্নে প্রদর্শন করা হল

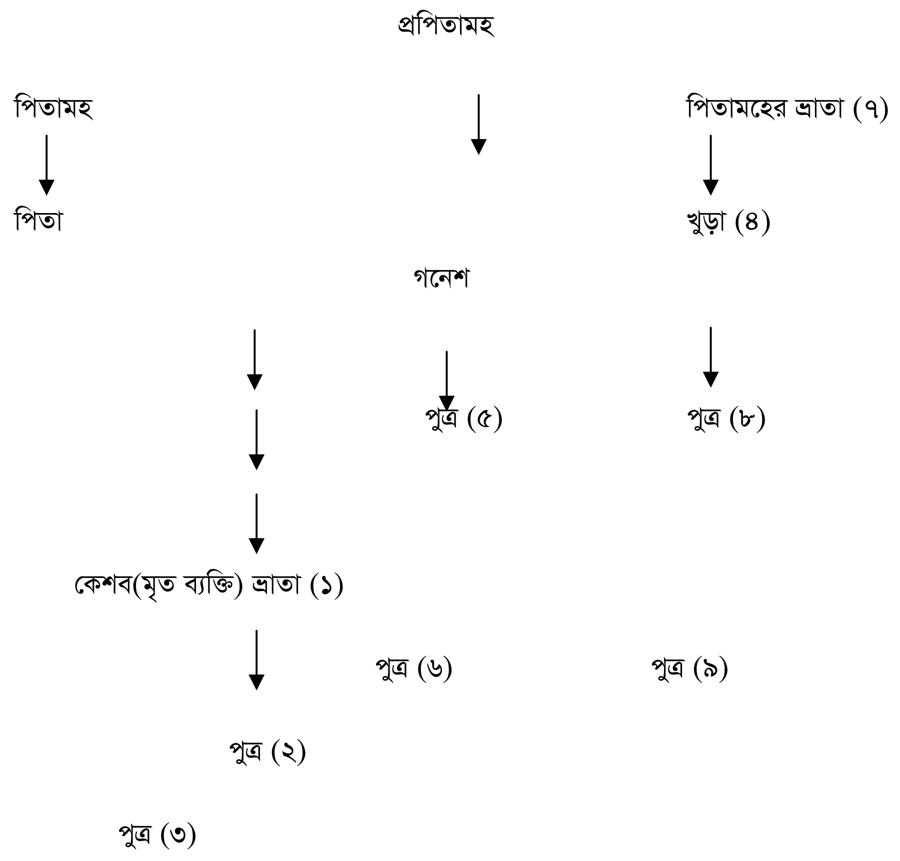

যে নিয়মে রাম (হিন্দু ব্যক্তি) তাঁর প্রপিতামহ পর্যন্ত পিণ্ড দিতে বাধ্য ঠিক একই নিয়মে রামের ভ্রাতার পৌত্র (৩) নং ব্যক্তি রামের পিতা পর্যন্ত পিণ্ড দিতে বাধ্য কারণ রামে পিতা ৩নং ব্যক্তির প্রপিতামহ একই নিয়মে রামের ভ্রাতার পুত্র ২নং ব্যক্তি রামের পিতা এবং পিতামহ পর্যন্ত পিণ্ড দিতে বাধ্য, কারণ রামের পিতামহ ২ নং ব্যক্তির প্রপিতামহ। এভাবে, পার্শ্বের লিখিত ৯ জনই পিণ্ডদানের রামের সহিত সম্পর্কযুক্ত। রাম যে নিয়মে তাঁর ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ পর্যন্ত সরাসরি পিণ্ড দিচ্ছে, অন্যভাবে পার্শ্বের লিখিত ৯ জনের পিণ্ডদানও রামের ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষদের উপর আসছে। অর্থাৎ রাম তাঁর ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের পিণ্ডদান করে যে পূণ্যের কাজ করছে, পিণ্ডদান দ্বারা সে পূণ্যের কাজ পার্শ্বের উল্লেখিত ৯ জনও করছে। এভাবে পিণ্ডদানের ব্যাপারে রামের সহিত পার্শ্বের উল্লেখিত ৯ জনের অংশীদারিত্ব আছে। অতএব পার্শ্বের লিখিত ৯ জনও তাঁর সপিণ্ড।

যে নিয়মে সামের ঊর্ধ্বতন পিতৃকুলের দিক দিয়ে ৯ জন ঠিক একই নিয়মে মাতৃকুলেও ৯ জন সপিণ্ড পাওয়া যাবে। এই ১৮ জন ব্যতিত রামের পিতৃকুলে এবং মাতৃকুলে আরও ১৮ জন সপিণ্ড পাওয়া যাবে। ইতিপুর্বে ১২ জন সপিণ্ড রয়েছে । সর্বমোট এই পর্যন্ত সপিণ্ডের সংখ্যা হল (১২+৩৬) = ৪৮ জন। উল্লেখ্য এই যে- এই ৪৮ জনই পুরুষ।

এই ৪৮ জন ব্যতীত বাংলাদেশে আরও পাঁচজন মহিলা সপিণ্ড আইন স্বীকৃত।[৫৭২] এ পাঁচ জনসহ মোট সপিণ্ডের সংখ্যা হল ৫৩ জন।[৫৭৩] হিন্দু দায়ভাগ আইনে যে ৫ জন মহিলাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে তা নিম্নরুপ যথা:-

০১. বিধবা

০২. কন্যা

০৩. মাতা

০৪. পিতার মাতা

০৫. পিতার পিতার মাতা

দায়ভাগ স্কুলে উল্লেখিত ৫ জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলাকে সপিণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয় না। সন্তানহীনা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে এবং তিনি স্বামীর পিণ্ডদান করতে পারে। বিমাতা বা প্রমাতামহ দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে না। হিন্দু দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকার লাভে উল্লেখিত ৫ জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার স্থান নেই। সকুল্য এবং সমানোদক স্কুলে মহিলার কোন অবস্থান নেই।

০২। সকুল্য

হিন্দু দায়ভাগ বিধান মতে 'সকুল্য'[৫৭৪] দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী। প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকার তথা সপিণ্ড থাকাবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকার বা সকুল্য ও সমানোদক সম্পত্তির অংশ পায় না। হিন্দু আইনের পরিভাষায় নিম্নেবর্ণিত তিনটি গুনের অধিকারীই কেবল সকুল্য যথা:-

০১. কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যাদের পিণ্ডলেপ দিতে বাধ্য তারা জীবিত ব্যক্তির সকুল্য।

---

[৫৭২] *হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন*, ১৯৩৭, ১৪ই এপ্রিল/১৯৩৭ (১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন)।

[৫৭৩] সপিণ্ডের পরিচয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, ০১. একজন জীবিত অবস্থায় যাদের পিণ্ড দিতে বাধ্য তারা জীবিত ব্যক্তির সপিণ্ড। এ নিয়মে পিতৃকুল +মাতৃকুল (৩+৩) = ৬ জন। ০২. মৃত ব্যক্তির আত্মা যাদের নিকট হতে পিণ্ড পাওয়ার অধিকারী তারা সকলেই ঐ মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড। এ নিয়মে পুত্রের এবং দৌহিত্র জাতীয়দের নিম্নতম (৩+৩) = ৬ জন। ০৩. উল্লিখিত ১২ জন ব্যতীত ঊর্ধ্বতন এবং নিম্নতন তিন পুরুষের মধ্যে যারা পিণ্ডদান কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত তারা সকলেই সপিণ্ড। এ নিয়মে সপিণ্ডের সংখ্যা ৩৬ জন। আর বিশেষ নিয়মে ৫ জন মহিলা সপিন্ড আছে যথা বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী সর্বমোট সপিণ্ড সংখ্যা হল ৫৩ জন।

[৫৭৪] সকুল্য *বি.* জ্ঞাতি; সপিণ্ডের উর্ধ্বতন তিনপুরুষ ও এককুলজাত; সগোত্র। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩ সমকুলোদ্ভব; সগোত্র(সকুল্য ব্যক্তিদ্বয়)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৫

০২. মৃত ব্যক্তির আত্মা যাদের নিকট হতে পিণ্ডলেপ পাওয়ার অধিকারী তাঁরা সকলেই মৃত ব্যক্তির সকুল্য।

০৩. কোন ব্যক্তি যাদের পিণ্ডলেপ দিতে বাধ্য এবং যারা পিণ্ডলেপ দিচ্ছে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সকুল্য।[৫৭৫]

সকুল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে পিণ্ডদানের উপর তাই সকুল্যগণ সবাই পুরুষ এবং তাঁরা সবাই অবিভক্ত পুরুষ গোত্রীয়। সপিণ্ডতে পুরুষ গোত্রীয় (Agnate) এবং স্ত্রীগোত্রীয় (Cognate) তথা উভয় গোত্রীয় বিদ্যমান কিন্তু সকুল্যতে কোন স্ত্রীগোত্রীয়ের (Congate) স্থান নেই। মোট ৩৩ জন পুরুষ সকুল্য।

০৩। সমানোদক

হিন্দু দায়ভাগ বিধান মতে সমানোদক[৫৭৬] তৃতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকার তথা সপিণ্ড ও সকুল্য থাকাবস্থায় তৃতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকার বা সমানোদক সম্পত্তির অংশ পায় না। সকুল্যের উর্ধ্বতন ৭ পুরুষ সমানোদক নামে অভিহিত। হিন্দু আইনের পরিভাষায় নিম্নেবর্ণিত তিনটি বিষয়ের অধিকারীই কেবল সমানোদক যথা :

০১. যে ব্যক্তি যাদের উদক দিতে বাধ্য।

০২. মৃত্যু ব্যক্তির আত্মা যাদের নিকট হতে উদক পাওয়ার অধিকারী তাঁরা সকলেউ মৃত ব্যক্তির সমানোদক।

০৩. যারা উদক দিতে বাধ্য এবং যারা উদক পায় তাঁরা সবাই পরস্পর পরস্পরের সমানোদক।

সকুল্যের মত সকল সমানোদকই পুরুষ। সমানোদকগণ সবাই পুরুষ গোত্রীয় (Agnate) পুরুষ এবং ইহাদের সংখ্যা হল ১৪৭ জন।[৫৭৭]

সপিণ্ডদের অগ্রাধিকার

হিন্দু মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে সপিণ্ডদের অগ্রাধিকার[৫৭৮]। এ সপিণ্ডদের মধ্যে আবার কাদের অগ্রাধিকার সে বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হবে। সপিণ্ডদের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয় চারটি ফরমুলায়। আর যে চারটি নিয়ম প্রাচীন পণ্ডিতগণ হতে সপিণ্ডের অগ্রাধিকারের ভিত্তি হিসেবে ধারাবাহিক ভাবে প্রচলন হয়ে আসছে তা নিম্নরুপ: [৫৭৯]

---

[৫৭৫] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

[৫৭৬] সমানোদক- সমান+উদক। উদক শব্দের অর্থ হচ্ছে পানি; জল; বারি(গঙ্গোদক,কূপোদক) উদক কার্য- প্রাতঃকৃত্য। ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তি আত্মার প্রশান্ড়ির জন্য উদক দানে সপি ও সকুল্যের পরে যার অবস্থান সে হচ্ছে সমানোদক। গবেষক

[৫৭৭] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬; আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫, অধ্যাপক এ,কে, এম, মনির জ্জামান, *ফারায়েজ আইন* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

ক. পিণ্ড প্রদানকারীগণকে পিণ্ড গ্রহণকারীদের হতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন, পুত্র মৃত ব্যক্তির পিণ্ড দান করে এবং মৃত ব্যক্তির পিতা উহা গ্রহণ করে। তা হলে এ নিয়মানুসারে পুত্র মৃত ব্যক্তি পিতার উপরে অগ্রাধিকার পাবে।

খ. যারা পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের পূর্ব পুরুষদের পিণ্ড প্রদান করে তাঁরা শুধু মাত্র পিতৃ কুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের পিণ্ড প্রদানকারীদের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

গ. মাতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীদের তুলনায় পিতৃকুলের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীগণ অগ্রাধিকার পাবে। এ নিয়মে পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ঘ. যারা বেশী পিণ্ড প্রদান করবে তাঁরা কম পিণ্ড প্রদানকারীর উপর অগ্রাধিকার পাবে।

উপরোক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তির চারটি নিয়ম সকুল্য এবং সমানোদক উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য ।[৫৮০]

আত্মিক কল্যাণ

হিন্দু আইনের দায়ভাগ মতবাদানুযায়ী মৃত ব্যক্তির আত্মিক কল্যাণ সাধনের উপর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়া না হওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যিনি আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করেন তিনি উত্তরাধিকারী হন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উপকার সাধন ছাড়াও "নৈকট্য"[৫৮১] উত্তরাধিকারের কারণ হতে পারে। তখন আধ্যাত্মিক উপকার এবং নৈকট্য সমান্তরালে চলে।

দায়ভাগ পদ্ধতির উত্তরাধিকারের মূলনীতি প্রধানত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আহুতি, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ, পার্বন ইত্যাদি আত্মিক কল্যাণ সাধন মূলক হিন্দু ধর্মীয় আচরণের উপর উত্তরাধিকারীত্ব

---

[৫৭৮] অগ্রাধিকার বিষয়টি এভাবে বুঝানো যায়–পুত্র পিতার উপর, পিতা দাদার উপর অগ্রাধিকার পায়, পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলের পিণ্ডদানকারী এক কুলের পিণ্ডদানকারীর উপর অগ্রাধিকার পায়, মাতৃকুলের পিণ্ডদানকারীর উপর পিতৃকুলের পিণ্ডদান কারীর অগ্রাধিকার পায়, অধিক পিণ্ডদানকারী কম পিণ্ডদানকারীর উপর প্রাধান্য পায়। অগ্রাধিকারী বলতে বুঝানো হয়েছে– অগ্রাধিকারী থাকলে বাকীরা বঞ্চিত হবেন। পুত্র থাকলে পিতা বঞ্চিত, পিতা থাকলে দাদা বঞ্চিত। অর্থ্যাৎ অগ্রাধিকারী থাকলে অনাগ্রাধিকারী বঞ্চিত হবে। গবেষক

[৫৭৯] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

[৫৮০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

[৫৮১] নৈকট্য-বি – নিকটত্ব ; সামীপ্য। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

অনেকাংশে নির্ভশীল। কখনো কখনো দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক কল্যাণের ক্ষমতা এবং আত্মীয়তার নৈকট্য উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ব্যাপারে সমান ভাবে কাজ করে। যার ফলে কখনো দেখা যায়-কোন কোন ব্যক্তি দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করলেও মিতাক্ষরা বিধান মতে উত্তরাধিকারীত্বে অংশিদার নাও হতে পারেন।[৫৮২]

উত্তরাধিকারীদের তালিকা

পুরুষ মানুষের উত্তরাধিকারীদের অগ্রাধিকার নিুবর্ণিত চারটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

০১. যারা পিণ্ড দেয় তাঁরা, যারা পিণ্ড গ্রহণ করে তাঁদের উপর অগ্রাধিকার পায়।

০২. যারা পিতৃ ও মাতৃ পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দেয় তাঁরা, যারা শুধু পিতৃ পুরুষদের পিণ্ড দেয় তাঁদের উপর অগ্রাধিকার পায়।

০৩. যারা পিতৃপূর্ব পুরুষদের পিণ্ড দেয় তাঁরা, যারা মাতৃ পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দেয় তাঁদের উপর অগ্রাধিকার পায়।

০৪. যারা বেশী পিণ্ড দেয় তাঁরা, যারা কম পিণ্ড দেয় তাঁদের উপর অগ্রাধিকার পায়।

স্বাভাবিকভাবে পুত্রই পিতার সমগ্র সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র একাধিক হলে তাঁরা সকলে মিলে আনুপাতিক হারে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায়। যে পুত্র মৃত তাঁর পুত্র বা পৌত্র তাঁর পিতার প্রতিনিধি হিসেবে উত্তরাধিকার পায়। পুত্র,

---

[৫৮২] অক্ষয়চন্দ্র বনাম হরিদাশ- মামলায় নজির সৃষ্টি হয় যে, যেখানে দায়ভাগ মতবাদের মূল গ্রন্থে নজীর অনুপস্থিত সে সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানেশ্বরের "নৈকট্যের নীতি" (Theory of Propinquity) অনুসরণ করা আদালতের জন্য উপযুক্ত হবে। উক্ত মামলায় বিচারকের মন্ড়ব্যটি ছিল নিুরূপ ঃ কোন কোন কর্তৃপক্ষের ভিন্নমত সত্ত্বেও, আত্মিক কল্যাণ, বাংলাদেশের বিধান অনুসারে সর্বদা উত্তরাধিকার নির্ণয়ের পথ নির্দেশক নহে। আত্মিক কল্যাণের মতবাদ দায়ভাগ উত্তরাধিকার বিধানের বহু সংখ্যক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

আত্মিক কল্যাণের ক্ষমতা (Spiritual efficacy) মহিলাসূত্রে সকল আত্মীয়ের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের মূল নীতি হিসেবে সম্পূর্ণ অকার্যকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৈকট্য, আত্মিক কল্যাণের ক্ষমতা এবং স্বাভাবিক েহে ভালবাসা একই খাতে প্রবাহিত হয়। সে সকল ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দেয় না। কিন্ড়ু যখনই এ বিষয়গুলো ভিন্ন পথে অগ্রসর তখনই জীমূতবাহনের আত্মিক কল্যাণ নীতি সরে যায় এবং তিনি অন্য কোন নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হন।

মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্ড়ি বিধানের জন্য যা করা হয় তা শ্রাদ্ধ বলে গন্য হয়। শ্রাদ্ধে পিন্ডদানের বিধান রয়েছে। যে ব্যক্তি পিন্ডদান করতে অধিকারী সে যদি পিন্ড নাও দেয় তাতে উত্তরাধিকারীত্বে ঘাটতি হবে না। অর্থাৎ কোন কারণে পিন্ড না দিলেও মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হতে পারবে। কেননা পিন্ড দানের ক্ষমতাই হচ্ছে উত্তরাধিকারে ভিত্তি। পিন্ডদান বাস্ড়বায়ন নয় । বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮

পৌত্র এবং প্রপৌত্র প্রত্যেকেই পিতা ও পিতার পিতার প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সমভাবে পিণ্ড দিবার অধিকারী তাই তাঁরা উত্তরাধিকারীত্বেও সমান অধিকারী। পুত্রের জীবিত থাকাবস্থায় পৌত্র, প্রপৌত্র যত নিম্নেরই হোক না কেন তাঁরা পিণ্ড দিতে পারে না বিধায় তাঁরা উত্তরাধিকারীত্বে অংশিদার নয়।[৫৮৩]

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে বিধবার কোন অবস্থান ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৩৭ সনে সম্পত্তির উপর হিন্দু নারীর অধিকার আইন প্রবর্তিত হবার পর মৃতের বিধবা, পুত্রের বিধবা এবং পৌত্রের বিধবা জীবন স্বত্ত হিসেবে উত্তরাধিকার পায়।[৫৮৪] আলোচ্যাংশে যে উত্তরাধিকারদের বিবরণ দেয়া হল তাঁরা শুধু মৃত পুরুষদের ধনাধিকারী।[৫৮৫] প্রথম যে ছয়শ্রেণি মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়, তাঁরা হচ্ছেন :

০১. পুত্র

০২. পৌত্র

০৩. প্রপৌত্র[৫৮৬]

০৪. মৃতের বিধবা স্ত্রী বা পত্নী[৫৮৭]

---

[৫৮৩] দায়ভাগ, মিতাক্ষরাসহ সকল মতপন্থিদের মতেই ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পিতার অবৈধ সন্ড়ান অর্থাৎ রক্ষিতার সন্ড়ান কোন উত্তরাধিকারীত্ব দাবি করতে পারে না। তবে সে অবৈধ সন্ড়ান পিতার ত্যাজ্যবিক্ত হতে ভরণ- পোষণ পাওয়ার অধিকারী। শূদ্রের বেলার দাসী অথবা রক্ষিতার অবৈধপুত্র বৈধ পুত্রেয় ভাগ পাওয়ার অধিকারী অর্থাৎ অবৈধ পুত্র বৈধ হলে যে অংশ পেত তার অর্ধেক পাবে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

[৫৮৪] *হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন*, ১৯৩৭, ১৪ই এপ্রিল/১৯৩৭। ১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন।

[৫৮৫] এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচিন্ড়ামণিঃ উলেণ্ডখ রয়েছে যে, “অথ মৃতপুরু ষধনাধিকারিণঃ পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রশ্চ পত্নী কন্যাঃ তদাত্নজঃ পিতা মাতা ভ্রাতরশ্চ তৎসুতাস্ড়ুস্সুতস্ড়ুথা” অথ মৃতপুরু ষের ধনাধিকারিগণ হচ্ছেন– পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী, অবিবাহিতা কন্যা, পিতা, মাতা, সহোদর, সংসৃষ্ট সহোদর ইত্যাদি। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬১–৩৬২

[৫৮৬] পৌত্র এবং প্রপৌত্র তারা তাদের পিতা এবং দাদার অংশ নিবে। পৌত্র নিবে মৃত বাবার প্রতিনিধি হিসেবে দাদার অংশ, প্রপৌত্র নিবে পিতা এবং দাদার প্রতিনিধি হিসেবে পর দাদার অংশ। এ তিনটি অংশিদার লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকেই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একই ব্যক্তির অংশ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে যদি একাধিক জীবিত পুত্র হয় তবে তারা আনুপাতিক হারে সমান অংশ নিবে। যদি একাধিক পৌত্র থাকে তবে এক মৃত বাবার সম্পদ নিয়ে তারা আনুপাতিক হারে সমান ভাগ করে নিবে। যদি একাধিক প্রপৌত্র থাকে তবে এক বাবা ও দাদার অংশ নিয়ে তারা সমান অংশে ভাগ করে নিবে। এক্ষেত্রে গুচ্ছাকার ও মাথাপিছু নীতি প্রযোজ্য হবে। গবেষক। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীগণ সমান অংশ পেয়ে থাকেন। ইহা মাথাপিছু উত্তরাধিকার বলে। পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক গুচ্ছ সমান অংশ পান। ইহা গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার বলে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬১

০৫. মৃতের মৃত্যুর পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী

০৬. মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী

এ ছয়শ্রেণি একত্রে হিন্দু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করতে পারবে। পুত্র জীবিত না থাকলে তাঁর পুত্র বা পৌত্র প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর পিতার। পুত্র জীবিত না, পুত্রের পুত্রও জীবিত না , প্রপৌত্র জীবিত এমতাবস্থায় প্রপৌত্র তাঁর পিতা ও দাদার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিনিধিত্বের মতবাদের মাধ্যমে তাঁরা গুচ্ছাকার বা অংশ পিছু উত্তরাধিকার গ্রহণ করে।

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র যত নিম্নের হোক কেউ থাকলে বিধবা উত্তরাধিকার পেত না। পরবর্তীতে হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন, ১৯৩৭ (১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন) তাং ১৪ই এপ্রিল/১৯৩৭[৫৮৮] পাস হবার পর বিধবাবৃন্দ জীবন স্বত্ব হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। এ আইন পাস হবার পর, বিধবা, একের অধিক হলে সকলে একত্রে এক পুত্রের সমান অংশ জীবন স্বত্ত্ব লাভ করে। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র কেহ না থাকলে মৃত স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর বিধবা জীবন স্বত্বে পায়। বৈধ প্রয়োজনে[৫৮৯] বিধবার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে।[৫৯০]

উপরোক্ত আইনে কৃষি ও অকৃষি জমির মধ্যে একটি আঞ্চলিক বিভাজন ছিল। তবে তৎকালীন আসাম প্রদেশ কেন্দ্রীয় আইনের মত একটি আইন পাস করে কৃষি ও অকৃষি জমির বিভাজন দুর করেছে। সে আইনে ১৯৪৬ সনের সম্পত্তির উপর আসামের নারীদের অধিকার (কৃষি জমি পর্যন্ত বিস্তৃত) আইন।[৫৯১]

---

[৫৮৭] পত্নী, পতির ধন পাইয়া তা যথাসম্ভব ভোগ করতে পারবে, কিন্তু দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখতে পারবে না। কিন্তু দান, বিক্রয় বা বন্ধক না রাখলে যদি খোরাক বা পোষাক না চলে তবে, দান, বিক্রয় ও বন্ধক রাখতে পারবেন। কন্যার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৩৬২

[৫৮৮] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

[৫৮৯] শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃ. ৩৬২; বৈধ প্রয়োজন বলতে বুঝানো হয়েছে- স্বামী যদি ঋণি থাকেন তার ঋণ পরিশোধ করতে হলে, স্বামীর পি দানের জন্য। জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্যসহ হিন্দু আইনানুযায়ী সাকসেশান করে কেবল বিধবা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে। গবেষক

[৫৯০] পুত্রের সহিত সমান অংশে মৃতের বিধবা স্ত্রী যে অংশ পায় তা সিলেট ব্যতীত বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে শুধু অকৃষি জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কৃষি জমিতে সিলেট ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে বিধবার উত্তরাধিকার নাই। সম্পত্তির উপর হিন্দু নারীর স্বত্বের আইন ১৯৩৭ সনে পাস হয় এবং ইহা ছিল একটি কেন্দ্রীয় আইন। কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন সমগ্র ভারত বর্ষে অকৃষি জমি সম্পর্কে আইন পাস করিবার অধিকার তাদের ছিল না। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

[৫৯১] বিবাহিতা হিন্দু মহিলার পৃথক বাস ও ভরণ পোষণের অধিকার আইন, ১৯৪৬, ২৩ শে এপ্রিল/ ১৯৪৬ (১৯৪৬ সনের ১৯ নং আইন)। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, হিন্দু আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩; বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫০

মৃতের বিধবা যেভাবে সম্পত্তি পায় মৃতের পুত্রের বিধবা বা তাঁর পৌত্রের বিধবা বা প্রপৌত্রের বিধবা একইভাবে সম্পত্তি পায়। কারণ বিধবা পুত্র এবং পৌত্র এর স্থলাভিষিক্ত হয়।[৫৯২]

০৭। কন্যার স্থান

উপরোক্ত ছয়জন সপিণ্ডের কেউ যদি না থাকে তখন পুত্রবতী কন্যা উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে। কারণ তাঁর পুত্র তাঁর পিতার পিণ্ডদানে সক্ষম।[৫৯৩] যে কন্যা পুত্রবতী নয়, বন্ধা সে উত্তরাধিকারীত্ব পায় না। জীমুতবাহন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে "সে কন্যা উত্তরাধিকার পাবে না যে পুত্রবতী নয় বা পুত্র জন্ম দিবার শক্তি নেই বা যে বন্ধ্যা এবং যে শুধু কন্যাবতী । তবে যে কন্যা কোন পুরুষ শিশুকে পুত্ররূপে দত্তক নিবার জন্য সম্ভাবনা পূর্ণ্য, সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় না।"[৫৯৪]

সুতরাং সকল কন্যা পিতৃত্যক্ত স্বত্বে সম্পত্তি পায় না। প্রথমে আসে অবিবাহিতা কন্যা। কন্যা অবিবাহিত থাকলে, সে একাই পিতৃত্যক্ত সকল সম্পত্তি সমুদয়ভাবে পায়; ঐ রকম কেহ না থাকলে পায় পুত্রবতী কন্যা। পুত্রবতী কন্যা, বন্ধ্যা বা পুত্রহীনা

---

[৫৯২] মৃতের বিধবা যেভাবে সম্পত্তি পায় তেমনি পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের বিধবাও সম্পত্তি পায়। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার বুঝা যাবে। "ক" নামক একজন হিন্দু, তিন পুত্র, এক বিধবা এবং পূর্বে মৃত পুত্রের এক বিধবা রেখে মারা যান। তার সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হবে এবং ঐ পাঁচ জন সমাংশে তা পাবে। "ক" তিন পুত্র, তার বিধবা স্ত্রী এবং পূর্বে মৃত পুত্রের এক পুত্র এবং তার মৃত পুত্রের বিধবাকে রেখে মারা যান। এখানে ক-এর ত্যক্ত সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হবে। প্রত্যেক পুত্র এবং তার ক- এর বিধবা এই ৪ জনের প্রত্যেকে $\frac{১}{৫}$ পাবে। অবশিষ্ট $\frac{১}{৫}$ অংশ তার মৃত পুত্রের পুত্র ও বিধবার মধ্যে সমান ভাবে অর্থাৎ উহারা এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে $\frac{১}{১০}$ করে পাবে।

উপরে যে ছয়জনের কথা বলা হল অর্থাৎ পুত্র,পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, মৃত পুত্রের বিধবা এবং মৃতের পৌত্রের বিধবা, ইহারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গণ্য। ইহারা বাঁচিয়া থাকলে আর কেহ মৃতের সম্পত্তি পায় না।

[৫৯৩] শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ কন্যা ব্যবহার না করে শুধু মাত্র অবিবাহিতা কন্যা উলেণ্খ করেছেন, কারণ অবিবাহিতা কন্যা থাকলে অন্য কোন কন্যা উত্তরাধিকার পায় না। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়ামণিঃ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬১

[৫৯৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০; কন্যাগণ কখনো পিন্ডদানে সক্ষম নয় তাই কন্যার কন্যাগণও পিন্ডদিতে পারে না বিধায় সে উত্তরাধিকারীত্ব হতে বঞ্চিত। বন্ধা সে তো পিন্ডদানের প্রশ্নই আসে না তাই সেও উত্তরাধিকারীত্ব পাবে না। আর এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম কুমারী কন্যা প্রাধ্যন্য পাবে। কুমারী কন্যা থাকলে বাকীরা বঞ্চিত। গবেষক

কন্যাকে বঞ্চিত করে। অবিবাহিত বা পুত্রবতী কন্যা না থাকলে এবং সন্তানহীনা বিধবা কন্যা থাকলে পিতৃব্য পুত্র সম্পত্তি পাবে।[৫৯৫]

কন্যা যদি দুই বা ততোধিক থাকে তবে অবিবাহিতা কন্যা বিবাহিতা কন্যার পূর্বে উত্তরাধিকার লাভ করে। সকল কন্যা যদি বিবাহিতা হয় তবে গরীব কন্যা ধনী কন্যাকে অপসারণ করে। এককথায় বলা যায়, প্রথমে অবিবাহিতা কন্যা, অবিবাহিতা কন্যা না থাকলে পুত্রবতী কন্যা, তারপর পুত্র সম্ভবা কন্যার স্থান। বন্ধা, পুত্র-হীনা, বিধবা এবং কেবলমাত্র কন্যার মাতাগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। পুত্রবতী কন্যা বিবাহিতা, বন্ধা, বিধবা কন্যাকে বঞ্চিত করে।[৫৯৬]

০৮। কন্যার পুত্র বা দৌহিত্র

জীমুতবাহন বলেন, পুত্র সন্তানের মা এ জন্য পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় যে সে এমন একজন সন্তানের মা যে হিন্দু আইনানুসারে তাঁর মাতামহের পিণ্ডদানে সক্ষম। সে কারণেই কন্যার পুত্র বা দৌহিত্র মৃতের পিতা এবং অন্যান্য জ্ঞাতি জীবিত থাকা সত্ত্বেও মাতামহের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায়। তবে এ অধিকার টুকু কেবল দৌহিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, দৌহিত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্র তাঁর পিণ্ডদানের অধিকারী নয় বিধায় উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত।[৫৯৭]

[৫৯৫] বর্তমানকালে প্রশ্ন উঠছে, হিন্দু কন্যার অধিকার থাকা উচিত কিনা তার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির উপর, তার পিতার পুত্রের সহিত অর্থাৎ তার ভাই-এর সহিত। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার অধিকার বিধৃত। এ সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে কন্যার দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কতিপয় হিন্দু পণ্ডিত বলেন ঃ কন্যা সম্পর্কে হিন্দু আইনের যে মহতি ধারণা বিদ্যমান তা প্রথমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। বিবাহের সাথে সাথেই কন্যা তার স্বামীর শ্বশুরের পরিবার চলে যায়। স্বামী শ্বশুরের পরিবারের সে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যতদিন তার বিবাহ হয় নাই ততদিন তার পিতা তাকে লালন-পালন করেছে বিবাহের পর যে সম্পত্তি তার ভাইয়েরা ভোগ করছে তার উপর সে কোন লোভ রাখবে না। কন্যা যখন স্ত্রী হয় তখন সে যদি অন্য অন্য পরিবারের মানুষ হয় তবে সে তার আগের কালের জীবনের ভিত্তিতে কোন দাবী উত্থাপন করতে যাবে কেন? দাবির অধিকার থাকলে কখনো লোভ চাড়া দিয়া উঠতে পারে। এবং ফলে ভাইদের সাথে তার সম্বন্ধের মাধূর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রাচীনকালের মুনি ঋষিগণ পারিবারিক বন্ধনকে মহাপবিত্র মনে করতেন, যে নীতিতে সে বন্ধন অটুট থাকে সেই নীতির নির্দেশ তারা দিয়েছেন। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

[৫৯৬] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০, 5. D.L.R. 440;4 D.L.R 237

[৫৯৭] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১। মৃতের যদি পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা এবং উত্তরাধিকার হওয়ার উপযুক্ত কন্যা সন্তান যদি না থাকে সে ক্ষেত্রে কন্যার পুত্র উত্তরাধিকার হয়। কারণ হিন্দু আইনানুসারে কন্যার পুত্র তার নানার পিণ্ড দিতে সক্ষম। তবে স্বরণ রাখা দরকার যে, কন্যার পুত্রের পুত্র, বা তার পুত্র উত্তরাধিকার পায় না কারণ সে পিণ্ডদানে সক্ষম না। গবেষক

০৯। পিতা

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা, কন্যা, কন্যার পুত্র বা দৌহিত্র এ আটজন বা শ্রেণির সাথে সাথে মৃতের অধঃস্তন পুরুষের মধ্যে যারা পিণ্ড দিতে সক্ষম তাঁদের তালিকা শেষ হয়ে যাওয়ায় উত্তরাধিকার ঊর্ধ্বগামী হবে। হিন্দু ধর্মীয় আইনানুসারে পিতা উত্তরাধিকার হন।[৫৯৮]

১০। মাতা

মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হয়[৫৯৯]। কিন্তু পিতা জীবিত থাকলে সে আর উত্তরাধিকারী হয় না। তবে মাতা যদি অসতী হয় তবে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে তবে উত্তরাধিকারীত্ব হারায় না। বিমাতা কখনো উত্তরাধিকারী হয় না।[৬০০]

১১। ভাই

ভাইয়ের স্থান মাতার পরে। ভাইদের মধ্যে প্রথমে সহোদর ভ্রাতারাই উত্তরাধিকার পায়। সহোদর না থাকলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পায়। সহোদর ভ্রাতারা পিতৃ ও মাতৃকূলে পিণ্ড দিতে পারে এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা শুধু পিতৃকূলে পিণ্ড দিতে পারে। [৬০১]

১২। ভ্রাতুস্পুত্র

প্রথমে সহোদর ভাইয়ের পুত্র যদি সহোদর ভাইয়ের পুত্র না থাকে তবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র উত্তরাধিকার লাভ করবে।

---

[৫৯৮] মৃত ব্যক্তির যদি উপরে বর্ণিত আট শ্রেণির উত্তরাধিকার না থাকে সে ক্ষেত্রে মৃতের নিম্ন মুখী উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা শেষ বিধায় উর্ধ্বমুখী হবে। এক্ষেত্রে পিতা সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে উর্ধ্বমুখী উত্তরাধিকারে অংশিদার। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত পৃ.৩৫১

[৫৯৯] ছেলের সম্পদে মায়ের অংশ পাবে ১০ ক্রমিকে। আর অবিবাহিতা কন্যার সম্পদে মায়ের ক্রমিক ২এ। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড় বাগীশভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১ ও ৩৬৫

[৬০০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত পৃ.৩৫২

[৬০১] হিন্দু ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পিতৃ ও মাতৃ কুলের পিন্ডদানকারী শুধুমাত্র পিতৃ কুলের পিন্ডদানকারীর উপর প্রাধান্য পাবে। অধিক পরিমাণে পিন্ডদানকারী অল্পপরিমাণে পিন্ডদান কারীর উপর প্রাধান্য পাবে। এ নিয়মানুযায়ী সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। গবেষক

১৩। ভ্রাতুস্পুত্রের পুত্র

ভ্রাতুস্পুত্রের অবর্তমানে তাঁর পুত্র পিণ্ড দিবার অধিকারী বিধায় সেও উত্তরাধিকার পায়।

১৪। ভাগিনেয় বা বোনের পুত্র

ভাইয়ের পুত্র, তাঁরপুত্রের পুত্র যদি না থাকে তবে তাঁর পিণ্ড দিতে পারে বোনে ছেলে। বোনের ছেলে তিন পুরুষকে পিণ্ড দিতে পারে। তাই বোনের পুত্র উত্তরাধিকার হতে কোন বাধা নেই।

১৫। পিতামহ

১৬। পিতামহী : পুত্র কন্যা না থাকলে পিতামহী উত্তরাধিকার হতে পারে। যেমন,

ক. রাম তাঁর ১ পুত্র এবং সাহোদর ভাই রেখে মারা গেল। তালিকা অনুযায়ী রামের পুত্র সাম সমস্ত সম্পত্তি পাবে। কারণ পুত্রের স্থান তালিকাতে ১নং আর ভাইয়ের স্থান ১১ নম্বরে। প্রাথমিক উত্তরাধিকার পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যক্তিবর্গ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

খ. শান্তি তাঁর ১ স্ত্রী এবং দুই পুত্র রেখে মারা গেল। এক্ষেত্রে শান্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি সমান তিন অংশে ভাগ হবে। বিধবা স্ত্রী এবং দুই পত্র সমান অংশ গ্রহণ করবে।[৬০২]

গ. মধু দুই ভাই ও এক বোন রেখে মারা গেল। এখানে বোন কোন সম্পদ পাবে না দুই ভাই তুল্যাংশে পাবে। কারণ দায়ভাগ বিধানমতে বোন সপিণ্ড নয়।[৬০৩]

ঘ. রাম তাঁর ৪ কন্যা এবং মাতা রেখে মারা গেল। কন্যাদের মধ্যে একজন অবিবাহিতা, একজন বিবাহিতা এবং পুত্রবতী, একজন বন্ধ্যা, এবং অপর জন বিধবা এবং তাঁর দুই কন্যা সন্তান আছে। এই ক্ষেত্রে অবিবাহিতা কন্যার দাবি সর্বাগ্রে,

---

[৬০২] ১৯৩৭ সনের সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ড় আইন বলে স্ত্রী এক ছেলের সমান অংশ পাবে। তবে তা হবে বিধবার জন্য জীবনস্বত্ব এবং তার মৃত্যুর পর ঐ অংশ পুত্রদের উপর বর্তাবে তখন সমস্ড় সম্পত্তি দুই পুত্র সমান করে নিবে। গবেষক

[৬০৩] হিন্দু দায়ভাগ আইনে যে ৫ জন মহিলাকে উত্তরাধিকারে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে তারা হচ্ছে ০১. বিধবা, ০২. কন্যা, ০৩. মাতা, ০৪. পিতার মাতা, ০৫. পিতার পিতার মাতা। দায়ভাগ স্কুলে উলেণ্ঢখিত ৫ জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলাকে সপিন্ড হিসেবে গণ্য করা হয় না। সন্ড়নহীনা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে এবং তিনি স্বামীর পিন্ডদান করতে পারে। বিমাতা বা প্রমাতামহ দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে না। হিন্দু দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকার লাভে উলেণ্ঢখিত ৫ জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার স্থান নেই। সকুল্য এবং সমানোদক স্কুলে মহিলার কোন অবস্থান নেই। যে ৫ জন মহিলা উত্তরাধিকারীত্বের দাবিদার তাদের মধ্যে ভগ্নির নাম নাই সুতরাং ভগ্নি সম্পত্তি পাবে না। সুতরাং মধুর সম্পদের বোনের কোন অংশ নেই। বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

সুতরাং অবিবাহিতা কন্যা রামের সকল সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাবে। অন্যান্য কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না। মাতাও কিছু পাবে না। কারণ কন্যাদের স্থান ৭ নং মাতার স্থান ১০ নং তাই অবিবাহিতা ব্যতীত বাকিরা বঞ্চিত।[৬০৪]

ঙ. লাদু এক পুত্র, অপর মৃত পুত্রের দিকের দুই পৌত্র এবং অপর মৃত পুত্রের দিকের তিন প্রপৌত্র রেখে মারা গেল। উদাহরণে বিষয়টি পরিস্কার হবে,

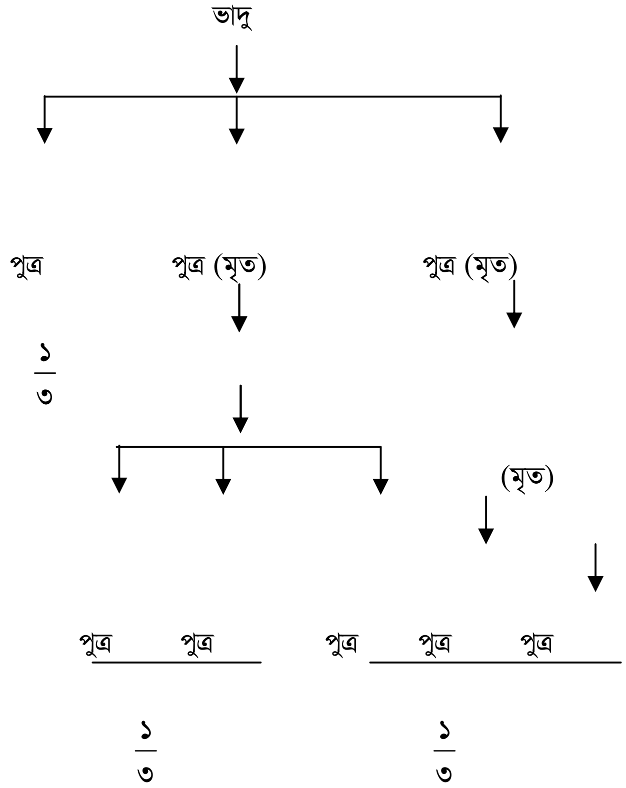

এ ক্ষেত্রে তালিকায় ১-৩নং ব্যবস্থানুযায়ী লাদুর পুত্র অংশ পাবে। তাঁর দুই পৌত্র একত্রে অংশ পিছু নিয়মানুসারে এবং অপর তিন প্রপৌত্র একই নিয়মে অবশিষ্ট অংশ পাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে এভাবে স্থলবর্তী নিয়মে অংশ পাওয়াকে বলা হয় অংশপিছু উত্তরাধিকারী (Succession per Capita) ।

চ. মধু মৃতা কন্যার দিকের এক দৌহিত্র, অপর মৃতা কন্যার দিকের দুই দৌহিত্র এবং পিতাকে রেখে মারা গেল। এক্ষেত্রে পিতা কিছু পাবে না, কারণ পিতার স্থান সপিণ্ডদের তালিকার ৯নং আর দৌহিত্রের স্থান ৮নং। তিন দৌহিত্র মাথাপিছু (Succession per Capita) নিয়মে প্রত্যেকে সমান অংশ পাবে।

[৬০৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

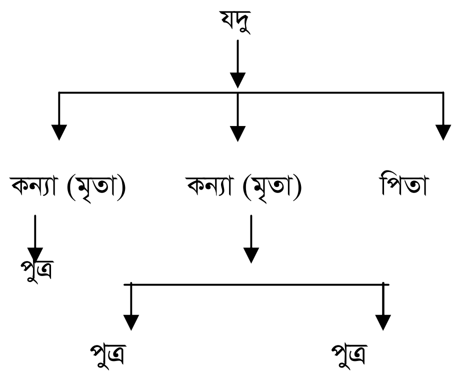

অর্থাৎ প্রত্যেক দৌহিত্র $\frac{১}{৩}$ করে অংশ পাবে। এ ক্ষেত্রে স্থলবর্তী মতবাদের অংশপিছু নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কারণ প্রতিনিধিত্ব মতবাদ শুধুমাত্র পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র থাকলেই প্রযোজ্য হয়, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

ছ. যাদব ক ও খ দুই বিধবা এবং বিধবা ক-এর দিকে দুই পুত্র এবং অপর বিধবা খ-এর দিকে তিন পুত্র রেখে মারা গেল । এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক পুত্র অংশ পাবে এবং ১৯৩৭ সনের সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন বলে মধু দুই বিধবা একত্রে অংশ পাবে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁরা পুত্রদের সহিত বন্টন দাবি করতে পারবে। মধুর বিধবাদের জীবনস্বত্ব হবে। এক বিধবা মারা গেল তাঁর অংশ উত্তরজীবি সূত্রে অপর বিধবা পাবে এবং সেও মারা গেলে উভয় বিধবার অংশ মধুর পাঁচ পুত্র সমান অংশে পাবে।

উত্তরাধিকারীদের ক্রমানুসারে তালিকা

ইতোমধ্যে ১ হতে ১৬ নম্বর পর্যন্ত অর্থ্যাৎ পুত্র হতে পিতামহী পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি উত্তরাধিকার ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল :-

১৭। পিতৃব্য বা চাচা – Paternal uncle.

১৮। পিতৃব্যপুত্র বা চাচাত ভাই-Paternal uncle’s Son

১৯। পিতৃব্যের পৌত্র বা চাচার পৌত্র- Paternal uncle’s son’s son.

২০। পিষীর পুত্র বা ফুফাত ভাই-Father sister son.

২১। প্রপিতামহ-Paternal great grandfather.

২২। প্রপিতামহী- Paternal great grandmother

২৩। পিতৃব্যের পিতা-Paternal grand uncle.

২৪। পিতৃব্যের পিতার পুত্র– Paternal grand uncle’s son.

২৫। পিতৃব্যের পৌত্র– Paternal grand uncle.

২৬। পিতামহের ভাগিনেয়-Father’s Father/s sisters son.

২৭। পুতনির পুত্র-Son’s daughter’s son.

২৮। পৌত্রের কন্যার পুত্র-Son’s son’s daughter’s son.

২৯। ভাইঝির পুত্র-Brother’s daughter’s son.

৩০। ভাইপোর কন্যা-Brother’s son’s daughters son.

৩১। পিতৃব্যের কন্যার পুত্র-Paternal uncle’s.

৩২। পিতৃব্যের পিতার কন্যার পুত্র-Paternal son’s daughter’s son.

৩৩। পিতৃব্যের পিতার কন্যার পুত্র-Paternal granduncle’s

৩৪। পিতৃব্যের পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র-Paternal granduncle’s

৩৫। মাতামহ-Maternal grandfather.

৩৬। মামা-Maternal uncle.

৩৭। মামার পুত্র-Maternal uncle’s son.

৩৮। মামার পৌত্র-Maternal uncle’s son.

৩৯। মাসীর পুত্র- Mother’s sisters son.

৪০। প্রমাতামহ-Mother’s great grandfather.

৪১। প্রমাতামহের পুত্র Mother’s great grandfather ‘s son.

৪২। প্রমাতামহের পৌত্র Mother’s great grandfather son’s son.

৪৩। প্রমাতামহের প্রপৌত্র Mother’s great grandfather grandson.

৪৪। প্রমাতামহের কন্যারপুত্র Mother’s great grandfather daughter’s son.

৪৫। প্রমাতামহের পিতা-Maternal greal grandfather.

৪৬। প্রমাতামহের পিতার পুত্র Maternal greal grandfather son’s.

৪৭। প্রমাতামহের পিতার পৌত্র Maternal greal grandfather greatson’s.

৪৮। প্রমাতামহের পিতার প্রপৌত্র- Maternal greal grandfather great grandson’s.

৪৯। প্রমাতামহের পিতার পুত্রের কন্যা- Mother’s great grandfather daughters son.

৫০। মাতামহের পুত্রের কন্যারপুত্র Maternal grandfather son’s daughters son.

৫১। উহার পৌত্রের কন্যার পুত্র-His grandson’s daughter’s son.

৫২। প্রমাতামহের পুত্রের কন্যার পুত্র-His grandson’s daughter’s son.

৫৩। উহার পৌত্রের কন্যার পুত্র-His grandson’s daughter’s son.

৫৪। প্র-প্রমাতামহের পুত্রের কন্যার পুত্র-

Maternal great great grandfather’s son’s daughter’s son’s.

৫৫। উহার পৌত্রের কন্যার পুত্র- His son’s daughter’s son.

সর্বমোট সপিণ্ডের সংখ্যা ৫৩ জন, উপরে দেখানো হয়েছে ৫৫ জন কারণ ৫ ও ৬ নং সপিণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না হলেও ১৯৩৭ সনের নারীর উত্তরাধিকার আইনে তাঁদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে সপিণ্ড সংখ্যা দাড়ায় ৫৫ জন। আর এ ০৫ ও ০৬ নং হল– মৃতের মৃত্যুর পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী।

কিন্তু শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্য্যেণ তাঁর রচিত স্মৃতিচিন্তামণিঃ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দায়ভাগ অনুসারে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা মোট ৭৫ জন।

৫৬। বৃদ্ধপ্রপিতামহ

৫৭ । অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ

৫৮। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ

৫৯। বৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র

৬০। বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র

৬১। বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র

৬২। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র

৬৩। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র

৬৪। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র

৬৫। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র

৬৬। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র

৬৭। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র

৬৮। সমানোদক (পুর্ব্ববোধ নৈকট্য ক্রমে অধিকারী)

৬৯। আচার্য গুরু

৭০। শিষ্য (বেদের ছাত্র, যে ছাত্র বেদ অধ্যায়ন করে)

৭১। সতীর্থ (বেদাধ্যায়ী, যার সাথে একত্রে বেদ অধ্যায়ন করা হয়েছে)

৭২। একগ্রামস্থ সগোত্র

৭৩। একগ্রামস্থ সমানপ্রবর

৭৪। শ্রোত্রিয়

৭৫ রাজা (ব্রাক্ষ্রণ ভিন্ন অন্য বর্ণের ধনে অধিকারী) ব্রক্ষ্রণ মাত্র । ব্রাক্ষণের ধনে অধিকারী।[৬০৫]

০২। সকুল্যের উত্তরাধিকার

দায়ভাগ আইন মোতাবিক তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারের মধ্যে সকুল্য[৬০৬] দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকার। সপিণ্ডদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকে তবে সকুল্য ও সমানোদক কোন উত্তরাধিকার লাভ করবে না। সপিণ্ডের কেহ যদি জীবিত না থাকে তবেই কেবল

---

[৬০৫] পুত্র হরে রাজা পর্যন্ড় (ব্রাক্ষ্রণের ধনে ব্রাক্ষ্রণ পর্যন্ড়) ৭৫ জন অধিকারীর মধ্যে পুর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারী না থাকলে, মৃত পুরুষের ধনে পর পর ব্যক্তি অধিকারী হবে। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত , ২০০৯, পৃ. ৩৬৪

[৬০৬] সকুল্য *বি.* জ্ঞাতি; সপিণ্ডের উর্ধ্বতন তিনপুরুষ ও এককুলজাত; সগোত্র। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩; সমকুলোদ্ভব; সগোত্র(সকুল্য ব্যক্তিদ্বয়)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৫

সকুল্যগণ উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করবে। সপিণ্ড যে নিয়মে উত্তরাধিকারে অগ্রাধিকার লাভ করেছে সে নিয়মে সকুল্যও অগ্রাধিকার লাভ করবে।[৬০৭] উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে,

পিণ্ডলেপ প্রদানকারী গ্রহণকারীর উপর অগ্রাধিকার পাবে। যারা পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের পূর্ব পুরুষের পিণ্ডলেপ প্রদান করে তাঁরা শুধু পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের পিণ্ডলেপ প্রদানকারীগণের উপর প্রাধান্য পাবে। যারা অধিক পিণ্ডলেপ প্রদান করবে তাঁরা কম পিণ্ডলেপ প্রদানকারীদের উপর প্রাধান্য পাবে।

০৩। সমানোদকের উত্তরাধিকার

হিন্দু দায়ভাগ স্কুল মতে সপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক এ ধারাবাহিকতায় উত্তরাধিকার লাভ করে। প্রথমে সপিণ্ড তারপর সকুল্য সর্বশেষ সমানোদক উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে। তাই সমানোদক তৃতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী। তাছাড়া হিন্দু আইনে একটি নিয়ম হচ্ছে নিকটবর্তী দুরবর্তীকে বঞ্চিত করে। মৃতের সবচেয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে সপিণ্ড, তাই সর্বপ্রথম সপিণ্ড গ্রহণ করে, তারপর সকুল্য তারপর সমানোদক তাই সর্বশেষ সমানোদক উত্তরাধিকারীত্ব গ্রহণ করে থাকে। সমানোদকের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সপিণ্ড ও সকুল্যের ফরমুলা ব্যবহৃত হয়।[৬০৮]

---

[৬০৭] হিন্দু মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে সপিণ্ড ও সকুল্যদের অগ্রাধিকারের নিয়ম একই। সপিণ্ড ও সকুল্যদের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয় চারটি ফরমুলায়। আর যে চারটি নিয়ম প্রাচীন পণ্ডিতগণ হতে সপিণ্ডের অগ্রাধিকারের ভিত্তি হিসেবে ধারাবাহিক ভাবে প্রচলন হয়ে আসছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক. পিণ্ড প্রদানকারীগণকে পিণ্ড গ্রহণকারীদের হতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন ঃ পুত্র মৃত ব্যক্তির পিণ্ড দান করে এবং মৃত ব্যক্তির পিতা উহা গ্রহণ করে। তা হলে এ নিয়মানুসারে পুত্র মৃত ব্যক্তি পিতার উপরে অগ্রাধিকার পাবে।

খ. যারা পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের পূর্ব পুরুষদের পিণ্ড প্রদান করে তারা শুধু মাত্র পিতৃ কুলের উর্ধ্বতন পুরুষদের পিণ্ড প্রদানকারীদের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

গ. মাতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীদের তুলনায় পিতৃকুলের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীগণ অগ্রাধিকার পাবে। এ নিয়মে পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ঘ. যারা বেশী পিণ্ড প্রদান করবে তারা কম পিণ্ড প্রদানকারীর উপর অগ্রাধিকার পাবে।

উপরোক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তির চারটি নিয়ম সকুল্য এবং সমানোদক উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য । বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

[৬০৮] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

০৪। ভিন্ন রকম উত্তরাধিকার

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত যে সাধারণত উত্তরাধিকার তিন শ্রেণির সপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক। রক্ত সম্পর্কীয় বা আত্মীয়তায় এর বাইরে আর কোন উত্তরাধিকার নেই। কিন্তু হিন্দু প্রচলিত আইনে উপরোক্ত তিন শ্রেণির উত্তরাধিকার ছাড়াও আরো কিছু ভিন্নধর্মী উত্তরাধিকার লক্ষ করা যায় এরা হচ্ছে :-

০১. গুরুদেব বা শিক্ষক

০২. শিষ্য বা ছাত্র

০৩. সতীর্থ[৬০৯]

০৪. যে মৃতের পারিবারিক নাম ধারণ করেছে [৬১০]

০৫। গ্রাম্য উত্তরাধিকার

হিন্দু আইনানুযায়ী যদি কোন মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদকসহ উপরোক্ত কোন উত্তরাধিকার না পাওয়া যায় তখন উত্তরাধিকার বর্তাবে একই গ্রামে বসবাস কারীদের উপর নিম্মোক্ত ধারাবাহিক ভাবে। যথা :

ক. সগোত্রীয় ব্যক্তিদের উপর যদি তাঁদের কেউ না থাকে তবে

খ. সমান প্রবরভুক্ত ব্যক্তিদের উপর। তাঁদের কেউ না থাকলে

গ. গ্রামের ব্রাক্ষণদের উপর।

উপরোক্ত সকল উত্তরাধিকারদের অবর্তমানে সকল সম্পত্তি চলে যাবে রাজকোষে।[৬১১]

---

[৬০৯] অধ্যাপক এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬; অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[৬১০] যদি এমন হয় যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির কোন শিক্ষক ছাত্র বা শিষ্যও বর্তমান নাই তা হলে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি দায়ভাগ আইন মতে উক্ত মৃত ব্যক্তির গোত্রের বা আত্মীয়দের উপর বর্তাবে। যদি তাও না পাওয়া যায় তবে তার সমস্ড় সম্পদ তার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। গবেষক

[৬১১] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

০৬। অবৈধপুত্র

হিন্দু আইন অনুযায়ী বৈধপুত্রই পিণ্ডদানের অধিকারী এবং পিতা মাতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অবৈধ পুত্রও উত্তরাধিকার হয়ে থাকে। যেমন শূদ্রের[৬১২] ঔরসজাত অবৈধ পুত্র উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়[৬১৩] তৈশ্যদের[৬১৪] অবৈধ সন্তান উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ না করে এ স্ত্রীলোকের গর্ভে নিজ ঔরসে পুত্র সন্তান দিয়ে থাকে, তা হলে সে পুত্র সন্তান ঐ ব্যক্তির অবৈধ সন্তান বলে পরিচিত। হিন্দু আইনে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈস্যদের অবৈধ পুত্র সন্তান কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী হয়। তবে অবৈধ পুত্র শূদ্রের ঔরসজাত হলে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। অবৈধ পুত্র মৃত ব্যক্তির বৈধ পুত্রের অর্ধেক অংশ পায়।[৬১৫]

০৭। দত্তক পুত্র

হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে কোন হিন্দু তাঁর পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র[৬১৬] গ্রহণ করতে পারে। দত্তক পুত্র আপন পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়, যদি তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকে।[৬১৭] দত্তকে গ্রহণ করার পর যদি দত্তকি পিতার স্বাভাবিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দত্তক পুত্র দত্তকি ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হবে। এ নিয়ম শূদ্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। শূদ্রদের ক্ষেত্রে দত্তকি পুত্র স্বাভাবিক পুত্রের সহিত সমান অংশ পাবে। কোন হিন্দু একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করে এবং একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে দত্তকি মাতা মনোনীত করে, তা হলে দত্তকি পুত্র শুধুমাত্র ঐ দত্তকি মাতার এবং দত্তকি

[৬১২] শূদ্র (কথা) শূদ্দুর–বি. হিন্দু চতুর্বর্ণের চতুর্থটি। (স্ত্রী) শূদ্রা জাতীয়া রমণী, শূদ্রী– শূদ্রের পত্নী। হিন্দু ধর্মীয় একটি বিশেষ জাতী। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩

[৬১৩] ক্ষত্রিয় – বি. হিন্দু চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ (অরাজকতাজনিত উপদ্রবাদি হতে বা ক্ষত হতে প্রাণিদিগকে রক্ষা করে এইজন্য)ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয় জাতীয়া নারী , হিন্দু ধর্মীয় নারীজাতী বিশেষ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[৬১৪] তৈশ্য হিন্দু ধর্মীয়দের এক ধরণের মহিলা প্রজাতি। গবেষক

[৬১৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬–৩৫৭

[৬১৬] দত্তক পুত্র– পোষ্যপুত্র, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; হিন্দু আইনের বিধান মোতাবিক অন্যের পুত্রকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করাকে দত্তক বলা হয়। সুতরাং এর‍ূপ ব্যবস্থায় সংশিণ্টষ্ট পুত্র যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার হতে অন্য পরিবারে স্থানান্ড়রিত হয় এবং এরূপ স্থানান্ড়র করাকেই দত্তক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[৬১৭] যার একটি মাত্র পুত্র আছে সে দত্তক দান করিবে না, এতে তার নিজের বংশ লোপ পেয়ে যাবে। যার দুটি পুত্র আছে সেও যেন তার একটি পুত্র দত্তক দান না করে। যদি একটি মারা যায় তবেও তার বংশ লোপ পেয়ে যাবে। সুতরাং যার তিন বা ততোধিক পুত্র আছে সেই কেবল দত্তক দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্যেনকের বচন যথা– "একপুত্রক ব্যক্তি কখনও সেই পুত্র দান করিবে না; কিন্তু বহুপুত্রক ব্যক্তিই যত্নপূর্বক পুত্রদান করিতে পারে।" শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৫৬

মাতার আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। দত্তকি পিতার অপর স্ত্রীরা দত্তকি পুত্রের সৎ মাতা হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দত্তকি পুত্র কোন সম্পত্তি রেখে মারা যায় তবে এ মনোনীত দত্তকি মাতা তাঁর উত্তরাধিকারিণী হবে।[৬১৮]

০৭। বিধবা স্ত্রী

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা ইত্যাদি ওয়ারিশগণ যদি জীবিত না থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তিই সীমিত স্বত্ত্বে মালিত হবে।[৬১৯] ১৯৩৭ সনের হিন্দু সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ হওয়ার পর যদি দায়ভাগ আইনে শাসিত কোন হিন্দু সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তাঁর বিধবা স্ত্রী তাঁর সম্পত্তির এক পুত্রের সমান অংশ বাটোয়ারা করে লইতে পারে। এ নিয়ম পৌত্র পর্যন্ত পরিবারের সকল বিধবাদের উপর প্রযোজ্য।

একাধিক বিধবা স্ত্রী বর্তমান থাকলে তাঁরা মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে একইসঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারিণী হবে এবং একজন বিধবার মৃত্যু হলে অপর বিধবা সেই অংশ পাবে। বিধবাদের মৃত্যুর পর স্বামীর নিকটতম সপিণ্ডের নিকট তাঁদের প্রাপ্ত সম্পত্তি ফিরে যাবে। নিম্নোক্ত উদাহরণে পরিস্কার হবে :-

একজন হিন্দু দুই স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে মারা যায়-

মৃত যাদব

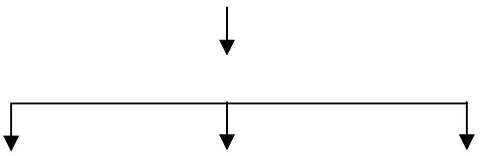

১ম স্ত্রী (জীবত)　　২য় স্ত্রী (জীবত)　　পুত্র (জীবত)

অংশ বন্টন

পুত্র ------------- $\frac{১}{২}$ অংশ

$\frac{\text{১ম স্ত্রী}}{\text{২য় স্ত্রী}}$ } একত্রে　$\frac{১}{২}$ অংশ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$ অংশ)

---

[৬১৮] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

[৬১৯] পত্নী, পতির ধন পেয়ে তা যথাসম্ভব ভোগ করতে পারবে, কিন্তু দান, বিক্রয় কিংবা বন্ধক রাখতে পারবেনা। তবে যদি খোরাক ও পোষাক না চলে তবে বিক্রয় ও বন্ধক রাখতে পারবে। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড্রমণিঃ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬২

১ম স্ত্রীর মৃত্যু হলে ২য় স্ত্রী অংশের জীবনস্বত্বের মালিক থাকবে এবং ২য় স্ত্রীর মৃত্যু হলে পুত্রের নিকট ষোল আনা সম্পত্তি বর্তাবে।

উক্ত আইনানুসারে প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পূর্বমৃত পৌত্রের বিধবা স্ত্রী তাঁদের স্ব স্ব স্বামীর অংশ জীবন স্বত্বে ভোগ দখল করতে পারে।

একজন হিন্দু এক স্ত্রী, এক পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পূর্বমৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা স্ত্রী রেখে মারা যায়। এমতাবস্থায় তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অংশ বন্টন নিম্নরূপ :-

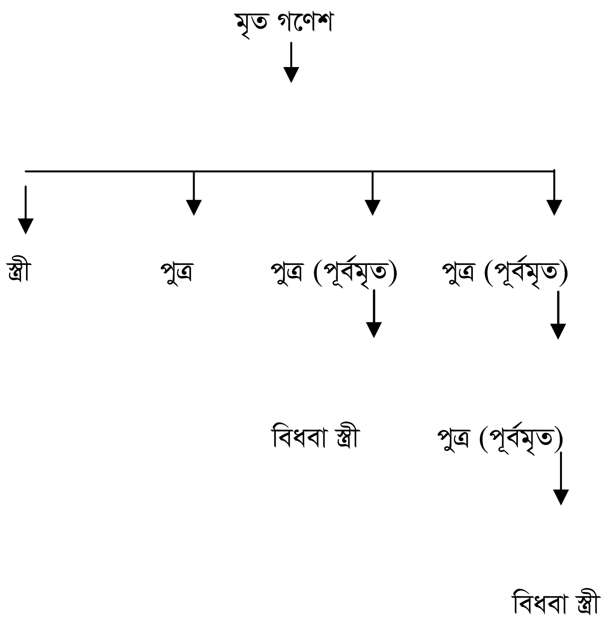

১ম পুত্র – ১/৪ অংশ

স্ত্রী – ১/৪ ”

২য় পুত্রের বিধবা স্ত্রী – ১/৪ ”

৩য় পুত্রের পুত্রের বিধবা স্ত্রী – ১/৪ ”

এখানে ২য় পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং তৃতীয় পুত্রের বিধবা স্ত্রী স্থলাভিসিক্ত নিয়মানুসারে স্ব স্ব স্বামীর অংশে স্থলাভিসিক্ত হয়েছে।

স্ত্রী যদি অসতী হয়, তবে সে তাঁর মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু কাল পর্যন্ত সতী থাকলে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সীমিত স্বত্বে মালিক হবার পর সেই স্ত্রী অসতী হলেও প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে না। একবার মালিকানা বর্তালে তা পরবর্তী অসতীত্বের জন্য বিনষ্ট বা খর্ব হয় না।[৬২০]

০৮। পুনর্বিবাহ

হিন্দু শাস্ত্রমতে একজন বিবাহিতা হিন্দু নারী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বিধবা স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে তাঁর পূর্বমৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে এবং ধরে লওয়া হবে যে সে স্ত্রীলোকটির তাঁর মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসাবে আর বেঁচে নাই। বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে সে তাঁর মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী থাকতে পারে না এবং সম্পত্তির কোন অংশ পায় না।[৬২১] আইন পাশ হবার পর বিধবা, এক বা একাধিক হলে সকলে একত্রে মৃত ব্যক্তির এক পুত্রের সমান অংশ জীবনস্বত্বে পাবে এবং অগ্রনী হয়ে বন্টন দাবী করতে পারবে। মৃত ব্যক্তির কোন বিধবা পুত্রবধু থাকলেও একত্রে এক পুত্রের সমান অংশ জীবনস্বত্বে পাবে। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র কেহ না থাকলে বিধবা, বিধবা পুত্রবধু এবং বিধবা প্রপৌত্র বধু একত্রে ষোল আনা অংশ জীবন স্বত্বে পাবে।[৬২২]

০৯। কন্যা

কন্যা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হয় না। যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবার কেউ থাকে তবে কন্যা উত্তরাধিকার হয় না। যদি উপরোক্ত কেউ না থাকে তখন কন্যা তাঁর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়।[৬২৩] তবে অসতী কন্যা মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু

---

[৬২০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

[৬২১] [12 DLR 634]। [Act XVIII of 1937 As amended by Act XI of 1938]

[৬২২] উক্ত আইনটি ইং ১৪/৪/৩৭ তারিখ হতে বলবত হয়েছে। অবশ্য কৃষি জমির ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য হবে না [22D L R 359; শেখ মোঃ ছিদ্দিক বনাম হরিলাল নাথ]। বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৯

[৬২৩] *অথ কন্যাধনাধিকারিণঃ* অর্থ: অবিবাহিত স্ত্রীলোকের ধনাধিকারীগণ। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীভট্রাচার্য্যেণ, স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ, বিশ্ববাণী প্রাকাশণী, কলকাতা-৯, প্রকাশ-২০০৯, পৃ. ৩৬৫। যে সকল কারণে কন্যাগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় তা হচ্ছে ক. অসতী কন্যা

সম্পত্তি প্রাপ্তির পর অসতী হলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। কন্যাদের মধ্যে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য তৎপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যাদের দাবী। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা এবং যে কন্যার কেবলমাত্র কন্যা সন্তান আছে তাঁরা তাঁদের পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না ।[৬২৪]

১০। কন্যার পুত্র

কন্যার মৃত্যুর পর কন্যার পুত্র সন্তানের উক্ত সম্পত্তিতে দাবী স্বীকৃত। সপিণ্ড হিসেবে কন্যার পুত্র মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়। তবে কন্যার পুত্রের পুত্র দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকার হয় না। কন্যাদের পুত্রগণ মাথাপিছু অংশ প্রাপ্ত হয়। উপরের ক্রমিকের ওয়ারিশ থাকলে নিন্ক্রমিকের ওয়ারিশ স্বত্ব পায় না। ১নং ক্রমিকে উল্লেখিত পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকলে কন্যা ওয়ারিশ হয় না। ওয়ারিশি স্বত্ব সম্পর্কে এ নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য। পুত্র না থাকলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যাগণ ওয়ারিশ হবে। কন্যাদের পর পরবর্তী ক্রম ওয়ারিশ অর্থাৎ দৌহিত্র (কন্যার পুত্র) পাবে। কন্যাদের মধ্যে অবিবাহিত কন্যার দাবি অগ্রগণ্য। স্বত্ত্ব বর্তার সময় অবিবাহিত কন্যা থাকলে সে বা তাঁরা সকুল্য অংশ পাবে। তাঁদের মৃত্যুর পর অন্যান্য কন্যা যারা পুত্রবর্তী বা পুত্র সম্ভবা অর্থাৎ যাদের পুত্র হতে পারে তাঁরা ওয়ারিশ হবে। অপুত্রক বিধবা কন্যা পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হন না।[৬২৫]

মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সম্পত্তি প্রাপ্তির পর অসতী হলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। খ, বন্ধ্যা কন্যা, গ. পুত্রহীনা কন্যা, ঘ. অন্ধ কন্যা, তারা শুধুমাত্র খোরপোষ লাভ করবে। গবেষক

[৬২৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০ [5DLR 440]।

[৬২৫] [19 CWN 472; মহানন্দ বনাম মনমোহিনী]। কোন কন্যা সম্পত্তি পাওয়ার পর অপুত্রক বিধবা হলে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে মৃত্যুকাল পর্যন্ড় তার স্বত্ব টিকবে। প্রত্যেক দৌহিত্র অর্থাৎ মেয়ের ঘরের নাতি সমান অংশ পাবে। স্বত্ব বর্তনের পূর্বেই দৌহিত্র এর মৃত্যু হলে তার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রের পুত্র ওয়ারিশ হবে না। [30 CWN 957; নেপাল বনাম প্রভাত; 24 CWN 316; রাধা বনাম গোপাল]।

স্বামী অপুত্রক মারা গেলে তার একাধিক স্ত্রী থাকলে তারা প্রত্যেকে সমস্ড় সম্পত্তি তুল্যাংশে প্রাপ্ত হবে। একাধিক বিধবাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে অপর জীবিত বিধবা সমস্ড় সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। বিধবার জীবন স্বত্ব শেষ হলে অর্থাৎ মারা গেলে স্বামীর নিকটবর্তী সপিন্ডদের উপর বর্তাবে। জীবন স্বত্বের অধিকারিণী মহিলার নিজ উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তাবে না। রায়তী জোত বা প্রজা স্বত্ত্ব আইনের আওতাধীন বাড়ি বা পুকুর কৃষি সম্পত্তি গণ্য হবে এবং তাতে স্ত্রী উক্ত আইনের বিধান অনুসারে স্বত্ত্ব পাবে না [২২ উখজ ৩৫৯; শেখ মোঃ ছিদ্দিক বনাম হরি লাল নাথ] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

১১। স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার সীমিত হলেও বিধবা নিম্মোক্ত অধিকার গুলো সংরক্ষণ করবে যথা :-

ক. বিধবা প্রয়োজনবোধে প্রাপ্ত সম্পত্তি বাবদ আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।

খ. বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারবে।

গ. বিধবার প্রাপ্ত সম্পত্তি কেহ জোরপূর্বক দখলে রাখলে তাঁর বিরুদ্ধে বিধবা নিষেধাজ্ঞা ও মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।[৬২৬]

১২। বৈধ ও আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা বিধবা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর

যে সকল প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থাতে বিধবা সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল,

ক.ধর্মীয় কারণে বা জনকল্যাণমূলক কারণে বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। যথা :

০১. স্বামীর আত্মার কল্যাণের জন্য কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত ব্যয় নির্বাহের জন্য বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথা– বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, ব্রাক্ষণ ও কাঙ্গাল ভোজন, গয়ায় পিণ্ডদান ইত্যাদি।

০২. মৃত স্বামী কোন জনহিতকর কাজ অর্ধসম্পন্ন করলে তা সম্পন্ন করার জন্য বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। জনহিতকর কাজ বলতে পুকুর খনন, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি।[৬২৭]

খ. তাছাড়া বিধবা নিুবর্ণিত বৈধ ও আইনানুগ ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বামীর সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারেঃ

০১. আদালত থেকে প্রবেট, লেটার অব এডমিনিষ্ট্রেশন ও সাকশেসন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যয়।

০২. সরকারী রেভিনিউ,ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি পরিশোধের ব্যয়।

০৩. স্বামী জীবদ্দশায় ঋণ করে থাকলে উহা পরিশোধ করা।

০৪. বিধবার নিজের ভরণপোষণের জন্য বাঁধা ছিল তাঁদের ব্যয় নির্বাহ।

০৫. মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইত্যাদি।[৬২৮]

---

[৬২৬] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[৬২৭] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[৬২৮] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

১৩। বৈধ প্রয়োজনীয়তা (Legal necessity) প্রমাণের দায়িত্বভার

একজন বিধবা মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি কি পরিমাণ বিক্রয় করতে পারে তা নির্ভর করে প্রতিটি ঘটনার উপর। ক্রেতাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, বিধবা যখন সম্পত্তি বিক্রয় করছিল, তখন আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা ছিল, অথবা ক্রেতা ঐ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছে এবং আইনানুগ প্রয়োজনীয়তার ব্যবস্থা দেখে তা সন্তুষ্ট হয়েছে অথবা বিভিন্ন অনুসন্ধানে ক্রেতার বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা ছিল [18 DLR 679] ক্রেতা আইনানুগ প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও যদি প্রমাণিত হয় যে রিভারশনাদের সম্মতিক্রমে বিধবা সম্পত্তি বিক্রয় করছে, তবে বিক্রয় সিদ্ধ হবে।[৬২৯]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারিশ

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারিশদের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

০১. পুত্র

০২. পৌত্র

০৩. প্রপৌত্র

০৪. বিধবা

০৫. কন্যা

০৬. দৌহিত্র

০৭. পিতা

০৮. মাতা

০৯. ভ্রাতা

১০. ভ্রাতুষ্পুত্র

[৬২৯] [35 DLR 319;জয়ন্দ্রবিজয় চক্রবর্ত্তী বনাম গোপেশ চন্দ্রবর্ত্তী]। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

১১. ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র

১২. ভাগিনেয় (বোনের ছেলে)

১৩. পিতামহ

১৪. পিতামহী

১৫. খুড়া এবং জেষ্ঠা

১৬. তাঁদের পুত্র (Paternal uncle’s son)

১৭. তাঁদের পুত্রের পুত্র (Paternal uncle’s son)

১৮. পিসতুত ভ্রাতা (Father’s sisters son)

১৯. প্রপিতামহ (Paternal great grand father)

২০. প্রপিতামহী (Paternal great grand mother)

কোন হিন্দু ব্যক্তি মারা গেলে উপরোক্ত ২০ শ্রেণির ওয়ারিশ ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের অংশ গ্রহণ করবেন। যদি কোন শ্রেণির ওয়ারিশ একাধিক থাকেন তবে আনুপাতিক হারে অংশ গ্রহণ করবেন। আর একজন থাকলে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করবেন। যে ক্ষেত্রে একাধিক শ্রেণি ওয়ারিশ সে ক্ষেত্রে মাথাপিছু এবং গুচ্ছাকারে অংশ গ্রহণ করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিশজন ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ পাওয়া যায় না। দৌহিত্র তাঁর দাদুর থেকে ওয়ারিশ হিসেবে পাবে তাঁর মা-এর থেকে নহে।

হিন্দু উত্তরাধিকারের উদাহরণ

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো আরো পরিস্কার ভাবে বুঝা যাবে যথা :-

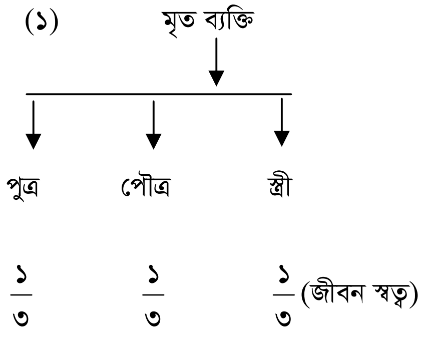

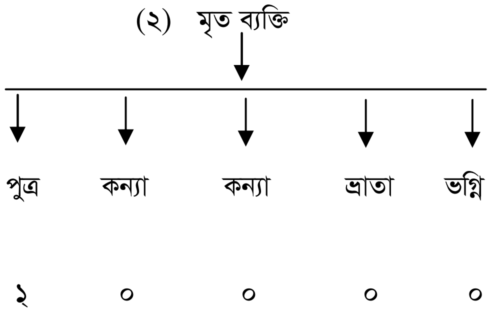

(৩)

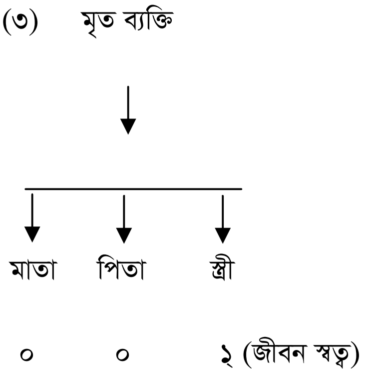

(৪)

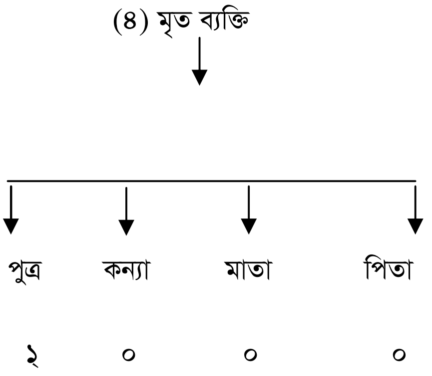

(৫)

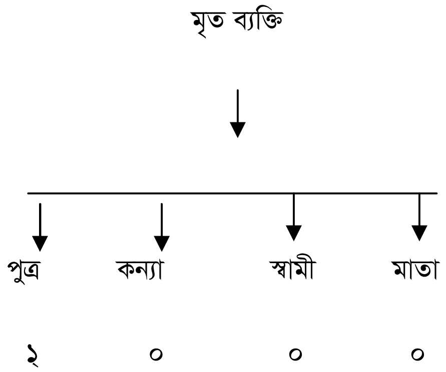

(৬)

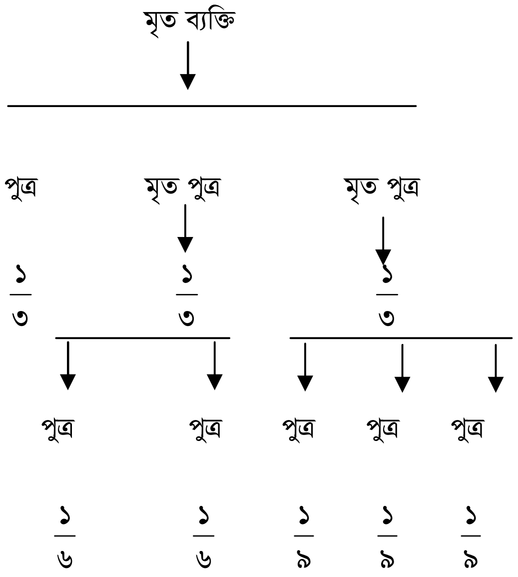

এভাবে সপিণ্ডদের তালিকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে (৫৩+২)= ৫৫ জন হবে। দায়ভাগ মতে ৫ জন মহিলা সপিণ্ড এবং তাঁদের নাম ইতিমধ্যেই ২০ জনের ভিতর এসেছে।

প্রথম ২০ জন সপিণ্ডদের পর বাকি ৩৩ জন সকলেই পুরুষ হবে। উপরোক্ত তালিকা এবং নিয়ম অনুযায়ী উত্তরাধিকার নির্ণয়ের উদাহরণ :-

(১)মৃত রমেশ

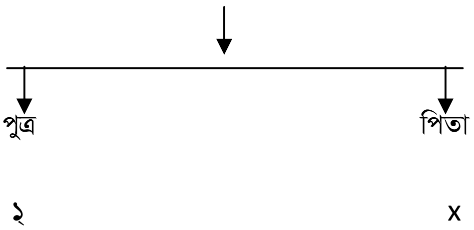

রামের সম্পত্তি তাঁর পিতা পাবে না। কারণ পুত্রের স্থান তালিকায় ১ নম্বর আর পিতার স্থান ৭ নম্বর। উপরের কোন ওয়ারিশ থাকলে নিচের কেহ ওয়ারিশ হবে না।

(২)

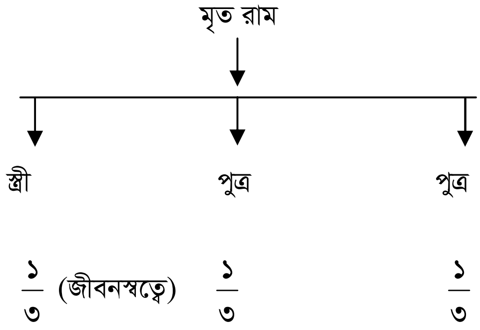

(একাধিক থাকলেও একত্রে)

বিধবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভাবী ওয়ারিশ (Reversioner) হিসেবে সালিকের দুই পুত্র সমান অংশে পাবে।

(৩)

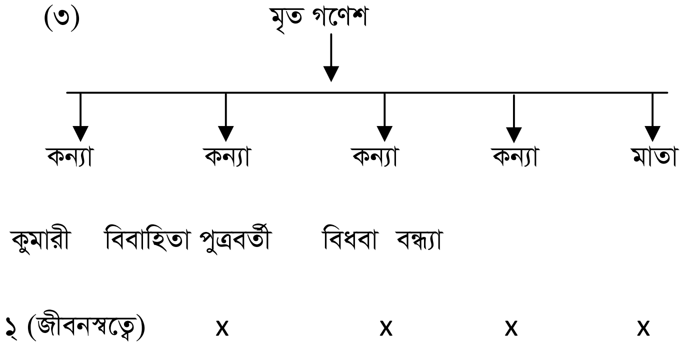

কুমারী কন্যা ছাড়া অপর কোন কন্যা উত্তরাধিকারে কোন অংশ পাবে না, মাতাও কিছু পাবে না। কারণ কন্যার স্থান তালিকায় ৫ নম্বরে এবং মাতার স্থান ৮ নম্বরে।

(৪)

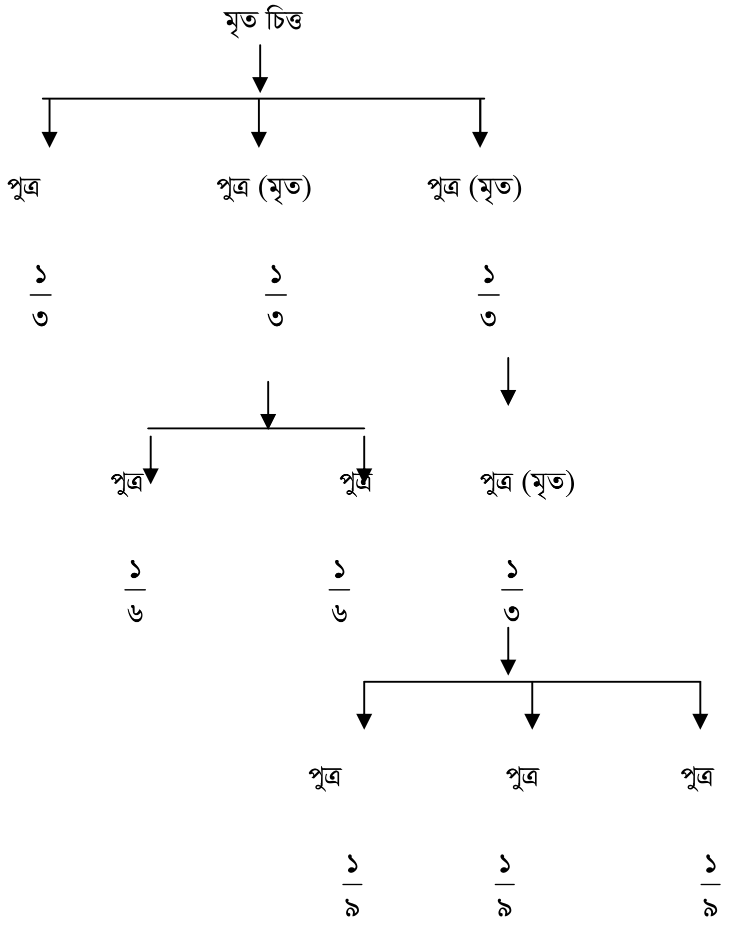

অংশপিছু উদাহরণ

অংশ পিছু বা স্থলবর্তী নিয়মানুসারে পাবে। (Succession per stripes)

(৫)

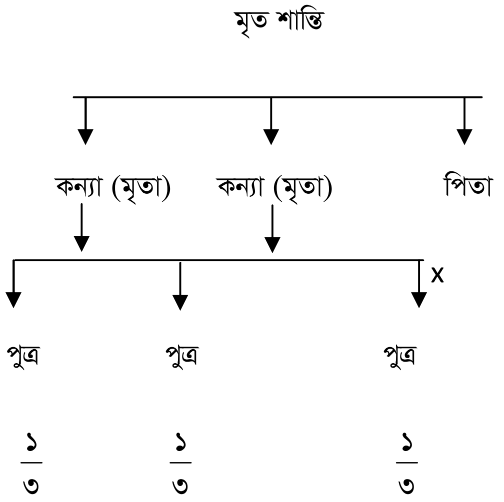

তিন দৌহিত্র সমান অংশ পাবে। এখানে স্থলবর্তী বা অংশ পিছু নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। স্থলবর্তী নিয়ম কেবলমাত্র পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের বেলায়ই প্রযোজ্য হয়; অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। দৌহিত্রের স্থান তালিকায় ৬ নম্বরে এবং পিতার স্থান ৭ নম্বরে। অতএব পিতা কিছুই পাবে না।

(৬)

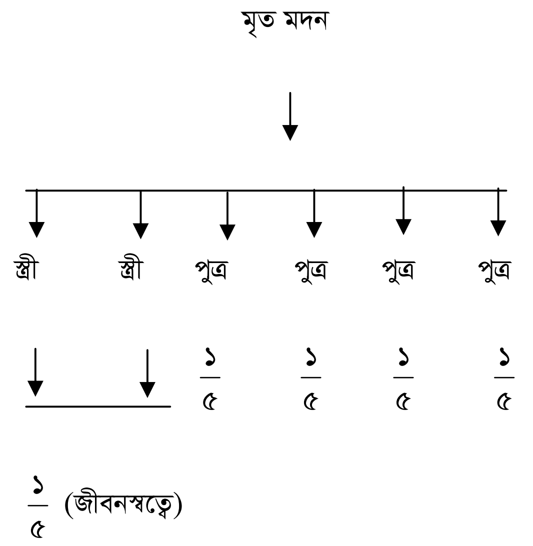

এক বিধবা স্ত্রী মারা গেলে তাঁর অংশ উত্তরজীবী সূত্রে অপর বিধবা এবং সেও মারা গেলে অংশ মদনের ৪ পুত্র সমান অংশ পাবে।

(৭)

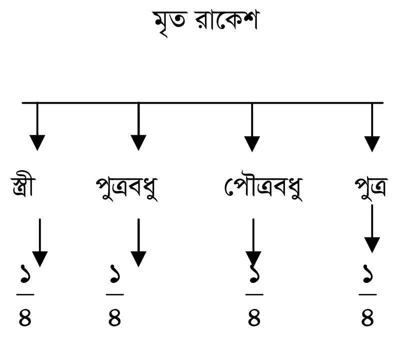

১৯৩৭ সনে বিধবা নারীর অধিকার আইন পাশ হবার পর এক বা একাধিক বিধবা এক পুত্রের সমান এবং বিধবা পুত্রবধু অথবা বিধবা পৌত্রবধু তার মৃত স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে অংশ পাবে।

(৮)

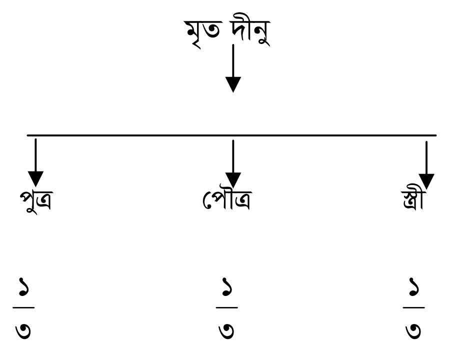

(৯) মৃত অরুণ

পুত্র — ১/২

পুত্র (মৃত) — ১/২

পুত্র — ১/৪

বিধবা পুত্রবধূ — (জীবনস্বত্বে) ১/৪

(১০) মৃত তরুণ

ভ্রাতা — ১/২

ভ্রাতা — ১/২

ভগ্নী — X

তালিকাতে ভগ্নীর কোন স্থান নেই। কেননা দায়ভাগমতে ভগ্নী সপিণ্ড নহে। সুতরাং ভগ্নী কোন অবস্থাতেই উত্তরাধিকার হবে না।

(১১) মৃত করুণা

সহোদর ভ্রাতা — ১

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা — x

(১২) মৃত লক্ষীকান্ত

ভ্রাতুষ্পুত্র (সহোদর) — ১

ভ্রাতুষ্পুত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা — x

(১৩) মৃত যাদব

স্ত্রী — পৌত্র

সীতা (পরে মৃতা) — রাম

১/২ — ১/২

↓

পৌত্র

শাম ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে ঐ অংশ ষোল আনা পাবে। বর্ণিত পৌত্র সীতার অন্য সংসারের।

(১৪) মৃত বিষ্ণু

স্ত্রী (স্ত্রী সীতা, নারীর সম্পত্তি) — স্ত্রী রাণী

১/২ — (নারীর সম্পত্তি) ১/২

↓

বিধবা স্ত্রী সীতার মৃত্যুর পর বিষ্ণু অপর স্ত্রী রাণী পাবে। তৎপর রাণী মারা গেলে ঐ নারীর সম্পত্তি বিষ্ণুর ভাবী ওয়ারিশ দৌহিত্র পাবে। আবার বিষ্ণুর কন্যা থাকলে দৌহিত্র পাবে না। কারণ ধারাবাহিকতার তালিকায় কন্যার স্থান ৫ এবং দৌহিত্রের স্থান ৬ নম্বরে।

(১৫) মৃত অরুণ

মাতা (পরে মৃতা) — ভ্রাতা

১ (নারীর সম্পত্তি) — রমেশ

↓ — x

তরুনের ভাই ভবেষ ভাবী ওয়ারিশ হিসেবে পাবে।

(১৬)

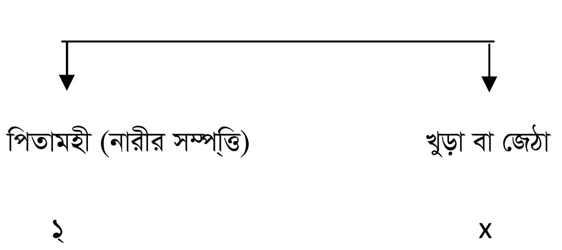

পিতামহী মারা গেলে পরেশের ভাবী ওয়ারিশ খুড়া বা জেঠা রিভারশনার হিসেবে পাবে।

(১৭)

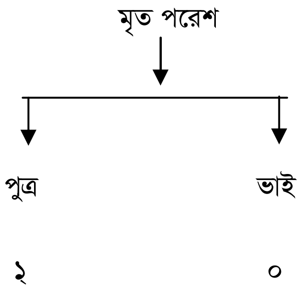

(১৮)

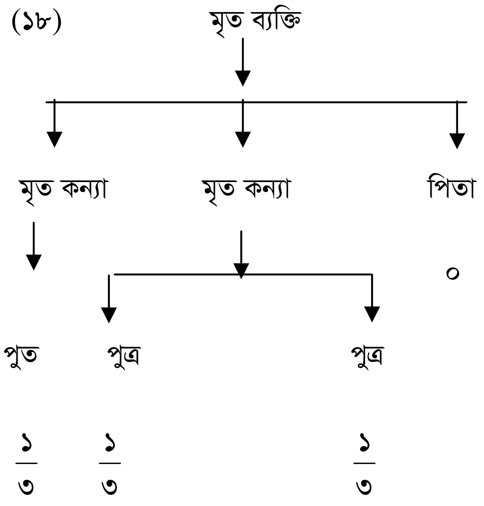

(১৯)

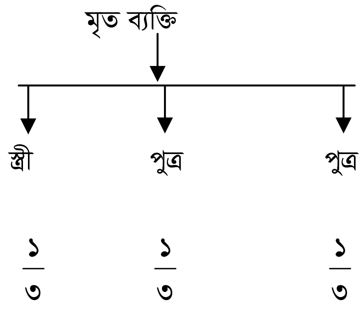

(জীবন স্বত্ব)

(২০)

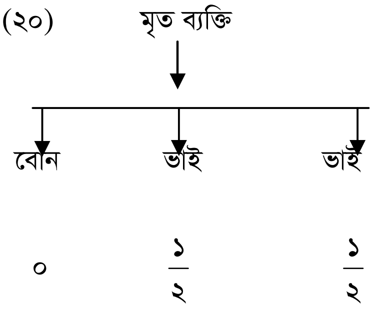

(২১) মৃত ব্যক্তি

অবিবাহিত কন্যা	কন্যামাতা	কন্যা	কন্যা
১	০	০	০

(২২) মৃত ব্যক্তি

স্ত্রী	স্ত্রী	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
১/১২	১/১২	১/৬	১/৬	১/৬	১/৬	১/৬

(জীবন স্বত্ব)

ক্রমিকের প্রথম দিকে বর্ণিত ওয়ারিশ থাকলে শেষ বা পরবর্তী ওয়ারিশ বঞ্চিত হবে।

উল্লেখ্য Special marriage Act স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট ১৮৭২ অনুযায়ী বিবাহ হলে সাকসেশন আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করতে হবে।

অযৌতুক স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকারের উদাহরণ

(১) মৃতা কমলা

পুত্র	কুমারী কন্যা
১/২	১/২

তবে পুত্রের অবর্তমানে কুমারী কন্যা সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে।

(২) মৃতা সুরভী

পুত্রবতী অথবা সন্তান সম্ভবা কন্যা — ২

পৌত্র — ০

(৩) মৃতা সুরমা

পৌত্র — ২

দৌহিত্র — ০

(৪) মৃতা সমলা

সন্তানহীনা বিধবা কন্যা — ২

সহোদর ভ্রাতা — ০

যৌতুক স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকার

(৫) মৃতা ভারতি

কুমারী কন্যা — ২

পুত্রবতী কন্যা — ০

বাগদত্তা কন্যা — ০

(৬) মৃতা সানিয়া

বাগদত্তা কন্যা — ১

পুত্রবতী অথবা (পুত্র সম্ভবা বিবাহিতা কন্যা) — ০

(৭) মৃতা সিমু

পুত্রবতী অথবা পুত্র সন্তান সম্ভবা বিবাহিতা কন্যা	বিবাহিতা বন্ধা কন্যা সন্তানহীনা বিধবা কন্যা
১	০

(৮) মৃতা লালমুহনা

বিবাহিতা বন্ধা কন্যা	সন্তানহীনা বিধবা কন্যা
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

(৯) মৃতা হিনা

পুত্র	দৌহিত্র
১	০

পুরো অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হিন্দুগণ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অবলম্বন করে থাকে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বিষয়টি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, হিন্দু আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সাধারণ নিয়মাবলী, দায়ভাগ ও মিতক্ষরা পরিচয়, শেষপূর্ণ মালিক, নিম্নতম নব্য মালিক, পুরুষ ও নারী উত্তরাধিকার, নারীদের স্বত্ত, স্ত্রীধন, নারীর সম্পদ নিরুপন, বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী উত্তরাধিকার হওয়ার বিধান, শেষ পূর্ণ স্বত্বাধিকারী, উত্তরাধিকার স্থগিত করণ, প্রতিনিধিত্ব নীতি, উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা, গুচ্ছাকার ও মাথাপিছু উত্তরাধিকার, পিণ্ড মতবাদ, উত্তরাধিকারে প্রাধান্য, উত্তরাধিকারীত্বে বাঁধাসমুহ বা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিতের কারণ, উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়ার ফলাফলসহ হিন্দু উত্তরাধিকার সংশিষ্ট যাবতীয় বিষয়াবলী নিয়ে। সপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনার পাশাপাশি, বন্ধুর আলোচনা ও স্থান পেয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। আলোচনা হতে বাদ পড়েনি অসতীত্ব, জাতি ও ধর্মচ্যুত, শারীরিক ও মানসিক অপারগতা, হত্যাকারীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে মিতাক্ষরা পদ্ধতি নিয়ে। আর এতে স্থান পেয়েছে সহ-উত্তরাধিকারিত্ব, সম্পত্তির প্রতিসংক্রম, সমাংশী উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকার যোগ্য সম্পত্তিসহ মিতাক্ষরা নীতির সার্বিক বিধিবিধান। এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে দায়ভাগ পদ্ধতি নিয়ে। আর এতে স্থান পেয়েছে বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা, পিতার পিতার মাতার উত্তরাধিকার এর আলোচনা। আত্মিক কল্যাণ সাধনে উত্তরাধিকার হওয়ার যোগ্যতা, উত্তরাধিকারের তালিকা, ভিন্ন রকম উত্তরাধিকার, গ্রাম্য উত্তরাধিকার, অবৈধপুত্র, দত্তক পুত্র, বৈধ ও আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা বিধবা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর পদ্ধতিসহ দায়ভাগ আইনের সার্বিক বিষয়াবলী।

এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারিশগণ, অযৌতুক স্ত্রীধন ও যৌতুক স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকার নিয়ে। এতে করে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে উপর একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন

চতুর্থ অধ্যায় : বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন

উত্তরাধিকার মোটামোটি সকলের সাথেই সংশ্লিষ্ট বিধায় সবধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাপান, চিন ও অন্যান্য দেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ তাঁদের দেশের উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। তাছাড়া উত্তরাধিকার বিধানটি বৌদ্ধদের ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় বিষয়টি তাদের নিজ নিজ দেশের আইনের উপরই নির্ভর করতে হয়। জাপান, চিন ও অন্যান্য বৌদ্ধ অদ্যুসিত দেশের আদলে বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধদের উত্তরাধিকার আইন প্রনয়ণ হয়নি। তাই বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে যদিও ১৯৫৬ সনে ভারতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারের বিষয়টি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এবং হিন্দু দায়ভাগ আইনের সমন্বয়ে স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে অদ্যাবধি তদ্রুপ কোন সংশোধনী গৃহীত হয়নি। বৌদ্ধদের জন্য যেমন পৃথক উত্তরাধিকার আইন বিদ্যমান নেই তেমনি তাঁদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিরোধ নিয়ে উচ্চাদালতের খুব বেশী নজির বা সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয় না। (32 DLR 187 এবং 40 DLR 137(AD) নজিরদ্বয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত করেছে।

বাংলাদেশের মারুয়ী বৌদ্ধরা ছাড়া বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার দায়ভাগ হিন্দু আইনে আওতাভূক্ত। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ এবং বাংলার মারুয়া বৌদ্ধগণ যথাক্রমে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ আইন এবং মারুয়া বৌদ্ধ আইন দ্বারা শাসিত। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (১৯২৫ সনের ৩৯নং আইন) শাসিত। তবে ইহা সর্বজনবিদিত যে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ যেমন স্থানীয় অর্থাৎ ব্রহ্মদেশীয় উত্তরাধিকার আইন গ্রহণ করেছেন; তেমনি ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে আওতাভূক্ত। বলা বাহুল্য বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্ম সনাতনধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সনাতনধর্মের অঙ্গ, এ সনাতনধর্ম মুনি ঋষিদের সংকলিত শ্রুতি শাস্ত্রাদির আইনের অনুশাসনে প্রচলিত। গৌতমবুদ্ধ শাক্যমুনি হিসেবে অভিহিত। শাক্যমুনি তাঁর অনুসারীগণের জন্য ইসলাম , খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় উত্তরাধিকার আইনের ভিন্ন নির্দেশ দেন নাই।

মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে ধর্মের সংস্কার করেছেন, যা ধারণ ও পালন করলে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট দূর হবে এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভ হবে। ভারত থেকে চলে যাওয়া ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ তাঁদের ধর্মগুরু বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট তাঁদের উত্তরাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রনয়নের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করলে বৌদ্ধ ভিক্ষু জানান যে, তাঁরা ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী বিধায় দেশাচার, আইন কানুনে লিপ্ত থাকতে পারে না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ন্যায় হিন্দু সন্যাসীগণ ও নিজ নিজ ধর্মীয় নীতি ছাড়া অন্য কোন দেশীয় প্রচলিত আইনের অনুশাসনে শাসিত নহে। দেশের তৈরী আইনে দেশের জনসাধারণের মানব সমাজে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলা এবং ন্যায়নীতির মাধ্যমে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৌদ্ধধর্মের সাথে সনাতনধর্মের মৌলনীতির পার্থক্য

হিন্দু সম্প্রদায় সনাতন পন্থী। স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত নীতি অনুসারে হিন্দুদের আচার, বিচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির প্রথা আর্য সভ্যতা থেকে চিরাচরিতভাবে চলে আসছে। মাঝে মাঝে কোন স্থানীয় প্রথা সমাজের স্থানীয় সংগতি বজায় রাখার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়ে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হিন্দু আইনের সংস্কার সাধন ঘটেছে। তাই দেখা যায়, হিন্দু সমাজে গোষ্ঠী ও স্থানীয় পরিবেশ কিছু কিছু গড়মিল। তেমনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণির সাথে অন্য শ্রেণির আচার, বিচার ও সামাজিক অনুষ্ঠান এক নয়। সুতরাং বাংলা ভারত উপমহাদেশে সনাতনপন্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রথা ব্যতীত ধর্মের মূলনীতি প্রায় এক ও অভিন্ন ।

ডি. এফ মোল্লার Principles of Hidu Law এর Operation of Hindu Law এর Persons governed by Hindu Law তে বলা হয়েছে- æHindu Law applies (iv) to jaina. Buddhists in India, Sikhs except so far as such law is varied by custom.” অর্থ: জৈন ভারতের বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় অবশ্য তাঁদের নিজস্ব প্রথা সম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভূক্ত।

ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অন্তর্ভূক্ত

ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন কেসের ব্যাখ্যা পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধিত আইনের ২ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত আছে ঃ This act applis-

A- to any person.........................

B - to any person who is a Buddhist, jaina or Sikh by religion, and

C - to any other person................

Explanation-The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case my be :-

A - any child legitimate or illigitimate both of whose parents are Hindus, Buddhists, jainas or Sikhs by religion.

B - any child lagitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina of Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe community group of family to which such parent belongs of belonged.

C - any person who is convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

অতএব উপরোল্লিখিত তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত ও আওতাভূক্ত। কিন্তু যে সকল বৌদ্ধ ভারত ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে তাঁরা ভারতীয় সমাজ হতে পৃথক হয়ে স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ হিন্দু দায়ভাগ আইনের আওতায় উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। বৌদ্ধদের জন্য এখানে পৃথক কোন উত্তরাধীকার আইনের প্রবর্তন ও প্রচলন না থাকলেও ন্যায়নীতির ওজর তুলে ইচ্ছামাফিক

উত্তরাধিকার নির্ণয় করা যাবে না। সে কারণে হিন্দু দায়ভাগ আইনের আওতায় বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন মীমাংসা করতে হবে। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণ Burman Buddhist নামে পরিচিত। তাঁদের উত্তরাধিকার আইনের ক্রম নিম্নরূপ ঃ

(বিশুধানন্দ মৃত ব্যক্তি)

১-পুত্রসন্তান

↓

২য়-পৌত্র

↓

৩য়-প্রপৌত্র

↓

৪র্থ-দত্তক পুত্র

↓

৫ম-সৎ মাতার পুত্র

↓

৬ষ্ঠ-অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান

↓

৭ম-ভ্রাতা ও ভগ্নি

↓

৮ম-পিতা-মাতা

↓

৯ম-পিতার পিতা-মাতা

↓

১০ম-দূরসম্পর্কীয় আত্নীয়

↓

১০(ক)-ভ্রাতুস্পুপুত্র ও পুত্রী

↓

১০(খ)-খুড়া ও খুড়ি

↓

১০(গ)- ভ্রাতুস্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ

↓

১০(ঘ)-কাজিন

↓

১০(ঙ)-ভ্রাতুষ্পুত্রের ও পুত্রীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ

↓

১০(চ)-কাজিনের সন্তানগণ

↓

১০(ছ)- কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ

↓

১০(জ)-কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ।

Burmese Buddhist গণের উপরোল্লিখিত উত্তরাধিকার আইনের ক্রম হতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, হিন্দু উত্তরাধিকারের ক্রমের সাথে উহার তথ্যগত পার্থক্য তেমন নাই। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ দত্তকপুত্র গ্রহণে হিন্দু আইনে দত্তকচন্দ্রিকা নীতি অনুসরণ করেন।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী আইন প্রসঙ্গে

যদিও ভারতের ১৯৫৬ সনের সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের আওতাভূক্ত ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়, তা অদ্যাপি বাংলাদেশ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে গৃহিত হয় নাই। অতএব স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু আইনের আওতাভূক্ত কিনা? এ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের (আপীল বিভাগ-দেওয়ানী আপীল নং ৪০/১৯৮৪, হাইকোর্ট বিভাগ, কুমিল্লা বেঞ্চের দ্বিতীয় আপীল নং ২১/১৯৮৩ এর ২০-৬-১৯৮৩ তারিখের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে) করতালা লক্ষ্মী বিহার আপীলকারী বনাম-হৃদয়বঞ্জন চৌধুরীগং, রেস্পণ্ডেন্ট মামলায়। সুপ্রীম কোর্টের আপীলের নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হল ঃ

Leave was granted to consider whether the Buddhists of Bangladesh are governed by the Hindu Law in matters of succession.

Both the plaintiffs and defendants accepted the proposition that the Buddhists of Bangladesh are governed by Dayabhaga Hindu law in matters of succession. The proposition laid down in 32 DLR 187 that. "it cannot be said that the Buddhists of our country are governed by Hindu Law with regard to succession" is very sweeping [40 DLR 137 (AD) করতালাল বিহার বনাম এইচ. আর চৌধুরী]। বিজ্ঞ বিচারপতির মন্তব্য যে 32 DLR 187 (হাইকোর্ট বিভাগের আপীল।) ১৯৫৬ সনের ভারতীয় সংশোধিত আইনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি। এ সংশোধিত আইন বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনে গৃহিত হয় নাই। এ মোকদ্দমায় বিভাগীয় বেঞ্চের মন্তব্য æIn 1956 Hindu Law in India was amended and the Buddhists of India were brought within the ambit of the Hindu law. But in our country no such

amendment has been made. As such it caunnot be said that the Buddhists of our country are governed by Hindu law with regard to succession [32 DLR 187; অভিতানন্দ বনাম অগ্রভাগ]।
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত খুবই পরিব্যাপ্ত শাস্ত্রীর হিন্দু আইন থেকে কলিকাতা হাইকোর্টের রুলিং উর্দ্ধৃত যে বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু আইনের বেঙ্গল স্কুল (দায়ভাগ স্কুল) দ্বারা শাসিত। ১৯৫৬ সনের হিন্দু আইনের সংশোধন জুডিশিয়াল সিদ্ধান্তের আলোকে আনয়ন করা হয়। তবুও এ পয়েন্ট অনুধাবন করার প্রয়োজন হয় না যেহেতু ইহা লক্ষ্য করা যায় যে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই সমর্থন করে যে তাঁদের কেসে হিন্দু আইন গ্রহনযোগ্য। সুতরাং কোথায় বিরুদ্ধ মতবাদ? আইন আদালত কোন শূন্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় না। ডিগ্রীর অর্থ কোন এক মোকদ্দমার ফলাফলের বিবৃতি যা যতদূর সম্ভব মোকদ্দমার বিরুদ্ধ মতবাদের এক বা সকল বিষয়ে পক্ষদ্বয়ের দাবীর সঠিকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা হয়। এখানে বিরুদ্ধ মনোভাব না থাকায় বিরুদ্ধভাব স্থাপন করা আদালত মনে করতে পারে না। 40 DLR (AD) 137 করাতালাল মামলার বিচারের রায়।

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর রায়

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধরী :-

১। এই আপীল হাইকোর্ট বিভাগের দ্বিতীয় আপীল নং ২১/১৯৮৩ এর আদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ নির্দেশে পরিচালিত।

২। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত কিনা তা বিবেচনাতে এই লিভ অনুমোদিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণঃ

৩। **নিম্নেবর্ণিত ঘটনার বিবরণঃ** বাদী নালিশী ভূমির দখল অনুমোদনের জন্য একই সঙ্গে ১৪-৩-৩৭ তারিখের নিরূপণনামায় তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা নাই তা অবৈধ ও বাতিল ঘোষনার প্রার্থনা এবং উক্ত ভূমির দখল পুনরুদ্ধারের এক স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী ত্রিপুরের পুত্র। নালিশীকৃত ভূমির মূল মালিক জনৈক লক্ষ্মীচরণ বড়ুয়া। লক্ষীচরণ বড়ুয়া তাঁর বিধবা স্ত্রী কুমারী বড়ুয়া এবং ত্রিপুরা ও প্রমিলা নামে দুই কন্যাকে রেখে মারা যায়। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁর বিধবা স্ত্রী কুমারী জীবন স্বত্বের মালিক হয়। কুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর দুই কন্যা ত্রিপুরা ও প্রমিলা উক্ত সম্পত্তিতে জীবন স্বত্বের অধিকারীনী হয়। ত্রিপুরার মৃত্যুতে তাঁর অংশ তাঁর ভগ্নি প্রমিলার নিকট বর্তে। প্রমিলা পাঁচ কন্যা, ২নং বিবাদী ও অন্যান্যকে রেখে ১৯৩৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন। প্রমিলা সুন্দরী নিরূপণনামা নামে এক দলিল লক্ষ্মী বিহারের প্রধান পুরোহিতের অনুকূলে সম্পাদন করেন। বাদী উক্ত দলিল প্রতারণামূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে আখ্যায়িত করেন, যেহেতু উহার দ্বারা রিভারশনারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। নালিশী ভূমিতে বেদখল থাকার জন্য বিবাদী কর্তৃক বাদীকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

৪। বিবাদী মোকদ্দমার বিরোধীতা করেন এবং আশা পোষণ করেন যে বাদী উহাতে কোন সুবিধা পাওয়ার স্বত্ববান নহে। বিচারক আদালত বুঝিতে পারেন যে বাদী নালিশী ভূমিতে দখলে নাই এবং তাঁর প্রতিকার পাওয়ার জন্য তাঁকে

বাটোয়ারা মোকদ্দমা আনয়ন করতে হবে। বিচারক আদালত এই অভিপ্রায়ে মামলাটি নির্বাহযোগ্য নয় বলে খারিজ করে দেন। মামলাটি সাব-জজ আদালতে আপীল করায় বিজ্ঞ সাব-জজ আদালত বিরুদ্ধ মত গ্রহণ করে মামলাটির ডিক্রী প্রদান করেন। উহার দ্বিতীয় আপীলে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ আইনের প্রযোজ্যতার প্রশ্নে এবং বাদীর বিতর্কের বিষয় এই মর্মে বিবেচনা করেন যে চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা উত্তরাধিকার ব্যাপারে দায়ভাগ হিন্দু আইনে শাসিত। কিন্তু যদি হিন্দু আইন এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে একজন মহিলা উত্তরাধিকারীনী হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধ স্বার্থে আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা, কোন ধর্মীয় এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে ভূমি হস্তান্তরিত করতে পারে। অতএব প্রশ্ন যে প্রমিলার মৃত্যুর পর নিরূপণনামা দলিলখানি বৈধ কিনা এবং যদি বৈধ হয় তবে বাদী কিছুই পায় না। পরে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশ সঠিকতা প্রমাণে মোকাদ্দমার ডিক্রি প্রদান করেন যে তফসিল (১) এর ৬ নং দফার আর, এস, দাগ নং ১৫১৯ ব্যতীত বাদী নালিশী সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশের স্বত্ববান এবং নালিশী ভূমিতে প্রতিযোগী বিবাদী এবং ৩ ও ৪ বিবাদীর সহিত বাদী যৌথ দখলে থাকবে এবং নিরূপণনামা দলিল বাতিল ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

৫। অত্র মোকদ্দমার হিন্দু আইন প্রযোজ্য কিনা তা বিবেচনা করার leave অনুমোদিত করা হয়।

৬। বর্তমান কেসে বাদী পরিতুষ্ট হয় যে উত্তরাধিকার বিষয়ে দায়ভাগ হিন্দু আইনে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শাসিত। বিবাদী বিচারের সময়ে অথবা লিখিত জবাবে উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন নাই। বিজ্ঞ বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন “বস্তুত উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে যে চলতি কেসে উত্তরাধিকার হিন্দু আইনের দায়ভাগ স্কুলে শাসিত হবে।”

৭। সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যেহেতু সামাজিক পদমর্যাদার উপর আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এবং 32 DLR (HCD) 187 এ নির্ভর স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, অজিতানন্দর মামলা ১৯৫৬ সনের ভারতীয় সংশোধিত আইনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি স্থাপন। এসব সংশোধনী বাংলাদেশ উত্তরাধিকার আইনে গৃহিত হয় নাই। বিভাগীয় বেঞ্চ ঐ কেসে পর্যবেক্ষণ করেন যে, “১৯৫৬ সনে ভারতীয় হিন্দু আইন সংশোধিত হয়েছে এবং ভারতীয় বৌদ্ধগণকে হিন্দু আইনের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ কোন সংশোধিত আইন হয় নাই। সেহেতু বলা যাবে না যে, আমাদের দেশের বৌদ্ধগণ উত্তরাধিকার বিষয়ে হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত।”

“এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত খুবই পরিব্যপ্ত। শাস্ত্রীর হিন্দু-ল কলকাতা হাইকোর্টের রুলিং উদ্বৃত করেন যে, Buddhists of Bengal are governed by Bengal school of Hindu law (মেন্দোদারী-বনাম ক্ষিতিন্দ্র) ১৯৫৬ সালের সংশোধনী বিচারিক সম্বন্ধীয় আইনের সিদ্ধান্তে আনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয় অনুধাবন করার প্রয়োজন, নেই কারণ বাদী ও বিবাদী উভয়ই তাঁদের অত্র কেসে হিন্দু আইন গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। অতএব কোথায় বিরুদ্ধ

মনোভাব? যেখানে কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নেই, সেক্ষেত্রে আদালত বিরুদ্ধ মতবাদ অনুমান করতে পারে না। অন্য প্রশ্নে পক্ষদ্বয় সততা, ন্যায় বিচার ও সৎ বিবেকের নীতিতে পরিচালিত হবে কিনা, তাঁরা কেসের গুণ বিবেচনা করেন না কারণ তাঁদের কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নাই এবং কেহই কিন্তু ইহার বিপরীতে অঙ্গীকার করেন নাই। বিষয়টি এখানে শেষ হল। অতএব আপীল মোকদ্দমাটি খারিজ করা হল। মোকদ্দমার জন্য কোন খরচ নাই"।

অতএব, অত্র বিষয়ে উপরোল্লিখিত জজ কোর্টে আপীল, দ্বিতীয় আপীল হাইকোর্ট বিভাগের কুমিল্লা বেঞ্চে এবং পরিশেষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আপীল-এর রায় ও ডিক্রি হতে প্রতিয়মান হয় যে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু আইনের দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে শাসিত ও অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বৌদ্ধদের ন্যায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার হিন্দু আইনের দায়ভাগ স্কুলের নীতিতে নির্ণীত হবে কোন সন্দেহ নেই। তাই বৌদ্ধ উত্তরাধিকার বিষয়টির জন্য হিন্দু দায়ভাগ স্কুলকে হুবহু অনুসরণ করা হয় বিধায় হিন্দু দায়ভাগ আইনে ক্রমধারা অনুযায়ী উপস্থাপন করা হল।

১৯৩৭ সনের পূর্বে বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে যেমন বিধবার কোন অবস্থান ছিল না তেমনি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনেও ছিল না। পরবর্তীতে **১৯৩৭** সনে সম্পত্তির উপর হিন্দু নারীর অধিকার আইন প্রবর্তিত হবার পর মৃতের বিধবা, পুত্রের বিধবা এবং পৌত্রের বিধবা জীবন স্বত্ত্ব হিসেবে উত্তরাধিকার পায়।[৬৩০]

পুরুষ ধনাধিকারীর তালিকা

আলোচ্যাংশে যে উত্তরাধিকারদের বিবরণ দেয়া হবে তাঁরা শুধু মৃত পুরুষদের[৬৩১] ধনাধিকারী।[৬৩২] প্রথম যে ছয়শ্রেণি[৬৩৩] মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়, তাঁরা হচ্ছেন :

০১. পুত্র

[630৬৩০] *হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন*, ১৯৩৭, ১৪ই এপ্রিল/১৯৩৭। ১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন।

[৬৩১] পুর—ষদের ও মহিলাদের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারের ধরণ ভিন্ন রকম। এটা মুসলিম আইনের ব্যতীক্রম কারণ মুসলিম আইনে পুর—ষ ও মহিলাদের উত্তরাধিকার একই রকম। তাই আলোচ্যস্থানে শুধুমাত্র পুর—ষের উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। গবেষক

[৬৩২] এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ উলেণ্টখ রয়েছে যে, "অথ মৃতপুর—ষধনাধিকারিণঃ পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রশ্চ পত্নী কন্যাঃ তদাত্নজঃ পিতা মাতা ভ্রাতরশ্চ তৎসুতাস্ড়ংসুতস্ড়থা" অথ মৃতপুর—ষের ধনাধিকারিগণ হচ্ছেন–পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী, অবিবাহিতা কন্যা, পিতা, মাতা, সহোদর, সংসৃষ্ট সহোদর ইত্যাদি। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা–৯, ২০০৯, পৃ. ৩৬১–৩৬২

[৬৩৩] এখানে ছয়শ্রেণি উলেণ্টখ করা হয়েছে ছয়জন উলেণ্টখ করা হয়নি এ কারণে যে একেক শ্রেণিতে একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে। যেমন পুত্র একাধিক থাকতে পারে, পৌত্র একাধিক থাকতে পারে, প্রপৌত্র একাধিক থাকতে পারে, বিধবা একাধিক থাকতে পারে তাই এখানে ছয়জন না বলে ছয় শ্রেণি উলেণ্টখ করা হয়েছে। গবেষক

০২. পৌত্র

০৩. প্রপৌত্র[৬৩৪]

০৪. মৃতের বিধবা স্ত্রী বা পত্নী[৬৩৫]

০৫. মৃতের মৃত্যুর পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী

০৬. মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী

এ ছয়শ্রেণি একত্রে হিন্দু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করতে পারবে। পুত্র জীবিত না থাকলে তাঁর পুত্র বা পৌত্র প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর পিতার। পুত্র জীবিত না, পুত্রের পুত্রও জীবিত না, প্রপৌত্র জীবিত এমতাবস্থায় প্রপৌত্র তাঁর পিতা ও দাদার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিনিধিত্বের মতবাদের মাধ্যমে তাঁরা গুচ্ছাকার বা অংশ পিছু উত্তরাধিকার গ্রহণ করে।

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র যত নিম্নের হোক না কেন কেউ বেঁচে থাকলে বিধবা উত্তরাধিকার পেত না। পরবর্তীতে হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন, ১৯৩৭ (১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন) তাং ১৪ই এপ্রিল/১৯৩৭[৬৩৬] পাস হবার পর বিধবাবৃন্দ জীবন স্বত্ব হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। এ আইন পাস হবার পর, বিধবা, একের অধিক হলে সকলে একত্রে এক পুত্রের সমান অংশ জীবন স্বত্ত্ব লাভ করে। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র কেহ না থাকলে মৃত স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর বিধবা জীবন স্বত্বে পায়। বৈধ প্রয়োজনে[৬৩৭] বিধবার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে।[৬৩৮]

---

[৬৩৪] পৌত্র এবং প্রপৌত্র তারা তাদের পিতা এবং দাদার অংশ নিবে। পৌত্র নিবে মৃত বাবার প্রতিনিধি হিসেবে দাদার অংশ, প্রপৌত্র নিবে পিতা এবং দাদার প্রতিনিধি হিসেবে পর দাদার অংশ। এ তিনটি অংশিদার লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকেই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একই ব্যক্তির অংশ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে যদি একাধিক জীবিত পুত্র হয় তবে তারা আনুপাতিক হারে সমান অংশ নিবে। যদি একাধিক পৌত্র থাকে তবে এক মৃত বাবার সম্পদ নিয়ে তারা আনুপাতিক হারে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সমান ভাগ করে নিবে। যদি একাধিক প্রপৌত্র থাকে তবে এক বাবা ও দাদার অংশ নিয়ে তারা সমান অংশে ভাগ করে নিবে। এক্ষেত্রে গুচ্ছাকার ও মাথাপিছু নীতি প্রযোজ্য হবে। গবেষক। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীগণ সমান অংশ পেয়ে থাকেন। ইহা মাথাপিছু উত্তরাধিকার বলে। পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক গুচ্ছ সমান অংশ পান। ইহা গুচ্ছাকারে উত্তরাধিকার বলে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২৩; শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ,*স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃ. ৩৬১

[৬৩৫] পত্নী, পতির ধন পাইয়া তা যথাসম্ভব ভোগ করতে পারবে, কিন্তু দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখতে পারবে না। কিন্তু দান, বিক্রয় বা বন্ধক না রাখলে যদি খোরাক বা পোষাক না চলে তবে, দান, বিক্রয় ও বন্ধক রাখতে পারবেন। কন্যার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃ. ৩৬১-৩৬২

[৬৩৬] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, সিটি ল’ বুকস; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

[৬৩৭] শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২। বৈধ প্রয়োজন বলতে বুঝানো হয়েছে- স্বামী যদি ঋণি থাকেন তার ঋণ পরিশোধ করতে হলে, স্বামীর পিন্ড দানের জন্য। জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্যসহ হিন্দু আইনানুযায়ী সাকসেশান করে কেবল বিধবা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে। গবেষক

উপরোক্ত আইনে কৃষি ও অকৃষি জমির মধ্যে একটি আঞ্চলিক বিভাজন ছিল। তবে তৎকালীন আসাম প্রদেশ কেন্দ্রীয় আইনের মত একটি আইন পাস করে কৃষি ও অকৃষি জমির বিভাজন দুর করেছে। সে আইনে ১৯৪৬ সনের সম্পত্তির উপর আসামের নারীদের অধিকার (কৃষি জমি পর্যন্ত বিস্তৃত) আইন।[৬৩৯]

মৃতের বিধবা যেভাবে সম্পত্তি পায় মৃতের পুত্রের বিধবা বা তাঁর পৌত্রের বিধবা বা প্রপৌত্রের বিধবা একইভাবে সম্পত্তি পায়। কারণ বিধবা পুত্র এবং পৌত্র এর স্থলাভিষিক্ত হয়।[৬৪০]

০৭। কন্যার স্থান

উপরোক্ত ছয়জন ব্যক্তির কেউ যদি না থাকে তখন কন্যা উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে। কন্যাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কুমারী কন্যা, তারপর পুত্রবতী কন্যা, তারপর পুত্র সম্ভাবনা কন্যা, পুত্রহীনা ও বন্ধা উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে না। তবে যে কন্যা কোন পুরুষ শিশুকে পুত্ররূপে দত্তক নিবার জন্য সম্ভাবনা পূর্ণ্য, সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় না।[৬৪১]

সুতরাং সকল কন্যা পিতৃত্যক্ত স্বত্বে সম্পত্তি পায় না। প্রথমে আসে অবিবাহিতা কন্যা। কন্যা অবিবাহিত থাকলে, সে একাই পিতৃত্যক্ত সকল সম্পত্তি সমুদয়ভাবে পায়; ঐ রকম কেহ না থাকলে পায় পুত্রবতী কন্যা। পুত্রবতী কন্যা, বন্ধ্যা বা পুত্রহীনা

---

[৬৩৮] পুত্রের সহিত সমান অংশে মৃতের বিধবা স্ত্রী যে অংশ পায় তা সিলেট ব্যতীত বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে শুধু অকৃষি জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কৃষি জমিতে সিলেট ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে বিধবার উত্তরাধিকার নাই। সম্পত্তির উপর হিন্দু নারীর স্বত্বের আইন ১৯৩৭ সনে পাস হয় এবং ইহা ছিল একটি কেন্দ্রীয় আইন। কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন সমগ্র ভারত বর্ষে অকৃষি জমি সম্পর্কে আইন পাস করিবার অধিকার তাদের ছিল না। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

[৬৩৯] বিবাহিতা হিন্দু মহিলার পৃথক বাস ও ভরণ পোষণের অধিকার আইন, ১৯৪৬, ২৩ শে এপ্রিল/ ১৯৪৬ (১৯৪৬ সনের ১৯

নং আইন)। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩; বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫০

[৬৪০] মৃতের বিধবা যেভাবে সম্পত্তি পায় তেমনি পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের বিধবাও সম্পত্তি পায়। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার বুঝা যাবে। ”ক” নামক একজন হিন্দু, তিন পুত্র, এক বিধবা এবং পূর্বে মৃত পুত্রের এক বিধবা রেখে মারা যান। তার সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হবে এবং ঐ পাঁচ জন সমাংশে তা পাবে। ”ক” তিন পুত্র, তার বিধবা স্ত্রী এবং পূর্বে মৃত পুত্রের এক পুত্র এবং তার মৃত পুত্রের বিধবাকে রেখে মারা যান। এখানে ক-এর ত্যক্ত সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হবে। প্রত্যেক পুত্র এবং তার ক- এর বিধবা এই ৪ জনের প্রত্যেকে $\frac{১}{৫}$ পাবে।

অবশিষ্ট $\frac{১}{৫}$ অংশ তার মৃত পুত্রের পুত্র ও বিধবার মধ্যে সমান ভাবে অর্থাৎ উহারা এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে $\frac{১}{১০}$ করে পাবে।

উপরে যে ছয়জনের কথা বলা হল অর্থাৎ পুত্র,পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, মৃত পুত্রের বিধবা এবং মৃতের পৌত্রের বিধবা, ইহারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গণ্য। ইহারা বাঁচিয়া থাকলে আর কেহ মৃতের সম্পত্তি পায় না।

[৬৪১] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০। কন্যাগণ কখনো পিন্ডদানে সক্ষম নয় তাই কন্যার কন্যাগণও পিন্ডদিতে পারে না বিধায় সে উত্তরাধিকারীত্ব হতে বঞ্চিত। বন্ধা সে তো পিন্ডদানের প্রশ্নই আসে না তাই সেও উত্তরাধিকারীত্ব পাবে না। আর এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম কুমারী কন্যা প্রাধ্যন্য পাবে। কুমারী কন্যা থাকলে বাকীরা বঞ্চিত। গবেষক

কন্যাকে বঞ্চিত করে। অবিবাহিত বা পুত্রবতী কন্যা না থাকলে এবং সন্তানহীনা বিধবা কন্যা থাকলে পিতৃব্য পুত্র সম্পত্তি পাবে।[৬৪২]

কন্যা যদি দুই বা ততোধিক থাকে তবে অবিবাহিতা কন্যা বিবাহিতা কন্যা পূর্বে উত্তরাধিকার লাভ করে। সকল কন্যা যদি বিবাহিতা হয় তবে গরিব কন্যা ধনী কন্যাকে অপসারণ করে। এককথায় বলা যায়, প্রথমে অবিবাহিতা কন্যা, অবিবাহিতা কন্যা না থাকলে পুত্রবতী কন্যা, তারপর পুত্র সম্ভবা কন্যার স্থান। বন্ধা, পুত্র-হীনা, বিধবা এবং কেবলমাত্র কন্যার মাতাগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। পুত্রবতী কন্যা বিবাহিতা, বন্ধা, বিধবা কন্যাকে বঞ্চিত করে।[৬৪৩]

০৮। কন্যার পুত্র বা দৌহিত্র

জীমুতবাহন বলেন– পুত্র সন্তানের মা এ জন্য পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় যে সে এমন একজন সন্তানের মা যে হিন্দু আইনানুসারে তাঁর মাতামহের পিণ্ডদানে সক্ষম। সে কারণেই কন্যার পুত্র বা দৌহিত্র মৃতের পিতা এবং অন্যান্য জ্ঞাতি জীবিত থাকা সত্ত্বেও মাতামহের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায়। তবে এ অধিকার টুকু কেবল দৌহিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, দৌহিত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্র তাঁর পিণ্ডদানের অধিকারী নয় বিধায় উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত।[৬৪৪]

০৯। পিতা

[৬৪২] বর্তমানকালে প্রশ্ন উঠছে, হিন্দু কন্যার অধিকার থাকা উচিত কিনা তার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির উপর, তার পিতার পুত্রের সহিত অর্থাৎ তার ভাই-এর সহিত। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার অধিকার বিধৃত। এ সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে কন্যার দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কতিপয় হিন্দু পণ্ডিত বলেন ঃ কন্যা সম্পর্কে হিন্দু আইনের যে মহতি ধারণা বিদ্যমান তা প্রথমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। বিবাহের সাথে সাথেই কন্যা তার স্বামীর শ্বশুরের পরিবার চলে যায়। স্বামী শ্বশুরের পরিবারের সে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যতদিন তার বিবাহ হয় নাই ততদিন তার পিতা তাকে লালন-পালন করেছে বিবাহের পর যে সম্পত্তি তার ভাইয়েরা ভোগ করছে তার উপর সে কোন লোভ রাখবে না। কন্যা যখন স্ত্রী হয় তখন সে যদি অন্য অন্য পরিবারের মানুষ হয় তবে সে তার আগের কালের জীবনের ভিত্তিতে কোন দাবী উত্থাপন করতে যাবে কেন? দাবির অধিকার থাকলে কখনো লোভ চাড়া দিয়া উঠতে পারে। এবং ফলে ভাইদের সাথে তার সম্বন্ধের মাধূর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রাচীনকালের মুনি ঋষিগণ পারিবারিক বন্ধনকে মহাপবিত্র মনে করতেন, যে নীতিতে সে বন্ধন অটুট থাকে সেই নীতির নির্দেশ তারা দিয়েছেন। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

[৬৪৩] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০, 5. D.L.R. 440;4 D.L.R 237

[৬৪৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১। মৃতের যদি পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা এবং উত্তরাধিকার হওয়ার উপযুক্ত কন্যা সন্তান যদি না থাকে সে ক্ষেত্রে কন্যার পুত্র উত্তরাধিকার হয়। কারণ হিন্দু আইনানুসারে কন্যার পুত্র তার নানার পিণ্ড দিতে সক্ষম। তবে স্বরণ রাখা দরকার যে, কন্যার পুত্রের পুত্র, বা তার পুত্র উত্তরাধিকার পায় না কারণ সে পিণ্ডদানে সক্ষম না। গবেষক

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা, কন্যা, কন্যার পুত্র বা দৌহিত্র এ আটজন বা শ্রেণির সাথে মৃতের অধঃস্তন পুরুষের মধ্যে যারা পিণ্ড দিতে সক্ষম তাঁদের তালিকা শেষ হয়ে যাওয়ায় উত্তরাধিকার ঊর্ধ্বগামী হবে। হিন্দু ধর্মীয় আইনানুসারে পিতা উত্তরাধিকার হন।[৬৪৫]

১০। মাতা

মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হয়[৬৪৬]। কিন্তু পিতা জীবিত থাকলে সে আর উত্তরাধিকারী হয় না। তবে মাতা যদি অসতী হয় তবে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে তবে উত্তরাধিকারীত্ব হারায় না। বিমাতা কখনো উত্তরাধিকারী হয় না।[৬৪৭]

১১। ভাই

ভাইয়ের স্থান মাতার পরে। ভাইদের মধ্যে প্রথমে সহোদর ভাইগণই উত্তরাধিকার পায়। সহোদর না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই পায়। সহোদর ভাইগণ পিতৃ ও মাতৃকূলে পিণ্ড দিতে পারে এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা শুধু পিতৃকূলে পিণ্ড দিতে পারে। [৬৪৮]

১২। ভ্রাতুস্পুত্র

প্রথমে আসে সহোদর ভাইয়ের পুত্র। যদি সহোদর ভাইয়ের পুত্র না থাকে তবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র উত্তরাধিকার লাভ করবে।

---

[৬৪৫] মৃত ব্যক্তির যদি উপরে বর্ণিত আট শ্রেণির উত্তরাধিকার না থাকে সে ক্ষেত্রে মৃতের নিম্ন মুখী উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা শেষ বিধায় উর্ধ্বমুখী হবে। এক্ষেত্রে পিতা সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে উর্ধ্বমুখী উত্তরাধিকারে অংশিদার। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত পৃ.৩৫১

[৬৪৬] ছেলের সম্পদে মায়ের অংশ পাবে ১০ ক্রমিকে। আর অবিবাহিতা কন্যার সম্পদে মায়ের ক্রমিক ২এ। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড় বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃ. ৩৬১ ও ৩৬৫

[৬৪৭] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত পৃ.৩৫২

[৬৪৮] হিন্দু ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পিতৃ ও মাতৃ কুলের পিন্ডদানকারী শুধুমাত্র পিতৃ কুলের পিন্ডদানকারীর উপর প্রাধান্য পাবে। অধিক পরিমাণে পিন্ডদানকারী অল্পপরিমাণে পিন্ডদান কারীর উপর প্রাধান্য পাবে। এ নিয়মানুযায়ী সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। গবেষক

১৩। ভ্রাতুস্পুত্রের পুত্র

ভ্রাতুস্পুত্রের অবর্তমানে তাঁর পুত্র পিণ্ড দিবার অধিকারী বিধায় সেও উত্তরাধিকার পায়।

১৪। ভাগিনেয় বা বোনের পুত্র

ভাইয়ের পুত্র, তাঁরপুত্রের পুত্র যদি না থাকে তবে তাঁর পিণ্ড দিতে পারে বোনে ছেলে। বোনের ছেলে তিন পুরুষকে পিণ্ড দিতে পারে। তাই বোনের পুত্র উত্তরাধিকার হতে কোন বাঁধা নেই।

১৫। পিতামহ

১৬। পিতামহী

পুত্র কন্যা না থাকলে পিতামহ ও পিতামহী উত্তরাধিকার হতে পারে। যেমন :

ক. রাম তাঁর ১ পুত্র এবং সাহোদর ভাই রেখে মারা গেল। তালিকা অনুযায়ী রামের পুত্র সাম সমস্ত সম্পত্তি পাবে। কারণ পুত্রের স্থান তালিকাতে ১নং আর ভাইয়ের স্থান ১১ নম্বরে। প্রাথমিক উত্তরাধিকার পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যক্তিবর্গ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

খ. শান্তি তাঁর ১ স্ত্রী এবং দুই পুত্র রেখে মারা গেল। এক্ষেত্রে শান্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি সমান তিন অংশে ভাগ হবে। বিধবা স্ত্রী এবং দুই পত্র সমান অংশ গ্রহণ করবে।[৬৪৯]

গ. মধু দুই ভাই ও এক বোন রেখে মারা গেল। এখানে বোন কোন সম্পদ পাবে না দুই ভাই তুল্যাংশে পাবে। কারণ দায়ভাগ বিধানমতে বোন সপিণ্ড নয়।[৬৫০]

---

[৬৪৯] ১৯৩৭ সনের সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ড় আইন বলে স্ত্রী এক ছেলের সমান অংশ পাবে। তবে তা হবে বিধবার জন্য জীবনস্বত্ব এবং তার মৃত্যুর পর ঐ অংশ পুত্রদের উপর বর্তাবে তখন সমস্ড় সম্পত্তি দুই পুত্র সমান করে নিবে। গবেষক

[৬৫০] হিন্দু দায়ভাগ আইনে যে ৫ জন মহিলাকে উত্তরাধিকারে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে তারা হচ্ছে ০১. বিধবা, ০২. কন্যা, ০৩. মাতা, ০৪. পিতার মাতা, ০৫. পিতার পিতার মাতা। দায়ভাগ স্কুলে উলেণ্টখিত ৫ জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলাকে সপি হিসেবে গণ্য করা হয় না। সন্ড়ানহীনা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে এবং তিনি স্বামীর পি দান করতে পারে। বিমাতা বা প্রমাতামহ দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে না। হিন্দু দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকার লাভে উলেণ্টখিত ৫ জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার স্থান নেই। সকুল্য এবং সমানোদক স্কুলে মহিলার কোন অবস্থান নেই। যে ৫ জন মহিলা উত্তরাধিকারীত্বের দাবিদার তাদের মধ্যে

ঘ. রাম তাঁর ৪ কন্যা এবং মাতা রেখে মারা গেল। কন্যাদের মধ্যে একজন অবিবাহিতা, একজন বিবাহিতা এবং পুত্রবতী, একজন বন্ধ্যা, এবং অপর জন বিধবা এবং তাঁর দুই কন্যা সন্তান আছে। এই ক্ষেত্রে অবিবাহিতা কন্যার দাবি সর্বাগ্রে, সুতরাং অবিবাহিতা কন্যা রামের সকল সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাবে। অন্যান্য কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না। মাতাও কিছু পাবে না। কারণ কন্যাদের স্থান ৭ নং মাতার স্থান ১০ নং তাই অবিবাহিতা ব্যতীত বাকিরা বঞ্চিত।[৬৫১]

ঙ. লাদু এক পুত্র, অপর মৃত পুত্রের দিকের দুই পৌত্র এবং অপর মৃত পুত্রের দিকের তিন প্রপৌত্র রেখে মারা গেল। উদাহরণে বিষয়টি পরিস্কার হবে :-

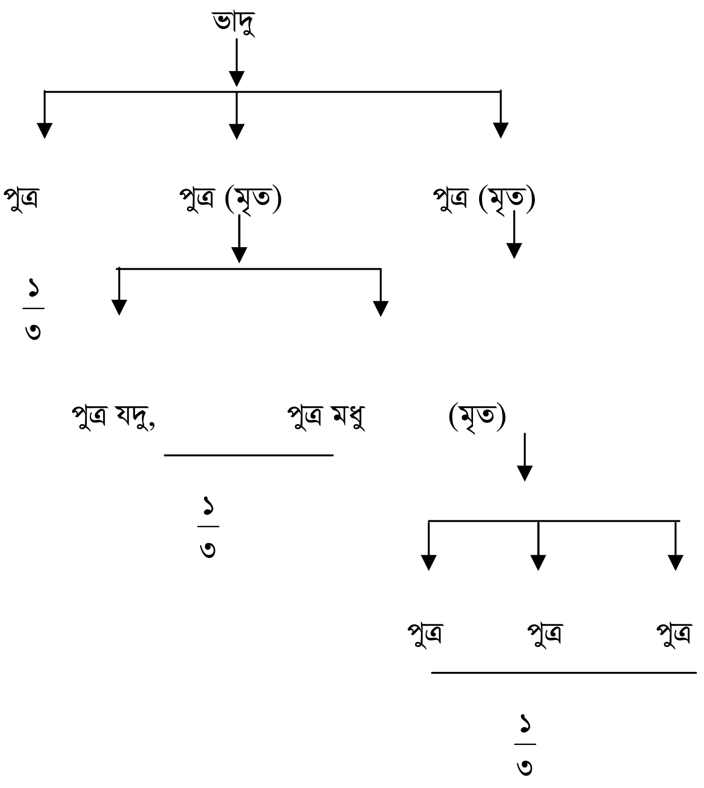

এ ক্ষেত্রে তালিকায় ১-৩নং ব্যবস্থানুযায়ী লাদুর পুত্র অংশ পাবে। তাঁর দুই পৌত্র একত্রে অংশ পিছু নিয়মানুসারে এবং অপর তিন প্রপৌত্র একই নিয়মে অবশিষ্ট অংশ পাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে এভাবে স্থলবর্তী নিয়মে অংশ পাওয়াকে বলা হয় অংশপিছু উত্তরাধিকারী (Succession per Capita) ।

চ. মধু মৃতা কন্যার দিকের এক দৌহিত্র, অপর মৃতা কন্যার দিকের দুই দৌহিত্র এবং পিতাকে রেখে মারা গেল। এক্ষেত্রে পিতা কিছু পাবে না, কারণ পিতার স্থান সপিণ্ডদের তালিকার ৯নং আর দৌহিত্রের স্থান ৮নং। তিন দৌহিত্র মাথাপিছু (Succession per Capita) নিয়মে প্রত্যেকে সমান অংশ পাবে।

ভগ্নির নাম নাই সুতরাং ভগ্নি সম্পত্তি পাবে না। সুতরাং মধুর সম্পদের বোনের কোন অংশ নেই। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

[৬৫১] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

উদাহরণ :-

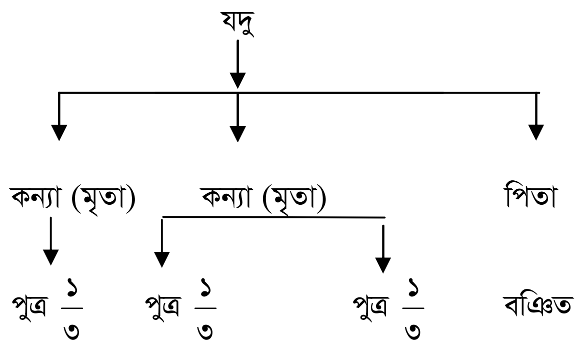

অর্থাৎ প্রত্যেক দৌহিত্র $\frac{১}{৩}$ অংশ করে পাবে। এ ক্ষেত্রে স্থলবর্তী মতবাদের অংশপিছু নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কারণ প্রতিনিধিত্ব মতবাদ শুধুমাত্র পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র থাকলেই প্রযোজ্য হয়, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

ছ. যাদব ক ও খ দুই বিধবা এবং বিধবা ক-এর দিকে দুই পুত্র এবং অপর বিধবা খ-এর দিকে তিন পুত্র রেখে মারা গেল। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক পুত্র অংশ পাবে এবং ১৯৩৭ সনের সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন বলে মধু দুই বিধবা একত্রে অংশ পাবে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁরা পুত্রদের সহিত বন্টন দাবি করতে পারবে। মধুর বিধবাদের জীবনস্বত্ব হবে। এক বিধবা মারা গেল তাঁর অংশ উত্তরজীবী সূত্রে অপর বিধবা পাবে এবং সেও মারা গেলে উভয় বিধবার অংশ মধুর পাঁচ পুত্র সমান অংশে পাবে।

উত্তরাধিকারীদের ক্রমানুসারে তালিকা

ইতোমধ্যে ১ হতে ১৬ নম্বর পর্যন্ত অর্থ্যাৎ পুত্র হতে পিতামহী পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি উত্তরাধিকার ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল :

১৭। পিতৃব্য বা চাচা – Paternal uncle.

১৮। পিতৃব্যপুত্র বা চাচাত ভাই-Paternal uncle’s Son

১৯। পিতৃব্যের পৌত্র বা চাচার পৌত্র- Paternal uncle’s son’s son.

২০। পিসীর পুত্র বা ফুফাত ভাই-Father sister son.

২১। প্রপিতামহ-Paternal great grandfather.

২২। প্রপিতামহী- Paternal great grandmother

২৩। পিতৃব্যের পিতা-Paternal grand uncle.

২৪। পিতৃব্যের পিতার পুত্র– Paternal grand uncle’s son.

২৫। পিতৃব্যের পৌত্র– Paternal grand uncle.

২৬। পিতামহের ভাগিনেয়-Father's Father/s sisters son.

২৭। পুতনির পুত্র-Son's daughter's son.

২৮। পৌত্রের কন্যার পুত্র-Son's son's daughter's son.

২৯। ভাইঝির পুত্র-Brother's daughter's son.

৩০। ভাইপোর কন্যা-Brother's son's daughters son.

৩১। পিতৃব্যের কন্যার পুত্র-Paternal uncle's.

৩২। পিতৃব্যের পিতার কন্যার পুত্র-Paternal son's daughter's son.

৩৩। পিতৃব্যের পিতার কন্যার পুত্র-Paternal granduncle's.

৩৪। পিতৃব্যের পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র-Paternal granduncle's.

৩৫। মাতামহ - Maternal grandfather.

৩৬। মামা - Maternal uncle.

৩৭। মামার পুত্র - Maternal uncle's son.

৩৮। মামার পৌত্র - Maternal uncle's son.

৩৯। মাসীর পুত্র- Mother's sisters son.

৪০। প্রমাতামহ-Mother's great grandfather.

৪১। প্রমাতামহের পুত্র Mother's great grandfather 's son.

৪২। প্রমাতামহের পৌত্র Mother's great grandfather son's son.

৪৩। প্রমাতামহের প্রপৌত্র Mother's great grandfather grandson.

৪৪। প্রমাতামহের কন্যারপুত্র Mother's great grandfather daughter's son.

৪৫। প্রমাতামহের পিতা-Maternal greal grandfather.

৪৬। প্রমাতামহের পিতার পুত্র Maternal greal grandfather son's.

৪৭। প্রমাতামহের পিতার পৌত্র Maternal greal grandfather greatson's.

৪৮। প্রমাতামহের পিতার প্রপৌত্র- Maternal greal grandfather great grandson's.

৪৯। প্রমাতামহের পিতার পুত্রের কন্যা- Mother's great grandfather daughters son.

৫০। মাতামহের পুত্রের কন্যারপুত্র Maternal grandfather son's daughters son.

৫১। উহার পৌত্রের কন্যার পুত্র - His grandson's daughter's son.

৫২। প্রমাতামহের পুত্রের কন্যার পুত্র - His grandson's daughter's son.

৫৩। উহার পৌত্রের কন্যার পুত্র - His grandson's daughter's son.

৫৪। প্র-প্রমাতামহের পুত্রের কন্যার পুত্র-

Maternal great great grandfather's son's daughter's son's.

৫৫। উহার পৌত্রের কন্যার পুত্র- His son's daughter's son.

সর্বমোট সপিণ্ডের সংখ্যা ৫৩ জন, উপরে দেখানো হয়েছে ৫৫ জন কারণ ৫ ও ৬ নং সপিণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না হলেও ১৯৩৭ সনের নারীর উত্তরাধিকার আইনে তাঁদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে সপিণ্ড সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫ জন। আর এ ০৫ ও ৬ নং হল– মৃতের মৃত্যুর পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী।

কিন্তু শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্য্যেণ তাঁর রচিত স্মৃতিচিন্তামণিঃ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দায়ভাগ অনুসারে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা মোট ৭৫ জন।

৫৬। বৃদ্ধপ্রপিতামহ

৫৭ । অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ

৫৮। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ

৫৯। বৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র

৬০। বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র

৬১। বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র

৬২। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র

৬৩। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র

৬৪। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র

৬৫। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র

৬৬। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র

৬৭। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র

৬৮। সমানোদক (পুর্ব্ববোধ নৈকট্য ক্রমে অধিকারী)

৬৯। আচার্য গুরু

৭০। শিষ্য (বেদের ছাত্র, যিনি বেদ নিয়ে পড়াশোনা করেন)

৭১। সতীর্থ (বেদাধ্যায়ী, মৃত ব্যক্তি ও সে একসাথে বেদ অধ্যায়ন করেছে)

৭২। একগ্রামস্থ সগোত্র

৭৩। একগ্রামস্থ সমানপ্রবর

৭৪। শ্রোত্রিয়

৭৫ রাজা (ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের ধনে অধিকারী) ব্রহ্মণ মাত্র । ব্রাহ্মণের ধনে অধিকারী।[৬৫২]

সকুল্যের উত্তরাধিকার

দায়ভাগ আইন মোতাবিক তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারের মধ্যে সকুল্য[৬৫৩] দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকার। সপিণ্ডদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকে তবে সকুল্য ও সমানোদক কোন উত্তরাধিকার লাভ করবে না। সপিণ্ডের কেহ যদি জীবিত না থাকে তবেই কেবল সকুল্যগণ উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করবে। সপিণ্ড যে যে নিয়মে উত্তরাধিকারে অগ্রাধিকার লাভ করেছে সে নিয়মে সকুল্যও

[৬৫২] পুত্র হরে রাজা পর্যন্ড় (ব্রাহ্মণের ধনে ব্রাহ্মণ পর্যন্ড়) ৭৫ জন অধিকারীর মধ্যে পুর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারী না থাকলে, মৃত পুরুষের ধনে পর পর ব্যক্তি অধিকারী হবে। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীশভট্টাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা–৯, ২০০৯, পৃ. ৩৬৪

[৬৫৩] সকুল্য *বি.* জ্ঞাতি; সপিন্ডের উর্ধ্বতন তিনপুরুষ ও এককুলজাত; সগোত্র। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩। সমকুলোদ্ভব; সগোত্র(সকুল্য ব্যক্তিদ্বয়)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৫

অগ্রাধিকার লাভ করবে।[৬৫৪] উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে- পিণ্ডলেপ প্রদানকারী গ্রহণকারীর উপর অগ্রাধিকার পাবে। যারা পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের পূর্ব পুরুষের পিণ্ডলেপ প্রদান করে তাঁরা শুধু পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের পিণ্ডলেপ প্রদানকারীগণের উপর প্রাধান্য পাবে। যারা অধিক পিণ্ডলেপ প্রদান করবে তাঁরা কম পিণ্ডলেপ প্রদানকারীদের উপর প্রাধান্য পাবে।

সমানোদকের উত্তরাধিকার

হিন্দু ও বৌদ্ধ দায়ভাগ স্কুল মতে সপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক এ ধারাবাহিকতায় উত্তরাধিকার লাভ করে। প্রথমে সপিণ্ড তারপর সকুল্য সর্বশেষ সমানোদক উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে। তাই সমানোদক তৃতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী। তাছাড়া হিন্দু আইনে একটি নিয়ম হচ্ছে নিকটবর্তী দুরবর্তীকে বঞ্চিত করে। মৃতের সবচেয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে সপিণ্ড, তাই সর্বপ্রথম সপিণ্ড গ্রহণ করে, তারপর সকুল্য তারপর সমানোদক তাই সর্বশেষ সমানোদক উত্তরাধিকারীত্ব গ্রহণ করে থাকে। সমানোদকের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সপিণ্ড ও সকুল্যের ফরমূলা ব্যবহৃত হয়।[৬৫৫]

ভিন্ন রকম উত্তরাধিকার

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত যে সাধারণত উত্তরাধিকার তিন শ্রেণির সপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক। রক্ত সম্পর্কীয় বা আত্মীয়তায় এর বাইরে আর কোন উত্তরাধিকার নেই। কিন্তু হিন্দু প্রচলিত আইনে উপরোক্ত তিন শ্রেণির উত্তরাধিকার ছাড়াও আরো কিছু ভিন্নধর্মী উত্তরাধিকার লক্ষ করা যায় এরা হচ্ছে ঃ

---

[৬৫৪] হিন্দু মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে সপিণ্ড ও সকুল্যদের অগ্রাধিকারের নিয়ম একই। সপিণ্ড ও সকুল্যদের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয় চারটি ফরমুলায়। আর যে চারটি নিয়ম প্রাচীন পণ্ডিতগণ হতে সপিণ্ডের অগ্রাধিকারের ভিত্তি হিসেবে ধারাবাহিক ভাবে প্রচলন হয়ে আসছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক. পিণ্ড প্রদানকারীগণকে পিণ্ড গ্রহণকারীদের হতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন ঃ পুত্র মৃত ব্যক্তির পিণ্ড দান করে এবং মৃত ব্যক্তির পিতা উহা গ্রহণ করে। তা হলে এ নিয়মানুসারে পুত্র মৃত ব্যক্তি পিতার উপরে অগ্রাধিকার পাবে।

খ. যারা পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের পূর্ব পুরুষদের পিণ্ড প্রদান করে তারা শুধু মাত্র পিতৃ কুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের পিণ্ড প্রদানকারীদের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

গ. মাতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীদের তুলনায় পিতৃকুলের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীগণ অগ্রাধিকার পাবে। এ নিয়মে পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষদের প্রতি পিণ্ড প্রদানকারীগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ঘ. যারা বেশী পিণ্ড প্রদান করবে তারা কম পিণ্ড প্রদানকারীর উপর অগ্রাধিকার পাবে।

উপরোক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তির চারটি নিয়ম সকুল্য এবং সমানোদক উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য । বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

[৬৫৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

০১. গুরুদেব বা শিক্ষক

০২. শিষ্য বা ছাত্র

০৩. সতীর্থ[৬৫৬]

০৪. যে মৃতের পারিবারিক নাম ধারণ করেছে [৬৫৭]

গ্রাম্য উত্তরাধিকার

বৌদ্ধ আইনানুযায়ী যদি কোন মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদকসহ উপরোক্ত কোন উত্তরাধিকার না পাওয়া যায় তখন উত্তরাধিকার বর্তাবে একই গ্রামে বসবাস কারীদের উপর নিম্মোক্ত ধারাবাহিক ভাবে। যথা :

ক. সগোত্রীয় ব্যক্তিদের উপর যদি তাঁদের কেউ না থাকে তবে

খ. সমান প্রবরভুক্ত ব্যক্তিদের উপর। তাঁদের কেউ না থাকলে

গ. গ্রামের ব্রাক্ষণদের উপর। উপরোক্ত সকল উত্তরাধিকারদের অবর্তমানে সকল সম্পত্তি চলে যাবে রাজকোষে।[৬৫৮]

অবৈধপুত্র

বৌদ্ধ আইন অনুযায়ী বৈধপুত্রই পিণ্ডদানের অধিকারী এবং পিতা মাতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অবৈধ পুত্রও উত্তরাধিকার হয়ে থাকে। যেমন শূদ্রের[৬৫৯] ঔরসজাত অবৈধ পুত্র উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়[৬৬০] তৈশ্যদের[৬৬১] অবৈধ সন্তান উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ না করে এ স্ত্রীলোকের গর্ভে নিজ ঔরসে পুত্র সন্তান দিয়ে থাকে, তা হলে সে পুত্র সন্তান ঐ ব্যক্তির অবৈধ সন্তান বলে পরিচিত। হিন্দু আইনে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও

[৬৫৬] অধ্যাপক এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০, বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

[৬৫৭] যদি এমন হয় যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির কোন শিক্ষক ছাত্র বা শিষ্যও বর্তমান নাই তা হলে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি দায়ভাগ আইন মতে উক্ত মৃত ব্যক্তির গোত্রের বা আত্মীয়দের উপর বর্তাবে। যদি তাও না পাওয়া যায় তবে তার সমস্ড় সম্পদ তার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। গবেষক

[৬৫৮] অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[৬৫৯] শূদ্র (কথা) শূদ্দুর–বি. হিন্দু চতুর্বর্ণের চতুর্থটি। (স্ত্রী) শূদ্রা জাতীয়া রমণী, শূদ্রী– শূদ্রের পত্নী। হিন্দু ধর্মীয় একটি বিশেষ জাতী। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩

[৬৬০] ক্ষত্রিয় – বি. হিন্দু চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ (অরাজকতাজনিত উপদ্রবাদি হতে বা ক্ষত হতে প্রাণিদিগকে রক্ষা করে এইজন্য)ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয় জাতীয়া নারী , হিন্দু ধর্মীয় নারীজাতী বিশেষ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[৬৬১] তৈশ্য হিন্দু ধর্মীয়দের এক ধরণের মহিলা প্রজাতি। গবেষক

বৈস্যদের অবৈধ পুত্র সন্তান কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী হয়। তবে অবৈধ পুত্র শূদ্রের ঔরসজাত হলে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। অবৈধ পুত্র মৃত ব্যক্তির বৈধ পুত্রের অর্ধেক অংশ পায়।[৬৬২]

দত্তক পুত্র

হিন্দু ও বৌদ্ধ আইনের বিধান অনুসারে কোন হিন্দু তাঁর পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র[৬৬৩] গ্রহণ করতে পারে। দত্তক পুত্র আপন পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়, যদি তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকে।[৬৬৪] দত্তকে গ্রহণ করার পর যদি দত্তকি পিতার স্বাভাবিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দত্তক পুত্র দত্তকি ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হবে। এ নিয়ম শূদ্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। শূদ্রদের ক্ষেত্রে দত্তকি পুত্র স্বাভাবিক পুত্রের সহিত সমান অংশ পাবে। কোন হিন্দু একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করে এবং একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে দত্তকি মাতা মনোনীত করে, তা হলে দত্তকি পুত্র শুধুমাত্র ঐ দত্তকি মাতার এবং দত্তকি মাতার আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। দত্তকি পিতার অপর স্ত্রীরা দত্তকি পুত্রের সৎ মাতা হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দত্তকি পুত্র কোন সম্পত্তি রেখে মারা যায় তবে এ মনোনীত দত্তকি মাতা তার উত্তরাধিকারিণী হবে।[৬৬৫]

বিধবা স্ত্রী

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা ইত্যাদি ওয়ারিশগণ যদি জীবিত না থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তিই সীমিত স্বত্ত্বে মালিত হবে।[৬৬৬] ১৯৩৭ সনের হিন্দু সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ হওয়ার পর যদি দায়ভাগ আইনে শাসিত কোন হিন্দু সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তাঁর বিধবা স্ত্রী তাঁর সম্পত্তির এক পুত্রের সমান অংশ বাটোয়ারা করে লইতে পারে। এ নিয়ম পৌত্র পর্যন্ত পরিবারের সকল বিধবাদের উপর প্রযোজ্য।

---

[৬৬২] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬–৩৫৭

[৬৬৩] দত্তক পুত্র পোষ্যপুত্র, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯। হিন্দু আইনের বিধান মোতাবিক অন্যের পুত্রকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করাকে দত্তক বলা হয়। সুতরাং এর⁻প ব্যবস্থায় সংশিণ্টষ্ট পুত্র যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার হতে অন্য পরিবারে স্থানান্ড়রিত হয় এবং এরূপ স্থানান্ড়র করাকেই দত্তক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, হিন্দু আইন,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[৬৬৪] যার একটি মাত্র পুত্র আছে সে দত্তক দান করিবে না, এতে তার নিজের বংশ লোপ পেয়ে যাবে। যার দুটি পুত্র আছে সেও যেন তার একটি পুত্র দত্তক দান না করে। যদি একটি মারা যায় তবেও তার বংশ লোপ পেয়ে যাবে। সুতরাং যার তিন বা ততোধিক পুত্র আছে সেই কেবল দত্তক দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্যেনকের বচন যথা– "একপুত্রক ব্যক্তি কখনও সেই পুত্র দান করিবে না; কিন্তু বহুপুত্রক ব্যক্তিই যত্নপূর্বক পুত্রদান করিতে পারে।" শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীভট্রাচার্য্যেণ, স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ, বিশ্ববাণী প্রাকাশণী, কলকাতা–৯, প্রকাশ–২০০৯, পৃ. ৩৫৬

[৬৬৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

[৬৬৬] পত্নী, পতির ধন পেয়ে তা যথাসম্ভব ভোগ করতে পারবে, কিন্তু দান, বিক্রয় কিংবা বন্ধক রাখতে পারবেনা। তবে যদি খোরাক ও পোষাক না চলে তবে বিক্রয় ও বন্ধক রাখতে পারবে। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রাকাশণী, কলকাতা–৯, প্রকাশ–২০০৯, পৃ. ৩৬২

একাধিক বিধবা স্ত্রী বর্তমান থাকলে তাঁরা মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে একইসঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারিণী হবে এবং একজন বিধবার মৃত্যু হলে অপর বিধবা সেই অংশ পাবে। বিধবাদের মৃত্যুর পর স্বামীর নিকটতম সপিণ্ডের নিকট তাঁদের প্রাপ্ত সম্পত্তি ফিরে যাবে। নিম্নোক্ত উদাহরণে পরিস্কার হবে ঃ

একজন হিন্দু দুই স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে মারা যায়-

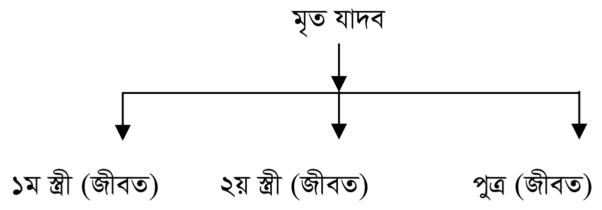

অংশ বন্টন

পুত্র ------------- $\frac{১}{২}$ অংশ

১ম স্ত্রী / ২য় স্ত্রী } একত্রে $\frac{১}{২}$ অংশ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$ অংশ)

১ম স্ত্রীর মৃত্যু হলে ২য় স্ত্রী অংশের জীবনস্বত্বের মালিক থাকবে এবং ২য় স্ত্রীর মৃত্যু হলে পুত্রের নিকট ষোল আনা সম্পত্তি বর্তাবে।

উক্ত আইনানুসারে প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পূর্বমৃত পৌত্রের বিধবা স্ত্রী তাঁদের স্ব স্ব স্বামীর অংশ জীবন স্বত্বে ভোগ দখল করতে পারে।

কোন হিন্দু যদি এক স্ত্রী, এক পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পূর্বমৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা স্ত্রী রেখে মারা যায়। এমতাবস্থায় তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অংশ বন্টন নিম্নরূপ ঃ

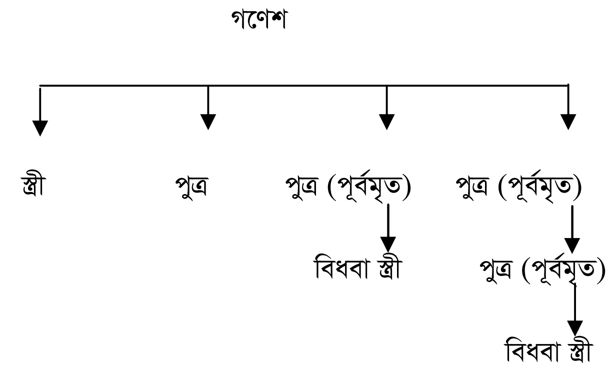

১ম পুত্র – ১/৪ অংশ

স্ত্রী – ১/৪ ”

২য় পুত্রের বিধবা স্ত্রী – ১/৪ ”

৩য় পুত্রের পুত্রের বিধবা স্ত্রী – ১/৪ ”

এখানে ২য় পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং তৃতীয় পুত্রের বিধবা স্ত্রী স্থলাভিসিক্ত নিয়মানুসারে স্ব স্ব স্বামীর অংশে স্থলাভিসিক্ত হয়েছে।

স্ত্রী যদি অসতী হয়, তবে সে তাঁর মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু কাল পর্যন্ত সতী থাকলে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সীমিত স্বত্বে মালিক হবার পর সেই স্ত্রী অসতী হলেও প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে না। একবার মালিকানা বর্তালে তা পরবর্তী অসতীত্বের জন্য বিনষ্ট বা খর্ব হয় না।[৬৬৭]

পুনর্বিবাহ

বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রমতে একজন বিবাহিতা হিন্দু নারী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বিধবা স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে তাঁর পূর্বমৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে এবং ধরে লওয়া হবে যে সে স্ত্রীলোকটির তাঁর মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসাবে আর বেঁচে নাই। বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে সে তাঁর মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী থাকতে পারে না এবং সম্পত্তির কোন অংশ পায় না।[৬৬৮] আইন পাশ হবার পর বিধবা, এক বা একাধিক হলে সকলে একত্রে মৃত ব্যক্তির এক পুত্রের সমান অংশ জীবনস্বত্বে পাবে এবং অগ্রণী হয়ে বন্টন দাবী করতে পারবে। মৃত ব্যক্তির কোন বিধবা পুত্রবধু থাকলেও

[৬৬৭] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

[৬৬৮] [12 DLR 634]। [Act XVIII of 1937 As amended by Act XI of 1938]

একত্রে এক পুত্রের সমান অংশ জীবনস্বত্বে পাবে। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র কেহ না থাকলে বিধবা, বিধবা পুত্রবধু এবং বিধবা প্রপৌত্র বধু একত্রে ষোল আনা অংশ জীবন স্বত্বে পাবে।[৬৬৯]

কন্যা

কন্যা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হয় না। যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা, মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবার কেউ থাকে তবে কন্যা উত্তরাধিকার হয় না। যদি উপরোক্ত কেউ না থাকে তখন কন্যা তাঁর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়।[৬৭০] তবে অসতী কন্যা মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সম্পত্তি প্রাপ্তির পর অসতী হলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। কন্যাদের মধ্যে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য তৎপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যাদের দাবী। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা এবং যে কন্যার কেবলমাত্র কন্যা সন্তান আছে তাঁরা তাঁদের পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না ।[৬৭১]

কন্যার পুত্র

কন্যার মৃত্যুর পর কন্যার পুত্র সন্তানের উক্ত সম্পত্তিতে দাবী স্বীকৃত। সপিণ্ড হিসেবে কন্যার পুত্র মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়। তবে কন্যার পুত্রের পুত্র দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকার হয় না। কন্যাদের পুত্রগণ মাথাপিছু অংশ প্রাপ্ত হয়। উপরের ক্রমিকের ওয়ারিশ থাকলে নিম্নক্রমিকের ওয়ারিশ স্বত্ব পায় না। ১নং ক্রমিকে উল্লেখিত পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকলে কন্যা ওয়ারিশ হয় না। ওয়ারিশি স্বত্ব সম্পর্কে এ নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য। পুত্র না থাকলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যাগণ ওয়ারিশ হবে। কন্যাদের পর পরবর্তী ক্রম ওয়ারিশ অর্থাৎ দৌহিত্র (কন্যার পুত্র) পাবে। কন্যাদের মধ্যে অবিবাহিত কন্যার দাবি অগ্রগণ্য। স্বত্ব বর্তার সময় অবিবাহিত কন্যা থাকলে সে বা তাঁরা সকুল্য অংশ পাবে। তাঁদের মৃত্যুর পর অন্যান্য কন্যা যারা পুত্রবর্তী বা পুত্র সম্ভবা অর্থাৎ যাদের পুত্র হতে পারে তাঁরা ওয়ারিশ হবে। অপুত্রক বিধবা কন্যা পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হন না।[৬৭২]

---

[৬৬৯] উক্ত আইনটি ইং ১৪/৪/৩৭ তারিখ হতে বলবত হয়েছে। অবশ্য কৃষি জমির ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য হবে না [২২উ খ জ ৩৫৯; শেখ মোঃ ছিদ্দিক বনাম হরিলাল নাথ]। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৯

[৬৭০] *অথ কন্যাধনাধিকারিণঃ* অর্থ: অবিবাহিত স্ত্রীলোকের ধনাধিকারীগণ। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ড়বাগীভট্রাচার্য্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রাকাশণী, কলকাতা-৯, প্রকাশ-২০০৯, পৃ. ৩৬৫। যে সকল কারণে কন্যাগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় তা হচ্ছে ক. অসতী কন্যা মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সম্পত্তি প্রাপ্তির পর অসতী হলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। খ, বন্ধ্যা কন্যা, গ. পুত্রহীনা কন্যা, ঘ. অন্ধ কন্যা, তারা শুধুমাত্র খোরপোষ লাভ করবে। গবেষক

[৬৭১] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০ [5DLR 440]।

[৬৭২] [19 CWN 472; মহানন্দ বনাম মনমোহিনী]। কোন কন্যা সম্পত্তি পাওয়ার পর অপুত্রক বিধবা হলে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে মৃত্যুকাল পর্যন্ড় তার স্বত্ব টিকবে। প্রত্যেক দৌহিত্র অর্থাৎ মেয়ের ঘরের নাতি সমান অংশ পাবে। স্বত্ব বর্তনের পূর্বেই দৌহিত্র এর মৃত্যু হলে তার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রের পুত্র ওয়ারিশ হবে না। [30 CWN 957; নেপাল বনাম প্রভাত; 24 CWN 316; রাধা বনাম গোপাল]।

স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার সীমিত হলেও বিধবা নিম্মোক্ত অধিকার গুলো সংরক্ষণ করবে যথা :-

ক. বিধবা প্রয়োজনবোধে প্রাপ্ত সম্পত্তি বাবদ আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।

খ. বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারবে।

গ. বিধবার প্রাপ্ত সম্পত্তি কেহ জোরপূর্বক দখলে রাখলে তার বিরুদ্ধে বিধবা নিষেধাজ্ঞা ও মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।[৬৭৩]

বৈধ ও আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা বিধবা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর

যে সকল প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থাতে বিধবা সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে

ক. ধর্মীয় কারণে বা জনকল্যাণমূলক কারণে বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। যথা:-

০১. স্বামীর আত্মার কল্যাণের জন্য কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান জনিত ব্যয় নির্বাহের জন্য বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথা– বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, ব্রাক্ষণ ও কাঙ্গাল ভোজন, গয়ায় পিণ্ডদান ইত্যাদি।

০২. মৃত স্বামী কোন জনহিতকর কাজ অর্ধসম্পন্ন করলে তা সম্পন্ন করার জন্য বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। জনহিতকর কাজ বলতে পুকুর খনন, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি।[৬৭৪]

স্বামী অপুত্রক মারা গেলে তার একাধিক স্ত্রী থাকলে তারা প্রত্যেকে সমস্ড় সম্পত্তি তুল্যাংশে প্রাপ্ত হবে। একাধিক বিধবাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে অপর জীবিত বিধবা সমস্ড় সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। বিধবার জীবন স্বত্ব শেষ হলে অর্থাৎ মারা গেলে স্বামীর নিকটবর্তী সপিন্ডদের উপর বর্তাবে। জীবন স্বত্বের অধিকারিণী মহিলার নিজ উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তাবে না। রায়তী জোত বা প্রজা স্বত্ত্ব আইনের আওতাধীন বাড়ি বা পুকুর কৃষি সম্পত্তি গণ্য হবে এবং তাতে স্ত্রী উক্ত আইনের বিধান অনুসারে স্বত্ত্ব পাবে না [২২ উখজ ৩৫৯; শেখ মোঃ ছিদ্দিক বনাম হরি লাল নাথ] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[৬৭৩] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩, বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[৬৭৪] আলী আকবর প্রামাণিক, *হিন্দু আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

খ. তাছাড়া বিধবা নিম্নবর্ণিত বৈধ ও আইনানুগ ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বামীর সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে ঃ

০১. আদালত থেকে প্রবেট, লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন ও সাকশেসন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যয়।

০২. সরকারী রেভিনিউ,ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি পরিশোধের ব্যয়।

০৩. স্বামী জীবদ্দশায় ঋণ করে থাকলে উহা পরিশোধ করা।

০৪. বিধবার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য বাধা ছিল তাদের ব্যয় নির্বাহ।

০৫. মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইত্যাদি।[৬৭৫]

বৈধ প্রয়োজনীয়তা (Legal necessity) প্রমাণের দায়িত্বভার

একজন বিধবা মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি কি পরিমাণ বিক্রয় করতে পারে তা নির্ভর করে প্রতিটি ঘটনার উপর। ক্রেতাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, বিধবা যখন সম্পত্তি বিক্রয় করছিল, তখন আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা ছিল, অথবা ক্রেতা ঐ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছে এবং আইনানুগ প্রয়োজনীয়তার ব্যবস্থা দেখে তা সন্তুষ্ট হয়েছে অথবা বিভিন্ন অনুসন্ধানে ক্রেতার বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা ছিল [18 DLR 679] ক্রেতা আইনানুগ প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও যদি প্রমাণিত হয় যে রিভারশনাদের সম্মতিক্রমে বিধবা সম্পত্তি বিক্রয় করছে, তবে বিক্রয় সিদ্ধ হবে।[৬৭৬]

[৬৭৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[৬৭৬] [35 DLR 319;জয়ন্ড্রবিজয় চক্রবর্ত্তী বনাম গোপেশ চন্দ্রবর্ত্তী]। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

পৃথিবীতে যতরকম মানব রচিত ধর্ম রয়েছে তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধ ধর্ম হিসেবে পরিচিত ও প্রচারিত। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যখনই মানবতা ভুলুণ্ঠিত হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব ভূলে গিয়ে অধর্মের পথে চালিত হয়। তখন জগতবাসীকে সৎ শিক্ষাদান এবং সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে আর্বিভাব ঘটে একজন মহাপুরুষের। সে মহাপুরুষের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধ। সে মহাপুরুষের চিন্তা চেতনা, ধ্যান-ধারণা সর্বস্তরের মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। নারীকে নারী ও পুরুষকে পুরুষ হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হয়নি। শ্রেণি বিভেদ ও বর্ণ–বিদ্বেষের নির্মম কঠোরতা, নারী ও পুরুষের ভেদাভেদ, নারীর সাথে দাসী সূলভ আচরণ, নারীকে তাঁর মৌলিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করাসহ নারীর প্রতি অবহেলা, স্ত্রী, মা, বোন সম্পর্কের গুরুত্বহীনতা, পর নারীর নিরাপত্তাহীনতাসহ নানাহ ভাবে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নারী জাতি।

তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম মানব রচিত ধর্ম বিধায় এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলা যায় না। আর উত্তরাধিকার নিয়ে কোন আলোচনাই হয়নি বৌদ্ধ ধর্মে যার কারণে বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দায়ভাগ নীতিতে পরিচালিত হয় বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে যেমন নারীদের উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ নেই তেমনি বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনেও নারীর তেমন কোন অংশ নেই। যা আছে কেবল মাত্র জীবনস্বত্বে। কখনো দেখা যায় যে পুত্র সন্তান থাকাবস্থায় পিতা, মাতা, বঞ্চিত হয়ে যায় যা আদৌ মানবাধিকার সংশিষ্ট নয়। বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য তৎকালীন ভারত সরকার ১৯৫৬ সনে ভারতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারের বিষয়টি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এবং হিন্দু দায়ভাগ আইনের সমন্বয়ে স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে অদ্যাবধি তদ্রুপ কোন সংশোধনী গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশে বসবাস কারী বৌদ্ধগণ ব্যক্তিগত ও উত্তরাধিকারের বিষয়টিকে তাঁদের ধর্মের অংশ মনে করেন না বিধায় বিষয়টি সম্পূর্ণ সরকারী আইনের উপর নির্ভর করে উত্তরাধিকারের বিধানটি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন

উত্তরাধিকার বিষযটি মোটামোটি সবার সাথেই সংশ্লিষ্ট বিধায় সকলধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের আদলে আমাদের দেশে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তিত হয়নি। ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রিস্টানগণ তাঁদের রাষ্ট্রিয় উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ক্যাথলিক[৬৭৭] এবং প্রটেষ্ট্যান্ট[৬৭৮] উভয় সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানগণ অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হিসেবে অবস্থান করছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা অন্যকোন ধর্মাবলম্বী থাকা সত্বেও[৬৭৯] ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট উভয়ের উত্তরাধিকারের সূত্র অভিন্ন। মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিস্টানদের কোন পৃথক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-বিধান আমাদের এদেশে ছিল না। ফলে ১৯২৫ সনে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন[৬৮০] (১৯২৫ সনের ৩৯ নং আইন) এর চতুর্থ খণ্ডের ২৩ ধারা থেকে ২৮ ধারা এবং পঞ্চম ভাগের ২৯ ধারা থেকে ৪৯ ধারা পর্যন্ত যেসব বিধান রয়েছে তা খ্রিস্টানদের ধারাসমূহের আলোকে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের আওতায় উইলবিহীন[৬৮১] মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভাগ বন্টন করতে হয়। উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে উইলবিহীন সম্পত্তির হিসেব করতে হয়। কেননা জীবদ্দশায় যে পরিমাণ সম্পত্তি উইল করে যায় তা ওয়ারিশদের দাবির বাইরে থাকবে। একজন খ্রিস্টান তাঁর জীবদ্দশায় ইচ্ছে করলে সমস্ত সম্পত্তি[৬৮২] যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান বা উইল করতে পারে। তবে উইলটি অবশ্যই বিশুদ্ধ ও খাঁটি হতে হবে।[৬৮৩]

---

[৬৭৭] ক্যাথলিক (Catholic) সর্বজনীন; ইউনিভার্সাল; উদার; রোমন ক্যাথলিক ধর্মমতাবলম্বী; (Catholicism) ক্যাথলিকদের শিক্ষা, ধর্মমত ও আচার-পদ্ধতি। রোমান খ্রিস্টানদের ধর্মমত। Ashu tosh dev, Students' Favourite Dictionary,Faizuddin, Mirpur, Dhaka;2002. P-220

[৬৭৮] প্রটেস্ট্যান্ট ; রোমান ক্যাথলিক দিগের বির‍ুদ্ধবাদী খ্রিস্টান; প্রটেস্ট্যান্টদিগের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয়, প্রতিবাদকারী। Ashu tosh dev, Students' Favourite Dictionary,Faizuddin, Mirpur, Dhaka;2002. Page-1017 খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রতিবাদী দল। গবেষক

[৬৭৯] বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানসহ অত্র এলকায় বসবাসকারী খ্রিস্টানগণ দুই ভাগে বিভক্ত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এ ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের অধিকাংশই মাইগ্রেশানকৃত বা ধর্মান্ড়রিত খ্রিস্টান। তাঁরা জন্মগত ভাবে খ্রিস্টান নয়। জন্মগত খ্রিস্টানের সংখ্যা খুবই কম। তাঁরা সকলেই উত্তরাধিকারের একই নিয়মেই পরিচালিত। গবেষক

[680] The SUCCESSION ACT,1925. ACT NO XXXIX OF 1925 { 30TH September, 1925} জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, শ্যালোম ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১১; পৃ. ২৬৫

[৬৮১] ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টানদের জন্য উত্তরাধিকারের আইন না থাকার কারণে তৎকালীন ভারতীয় সরকার ১৯২৫ সনে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের চতুর্থখন্ডের ২৩ ধারা হতে ২৮ ধারা এবং পঞ্চম ভাগের ২৯ ধারা থেকে ৪৯ ধারা পর্যন্ড় যেসব বিধান রয়েছে তা খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকার আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে উপরোক্ত ধারা সমুহে উইল এর বিধান আলোচনা করা হয় নি। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা; ২০০৪, পৃ. ৩৮৩

[৬৮২] একজন খ্রিস্টান তাঁর সমস্ড় সম্পদ উইল করতে পারে কিন্তু একজন মুসলিম তাঁর সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী উইল করতে পারে না। গবেষক

[৬৮৩] উইলটি বিশুদ্ধ ও খাটি হতে হবে।এ কথার অর্থ হচ্ছে– উইলকারী এবং উইলকৃত উইলকরা এবং গ্রহণ করার উপযুক্ত কি না? উইল করার পদ্ধতি সঠিক কি না? সার্বিক বিষয়টি যদি সঠিকভাবে আদায় হয় তবেই কেবল উইল হবে অন্যাথায় নয়। গবেষক। এ উইলটি

১৯২৫ সনের উত্তরাধিকার আইন বাংলাদেশেও প্রযোজ্য ৪৮/১৯৭২ নং অধ্যাদেশ বলে গৃহীত হয়েছে এ আইনের ২৩ থেকে ৪৯ ধারার আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের বিধানসমূহ আলোচনা করা হল।[৬৮৪] ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা এবং সাম্যের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনের অনুরূপ অতি সহজভাবে খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন করা হয়।[৬৮৫]

খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ ভগবান যিশু খ্রিস্ট যিনি ইসা (আ.) হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত খ্রিস্টান ।

খ্রিস্টানগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত-যথা, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। ১৯২৫ সনের ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন (Act XXXIX of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। উত্তরাধিকার আইনের উক্ত ধারাসমূহ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য।

আত্মীয়তা বা সগোত্রতা : (kindred Consanguinity)[৬৮৬]

ধারা-২৪ । একই বংশ সম্ভূত অথবা পূর্বপুরুষ হতে আগত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক যোগসূত্র অথবা সম্পর্কই সংগোত্রতা (kindred of Consanguinity) ।[৬৮৭]

PLD 1960 Dhaka 489 অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনকৃত হয় তবেই কেবল উইলটি বিশুদ্ধ ও খাটি হিসেবে পরিগণিত হবে। অধ্যাপক এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা,২০১০; পৃ.২৫৫

[৬৮৪] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা; ২০০৪, পৃ. ৩৮৩

[৬৮৫] মুসলিম উত্তরাধিকার আইন যেমনিভাবে কুরআনে পাকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি ভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণনা করা হয় নাই। বৌদ্ধদের নিজস্বকোন উত্তরাধিকার আইন নেই তাঁরা হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত বা হিন্দু আইনকেই তাঁরা নিজেদের করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদেরও কোন নিজস্ব উত্তরাধিকার আইন নেই। তাই সময়ের চাহিদা মোতাবিক তাঁরা আদালতের মাধ্যমে কিছু আইন প্রণয়ন করে নিয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে এক শ্রেণির উত্তরাধিকার থাকলে অন্য শ্রেণি বঞ্চিত হয় কিন্তু সব ক্ষেত্রে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিত হয় না বরং একসাথে অনেক শ্রেণি উত্তরাধিকার পায়। বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী বা স্ত্রী এক সাথে কেবল মুসলিম আইনে পায় অন্য কোন আইনে নয়। গবেষক

[৬৮৬] এখানে দুটি শব্দের সমন্বয় হয়েছে একটি হচ্ছে কিন্ড্রেড্ অপরটি হচ্ছে কন্স্যাংগুইনিটি বা (kindred Consanguinity) । দুটি শব্দের বিশেণ্ডষণ করলে বিষয়টি পরিস্কার বুঝা যাবে। Kindred (কিন্ড্রেড্) n, জ্ঞাতি; আত্মীয়-স্বজন; Relationship. পরিবারবর্গ, সমজাতীয়, সমপ্রকৃতি; অপরদিকে Consanguinity (কন্স্যাংগুইনিটি) n, রক্তের সম্বন্ধ, সগোত্রতা; Relationship By blood. অতএব কিন্ড্রেড্ কন্স্যাংগুইনিটি মিলে অর্থ দাড়াল রক্তসম্পর্কিয় আত্মীয়তা। Ashu tosh dev, Students' Favourite Dictionary,Faizuddin, Mirpur, Dhaka;2002. Page-725 & 297

[৬৮৭] 24. Kindred or consanguinity: Kindred or consanguinity is the connection or relation of persons descended from the same stock or common ancestor, THE SUCCESSION ACT, 1925, Act No. XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] *For Statement of Object and*

Consanguinity (সগোত্র) বা kindred আত্মীয়-এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, ইহা একই বংশ সম্ভূত অথবা পূর্বপুরুষ হতে আগত অধস্তন সন্তানগণের মধ্যে সংযোগ বা সম্পর্ক। kindred আত্মীয় ২৪ ধারায় কিণ্ড্রেডের দেয়া ব্যাখ্যা হিন্দুদের জন্য প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহাতে রক্ত সম্পর্ক সীমিত এবং বিবাহের দ্বারা সম্পর্কযুক্ত হিন্দুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে।

ন্যায় সগোত্রতা দুইভাগে বিভক্ত যথা : প্রথমটি লিনিয়াল কনস্যাংগুইনিটি (lineal consanguinity)[৬৮৮] এবং দ্বিতীয়টি কল্যাটার‌্যাল্ কনসাংগুইনিটি (collateral consanguinity) ।[৬৮৯]

ধারা-২৫

(১) লিনিয়াল কনস্যাংগুইনিটির (lineal consanguinity) সম্পর্ক দুই ব্যক্তির মধ্যে একই সরলরেখার বিদ্যমান যা এক ব্যক্তি ও তাঁর পিতা এবং এভাবে উর্ধদিকে তাঁর পিতামহ এবং প্রপিতামহ এবং নিম্নদিকে তাঁর পুত্র, পৌত্র, প্রেপৌত্র ইত্যাদি।[৬৯০]

Reasons, see Gaz. of India, 1923 Pt. V, p. 401; and for Report of Joint Committee, see ibid;, 1925, Pt. V.p. 103. The Act was extended and was deemed to have been so extended on the 14th October, 1955 to the whole of Pakistan by the Central Laws (statute Reform) Ordinance, 1960 (Ord. XXI of 1960), s. 2.

[৬৮৮] lineal লিনিয়াল্ a, বংশীয়; একবংশসম্ভুত; Consanguinity (কন্স্যাংগুইনিটি) n, রক্তের সম্বন্ধ, সগোত্রতা; Relationship By blood. অতএব লিনিয়াল কন্স্যাংগুইনিটি মিলে অর্থ দাড়াল রক্তসম্পর্কিয় এক বংশোদ্ভত আত্মীয়। Ashu tosh dev, Students' Favourite Dictionary,Faizuddin, Mirpur, Dhaka;2002. Page-756 & 297

[৬৮৯] কল্যাটার‌্যাল্ কনসাংগুইনিটি (collateral কল্যাটার‌্যাল্ a. সহায়ক বা সমর্থনকারী; Confirming or supporting n.সমগোত্র ব্যক্তি; জ্ঞাতি; One related by descent from a common ancestor in a different line. ad. collaterally. consanguinity Consanguinity (কন্স্যাংগুইনিটি) n, রক্তের সম্বন্ধ, সগোত্রতা; Relationship By blood. অর্থ দাড়াল সহায়ক সগোত্রীয়। Ashu tosh dev, Students' Favourite Dictionary,Faizuddin, Mirpur, Dhaka;2002. Page-271 & 297।

[৬৯০] 25. Lineal consanguinity: (1) Lineal consanguinity is that which subsists between two persons, one of whom is descended in a direct line from the other, as between a man and his father, grandfather and great grandfather, and so upwards in the direct ascending line, or between a man and his son, grandson, great-grandson and so downwards in the direct descending line.

(2) Every generation constitutes a degree, either ascending or descending.

(3) A person's father is related to him in the first degree, and so likewise is his son, his grandfather and grandson in the third degree, and so on.

(২) প্রত্যেক বংশ উর্ধগামী অথবা নিম্নগামী ডিগ্রী বা ধাপে গঠিত।

(৩) এক ব্যক্তির সাথে তাঁর পিতার এবং পুত্রের সম্পর্ক প্রথম ডিগ্রীর মধ্যে, তাঁর পিতামহের সহিত তাঁর পৌত্রের দ্বিতীয় ডিগ্রীর মধ্যে এবং তাঁর প্রপিতামহের সাথে তাঁর প্রপৌত্রের তৃতীয় ডিগ্রীর মধ্যে এবং এরূপে আরও অনেকে।

ধারা-২৬

(১) কল্যাটারাল কনস্যাংগুইনিটি (collateral consanguinity) সম্পর্ক দু ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান যা একই বংশ অথবা পূর্বপুরুষ হতে আগত অধঃস্তন সন্তানগণের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা একে অপরের সাথে এক সরলরেখায় অধঃস্তন পুরুষ নহে।[৬৯১]

(২) মৃত ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির সমগোত্র আত্মীয়তা (collateral relation) কোন শ্রেণির তা নির্ণয়ের জন্য বংশের উপর দিকে উর্ধতন পুরুষের এবং নিম্নদিকে অধঃস্তন পুরুষের পাশাপাশি আত্মীয়তার গণনা করা প্রয়োজন।

সমগোত্র সম্পর্ক (collateral relation)

এক বংশ সম্ভূত এবং সমগোত্র সম্ভূত ব্যক্তিগণ একই বংশ অথবা একই পূর্বপুরুষ হতে সম্ভূত, কিন্তু পার্থক্য এই যে, সমগোত্রীয় ব্যক্তিগণ একজন অপরজন হতে একই সরলরেখায় অবস্থিত অধস্তন পুরুষ নহে। সমগোত্র আত্মীয়গণ বা বংশধরগণ একই বংশ হতে উদ্ভূত হলেও তাদিগকে মূল বংশের শাখা বংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা হতে উহা পরিষ্কার হবে।

অবৈধ সন্তান

বৈধ স্বামী ও স্ত্রীর সন্তানগণকে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু অবৈধ সন্তানগণকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে না। বৈধ সন্তানের প্রশ্নে মাতা পিতার বিবাহের বৈধতা বিবেচ্য।

The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] For Statement of Object and Reasons, see Gaz. of India, 1923 Pt. V, p. 401

[৬৯১] 26. Collateral consanguinity: (1) Collateral consanguinity is that which subsists between two persons who are descended from the same stock or ancestor, but neither of whom is descended in a direct line from the other.
(2) For the purpose of ascertaining in what degree of kindred any collateral relative stands to a person deceased, it is necessary to reckon upwards from the person deceased to the common stock and them downwards to the collateral relative, a degree being allowed for each person, both ascending and descending.

The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] *For Statement of Object and Reasons, see Gaz. of India, 1923 Pt. V, p. 401*

সগোত্রদের তালিকা

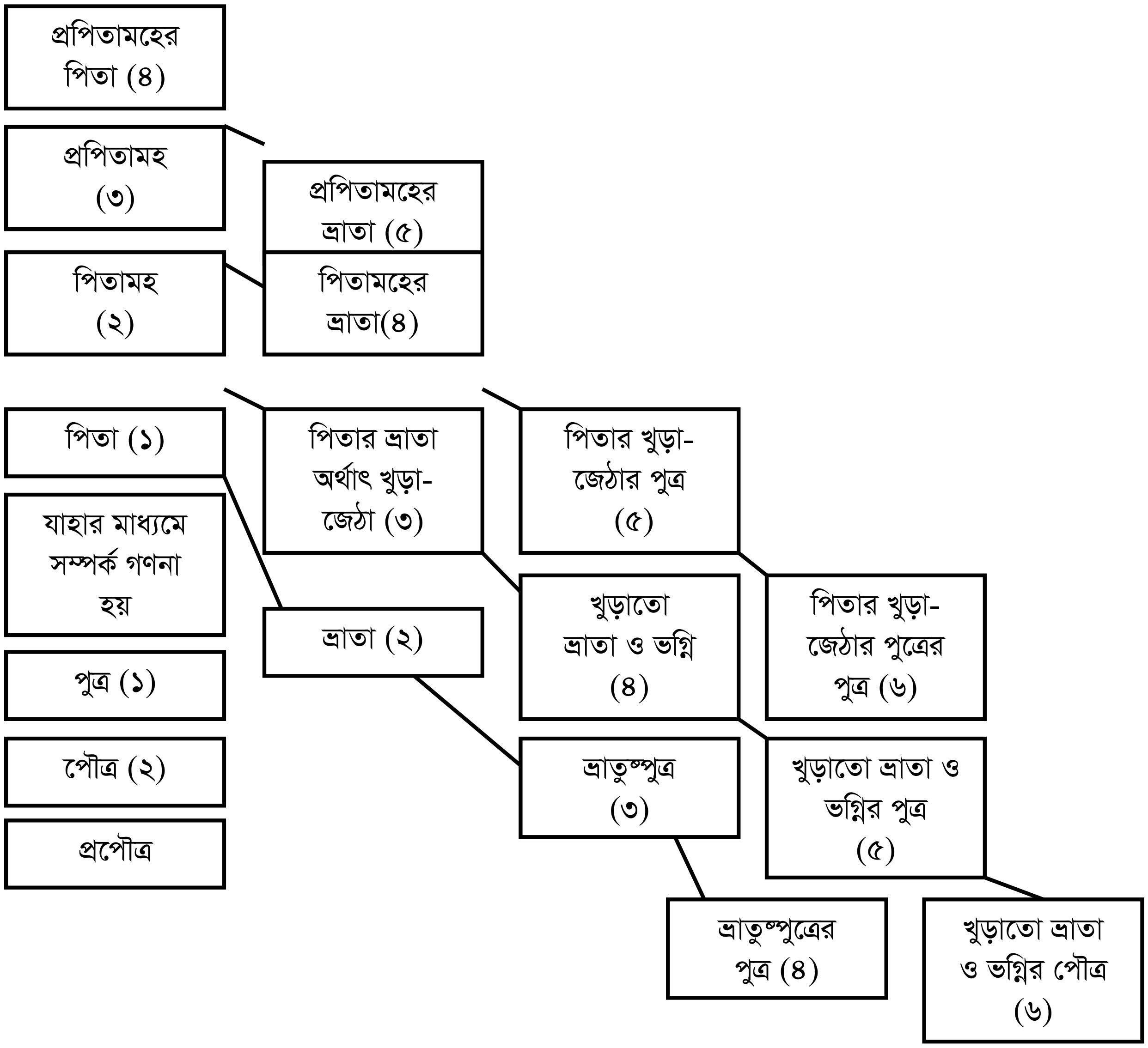

ব্যাখ্যা- বাম পার্শ্বের সরলরেখায় উর্ধদিকে পিতা হতে প্রপিতামহ এবং নিম্নদিকে পুত্র হতে প্রপৌত্র পর্যন্ত লিনিয়াল কনস্যাংগুইনিটি এবং ডান পার্শ্বে পাশাপাশি রেখায় অবস্থিত ব্যক্তিগণ কল্যাটারাল কনস্যাংগুইনিটি সম্পর্ক।

ধারা-২৭

উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সাথে উত্তরাধিকারীগণ একই সম্পর্কযুক্ত; উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।[৬৯২]

---

[৬৯২] 27. Persons held for purpose of succession to be similarly related to deceased: For the purpose of Succession, there is no distinction-
(a) between those who are related to a person deceased through his father, and those who are related to him through his mother; or
(b) between those who are related to a person deceased by the full blood, and those who are related to him by the half blood; or
(c) between those were actually born in the lifetime of a person deceased and those who at the date of his death were only conceived in the womb, but who have been subsequently

(ক) মৃত ব্যক্তির সাথে যারা পিতার মাধ্যমে এবং মাতার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত; অথবা-

(খ) মৃত ব্যক্তির সাথে যারা পূর্ণরক্ত এবং যারা আধারক্তের সম্পর্কযুক্ত; অথবা-

(গ) মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় থাকা এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর মাতৃগর্ভে থেকে জীবিত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করা।

সগোত্রের ডিগ্রী গণনার প্রণালী

ধারা-২৮। সগোত্রের ডিগ্রী গণনার প্রণালী :

মৃত ব্যক্তির সহোত্রদের ডিগ্রী উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী গণনা করা হয়।[৬৯৩]

ব্যাখ্যা

০১. যে ব্যক্তির আত্মীয়দিগের গণনা করা হয় এবং উপরোক্ত তালিকায় প্রদর্শিত তাঁর সাক্ষাৎ জেঠতুতো ও খুড়তুতো ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ (বা ১ম কাজিন) উর্দ্ধগামী এক ডিগ্রী পিতা হতে এবং অপরটি পিতামহের পূর্বপুরুষ হতে আগত ৪র্থ ডিগ্রীর সম্পর্কযুক্ত এবং নিম্নগামী তার খুড়ার দিক হতে এবং অন্যটি সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ হতে আগত ব্যক্তিবর্গ চতুর্থ ডিগ্রীর সম্পর্কযুক্ত।

০২. ভাইয়ের পৌত্র এবং খুড়ার পুত্র অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র এবং একজন সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভ্রাতা-ভগ্নি ৪র্থ শ্রেণির সমশ্রেণি বিধায় প্রত্যেকেই বহির্ভূত।

০৩. একজন সাক্ষাৎ খূড়তুতো ভ্রাতা-ভগ্নির পৌত্র এবং একজন খুড়ার পৌত্র একই শ্রেণিভুক্ত বিধায় তাঁরা উভয়ই সগোত্রেয় ৬ষ্ঠ শ্রেণির।

উইলপত্র ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার

ধারা-২৯

(১) এই অংশ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনদের কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য প্রযোজ্য নহে।[৬৯৪]

---

born alive. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] *For Statement of Object and Reasons, see Gaz. of India, 1923 Pt. V, p. 401*

[৬৯৩] 28. Mode of computing of degrees of kindred: Degree of kindred are computed in the manner set forth in the table of kindred set out in Schedule I. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest.

[৬৯৪] 29. Application of Part: (1) This Part shall not apply to any intestacy occurring before the first day of January, 1866, or to the property of any Hindu, [(1)][Muslim], Buddhist, Sikh or jaina.
(2) Sane as Provided in sub-section (1) or by any other law for the time being in force, the provision of this part shall constitute the law of [(2)][Bangladesh], in all cases of intestacy. (1) Subs. by Act VIII of

(২) উপরোক্ত উপধারা (১) ব্যতীত অথবা প্রচলিত আইনসমূহ সকল উইলবিহীন ক্ষেত্র ভারতীয় আইনের অন্তর্ভূক্ত হবে।

অত্র ধারার সুবিধা

যদিও ২৯ ধারার আইন প্রয়োগে হিন্দু সম্পত্তি বাদ পড়ে তথাপি একজন খ্রিস্টানের সম্পত্তিতে একজন হিন্দুর উত্তরাধিকারী হওয়া কোন বাধা-নিষেধ নাই-Administrator-Ceneral Vs Anandachari, mad 466 (471) । এভাবে একজন হিন্দু পিতা তার খ্রিস্টান পুত্রের (যে মূলতঃ হিন্দু ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত) সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে হিন্দু ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ তাদের মৃত খ্রিস্টান ভ্রাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

২৯ ধারার উদ্দেশ্যে যে একজন হিন্দু (অথবা মুসলমান অথবা বৌদ্ধ) তাঁর মৃত্যুকালে হিন্দু (অথবা মুসলমান অথবা বৌদ্ধই) থাকে। সুতরাং যদি একজন হিন্দু খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত সে খ্রিস্টান থাকে, ২৯ ধারার সংজ্ঞা সে হিন্দু নহে এবং তাঁর ইনটেস্টেট সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সকল প্রশ্নের মীমাংসা ২৯ অংশের আইন দ্বারা সম্পন্ন হবে-Nrependra Vs Sitakanta, 15 C. W. N. 158 (161) Kamawati Vs Digbijai, 43 ALL 525 (533) (P.C) হিন্দু ধর্ম হতে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির উইলবিহীন সম্পত্তি ভারতীয় উত্তরাধিকার বিধিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তাঁরা হিন্দু ছিল বলে তাঁদের উত্তরাধিকারের বিধিসহ হিন্দু আইনে পরিচালিত হবে এরূপ সাক্ষ্য প্রদর্শনের স্বীকৃতি নিস্প্রয়োজন।

প্রথা কর্তৃক আইনের বিধিসমূহ অগ্রাহ্য নহে

এই আইন ভঙ্গ করার জন্য কোন প্রথাই গৃহীত হবে না। যেথায় কোন মামলা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত, সেখানে অত্র আইনের অন্তর্ভূক্ত বিধিসমূহ মোতাবেক সকল আদালত উহা কার্যকরী করতে বাধ্য এবং প্রথা গ্রহন করতে অধিকারী নহে, যেহেতু প্রথাকে রক্ষার আইন কোন ধারাই অন্তর্ভূক্ত নাই। উত্তরাধিকারী থেকে একজন হত্যাকারীকে বর্হিভূত করা সাধারণ শাসন প্রণালী এবং প্রথাগত বা ব্যক্তিগত আইন নহে [Chandra Singh Vs swt Chamballe, A. I. R. 1962 Punj. 162] ।

ধারা-৩০

কোন ব্যক্তি তাঁর সমগ্র সম্পত্তির উইল না করে মৃত্যুবরণ করলে, তাঁর সম্পত্তি উইল বা ইচ্ছাপত্র দ্বারা বন্দোবস্ত করা হয় নাই বলে বিবেচিত হয়।[৬৯৫]

1973, s.3 and 2nd Sch., as amended by Act LIII of 1974, for "Muhammadan" অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশান্স, ঢাকা, পৃ.৩৭৪

[৬৯৫] 30.As to What property deceased considered to have died intestate: A person is deemed to die intestate in respect of all property of which he has not made a testamentary disposition which is capable of taking effect. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF

ব্যাখ্যা

০১. ক তাঁর সম্পত্তির উইল করেন নাই। সে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিষয়ে ইচ্ছাপত্র না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

০২. ক তাঁর সম্পত্তির উইল করে খ কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছে, কিন্তু উইলে কোন শর্ত আরোপ করে নাই। ক তাঁর সম্পত্তির বন্টনের ইচ্ছা পত্রের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মারা গিয়েছে।

০৩. ক অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উইল করেছে। ক তাঁর সম্পত্তির বন্টন বিষয়ে ইচ্ছাপত্রের ব্যবস্থা না করে মারা গিয়েছে।

০৪. ক একহাজার টাকা খ এর নামে এবং এক হাজার টাকা গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে উইল করে এবং অন্য কোন উইল করে নাই। তাঁর অন্য কোন সম্পত্তি নাই এবং দুই হাজার টাকা রেখে মারা যায়। গ এর কোন পুত্র ছিল না এবং সে ক এর মৃত্যুর পূর্বে মারা যায়। ক তাঁর এক হাজার টাকা বিতরণের ব্যবস্থা না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

উইলবিহীন (Intestate) : যে ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পত্তির উপর উইল বা ইচ্ছাপত্র না করে মারা যায় তাকে ইন্টেস্টেট উইলবিহীন মৃত বলা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অনিয়মিত উইল সম্পাদন করে মৃত্যুবরণ করেছে, যা বাতিলযোগ্য এবং যা কার্যকরী হতেও অযোগ্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে হয় যে, সেক্ষেত্রে উইলকারী তাঁর কানাডায় অবস্থিত সম্পত্তির উপর উইল করেছে, কিন্তু ভারতে অবস্থিত সম্পত্তির উপর উইল করে নাই, সেক্ষেত্রে এ ধারায় বিবেচিত হবে যে, উইলকারী তাঁর শেষোক্ত সম্পত্তির উপর উইল না করে মারা গিয়েছে এবং কোন ব্যক্তি উহার সম্পাদনকারী হতে পারে না- Nathu Ram Vs Alliance Bank, A. I. R. 1929 Lah. 546.

পার্সী ছাড়া উইলবিহীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিসমূহ

ধারা-৩১। পার্সীদের ক্ষেত্রে অত্র অধ্যায় প্রয়োগ হওয়ার কিছুই নেই।[৬৯৬]

ধারা-৩২

এরূপ সম্পত্তির হস্তান্তর ঃ- অত্র অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত আদেশ ও বিধি মোতাবিক উইলবিহীন সম্পত্তি স্ত্রী বা স্বামীর নিকট অথবা মৃত ব্যক্তির যারা সগোত্র তাঁদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।[৬৯৭]

1925, [30th September, 1925] pest. অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশান্স, ঢাকা, পৃ.৩৭৪

[৬৯৬] 31. Chapter not to apply to Parsis: Nothing in this Chapter shall apply to Parsis.
The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest. অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশান্স, ঢাকা, পৃ.৩৭৫

ব্যাখ্যা

একজন বিধবা যদি তাঁর বিবাহের পূর্বে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্ববান না হয়ে থাকে, তবে তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তির শেয়ারে বঞ্চিত হবে।

ধারা-৩৩

যখন উইলবিহীন কোন ব্যক্তি তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং একবংশ সম্ভূত অধস্তন বংশধর অথবা কেবলমাত্র বিধবা স্ত্রী এবং সগোত্র ব্যক্তিহীন রেখে মারা যায়।[৬৯৮]

উইলবিহীন মৃতের বিধবা বর্তমান

০১. অত্র ধারার বিধি অনুসারে যদি মৃত ব্যক্তি তাঁর একবংশ সম্ভূত অধঃস্তন ব্যক্তিগণকে রেখে যায়, তা হলে তাঁর সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ তাঁর একবংশ সম্ভূত অধস্তন ব্যক্তিগণ পাবে।

০২. ৩৩ ক ধারায় ব্যবস্থা ব্যতিত যদি তাঁর একবংশ সম্ভূত অধস্তন ব্যক্তি না থাকে, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতির ব্যক্তিবর্গ থাকে তাঁর সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং অপর $\frac{১}{২}$ অংশ তাঁর জ্ঞাতি ব্যক্তিবর্গ প্রাপ্ত হবে।

০৩. যদি তাঁর জ্ঞাতি কেউ না থাকে, তবে তাঁর বিধবা স্ত্রী তাঁর সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হবে।

এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তানগণ

এই শব্দগুচ্ছের অর্থ বৈধ স্বামী–স্ত্রীর সন্তানগণকে অন্তর্ভূক্ত করে এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নয় এমন নারী ও পুরুষের মিলনে জন্মপ্রাপ্ত সন্তানগণকে অন্তর্ভূক্ত করে না। অর্থাৎ ইংলণ্ডনিয় আইনানুসারে বহুবিধ বিবাহের সন্তানগণ উত্তরাধিকারে বাতিল ও বঞ্চিত হবে।[৬৯৯]

---

[৬৯৭] 32. Devolution of such property: The property of an intestate devolves upon the wife or husband, or upon those who are of the kindred of the deceased, in the order and according to the rules hereinafter contained in this Chapter. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest. অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশান্স, ঢাকা, পৃ.৩৭৫

[৬৯৮] 33. Where intestate has left widow and lineal descendants, or widow and kindred only, or widow and no kindred, The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest. অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশান্স, ঢাকা, পৃ.৩৭৫

[৬৯৯] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা–২০০৮, পৃ. ৩৮৮

একজন হিন্দু খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী, এক ভ্রাতা এবং এক ভগ্নি রেখে মারা যায়। ৩৩ ধারা অনুসারে তাঁর সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং অপর $\frac{১}{২}$ অংশ তাঁর ভ্রাতা ও ভগ্নি সমভাগে পাবে (যদিও তাঁরা হিন্দু)।[৭০০]

যদি একজন হিন্দু, হিন্দু মেয়ে বিবাহ করে এবং তৎপর সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে যার ফলে তাঁর স্ত্রী তাঁর সাথে বাস করতে অস্বীকার করে এবং তাঁর সম্পত্তির সকল দাবী পরিত্যাগ করে, তবে সে স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হিসেবে তাঁর অংশে স্বত্ববতী নহে। কিন্তু তাঁর (স্ত্রীর) অস্বীকৃতি সত্ত্বেও অত্র ধারানুসারে সে স্বত্ব স্বত্ববতী হয়ে থাকে- Administrator General Vs Anandachari, 9 mad. 466 (472) ।

মৃত ব্যক্তির বিধবা এবং জ্ঞাতি কাউকে না রাখা অবস্থা

ধারা-৩৪

যত মৃত ব্যক্তি তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং জ্ঞাতি কাহাকেও রেখে যায় নাই-

মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী না থাকলে তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর একবংশ সম্ভূত সন্তানগণ প্রাপ্ত হবে অথবা একবংশ সম্ভূত সন্তানগণ না থাকলে তাঁর অত্র ধারার বিধি মোতাবেক তাঁর জ্ঞাতিবর্গ পাবে এবং জ্ঞাতিবর্গের কেহই না থাকলে তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।[৭০১]

ধারা-৩৫

বিধবার বিপত্নীকের অধিকার স্ত্রী যদি তাঁর সম্পত্তির উপর উইল না করে স্বামীকে জীবিত রেখে মারা যায়, স্ত্রীর সম্পত্তির উপর স্বামীর যেমন অধিকার থাকে, তদ্রুপ স্বামী যদি তাঁর সম্পত্তির উপর উইল না করে থাকে স্ত্রীও বিধবা হিসেবে তেমনি অধিকার পায়।[৭০২]

---

[৭০০] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮৯

[৭০১] 34.Where intestate has left no widow, and where he has left no kindred: Where the intestate has left a widow, his property shall go to his lineal descendants or to those who are of kindred to him, not being lineal descendants, according to the rules hereinafter contained, and, if he has left none who are of kindred to him, it shall go to the [Government] The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest. অধ্যাপক এ, কে, এম, মনির‍ুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

[৭০২] 35. Rights of widower: A husband surviving his wife has the same rights in respect of her property, if she dies intestate, as a widow has in respect of her husband's property, if he dies intestate. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest. অধ্যাপক এ, কে, এম, মনির‍ুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

স্বামী তাঁর মৃতা স্ত্রীর সম্পত্তি কেবলমাত্র অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হয় যদি স্ত্রী কোন একবংশ সম্ভূতের সন্তান না রেখে মারা যায়। কিন্তু স্ত্রী নিকটবর্তী আত্মীয়ের অভাবে স্বামী তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর সমগ্র সম্পত্তির স্বত্ববান হবে। -Ganata Daneyelu Ve Gantiyesu, A. I. R. 1925 mad. 1110.

এক বংশসম্ভূত সন্তানগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন

ধারা-৩৬

৩৭-৪০ ধারার অন্তর্ভূক্ত বিধিসমূহ অনুসারে উইলবিহীন সম্পত্তি (বিধবা স্ত্রী যদি থাকে তাঁর অংশ বাদ রেখে) এক বংশসম্ভূত সন্তানগণের অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বন্টন।[৭০৩]

ধারা-৩৭

যখন উইলবিহীন কেবলমাত্র সন্তান বা সন্তানগণ রেখে মারা যায় ঃ যখন উইলবিহীন একটি জীবিত সন্তান[৭০৪] বা সন্তানগণ রেখে মারা যায়, তাঁর মৃত সন্তানের মাধ্যমে কোন অধস্তন সন্তান না থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হবে তাঁর জীবিত সন্তান, যদি একজন থাকে অথবা জীবিত সন্তানগণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হবে।[৭০৫]

ধারা-৩৮

যখন উইলবিহীন সন্তান না রেখে পৌত্র বা প্রপৌত্র রেখে যায় ঃ- যখন উইলবিহীন জীবিত সন্তান নেই, কিন্তু সে জীবিত পৌত্র বা প্রপৌত্র রেখে মারা গিয়েছে এবং তাঁর কোন মৃত পৌত্রের মাধ্যমেও কোন অধস্তন সন্তান নাই, সেক্ষেত্রে তাঁর সম্পত্তি তাঁর জীবিত পৌত্র অধিকারী হবে, যদি একজন থাকে অথবা তাঁর জীবিত পৌত্রগণের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হবে।[৭০৬]

---

[৭০৩] 36. Rules of distribution: The rules for the distribution of the intestate's property (after deducting the widow's share, if he has left a widow) amongst his lineal descendants shall be those contained in sections 37 to 40. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৩৮৯

[৭০৪] সন্ড়ান ঃ- সন্ড়ান শব্দটি অবৈধ সন্ড়নকে সংযুক্ত করে না। উহার সংজ্ঞা বৈধ স্বামী স্ত্রীর সন্ড়ানের সম্পর্ক সংযুক্ত করে। প্রাগুক্ত– ৩৯০

[৭০৫] 37. Where intestate has left child or children only: Where the intestate has left surviving him a child or children, but no more remote lineal descendant through a deceased child, the property shall belong to his surviving child, if there is only one, or shall be equally be equally divided all his surviving children. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৩৮৯, অধ্যাপক এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

[৭০৬] 38. Where intestate has left no child, but grandchild or grand children: Where the intestate has not left surviving him any child, but has left a grandchild of grandchildren and no more remote descendant through a deceased grandchild, the property shall belong to

উদাহরণ

০১. উইলিয়াম এর তিন সন্তান- জন, মেরী ও হেনরী। তাঁরা সকলেই উইলিয়াম এর মৃত্যুর পূর্বে মারা যায়। জনের দুই সন্তান, মেরীর তিন সন্তান এবং হেনরীর চার সন্তান জীবিত। উইলিয়াম তাঁর সম্পত্তি উইল না করে ঐ ৯ জন পৌত্র রেখে মারা যায় এবং তাঁর কোন মৃত পৌত্রের সন্তান নাই। এক্ষেত্রে উইলিয়াম এর সম্পত্তি প্রত্যেক পৌত্র $\frac{১}{৯}$ অংশ পাবে।

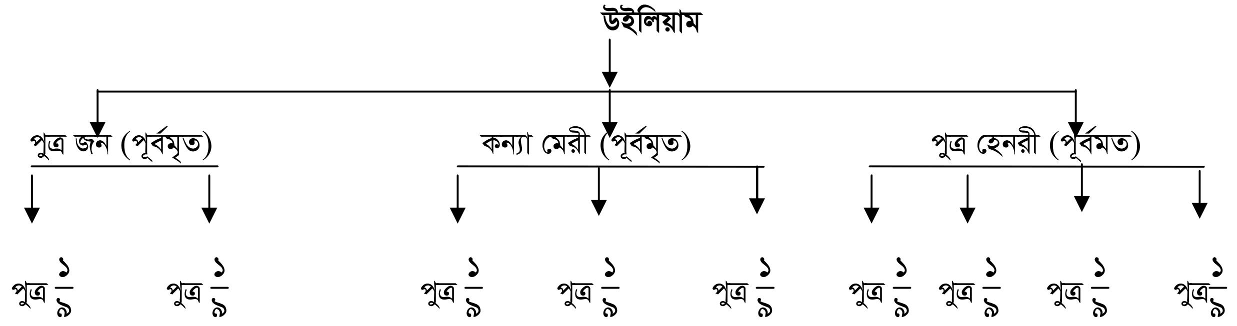

০২. কিন্তু হেনরী যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, এক্ষেত্রে ক-এর সম্পত্তি জনের দুই পুত্র এবং মেরীর তিনপুত্র প্রত্যেক $\frac{১}{৫}$ অংশ প্রাপ্ত হবে।[৭০৭]

উদাহরণ

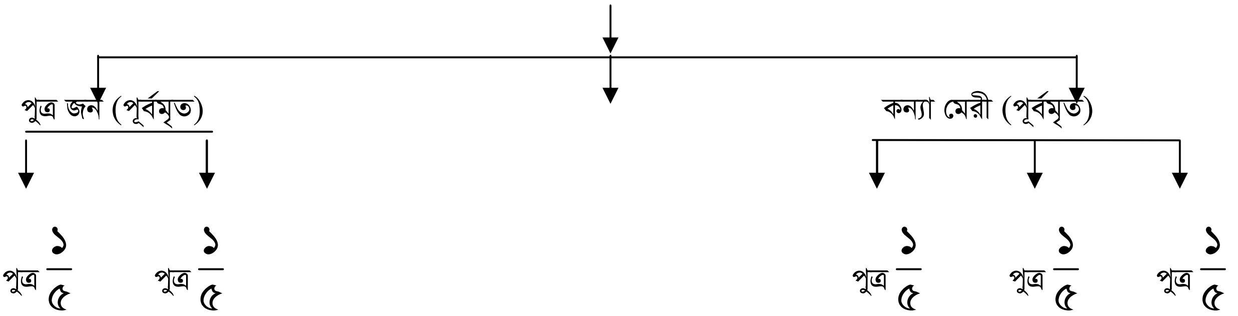

---

his surviving grandchild if there is only one, or shall be equally divided among all his surviving grandchildren. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest.

[৭০৭] *But if Henry has died, leaving no child, then the whole is equally divided between the intestate's five grandchildren, the children of John and Mary.* The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest.

ধারা-৩৯

যখন উইলবিহীন কেবলমাত্র এক প্রপৌত্র অথবা এক বংশসম্ভূত দূরবর্তী সন্তানগণ থাকে ঃ এক্ষেত্রে সম্পত্তি যারা একবংশসম্ভূত নিকটতম ডিগ্রীর সন্তান, যারা তাঁর প্রপৌত্রের ডিগ্রীর মধ্যে অথবা আরও দূরবর্তী ডিগ্রীর মধ্যে জীবিত এরূপ একবংশসম্ভূত সন্তানগণ পাবে।[৭০৮]

ধারা-৪০

যখন উইলবিহীন একবংশসম্ভূত অধস্তন সন্তানগণকে রেখে মারা যায়, যারা তাঁর সগোত্রের সকলে একই ডিগ্রীর মধ্যে নয় এবং যাদের মাধ্যমে আগত আরও দূরবর্তী অধস্তনগণও মৃত ঃ-

(১) যখন উইলবিহীন তাঁর সগোত্রের সকলে একই ডিগ্রীর মধ্যে নয় এরূপ একবংশসম্ভূত অধস্তন সন্তান রেখে মারা যায় এবং তাঁদের মাধ্যমে আগত আরও দূরবর্তী অধস্তন সন্তানগণের মৃত্যু হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁর সম্পত্তি জীবিত একবংশসম্ভূত অধস্তন সন্তানদের মধ্যে সমানাংশে এরূপ সংখ্যায় বিভক্ত হবে যারা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সগোত্রের নিকটতম ডিগ্রীর মধ্যে রয়েছে।[৭০৯]

(২) একবংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তানগণ যারা মৃত্যুকালে তাঁর সগোত্রের নিকটতম ডিগ্রীর মধ্যে তাঁরা প্রত্যেকেই একটি অংশ বন্টন পাবে এবং একবংশসম্ভূত অধঃস্তন মৃত সন্তানগণের সন্তানগণ প্রত্যেকে এরূপ একটি অংশের বন্টন পাবে; এবং এরূপ একটি অংশের বন্টন একবংশম্ভূত অধঃস্তন মৃত সন্তানগণের আরও দূরবর্তী জীবিত সন্তান বা সন্তানগণও অধিকারী হবে। এরূপ জীবিত সন্তান বা সন্তানগণ তাঁর বা তাঁদের পিতা-মাতার অংশ সর্বদা গ্রহণ করতে পারবে যেহেতু এরূপ পিতা-মাতাগণ পরস্পরে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হত যদি তাঁরা মৃত্যুকালে জীবিত থাকত।[৭১০]

---

[৭০৮] 39. Where intestate has left only great-grandchildren or remoter lineal descendants: In like manner the property shall go to the surviving lineal descendants who are nearest in degree to the intestate, where they are all in the degree of great-grandchildren to him, or are all in a more remote degree. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest. *Subs. by A.O., 1961, Art, 2, for "Crown" (with effect from the 23rd Marc, 1956).*

[৭০৯] If the intestate has left lineal descendants who do not all stand in the same degree of kindred to him, and the persons through whom the more remote are descended from him are dead, the property shall be divided into such a number of equal shares as may correspond with the number of the lineal descendants of the intestate who either stood in the nearest degree of kindred to him at his decease, or, having been of the like degree of kindred to him, died before him leaving lineal descendants who survived him.

[৭১০] One of such shares shall be allotted to each of the lineal descendants who stood in the nearest degree of kindred to the intestate at his decease; and one of such shares shall be allotted in respect of each of such deceased lineal descendants; and the share allotted in

উদাহরণ

০১. সুজন এর তিন সন্তান-জন, মেরী ও হেনরী। জন ৪ জন ও মেরী একজন সন্তান রেখে পিতার মৃত্যুর পূর্বে মারা যায় এবং হেনরী একাই পিতার (সুজন এর) মৃত্যুর কালে জীবিত থাকে। সুজন-এর মৃত্যুতে তাঁর সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ হেনরী, $\frac{১}{৩}$ অংশ জনের ৪ সন্তান এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ মেরীর এক সন্তানের মধ্যে বন্টন হবে।

উদাহরণ

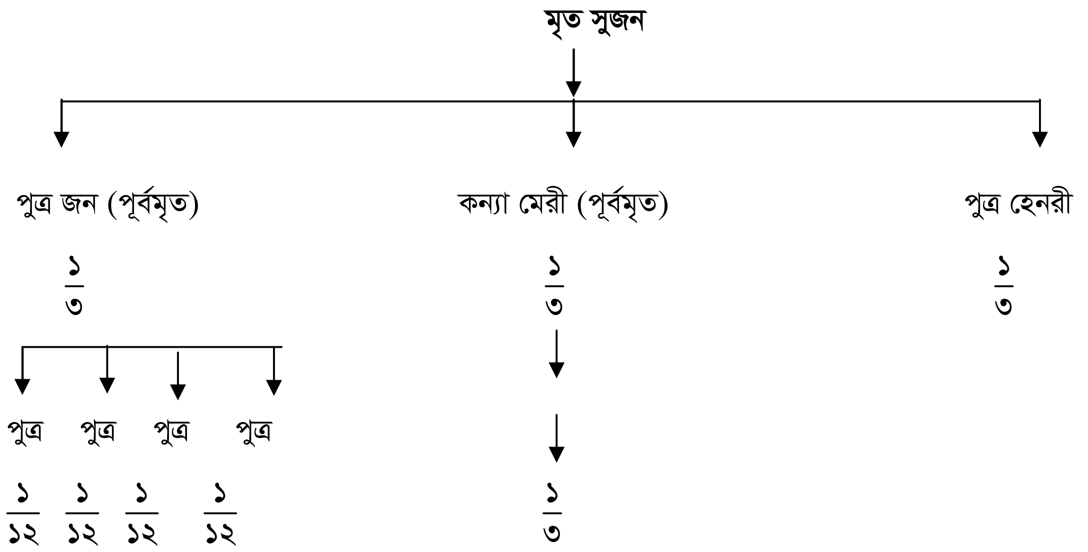

০২. ধিরাই এর কোন সন্তান বেঁচে নাই, কিন্তু ধিরাই মৃত্যু কালে ৮ জন পৌত্র এবং এক মৃত পৌত্রের দুই সন্তান বা প্রপৌত্র রেখে মারা যায়। তাঁর সম্পত্তি ৯ অংশে বিভক্ত এবং এক অংশ প্রত্যেক পৌত্র এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৯}$ অংশ দুই প্রপৌত্রের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত।

---

respect of each of such deceased lineal descendants shall belong to his surviving child or children or more remote lineal descendants, as the case may be; such surviving child or children or more remote lineal descendants always taking the share which his or their parent or parents would have been entitled to respectively if such parent or parents had survived the intestate. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest.

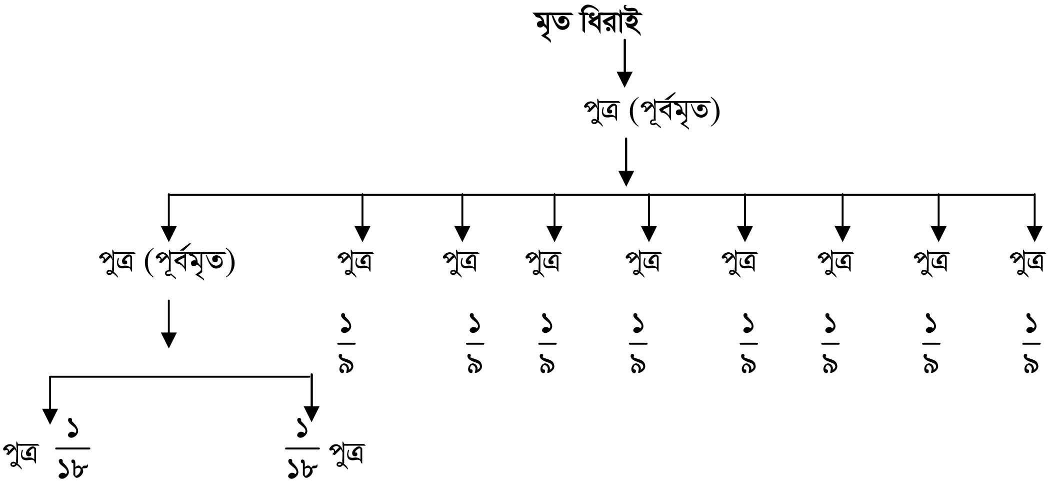

(৩) তমেশ এর তিন সন্তান- জন, মেরী ও হেনরী। মিঃ জন ৪ সন্তান এবং পূর্বমৃত এক সন্তানের দুই সন্তান রেখে মারা যায়। মেরী এক সন্তান রেখে মারা যায়। পরে হেনরীর জীবিতাবস্থায় তমেশ মারা যাওয়ার তাঁর সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ হেনরী, $\frac{১}{৩}$ অংশ মেরীর এক সন্তান এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশকে ৪ ভাগে বিভক্ত করার পর এক অংশ করে জনের প্রত্যেক জীবিত সন্তানদের প্রদান করাতে হবে এবং অবশিষ্টাংশ জনের দুই পৌত্রের মাঝে সমানাংশে বন্টন করতে হবে।

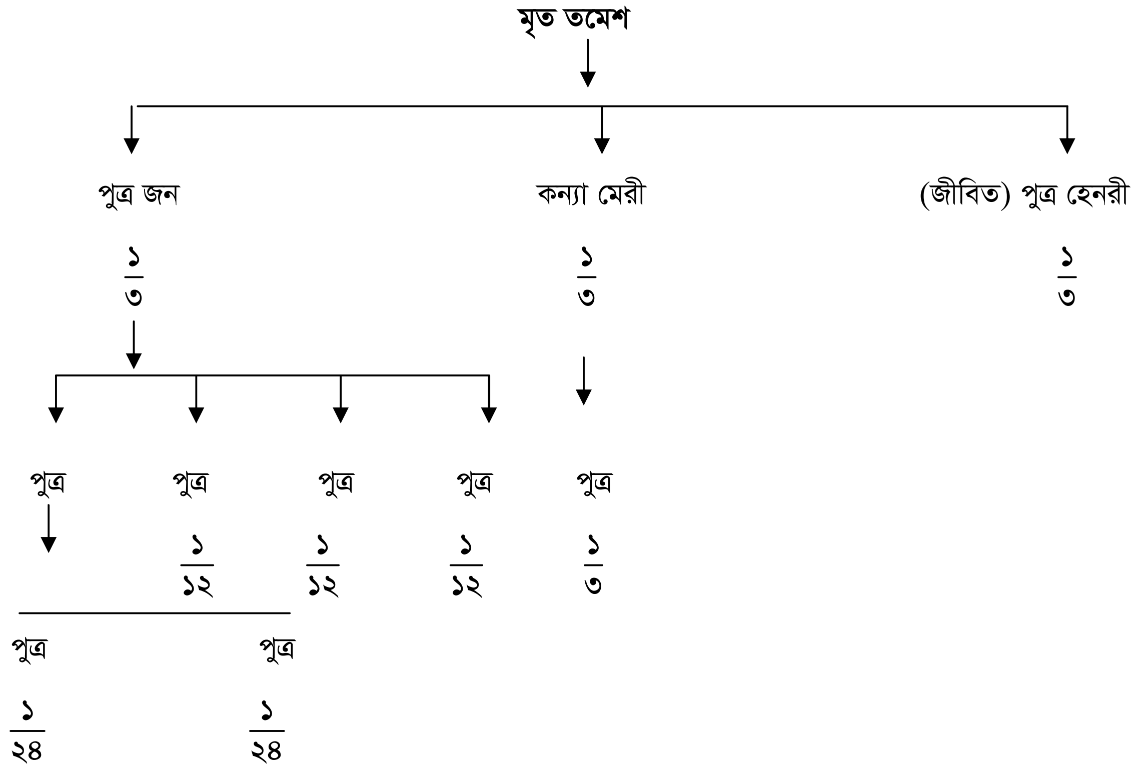

(৪) রবীন এর দুই সন্তান-জন ও মেরী। জন তাঁর গর্ভবর্তী স্ত্রীকে রেখে পিতার (রবীন এর) পূর্বে মারা যায়। পরে রবীন কন্যা মেরীকে জীবিত রেখে এবং জনের শিশুর সন্তানের জন্মের পূর্বে মারা যায়। মৃত রবীন-এর সম্পত্তি কন্যা মেরী এবং পস্তুমাস সন্তানের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হবে।

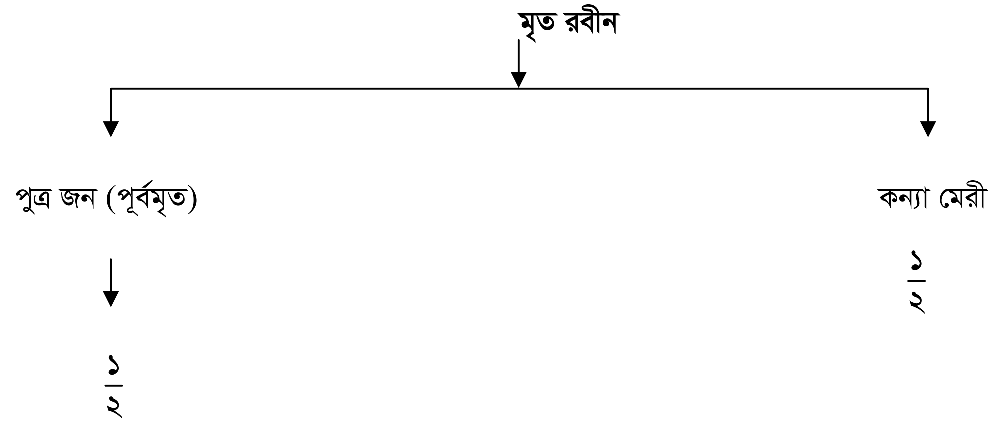

পস্তুমাস সন্তান পস্তুমাস সন্তান [Posthumous child- পিতার মৃত্যুর পর যে সন্তানের জন্ম] অর্থ্যাৎ যে সন্তানকে তাঁর মায়ের গর্ভে রেখে বাবা মারা যায় সে গর্ভস্থিত সন্তানকে পস্তুমাস সন্তান বলে।

ধারা-৪১

বন্টনের বিধিসমূহ যে স্থলে মৃত ব্যক্তির কোন একবংশসম্ভূত অধস্তন সন্তান নাই ঃ- অত্র মৃত ব্যক্তির কোন একবংশসম্ভূত অধস্তন সন্তান না রেখে মারা যায়, ৪২-৪৮ ধারায় অর্ন্তভূক্ত বন্টনের বিধিসমূহ তাঁর সম্পত্তি বন্টনে (যদি তাঁর বিধবা স্ত্রী থাকে, তাঁর অংশ বাদ দিয়ে) প্রযোজ্য হবে।[৭১১]

উদাহরণ

উদাহরণ নং ১

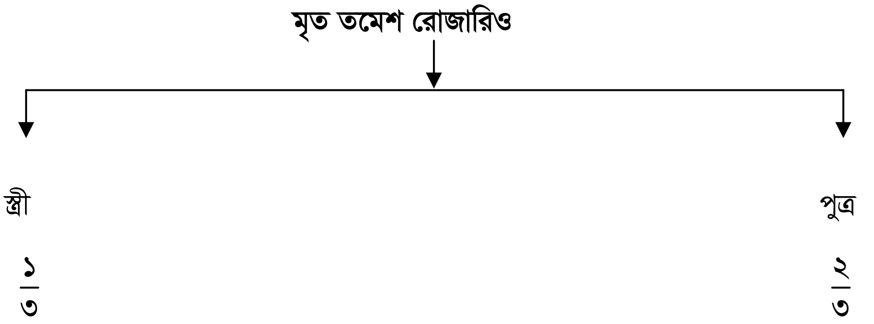

[৭১১] 41. Rules of distribution where intestate Has left no lineal descendants: Where an intestate has left no lineal descendants, the rules for the distribution of his property (after deducting the widow's share, if he has left a widow shall be those contained in sections 42 to 48. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest.

উদাহরণ নং ২

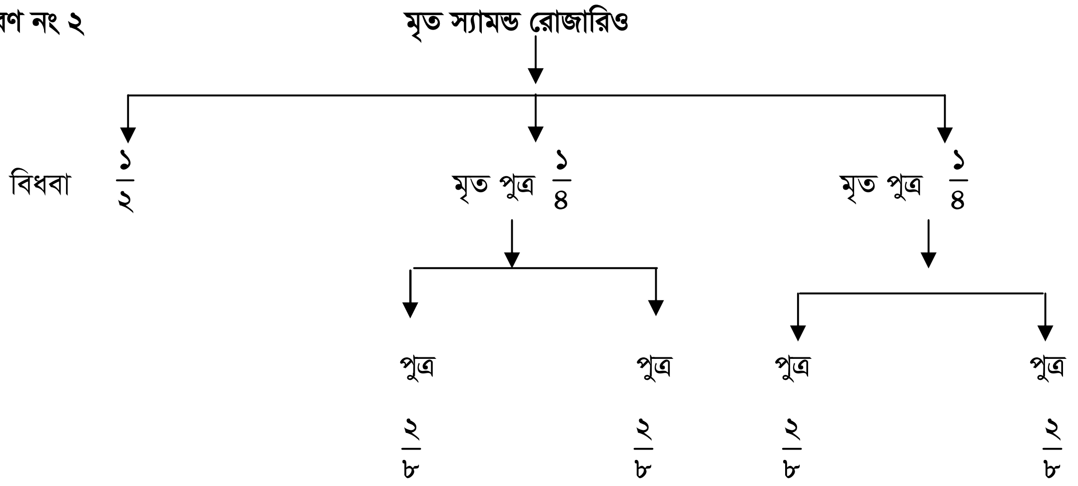

উদাহরণ নং ৩

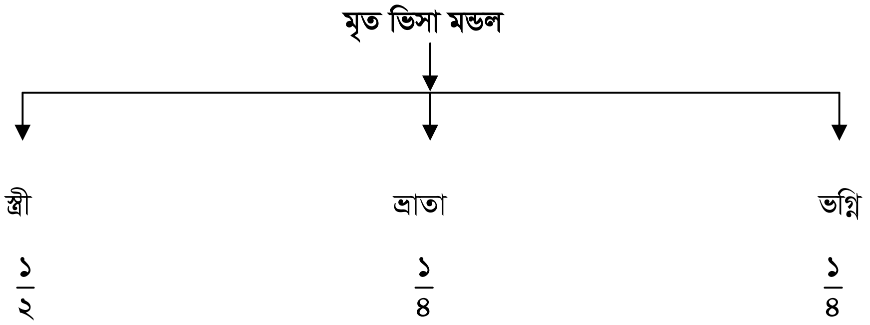

উদাহরণ নং ৪

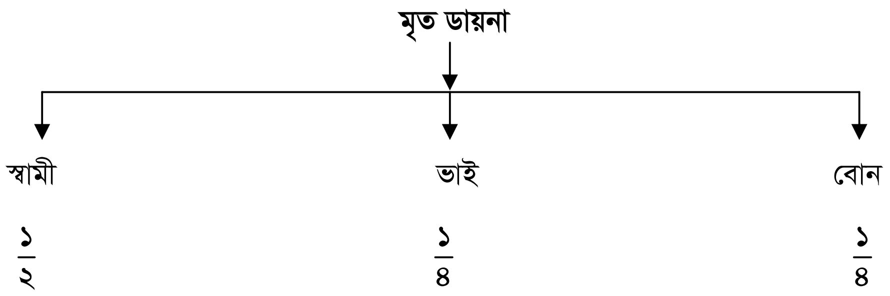

উদাহরণ নং ৫

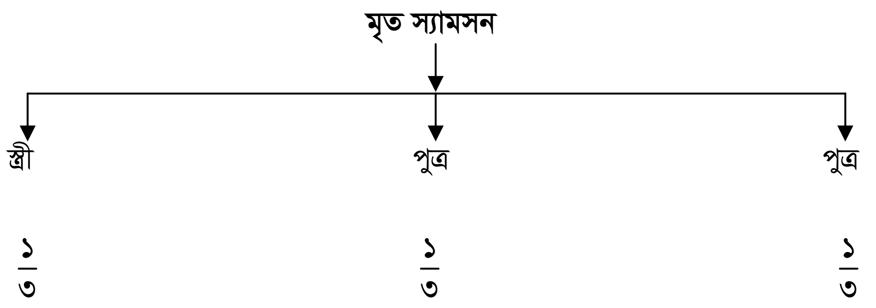

পুত্র থাকায় স্ত্রীর অংশ $\frac{১}{৩}$, সন্তান বা তদনিম্ন সন্তান না থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। অন্য কেহ না থাকলে স্ত্রী সম্পূর্ণটাই পাবে।

স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং বাকী $\frac{২}{৩}$ অংশ পুত্র একা পাবে। একমাত্র পুত্র থাকলে সে একাই ষোল আনা পাবে।

উদাহরণ নং ৬

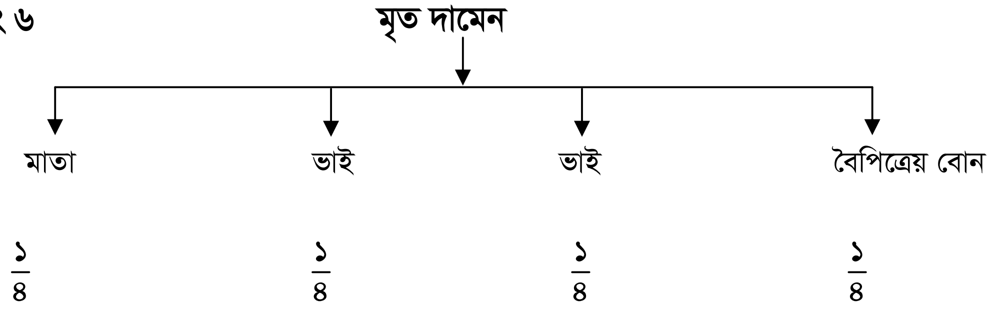

উদাহরণ নং ৭

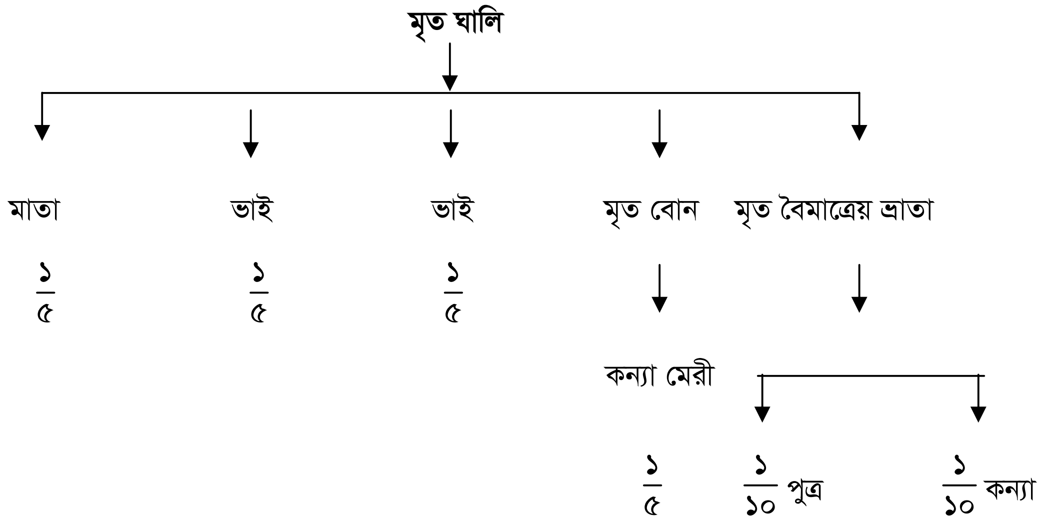

উদাহরণ নং ৮

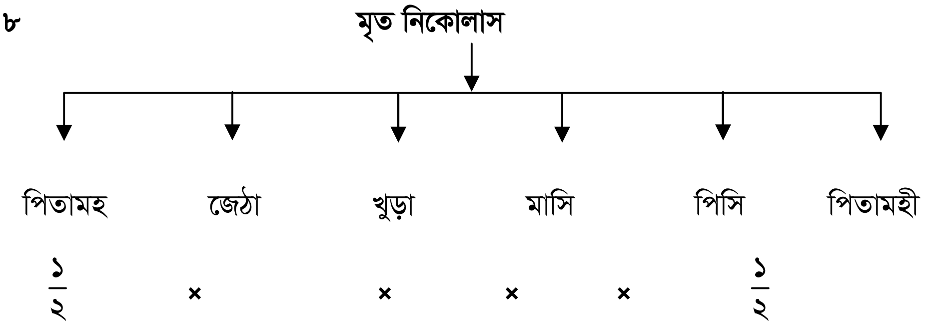

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ নং ৯

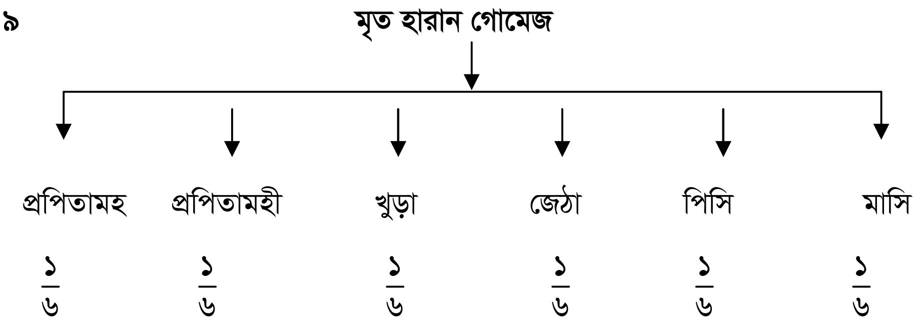

মৃত হারানের ওয়ারিশগণ সকলেই তৃতীয় শ্রেণির সম্পর্ক। তাঁর নিকটতম কেউ নেই। ৪৮ ধারার বিধান মতে তুল্যাংশে পেয়েছে। নিম্নে অনুরূপ আর একটি উদাহরণ দেয়া গেল।

উদাহরণ নং ১০

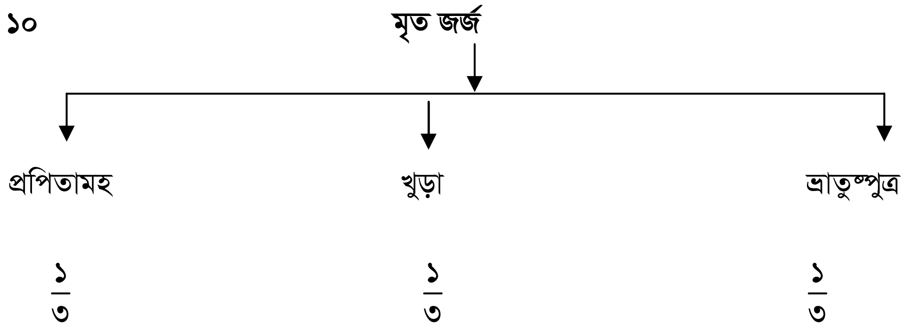

উদাহরণ নং ১১

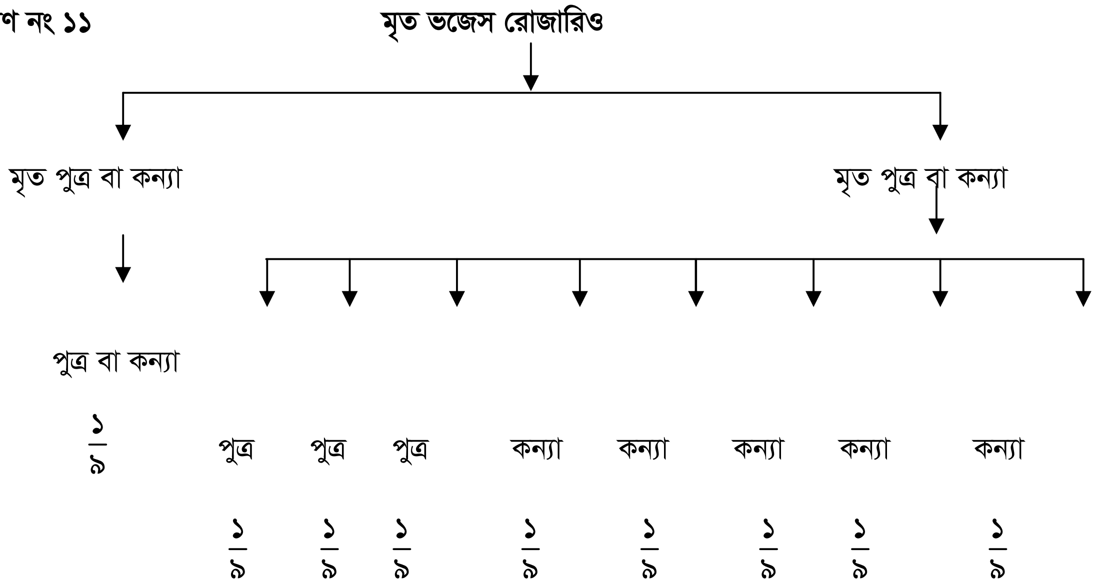

উদাহরণ নং ১২

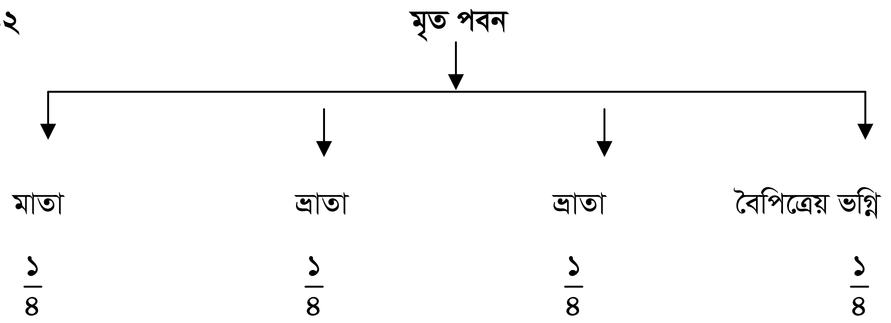

উদাহরণ নং ১৩

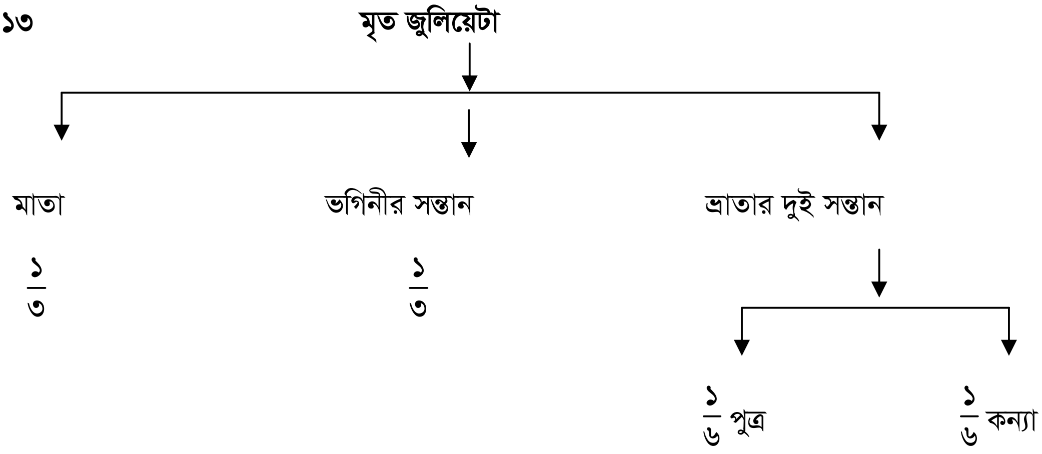

উদাহরণ নং ১৪

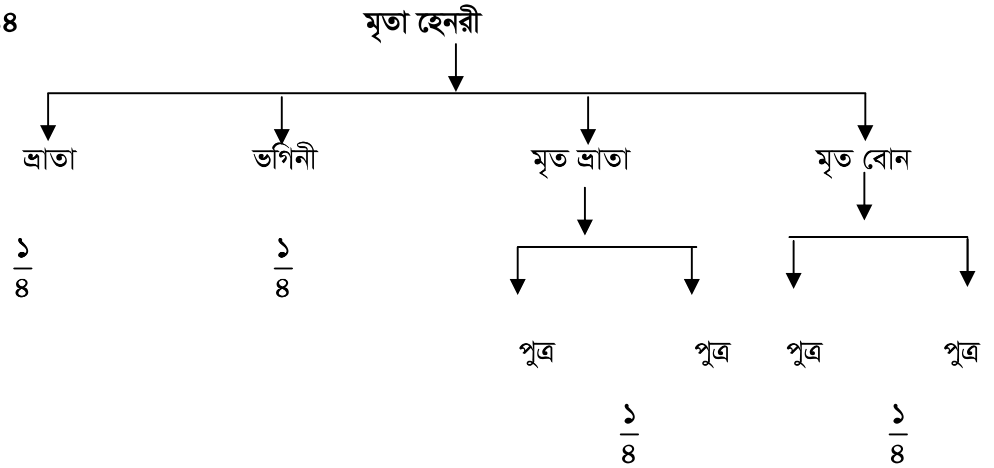

উদাহরণ নং ১৫

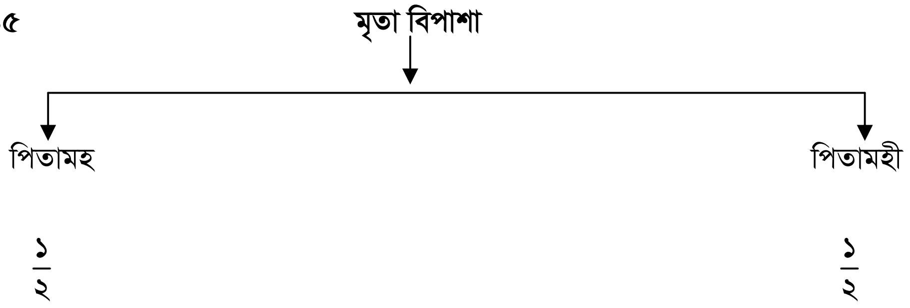

উদাহরণ নং ১৬

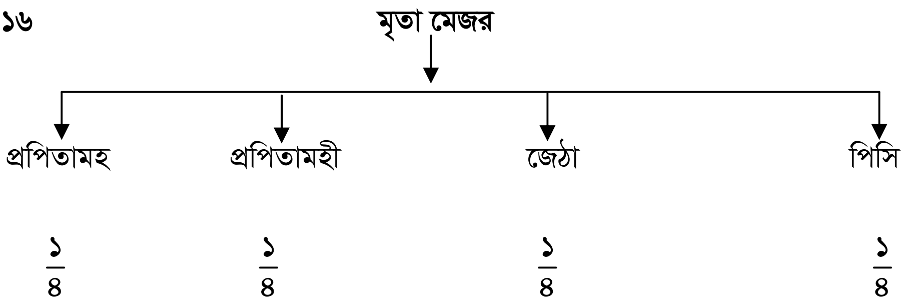

পুত্র থাকায় স্ত্রীর $\frac{১}{৩}$ অংশ। সন্তান বা তদনিম্ন সন্তান না থাকলে স্ত্রী অংশ পাবে। অন্য কেহ না থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ সম্পর্ণটাই পাবে।

স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং বাকী $\frac{২}{৩}$ অংশ পুত্র একা পাবে। একমাত্র পুত্র থাকলে সে একাই ষোলআনা পাবে।

মৃত হারানের ওয়ারিশগণ সকলেই তৃতীয় শ্রেণির সম্পর্ক। তাঁর নিকটতম কেহ নেই। ৪৮ ধারার বিধান মতে তুল্যাংশে পেয়েছে।

ধারা-৪২

যখন মৃতের পিতা জীবিত ঃ মৃতের পিতা জীবিত থাকলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। পিতা ঃ ৪২ ধারা অনুসারে একজন হিন্দু পিতা তাঁর খ্রিস্টান পুত্রের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারে, কারণ ২০ ধারামতে একজন হিন্দুর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ থাকলেও অত্র ধারায় একজন খ্রিস্টানের সম্পত্তিতে একজন হিন্দুর উত্তরাধিকারী হতে বাধা নেই।[৭১২]

ধারা-৪৩

যখন পিতা মৃত কিন্তু তাঁর মাতা, ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ জীবিত ঃ- যদি পিতার মৃত্যু হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর মাতা জীবিত এবং তাঁর ভ্রাতা বা ভগ্নিগণ জীবিত এবং কোন মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান জীবিত নেই, সেক্ষেত্রে মাতা এবং প্রত্যেক জীবিত ভ্রাতা বা ভগ্নি তাঁর সম্পত্তিতে সমতুল্য অংশে উত্তরাধিকারী হবে।[৭১৩]

---

[৭১২] 42. Where intestate's father living: If the intestate's father is living, e shall succeed to the property. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest.

[৭১৩] 43. Where intestate's father dead but his mother, brothers, brothers and sisters living: If the intestate's father is dead,, but the intestate's mother living and there are also brothers or

ধারা -৪৪

মৃতব্যক্তির পিতা মৃত এবং তাঁর মাতা, এক ভ্রাতা বা ভগ্নি এবং মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তানগণ জীবিত-যদি ইনটেস্টেটের পিতার মৃত্যু হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নি জীবিত এবং যে ভ্রাতা বা ভগ্নির তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মৃত হয়েছে এমন ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান বা সন্তানগণ জীবিত।[৭১৪] তৎপর তাঁর মৃত্যুতে তাঁর জীবিত মাতা, প্রত্যেক জীবিত ভ্রাতা বা ভগ্নির এবং মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান তাঁর সম্পত্তিতে সমতুল্য অংশে স্বত্ববান হবে। মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান যদি একের অধিক হয়, তবে তাঁরা তাঁদের পিতা-মাতার অংশ বা তাঁদের পরস্পর পিতা-মাতা জীবিত অবস্থায় পেত তা তাঁরা সমানাংশে প্রাপ্ত হবে।

পিতা মৃত মা, ভাই, বোন ও সন্তান জীবিত

ধারা-৪৫

যখন পিতা মৃত, তাঁর মাতা এবং মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তানগণ জীবিত : যদি ইনটেস্টেটের পিতার মৃত্যু হয়ে থাকে কিন্তু তাঁর মাতা জীবিত এবং সকল ভ্রাতা ভগ্নিগণও মৃত কিন্তু তাঁদের সকলের বা একজনের সন্তানগণ জীবিত, তা হলে

---

sisters of the intestate living, and there is no child living of any deceased brother or sister, the mother and each living brother or sister shall succeed to the property in equal shares. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest. **উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ** মৃতব্যক্তি তার মাতা, দুই সহোদর ভ্রাতা-জন ও হেনরী এবং বৈপিত্রিয় ভগ্নি মেরীকে জীবিত রেখে মারা যায়। বাসুদেব গাঙ্গুলী, ফারায়েজ আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

[৭১৪] 44. Where intestate's father dead and his mother, a brother or sister and children of any deceased brother or sister, living: The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest. **উদাহরণ** স্বরূপ বলা যায়– জন তার সম্পত্তি উইল না করে তার মাতা, তার ভ্রাতা জন ও হেনরী, মৃত ভগ্নি মেরীর এক সন্তান এবং বৈমাত্রেয় মৃত ভ্রাতা জর্জের দুই সন্তান রেখে মারা যায়। এক্ষেত্রে মাতা $\frac{১}{৫}$ অংশ, জন ও হেনরী প্রত্যেক $\frac{১}{৫}$ অংশ, মেরীর পুত্র $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৫}$ অংশ জর্জের দুই পুত্র প্রত্যেক $\frac{১}{১০}$ অংশ পাবে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, পৃ. ৩৯৮।

তাঁর মাতা এবং মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান বা সন্তানগণ প্রত্যেকে তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তির সমতুল্য অংশে স্বত্ববান হবে। এরূপ ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান যদি একের অধিক হয় তবে তাঁরা তাঁদের পরস্পর পিতা-মাতার অংশ সমভাগে পাবে।[৭১৫]

উদাহরণ

হেনরী ইনটেস্টেট এর জীবিত ভ্রাতা বা ভগ্নি না থাকায় তাঁর মাতা, মৃত ভগ্নি মেরীর এক সন্তান এবং মৃত ভ্রাতা জর্জের দুই সন্তান রেখে মৃত্যবরণ করে। এক্ষেত্রে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ, মেরীর সন্তান $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশ জর্জের দুই সন্তান সমভাগে পাবে।

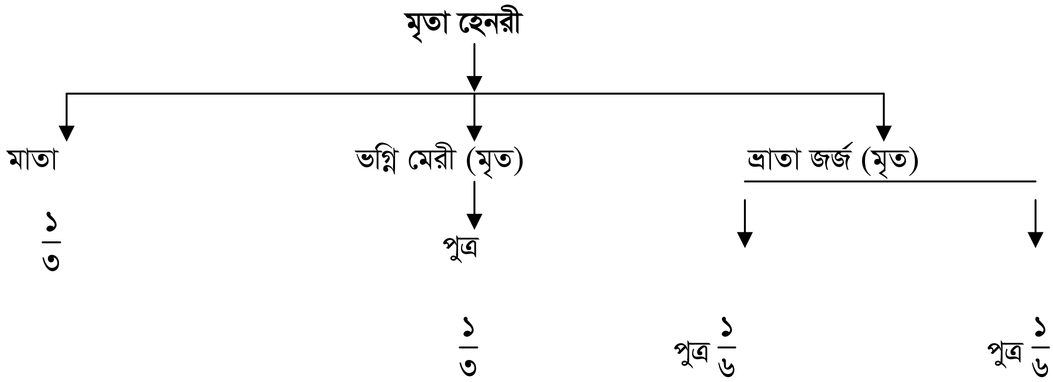

ধারা-৪৬

যখন পিতা মৃত, কিন্তু মাতা জীবিত এবং তাঁর ভ্রাতা, ভগ্নি ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রী কেহই জীবিত নাই ঃ- যদি মৃতের পিতার মৃত্যু হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর মাতা জীবিত থাকে এবং ভ্রাতা, ভগ্নি এবং ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান কেহই জীবিত না থাকে, তবে তাঁর জীবিত মাতাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে।[৭১৬]

---

[৭১৫] 45. Where intestate's father dead and his mother and children of any deceased brother or sister living: If the intestate's father is dead, but the intestate's mother is living, and the brothers and sisters are all dead, but all or any of them have left children who survived the intestate, the mother and the child or children of each deceased brother or sister shall be entitled to be property in equal shares, such children (if more than one) taking in equal shares only he shares which their respective parents would have taken if living at the intestate's death. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest.

[716] 46. Where intestate's father dead, but his mother living and no sister, brother, nephew or niece: If the intestate's father is dead, but the intestate's mother is living, and there is

ধারা-৪৭

যখন পিতা, মাতা এবং তাঁর একবংশসম্ভূত কোন অধঃস্তন সন্তান বা তাঁর পিতা বা তাঁর মাতা কেহই জীবিত না থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁর ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ এবং মৃত ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান বা সন্তানগণের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত হবে। এবং এরূপ সন্তান একের অধিক হলে তাঁরা তাঁদের পরস্পর পিতা-মাতার অংশ সমান অংশে প্রাপ্ত হবে।[৭১৭]

একবংশদ্ভুত অধঃস্তন সন্তান, পিতামাতা, ভাই বোন কেহ জীবিত নেই

ধারা-৪৮

যখন মৃত ব্যক্তি তাঁর একবংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তান বা তাঁর পিতা–মাতা বা ভ্রাতা ভগ্নি কেহই জীবিত নাই ঃ- যখন মৃত ব্যক্তি তাঁর একবংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তান অথবা পিতা-মাতা অথবা ভ্রাতা বা ভগ্নি কেহই জীবিত না থাকে সেক্ষেত্রে তাঁর সম্পত্তি তাঁর সগোত্রের যারা নিকটতম ডিগ্রীর আত্নীয়-স্বজন তাঁদের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হবে।[৭১৮]

উদাহরণ

(১) নিকোলাস তাঁর পিতামহ ও পিতামহী রেখে মারা যায়। তাঁর একবংশ সম্ভূত অথবা সগোত্রেয় নিকটতম আত্নীয় কেহই নাই তাঁর পিতামহ ও পিতামহী বংশের দ্বিতীয় শ্রেণিভূক্ত বিধায় তাঁর সম্পত্তি সমাংশে স্বত্ববান হবে। কিন্তু খুড়া জেঠা এবং মাসী ও পিসি তৃতীয় শ্রেণি হওয়ায় তাঁদের কর্তৃক বর্হিভূত।

---

neither brother, nor sister, nor child of any brother or sister of the intestate, the property shall belong to the mother. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF1925, [30th September, 1925] pest.

[৭১৭] 47. Where intestate's has left neither lineal descendant, nor father, nor mother: Where the intestate has left neither lineal descendant, nor father, nor mother, the property shall be divided equally between his brothers and sisters and the child or children of such of them as may have died before him, such children (if more than one) taking in equal shares only the shares which their respective parents would have taken if living at the intestate's death. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest.

[৭১৮] 48. Where intestate's has left neither lineal descendant, nor parent, nor brother, nor sister: Where the intestate has left neither lineal descendant, nor parent, nor brother, nor sister, his property shall be divided equally among those of his relatives who are in the nearest degree of kindred to him. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September 1925] pest. একজন খ্রিস্টান তার খুড়াকে, যে তার নিকটতম উত্তরাধিকারী, রেখে মারা যায়। সেই খুড়াই, যদিও সে হিন্দু, তার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীত্বে স্বত্ববান। কারণ ৪১-৪৮ ধারায় ধর্মীয় ভিত্তিতে তাহা সীমিত নহে- Siril Christan Vs Monga Mura A. I. R. 1964 Assam 58. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

(২) কারান গোমেজ তাঁর প্রপিতামহ ও প্রপিতামহী এবং খুড়া জেঠা ও মাসী পিসি রেখে মারা যায়। তাঁর সবংশের বা সগোত্রেয় নিকটতম ডিগ্রীর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। তাঁরা সকলে তৃতীয় শ্রেণির বিধায় কারান সম্পত্তি সমানংশে পাবে।

(৩) জজ তাঁর প্রপিতামহ, এক খুড়া ও ভ্রাতুস্পুত্র রেখে মারা যায়। তাঁর সগোত্রের নিকটতম ডিগ্রীর আত্মীয়-স্বজন নেই। তাঁরা সকলে বংশের তৃতীয় শ্রেণি বা ডিগ্রীর বিধায় জজ-এর সম্পত্তি সমান অংশে প্রাপ্ত হবে।

(৪) মৃত হায়াম এর এক ভ্রাতা বা ভগ্নির ১০ জন সন্তান, অপর ভ্রাতা বা ভগ্নির একজন সন্তান। তাঁরা সকলে সগোত্রের নিকটতম ডিগ্রীর আত্মীয়-স্বজন বিধায় ইনটেস্টেটের সম্পত্তি প্রত্যেকে $\frac{১}{১১}$ অংশ পাবে।

ধারা-৪৯

যে সকল সন্তান গর্ভে, ভূমিষ্ঠ হয় নাই ঃ- যখন একজন খ্রিস্টান তাঁর সম্পত্তি উইল না করে মারা যায় এবং তাঁর সম্পত্তির বন্টনকৃত অংশ কোন সন্তান অথবা সন্তানের কোন অধস্তন সন্তান কর্তৃক দাবী করা হয় যা তাদিগকে ঐ ব্যক্তি জীবিতকালে প্রদান করে নাই অথবা কোন সন্তান গর্ভে আছে, ভূমিষ্ঠ হয় নাই, তাঁর অংশ দাবী করা হয়, এরূপ বন্টনকৃত অংশ নির্ণয়ে মোটামুটি হিসেবে নিতে হবে।[৭১৯]

সংক্ষেপে উপরোক্ত ধারায় দৃষ্ট হয় হিন্দু পিতা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত পুত্রের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারে, জীবিত মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি এবং মৃত ভ্রাতা ও ভগ্নির জীবিত সন্তানগণ খ্রিস্টান মৃতের সম্পত্তি সমানাংশে প্রাপ্ত হবে এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী এক বংশসম্ভূত সন্তান থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ, সমগোত্র সন্তান থাকলে $\frac{১}{২}$ এবং কেহই না থাকলে সম্পূর্ণ সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী এবং সমগোত্রীয় আত্মীয় রেখে মারা যায় তা হলে স্ত্রী $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং অবশিষ্ঠ $\frac{২}{৩}$ অংশ সমগোত্রীয় আত্মীয় পাবে।

আবার যদি মৃত ব্যক্তির সমগোত্রীয় আত্মীয় না থাকে কিন্তু সমগোত্রীয় আত্মীয় থাকে তাহলে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ এবং বিক্রী $\frac{১}{২}$ অংশ সমগোত্রীয় পাবে। উহাদের মধ্যে কেহই না থাকলে স্ত্রী সম্পূর্ণ অংশ পাবে।

---

[৭১৯] 49. Children's advancements not brought into hotchpot: Where a distributive share in the property of a person who has died intestate is claimed by a child, or any descendant of a child, of such person, no money or other property which the intestate may, during his life, have paid, given or settled to, or for the advancement of, the child by whom or by whose descendant the claim is made shall be taken into account in estimating such distributive share. The succession act, 1925, Act no XXXIX OF 1925, [30th September, 1925] pest.

একজন হিন্দু খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে স্ত্রী, ভ্রাতা এবং ভগ্নী রেখে মারা গেলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ এবং বাকী $\frac{১}{২}$ অংশ ভ্রাতা ভগ্নী সমান অংশে পাবে (যদিও ভ্রাতা ভগ্নী হিন্দু) আবার মৃতের মাতা তাঁদের সাথে থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ মাতা $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং ভ্রাতা ভগ্নী ও মৃত ভ্রাতার সন্তান প্রত্যেক তুলাংশে একত্রে বিক্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

মৃতা নিউটন

স্ত্রী	মাতা	ভ্রাতা	ভ্রাতা	ভগ্নী	মৃত ভ্রাতার সন্তান
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{১৬}$	$\frac{১}{১৬}$	$\frac{১}{১৬}$	$\frac{১}{১৬}$

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, সগোত্রীয় বা সমগোত্রীয় নিম্নতম জ্ঞাতি বা বংশধরগণের কেহই না থাকলে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবে।

কোন ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র স্ত্রী রেখে মারা যায় তা হলে তাঁর সম্পত্তি স্ত্রী পাবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী সম্পত্তি রেখে মারা গেলে স্বামী পাবে।

মৃত ব্যক্তি সমগোত্রীয় আত্মীয় এবং স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীর অংশ বাদ দিয়ে যা থাকে তা সমগোত্রীদের মধ্যে নিম্নরুপ বন্টন হবে।

মৃত ব্যক্তির সমগোত্রীয় আত্মীয় থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{৩}$ এবং বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশ সমগোত্রীয় আত্মীয় পাবে।

আবার মৃতের সমগোত্রীয় নিম্নতম বংশধর না থাকলে এবং এক জাতীয় জ্ঞাতি থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

মৃত ব্যক্তির সগোত্রীয়, সমগোত্রীয় বা একজাতীয় কুটুম্ব বা জ্ঞাতি কেহই না থাকলে স্বামী অথবা স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বত্তের অধিকারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী এবং এক সন্তান রেখে মারা যায় সেক্ষেত্রে স্ত্রী $\frac{১}{৩}$ এবং সন্তান বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। স্ত্রী না থেকে যদি কেবলমাত্র সন্তান থাকে তা হলে সন্তান সম্পর্ণ স্বত্ব পাবে।

যদি মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক সন্তান থাকে এর তাঁর অন্য কোন সমগোত্রীয় আত্মীয় না থাকে তা হলে সন্তান একটি থাকলে সম্পূর্ণ এবং একাধিক থাকলে সকলে সমান অংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান যদি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় সেও তাঁদের সাথে সমান অংশ পাবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকার আইন ইউরোপ, আমেরিকায় প্রচলিত খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের আদলে প্রবর্তিত হয়নি। বাংলাদেশে ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানগণ অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হিসেবে অবস্থান করছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা অন্যকোন ধর্মাবলম্বী থাকা সত্ত্বেও ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট উভয়ের উত্তরাধিকারের সূত্র অভিন্ন। মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিস্টানদের কোন পৃথক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-বিধান আমাদের এদেশে ছিল না। ফলে ১৯২৫ সনের ৩৯ নং আইন এর চতুর্থ খণ্ডের ২৩ ধারা থেকে ২৮ ধারা এবং পঞ্চম ভাগের ২৯ ধারা থেকে ৪৯ ধারা পর্যন্ত যেসব বিধান রয়েছে তা খ্রিস্টানদের ধারাসমূহের আলোকে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের আওতায় উইলবিহীন মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভাগ বন্টন করতে হয়। উত্তরাধিকার আইনের গতিতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে উইলবিহীন সম্পত্তির হিসেব করতে হয়। কেননা জীবদ্দশায় যে পরিমাণ সম্পত্তি উইল করে যায় তা ওয়ারিশদের দাবির বাইরে থাকবে। একজন খ্রিস্টান তাঁর জীবদ্দশায় ইচ্ছে করলে সমস্ত সম্পত্তি[৭২০] যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান বা উইল করতে পারে। তবে উইলটি অবশ্যই বিশুদ্ধ ও খাঁটি হতে হবে। ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা এবং সাম্যের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনের অনুরূপ অতি সহজভাবে খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন করা হয়। ১৯২৫ সনের ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন (Act XXXIX of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। উত্তরাধিকার আইনের উক্ত ধারাসমূহ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য। এ বিধিতে আলোচনা করা হয়েছে আত্মীয়তা বা সগোত্রতা, সমগোত্র সম্পর্ক, সগোত্রদের তালিকা, সগোত্রের ডিগ্রী গণনা পদ্ধতি, উইলপত্র ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রথা কর্তৃক আইনের বিধিসমূহ অগ্রাহ্য প্রসঙ্গ, পার্সী ছাড়া উইলবিহীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিসমূহ, উইলবিহীন মৃতের বিধবা বর্তমান, এবং এক বংশসম্ভূত সন্তানগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন পদ্ধতি নিয়ে। তাছাড়া খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে কন্যা-পুত্র, পিতা-মাতা, হাফব্লাড-ফুলব্লাড, নারী-পুরুষ সকলকেই সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে দায়-দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে পুরুষের উপর। যা সুসমবন্টনের পথে বাঁধা। তাই দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী সম্পদ প্রদান করা হবে এটাই স্বাভাবিক।

[৭২০] একজন খ্রিস্টান তার সমস্ড় সম্পদ উইল করতে পারে কিন্তু একজন মুসলিম তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী উইল করতে পারে না। গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

উত্তরাধিকার আইন মানবজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মোটামোটি সবধর্মেই এর গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামধর্মে উত্তরাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর বণ্টননীতি আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে উত্তরাধিকার বিষয়টি তাঁদের উপাসনা বা ইবাদতের অংশ না হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকটি ধর্মের মুরুব্বীগণ উত্তরাধিকারকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। উত্তরাধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ১৩ শ্রেণির ব্যক্তির মধ্যেই প্রায় ওয়ারিশস্বত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এ ১৩ শ্রেণির উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

০১.পিতার অবস্থা

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে পিতার চারটি অবস্থা দাঁড়াতে পারে যথা :-

প্রথম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র ও তদনিম্ন বংশের কেউ থাকে তবে উত্তরাধিকারে বাবার অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : পিতা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : পিতা বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : পিতা বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : পিতা বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র বা নিম্ন বংশের কেউ থাকে তবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে পিতা বঞ্চিত হবে কিন্তু ইসলাম ধর্ম পিতাকে বঞ্চিত করেননি বরং সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক বানিয়েছেন। এক্ষেত্রে পিতার সর্বোচ্চ অধিকার ইসলামই সংরক্ষণ করেছেন।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি কন্যা, পৌত্রী ও তদনিম্ন বংশের কেউ থাকে তবে পিতার কি অবস্থা হবে?

উত্তর : ইসলাম ধর্ম মতে : পিতা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক হবেন এবং আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : পিতা বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : পিতা বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : পিতা বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে পিতা বঞ্চিত হবেন কিন্তু ইসলামধর্ম পিতাকে বঞ্চিত করেননি বরং সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক বানিয়েছেন পাশাপাশি কন্যা, পৌত্রীগণ তাঁদের নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট অংশের মালিকানাও পিতার উপর ন্যস্ত করেছেন। যার মাধ্যমে পিতার সর্বোচ্চ অধিকার সংরক্ষণ করে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান, নাতী, নাতীন কেউ না থাকে তখন পিতা উত্তরাধিকারে অংশিদার হওয়া ও না হওয়ার অবস্থা কি?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : পিতা আসাবা হিসেবে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

হিন্দু ধর্মমতে : পিতা সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : পিতা সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে: পিতা সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে সমস্ত সম্পদের মালিক পিতাকে করা হয়েছে যা সব ধর্মের দৃষ্টিতেই সমান।

চতুর্থ অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পিতা ও বিধবা থাকে তাহলে বিধান কি?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : বিধবা তাঁর নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে এবং পিতা আসাবা হিসেবে বাকি সম্পদ পাবে।

হিন্দু ধর্মমতে : বিধবা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি জীবন স্বত্বে লাভ করবে। পিতা আপাতত বঞ্চিত হবে কিন্তু বিধবার মৃত্যুর পর পিতা সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বিধবা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি জীবন স্বত্বে লাভ করবে। পিতা আপাতত বঞ্চিত হবে কিন্তু বিধবার মৃত্যুর পর পিতা সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : পিতা পাবে অর্ধেক এবং বিধবা পাবে অর্ধেক।[৭২১]

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামধর্মের বিধানটিই বেশী যুক্তিসঙ্গত। কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে প্রাথমিক ভাবে বিধবাকে সমস্ত সম্পত্তি জীবন স্বত্বে প্রদান করা হয়েছে পিতাকে একেবারেই বঞ্চিত করা হয়েছে। বিধবার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক করা হয়েছে পিতাকে, তখন পিতা জীবিত থাকবে এটাতো বলা যায় না। তাছাড়া আপাতত পিতার ভরণপোষণের অবস্থা কি হবে? পিতা হচ্ছেন মূল, সন্তান হচ্ছেন তাঁর শাখা আর স্ত্রী হচ্ছেন অজানা অচেনা কালেমার মাধ্যমে বন্দিত একজন ব্যক্তি যিনি কোন কোন সময় এ বন্ধন ছুটে পরও হতে পারেন। তাই মূল অংশের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়কে সমান মর্যাদা প্রদান করা যুক্তিতেও আসেনা।

খ্রিস্টানধর্ম মতেঃ বিধবা ও পিতাকে সমান অংশ দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পিতা ও বিধবা দুজন এক কোয়ালিটির নয়। কারণ বিধবা যদি অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে তবে সে আর বিধবা থাকে না। তাই বিধবার নির্ধারিত

[৭২১] জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, শ্যালোম ফাউন্ডেশন,ঢাকা– ২০১১, পৃ.৪৭

অংশ প্রদানের পর বাকি সকল সম্পদের মালিক পিতা হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত যা ইসলাম প্রদান করেছে। আলোচ্যাংশ থেকে এটা প্রমাণিত যে, ইসলামের বিধানই শ্রেষ্ঠ কোন সন্দেহ নেই।

সার্বিক বিষয়টিকে সামনে রেখে আলোচনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পিতার অধিকার ইসলামই সবচেয়ে বেশী রক্ষা করেছেন। কারণ কোন অবস্থাতেই সন্তানের উত্তরাধিকার হতে পিতাকে বঞ্চিত করা হয়নি। হিন্দু , বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পিতাকে কখনো পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে আবার কখনো পূর্ণ সম্পদের মালিক করা হয়েছে খ্রিস্টানধর্মে বিধবা ও পিতাকে সমান অংশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সর্বাবস্থায় পিতার অধিকারকে অক্ষূন্ন রেখেছেন।

০২.দাদার অবস্থা

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদা উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত চারটি অবস্থা হতে পারে যথা :

প্রথম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র ও তদনিম্ন বংশের কেউ থাকে তবে দাদা কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : দাদা মৃত ব্যক্তির সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক হবে।[৭২২]

হিন্দুধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে কারণ দাদা উত্তরাধিকারের তালিকায় ১৫ নম্বরে আর সন্তান তালিকায় ১ নম্বরে।[৭২৩]

বৌদ্ধধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে কারণ দাদা উত্তরাধিকারের তালিকায় ১৫ নম্বরে আর সন্তান তালিকায় ১ নম্বরে।[৭২৪]

খ্রিস্টানধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে।[৭২৫]

---

[৭২২] মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১৯৯৫, পৃ.৩১

[৭২৩] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা–২০০৮পৃ. ৩৫২

[৭২৪] প্রাগুক্ত

[৭২৫] জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম ধর্মই কেবলমাত্র দাদাকে অংশিদার করেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে দাদাকে বঞ্চিত করেছে। বুঝা গেল ইসলামধর্মই কেবল মানবাধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ইসলামি উত্তরাধিকার দাদাকেও বঞ্চিত করেনি।

দ্বিতীয় অবস্থা

যদি মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও তদনিম্ন বংশের কেউ থাকে এবং মৃত ব্যক্তির যদি পিতা না থেকে দাদা থাকে তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে অংশিদার হওয়ার ব্যাপারে দাদার অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : দাদা মৃত ব্যক্তির সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট ভোগী হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে। কারণ উত্তরাধিকারের ক্রমতালিকায় কন্যার স্থান ৭ম এবং দাদার স্থান ১৫ তম।

বৌদ্ধধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে । কারণ উত্তরাধিকারের ক্রমতালিকায় কন্যার স্থান ৭ম এবং দাদার স্থান ১৫তম।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে। কারণ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে অন্যরা বঞ্চিত হয়।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামধর্মের উত্তরাধিকার আইনে দাদা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পদের মালিক হবেন। এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারদেরকে তাঁদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করার পর আসাবা বা অবশিষ্ঠভোগী হিসেবে বাকি সম্পদের মালিক হবেন। কারণ পিতার অবর্তমানে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত। ইসলাম দাদাকে এ সম্মানটুকু প্রদান করেছেন। অপরদিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবিক দাদা বঞ্চিত হবেন। অতএব বুঝা গেল ইসলামই কেবলমাত্র দাদাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছে যা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে করেনি।

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান, নাতী, নাতীন, খুড়া ইত্যাদি কেউ না থাকে তখন দাদার কি অবস্থা হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : নির্ধারিত অংশিদার বা যাবিল ফুরুজগণ সম্পদ নেয়ার পর দাদা অবশিষ্ট ভোগী হিসেবে সম্পদ পাবে।

হিন্দু ধর্ম মতে : দাদা উত্তরাধিকারে অংশিদার হবে কিন্তু দাদী বঞ্চিত হবে কারণ দাদার ক্রমধারা ১৫ এবং দাদীর ১৬ তাই হিন্দু আইনে নিকট দুরকে বঞ্চিত করে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : দাদা উত্তরাধিকারে অংশিদার হবে কিন্তু দাদী বঞ্চিত হবে দাদার ক্রমধারা ১৫ এবং দাদীর ১৬ । তাই হিন্দু আইনে নিকট দুরকে বঞ্চিত করে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : দাদা ও দাদী সমান করে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে। দাদা একা থাকলে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

পর্যালোচনা

মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান, নাতী, নাতীন, খুড়া ইত্যাদি না থাকে অন্যান্য ওয়ারিশগণ থাকে তবে নির্ধারিত অংশিদারগণ তাঁদের অংশ নেয়ার পর দাদা অবশিষ্ঠভোগী হিসেবে বাকি সম্পদের মালিক হবে। হিন্দুও বৌদ্ধধর্মে দাদা উত্তরাধিকারের মালিক হবে তবে দাদীগণ বঞ্চিত হবেন। কারণ হিন্দু আইন অনুযায়ী ক্রমধারায় যাদের সিরিয়াল আগে তাঁরা শেষেরদেরকে বঞ্চিত করে। খ্রিস্টানধর্মে দাদা ও দাদী সমানাংশে সম্পদের মালিক হবেন এবং দাদী না থাকলে দাদা সমস্ত সম্পদের মালিক হবেন। উপরোক্ত অবস্থায় খ্রিস্টানধর্মে দাদা ও দাদী উভয়কেই সমান মূল্যায়ন করেছেন।

চতুর্থ অবস্থা

যদি মৃতের পিতা জীবিত থাকে তবে দাদার অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : দাদা বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : পিতা থাকলে দাদা দাদী বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

সকল ধর্ম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পিতা থাকাবস্থায় দাদা বঞ্চিত হবে।

০৩. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অবস্থা

পিতা দুইজন কিন্তু মা একজন হলে অর্থ্যাৎ মায়ের অন্য স্বামীর পুত্র সন্তানকে বৈপিত্রেয় ভাই বলে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অংশ পাবার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে যথা :-

প্রথম অবস্থা

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন একজন হলে সে কতটুকু অংশের অধিকারী হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্মমতে: বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সম্পদ পাবে না। কারণ সে তাঁর পিতৃ পক্ষের পিণ্ড দিতে পারে না। যেহেতু আপন ভাই

পিতৃ ও মাতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে, বৈমাত্রেয় ভাই শুধু পিতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে আর বৈপিত্রেয় ভাই তাঁর কোন পিণ্ড দিতে পারে না সেহেতু বৈপিত্রয় ভাই উত্তরাধিকার হবে না। আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই উত্তরাধিকার পাবে। বোন সর্বাবস্থায় বঞ্চিত।

বৌদ্ধধর্ম মতে: বৈপিত্রেয় ভাই–বোন সম্পদ পাবে না। কারণ সে তাঁর পিতৃ পক্ষের পিণ্ড দিতে পারে না। যেহেতু আপন ভাই

পিতৃ ও মাতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে, বৈমাত্রেয় ভাই শুধু পিতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে আর বৈপিত্রেয় ভাই তাঁর কোন পিণ্ড দিতে পারে না সেহেতু বৈপিত্রয় ভাই উত্তরাধিকার হবে না। আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই উত্তরাধিকার পাবে। বোন সর্বাবস্থায় বঞ্চিত।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে বিধবা পাবে অর্ধেক এবং বৈপিত্রেয় ভাই-বোন পাবে অর্ধেক।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় দেখা যায় যে, ইসলামধর্ম বৈপিত্রেয় ভাইকেও অংশিদার করতে কার্পণ্যতা করেনি। তাঁদেরকে $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পদের মালিক করেছেন। যেহেতু সে মৃত ব্যক্তির একই বংশের নয় তাঁর মায়ের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয়েছে তারপরও ইসলাম তাঁকে সে সম্পদের অংশিদার করেছেন। অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। খ্রিস্টানধর্মে তাঁকে বিধবার সমান অংশের অংশিদার করেছেন। সার্বিক বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ইসলামধর্মে বৈপিত্রেয় ভাইকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে বৈপিত্রেয় ভাইকে আপন ভাইয়ের সমান মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যা যুক্তিযুক্ত নয়।

দ্বিতীয় অবস্থা

বৈপিত্রেয় ভাই-বোন দুই বা ততোধিক হলে তাঁরা কতটুকু অংশের অধিকারী হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে :

বৈপিত্রেয় ভাই বোন দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে মৃত ব্যক্তির সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতে

বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সম্পদ পাবে না। কারণ সে তাঁর পিতৃ পক্ষের পিণ্ড দিতে পারে না। যেহেতু আপন ভাই পিতৃ ও মাতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে, বৈমাত্রেয় ভাই শুধু পিতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে আর বৈপিত্রেয় ভাই তাঁর কোন পিণ্ড দিতে পারে না সেহেতু বৈপিত্রয় ভাই উত্তরাধিকার হবে না। আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই উত্তরাধিকার পাবে। বোন সর্বাবস্থায় বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে

বৈপিত্রেয় ভাই বোন সম্পদ পাবে না। কারণ সে তাঁর পিতৃ পক্ষের পিণ্ড দিতে পারে না। যেহেতু আপন ভাই পিতৃ ও মাতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে, বৈমাত্রেয় ভাই শুধু পিতৃ কুলের পিণ্ড দিতে পারে আর বৈপিত্রেয় ভাই তাঁর কোন পিণ্ড দিতে পারে না সেহেতু বৈপিত্রয় ভাই উত্তরাধিকার হবে না। আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই উত্তরাধিকার পাবে। বোন সর্বাবস্থায় বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে

বিধবা থাকলে যতজন ভাই আছে তত বন্টন হবে। বিধবা পাবে এক অংশ ভাইগণ পাবে প্রত্যেকে একেক অংশ করে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ইসলামধর্ম মতে বৈপিত্রেয় ভাই বোন দুই বা ততোধিক হলে তাঁরা সবাই মিলে সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৩}$ মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সর্বাবস্থায়ই বঞ্চিত হবে। যা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। খ্রিস্টান আইনে যা প্রদান করা হয়েছে তাও মোটামোটি মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সার্বিক দিক বিবেচনা করলে ইসলামের বণ্টনই সুসমবন্টন কোন সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ছেলের সন্তান জীবিত থাকলে চাই সে যত নিম্নেরই হোক না কেন এবং মৃতের পিতা ও দাদা জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই বোনদের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : বৈপিত্রেয় ভাইগণ বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্মমতে : বৈপিত্রেয় ভাই বোনগণ বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্মমতে : বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে: বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

সকল ধর্মের ঐক্যমতে উপরোক্ত অবস্থায় বৈপিত্রেয় ভাই বোনগণ বঞ্চিত হবে।

চতুর্থ অবস্থা

যদি ভাই বোন থাকে এবং স্ত্রী থাকে তবে কি অবস্থা হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : স্ত্রী তাঁর নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর ভাই বোন ২ঃ১ হিসেবে সম্পদের অংশিদার হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : স্ত্রী জীবনস্বত্ত্ব হিসেবে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে, বৈপিত্রেয় ভাইবোনগণ বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্মমতে : স্ত্রী জীবনস্বত্ত্ব হিসেবে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে, বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ পাবে না।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : স্ত্রী পাবে অর্ধেক বাকি অর্ধেক ভাই বোন মিলে সমানাংশে পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে স্ত্রী তাঁর নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর ভাই-বোন গন ২ ঃ ১ হিসেবে সম্পদের মালিক হবে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে স্ত্রী সমস্ত সম্পদের জীবনস্বত্বে মালিক হবে, ভাই-বোন বঞ্চিত হবে এবং খ্রিস্টানধর্মে স্ত্রী সকল সম্পদের অর্ধেক পাবে এবং ভাই-বোন সমানাংশে পাবে। ভাই-বোন দায়িত্বের ক্ষেত্রে যেহেতু এক নয় তাই সম্পদও সমান হওয়ার কথা নয়। দায়িত্ব যেহেতু ভাইয়ের বেশী তাই ভাইয়ের সম্পদ বেশী হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত তাই ইসলাম এ ক্ষেত্রে ২ ঃ ১ এর বিধান করেছেন যা গ্রহণযোগ্য।

০৪.স্বামীর অবস্থা

মৃত স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্বামীর তিন অবস্থা হতে পারে। যথা :

প্রথম অবস্থা

মৃত স্ত্রীর যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান না থাকে তবে স্বামী কতটুকু অংশের মালিকানা পাবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : স্বামী পাবে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ অংশ।

হিন্দুধর্ম মতে : নারীর যদি নিজস্ব কোন সম্পদ থাকে তবে তা স্বামী সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : নারীর যদি নিজস্ব কোন সম্পদ থাকে তবে তা স্বামী সম্পূর্ণই পাবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি পিতা থাকে তবে উপরোক্ত অবস্থায় স্বামী সমস্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে সন্তানহীনা মৃত স্ত্রীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদে স্বামী অর্ধেক অংশের মালিক হবে। কারণ অর্ধেক সম্পদ প্রদান করার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সার্বিক প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল স্বামীর উপর। যেহেতু স্বামী তাঁর অভিভাবক ছিল তাই অভিভাবক হিসেবে তাঁকে এ সম্পদের অধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে নারীর নিজস্ব কোন সম্পদের মালিকানাই নেই এর মধ্যে আবার উত্তরাধিকার থাকবে কিভাবে ? হ্যাঁ যদি তাঁর নিজস্ব কোন পারিশ্রমিক বা অন্য কোন পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থাকে তবে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে স্বামী। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে স্বামী অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে। যা ইসলামধর্মের সাথে মিল রয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে যত অধঃবংশের হোক না কেন স্বামীর অংশ কতটুকু হবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতেঃ নারীর যদি নিজস্ব কোন সম্পদ থাকে তবে তা স্বামী সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতেঃ নারীর যদি নিজস্ব কোন সম্পদ থাকে তবে তা স্বামী সম্পূর্ণই পাবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : স্বামী এক তৃতীয়াংশ পাবে।

পর্যালোচনা

মৃত স্ত্রীর যদি সন্তান সন্তুতি থাকে তবে ইসলামি বিধান মোতাবিক স্বামী পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে স্ত্রীর নিজস্ব কোন সম্পদ নেই তারপরও যদি তাঁর নিজস্ব কোন উপার্জন থাকে তবে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে স্বামী। খ্রিস্টানধর্মে স্বামী পাবে এক তৃতীয়াংশ। উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান প্রায় কাছাকাছি যা মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

তৃতীয় অবস্থা

সন্তান নেই, নাতী নেই এবং অন্য কোন উত্তরাধিকারও নেই এমতাবস্থায় কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতেঃ স্বামী পাবে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতেঃ নারীর যদি নিজস্ব কোন সম্পদ থাকে তবে তা স্বামী সম্পূর্ণটিই পাবে।

বৌদ্ধধর্ম মতেঃ নারীর যদি নিজস্ব কোন সম্পদ থাকে তবে তা স্বামী সম্পূর্ণটিই পাবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : স্বামী সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

পর্যালোচনা

ইসলামি বিধান মতে স্বামী পাবে অর্ধেক, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে যদি কোন সম্পদ থাকে তবে স্বামীই সমস্ত সম্পদের মালিক হবে, খ্রিস্টানধর্মে সমস্ত সম্পদের মালিক স্বামী হবে। এ ক্ষেত্রে খ্রিস্টানধর্মের বিধানে স্বামীকে অধিক সম্পদের মালিক করা হয়েছে। যেহেতু কোন উত্তরাধিকার নেই সেহেতু সমস্ত সম্পদের মালিক স্বামী হওয়াতে কোন দোষ নেই।

০৫. স্ত্রীর অবস্থা

মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর দুই অবস্থা যথা :-

প্রথম অবস্থা

স্বামীর যদি সন্তান ও সন্তানের সন্তান না থাকে চাই যত অধঃবংশেরই হোক না কেন, স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক হোক তবে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ কতটুকু অংশের মালিক হবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পদ স্বত্ত্বভোগী হিসেবে ভোগ করতে পারবেন, বৈধ প্রয়োজনে আদালতের অনুমোদনক্রমে বিক্রয় করতে পারবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পদ স্বত্ত্বভোগী হিসেবে ভোগ করতে পারবেন, বৈধ প্রয়োজনে আদালতের অনুমোদনক্রমে বিক্রয় করতে পারবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : দুইভাগের একভাগ যদি অন্যান্য আত্নীয়স্বজন থাকে (পিতা বর্তমান)। যদি স্ত্রীর সাথে মা, ভাই-বোন, বাবা ইত্যাদি থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক সম্পদ পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্মের বিধান অনুযায়ী স্ত্রী পাবে এক চতুর্থ্যাংশ, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে সমস্ত সম্পদের স্বত্ত্বভোগী হবেন, খ্রিস্টানধর্মে অন্যান্য আত্মীয় থাকলে অর্ধেক সম্পদের অধিকারী হবেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, খ্রিস্টানধর্মে স্ত্রীর অধিকার বেশী সংরক্ষণ করেছেন।

দ্বিতীয় অবস্থা

স্বামীর যদি সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে চাই যত অধঃবংশেরই হোক না কেন স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক হোক তাঁরা কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : স্ত্রী স্বামীর সম্পদের $\frac{১}{৮}$ অংশের অংশিদার হবে।

হিন্দুধর্মমতে : একপুত্র সন্তানের অংশের সমান সম্পদ জীবন স্বত্ত্ব হিসেবে পাবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : একপুত্র সন্তানের অংশের সমান সম্পদ জীবন স্বত্ত্ব হিসেবে পাবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতেঃ এক তৃতীয়াংশ পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে স্ত্রী পাবেন এক অষ্টমাংশ, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে একপুত্র সন্তানের সমান জীবনস্বত্ত্ব ভোগী হবেন। খ্রিস্টানধর্মে স্ত্রী এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হবেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্ম স্ত্রীর অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। এখানে খ্রিস্টানধর্মে স্ত্রীর অংশ বেশী।

তৃতীয় অবস্থা

সন্তান নেই, নাতী নেই এবং অন্য কোন উত্তরাধিকারও নেই এমতাবস্থায় কি হবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পদ স্বত্ত্বভোগী হিসেবে ভোগ করতে পারবেন, বৈধ প্রয়োজনে বিক্রয় করতে পারবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পদ স্বত্ত্বভোগী হিসেবে ভোগ করতে পারবেন, বৈধ প্রয়োজনে বিক্রয় করতে পারবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : স্বামীর সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম স্ত্রীকে মালিক বানিয়েছে সমস্ত সম্পদের একচতুর্থ্যাংশের, খ্রিস্টানধর্মে মালিক বানিয়েছে সমস্ত সম্পদের এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে স্ত্রী কেবলমাত্র স্বত্ত্বভোগ করার অধিকার দিয়েছেন। যা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে ইসলাম ও খ্রিস্টান র্মের বিধানটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তবে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের এ অংশে স্ত্রীকে বেশী মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অবস্থা

বিবাহের পূর্বে যদি কোন প্রকার চুক্তি থাকে তবে তা কি হবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : ইসলাম ধর্ম মতে বিবাহের ক্ষেত্রে চুক্তির কোন বিধান নেই।

হিন্দুধর্ম মতে : এ ব্যাপারে হিন্দুধর্মে কিছুই বলা হয়নি।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বৌদ্ধধর্মে এ ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : চুক্তি অনুযায়ী স্ত্রী সম্পদের মালিক হবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে চুক্তির কোন বিধান নেই। এ ব্যাপারে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু খ্রিস্টানধর্মে স্ত্রী চুক্তি অনুযায়ী সম্পদের মালিক হবে।

০৬. কন্যার অবস্থা

মৃত ব্যক্তির সম্পদে উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে কন্যার তিনটি অবস্থা হতে পারে যথা :-

প্রথম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র না থাকে এবং কন্যা একজন থাকে তবে কন্যা কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : কন্যা যদি একজন হয় এবং কুমারী হয় তবে সে পিতার সম্পদের অধিকারী হবে। যদি সে কন্যা বন্ধা কিংবা পুত্রহীনা হয় তবে বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : কন্যা যদি একজন হয় এবং কুমারী অথবা পুত্রবতী হয় তবে সে পিতার সম্পদের অধিকারী হবে। যদি সে কন্যা বন্ধা কিংবা পুত্রহীনা হয় তবে বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে এককন্যা সমস্ত সম্পদের অর্ধেক অংশের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে কন্যা যদি কুমারী হয় তবে সম্পদের মালিক হবে যদি বন্ধা বা পুত্রহীনা হবে তবে বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামধর্ম যে, পুত্রহীন অবস্থায় এককন্যাকে অর্ধেক সম্পদের মালিক বানিয়েছেন এটাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত। কারণ এখানে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকতে পারে। যেমন মৃতের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু যারা তাঁদের একই বংশের। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে যেভাবে শুধু মাত্র কুমারী ও পুত্রবতী সন্তানকে অংশিদার করা হয়েছে বন্ধা ও পুত্রহীনাকে বঞ্চিত করা হয়েছে যা কোন যুক্তিতেই বুঝে আসে না। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে এক কন্যাকেই সমস্ত সম্পদের মালিক বানানো আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে মৃতের ভাই থাকতে পারে, বোন থাকতে পারে, ফুফু থাকতে পারে, চাচা থাকতে পারে। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র এক কন্যাকেই সকল সম্পদের মালিক করা এটা সঠিক নয়। কারণ কন্যা বিয়ে করে যখন অন্য সংসারে চলে যাবে এ সকল সম্পদের মালিক অন্যদিকে চলে গেল। তাই সম্পদের কিছু নিজস্ব বংশের মধ্যে রাখার জন্য আল্লাহ কেবল কন্যাদেরকে সমস্ত সম্পদের মালিকানা প্রদান করেননি। প্রমাণিত হল ইসলামের বিধাই সর্বাধুনিক কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র না থাকে এবং কন্যা দুই বা ততোধিক হলে তাঁদের অবস্থা কি হবে?

উত্তর: ইসলামধর্ম মতে : মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে

প্রথমে আসে অবিবাহিত কন্যা, এমন থাকলে বাকিরা বঞ্চিত, তারপর আসে পুত্রবতী কন্যা, পুত্রবতী কন্যা বন্ধা ও পুত্রহীনা কন্যাকে বঞ্চিত করে। অবিবাহিতা বা পুত্রবতী কন্যা না থাকলে এবং সন্তানহীনা, বিধবা কন্যা থাকলে পিতৃব্য পুত্র সম্পত্তি পাবে। প্রথমে আসে অবিবাহিতা কন্যা, না থাকলে পুত্রবতী কন্যা, তারপর পুত্র সম্ভাবনাময় কন্যার স্থান। বন্ধা, পুত্রহীনা, বিধবা এবং কেবলমাত্র কন্যার মাতাগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম মতে

প্রথমে আসে অবিবাহিত কন্যা, এমন থাকলে বাকিরা বঞ্চিত, তারপর আসে পুত্রবতী কন্যা, পুত্রবতী কন্যা বন্ধা ও পুত্রহীনা কন্যাকে বঞ্চিত করে। অবিবাহিতা বা পুত্রবতী কন্যা না থাকলে এবং সন্তানহীনা, বিধবা কন্যা থাকলে পিতৃব্য পত্র সম্পত্তি পাবে। প্রথমে আসে অবিবাহিতা কন্যা, না থাকলে পুত্রবতী কন্যা, তারপর পুত্র সম্ভাবনাময় কন্যার স্থান। বন্ধা, পুত্রহীনা, বিধবা এবং কেবলমাত্র কন্যার মাতাগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : সমানাংশে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্মের বিধান মতে কন্যা দুই বা ততোধিক হলে সমস্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে কুমারী কন্যা পাবে বাকিরা বঞ্চিত হবে, কুমারী কন্যা না থাকলে পুত্রবতী কন্যা পাবে, বাকিরা বঞ্চিত হবে। বন্ধা, পুত্রহীনা কন্যা বঞ্চিত হবে। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে কন্যাগণ সমস্ত সম্পদের মালিক হবে তাঁরা সমানাংশে সম্পদ নিবে। উপরোক্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামধর্ম যে, পুত্রহীন অবস্থায় দুই বা ততোধিক কন্যাকে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক বানিয়েছেন এটাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত। কারণ এখানে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকতে পারে। যেমন মৃতের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু যারা তাঁদের একই বংশের। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে যেভাবে শুধু মাত্র কুমারী ও পুত্রবতী সন্তানকে অংশিদার করা হয়েছে বন্ধা ও পুত্রহীনাকে বঞ্চিত করা হয়েছে যা কোন যুক্তিতেই বুঝে আসে না। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে শুধু কন্যাদেরকেই সমস্ত সম্পদের মালিক বানানো আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে মৃতের ভাই থাকতে পারে, বোন থাকতে পারে, ফুফু থাকতে পারে, চাচা থাকতে পারে। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র কন্যাদেরকে সমস্ত সম্পদের মালিক করা এটা সঠিক নয়। কারণ কন্যাগণের মাধ্যমে ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধি হয় না। বিয়ে করে যখন অন্য সংসারে চলে যাবে এ সকল সম্পদের মালিক অন্যদিকে চলে গেল। তাই সম্পদের কিছু নিজস্ব বংশের

মধ্যে রাখার জন্য আল্লাহ কেবল কন্যাদেরকে সমস্ত সম্পদের মালিকানা প্রদান করেননি। প্রমাণিত হল ইসলামের বিধাই সর্বাধুনিক কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র থাকে তবে পুত্রের সাথে কন্যাদের উত্তরাধিকার হওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : পুত্র ঃ কন্যা (২ ঃ ১) হিসেবে সম্পদ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : পুত্র থাকলে কন্যা বঞ্চিত হবে। কারণ পুত্র তালিকায় ১ নম্বর এবং কন্যা ৭ নম্বর।

বৌদ্ধধর্ম মতে : পুত্র থাকলে কন্যা বঞ্চিত হবে। কারণ পুত্র তালিকায় ১ নম্বর এবং কন্যা ৭ নম্বর।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : ছেলে মেয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সমানাংশে সকল বৈধ সন্তান মালিক হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থাতে ইসলামধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্র ঃ কন্যা (২ ঃ ১) হিসেবে অংশ পাবে। কারণ পুত্রের দায়-দায়িত্ব বেশী তাই তাঁর সম্পদও দরকার বেশী, সেজন্য পুত্রকে কন্যার দ্বিগুন সম্পদ প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে কন্যা বঞ্চিত হবেন। খ্রিস্টানধর্মে পুত্র ও কন্যা সমানাংশে সম্পদের মালিক হবে। যা আদৌ মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে। কারণ পুত্রের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাই পুত্রকে সম্পদ বেশী দিতে হবে এটাই স্বাভাবিক যা ইসলামধর্ম প্রদান করেছে। তাই বার বার প্রমাণিত ইসলামের বিধানই শ্রেষ্ঠ।

চতুর্থ অবস্থা

যদি মা বা বাবা থাকে এমতাবস্থায় কন্যাগণের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : মা ও বাবার নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পাশাপাশি কন্যা একজন হলে অর্ধেক এবং একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। বাবা আসাবা হিসেবে বাকি সম্পদের মালিক হবে।

হিন্দুধর্ম মতে: কন্যাগণ উত্তরাধিকার পাবে কারণ কন্যাগণ তালিকায় ৭ এবং বাবা ও মা তালিকায় ৯ ও ১০।

বৌদ্ধধর্ম মতে: কন্যাগণ উত্তরাধিকার পাবে কারণ কন্যাগণ তালিকায় ৭ এবং বাবা ও মা তালিকায় ৯ ও ১০।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : একতৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদ কন্যাগণ পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে মা ও বাবা তাঁদের নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পর কন্যা যদি একজন থাকে তবে অর্ধেক এবং একাধিক থাকলে দুইতৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হবে। বাবা আসাবা হিসেবে অবশিষ্ঠভোগী হবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে কন্যাগণ সম্পদ পাবেন কারণ তালিকায় কন্যাদের পরে পিতা ও মাতার স্থান। খ্রিস্টানধর্ম মতে মা- বাবার জন্য একতৃতীয়াংশ সম্পদ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদের মালিক কন্যাগণ হবে। ইসলাম তাঁর সম্পদকে তাঁদের বংশের দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য তাঁর মা-বাবাকে নির্ধারিত অংশিদার করার পাশাপাশি বাবাকে অবশিষ্ঠভোগী করেছেন। যা কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মকেই মানায়।

০৭. পৌত্রী কন্যা

মৃত ব্যক্তির সম্পদে উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে পৌত্রী কন্যাদের ছয়টি অবস্থা হতে পারে যথা :-

প্রথম অবস্থা

মৃতের কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী একজন হলে সে কতটুকু সম্পদের অধিকারিনী হবে ?

উত্তর : **ইসলামধর্ম মতে :** পৌত্রী কন্যা একজন হলে অর্ধেক সম্পদ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মতে কন্যাদের অবর্তমানে পৌত্রী কন্যাগণ সমস্ত সম্পদের অর্ধেক অংশের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে পৌত্রী কন্যা বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামধর্ম যে, সন্তানহীন অবস্থায় একজন পৌত্রীকন্যাকে অর্ধেক সম্পদের মালিক বানিয়েছেন এটাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত। কারণ এখানে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকতে পারে। যেমন মৃতের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু যারা তাঁদের একই বংশের। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে এখানে সম্পূর্ণরুপে পৌত্রী কন্যাকে বঞ্চিত করেছে যা কোন যুক্তিতেই বুঝে আসে না। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে শুধুমাত্র পৌত্রীকন্যাকেই সমস্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে অন্যান্য সকল আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে মৃতের ভাই থাকতে পারে, বোন থাকতে পারে, ফুফু থাকতে পারে, চাচা থাকতে পারে। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র এক পৌত্রীকন্যাকেই সকল সম্পদের মালিক করা এটা সঠিক নয়। কারণ পৌত্রীকন্যা বিয়ে করে যখন অন্য সংসারে চলে যাবে এ সকল সম্পদের মালিকানা অন্যদিকে চলে

গেল। তাই সম্পদের কিছু নিজস্ব বংশের মধ্যে রাখার জন্য আল্লাহ কেবল কন্যাদেরকে সমস্ত সম্পদের মালিকানা প্রদান করেননি। প্রমাণিত হল ইসলামের বিধাই সর্বাধুনিক কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী একাধিক হলে তাঁরা কতটুকু সম্পদের অধিকারিনী হবেন?

উত্তর : **ইসলামধর্ম মতে :** পৌত্রী কন্যা একাধিক হলে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিকারী হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে এবং সমান অংশ গ্রহণ করবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্মের বিধান মতে পৌত্রীকন্যা দুই বা ততোধিক হলে সমস্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে কুমারী পৌত্রীকন্যা পাবে বাকিরা বঞ্চিত হবে, কুমারী পৌত্রীকন্যা না থাকলে পুত্রবতী পৌত্রীকন্যা পাবে, বাকিরা বঞ্চিত হবে। বন্ধা, পুত্রহীনা পৌত্রীকন্যা বঞ্চিত হবে। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে পৌত্রীকন্যাগণ সমস্ত সম্পদের মালিক হবে তাঁরা সমানাংশে সম্পদ নিবে। উপরোক্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামধর্ম যে, পুত্রহীন অবস্থায় দুই বা ততোধিক পৌত্রীকন্যাকে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক বানিয়েছেন এটাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত। কারণ এখানে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকতে পারে। যেমন মৃতের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু যারা তাঁদের একই বংশের। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে যেভাবে শুধু মাত্র কুমারী ও পুত্রবতী সন্তানকে অংশিদার করা হয়েছে বন্ধা ও পুত্রহীনাকে বঞ্চিত করা হয়েছে যা কোন যুক্তিতেই বুঝে আসে না। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্মে শুধু পৌত্রীকন্যাদেরকেই সমস্ত সম্পদের মালিক বানানো আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে মৃতের ভাই থাকতে পারে, বোন থাকতে পারে, ফুফু থাকতে পারে, চাচা থাকতে পারে। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র পৌত্রীকন্যাদেরকে সমস্ত সম্পদের মালিক করা এটা সঠিক নয়। কারণ পৌত্রীকন্যাগণের মাধ্যমে ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধি হয় না। বিয়ে করে যখন অন্য সংসারে চলে যাবে এ সকল সম্পদের মালিক অন্যদিকে চলে গেল। তাই সম্পদের কিছু নিজস্ব বংশের মধ্যে রাখার জন্য আল্লাহ কেবল কন্যাদেরকে সমস্ত সম্পদের মালিকানা প্রদান করেননি। বুঝাগেল ভবিষ্যতের চিন্তা কেবল আল্লাক পাক করেছেন।

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের যদি একজন কন্যা বিদ্যমান থাকে পৌত্রীরা কতটুকু অংশের অধিকারী হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : একজন কন্যা থাকে তবে পৌত্রী কন্যা $\frac{১}{৬}$ সম্পদের অধিকারী হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

মৃতের যদি একজন কন্যা থাকে তবে পৌত্রীদের উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পদের মালিক হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে কন্যা থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে। এটা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে কন্যা থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ একেবারেই বঞ্চিত হবে। কারণ তাঁরা যাবে কোথায়? কিছু না কিছু অংশ তাঁদের থাকতে হবে। তাই ইসলাম কন্যাদের থাকাবস্থায় পৌত্রীদেরকে $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক বানানো হয়েছে এটা যুক্তিযুক্ত।

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের একাধিক কন্যা থাকাবস্থায় পৌত্রীগণের অবস্থা কি হবে?

ইসলামধর্ম মতে : পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থা ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে ঐক্যমত যে, মৃতের একাধিক কন্যা থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থা

মৃতের পৌত্রীদের সাথে তাঁদের সমপর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের কোন পৌত্র থাকলে পৌত্রীদের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : কন্যাদের সম্পদ দেয়ার পর ছেলে এবং মেয়ে ২ ঃ ১ হিসেবে সম্পদ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : উভয়েই সমানাংশ পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে মৃতের পৌত্রীদের সাথে তাঁদের সমপর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের কোন পৌত্র থাকলে কন্যাদেরকে সম্পদ দেয়ার পর অর্থ্যাৎ কন্যা একজন হলে অর্ধেক, দুই বা ততোধিক হলে দুইতৃতীয়াংশ সম্পদ দেয়ার পর বাকি সম্পদ নাতি ঃ নাতিন বা ২ঃ১ হিসেবে সম্পদ গ্রহণ করবেন। এটা যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্পন্ন বন্টন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে পৌত্রীগণ সর্বাবস্থায় বঞ্চিত। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে কন্যাদেরকে সম্পদ প্রদান করার পর বাকি সম্পদ নাতি ও নাতিন উভয়েই সমানাংশে পাবে।

ষষ্ঠ অবস্থা

মৃতের পুত্র থাকাবস্থায় পৌত্রীগণ উত্তরাধিকার পাবে কি?

উত্তর : ইসলাম ধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

০৮. সহোদরা বোন

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে সহোদরা বোন উত্তরাধিকার হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচটি অবস্থা যথা :-

প্রথম অবস্থা মৃতের সহোদর ভাইয়ের অবর্তমানে সহোদরা বোন যদি একজন থাকে তবে সে কতটুকু অংশের অধিকারী হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : সহোদরা বোন একজন হলে সে সম্পদের অর্ধেক পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে অর্ধেক ভাই বোন সমানাংশে অর্ধেক পাবে।

পর্যালোচনা

মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাইয়ের অবর্তমানে সহোদরা বোন একজন থাকলে ইসলামি বিধান মোতাবিক সম্পদের অর্ধেক অংশের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মতে বঞ্চিত হবে এবং খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে বিধবা পাবে অর্ধেক বোন ও ভাই পাবে সমানাংশে অর্ধেক। খ্রিস্টানধর্মে বিধবাকে একটু বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের সহোদর ভাইয়ের অবর্তমানে সহোদর বোন দুই বা ততোধিক থাকলে তাঁরা কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : সহোদরা বোন যদি দুই বা ততোধিক হয় তবে তাঁরা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে আনুপাতিক হারে পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মোতাবিক সহোদরা বোন দুই বা ততোধিক হলে সম্পদের দুইতৃতীয়াংশ পাবে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মে বিধবার অংশ বাদ দিয়ে ভাই-বোন সমানাংশে পাবে। ইসলাম আলোচ্যাংশে বোনদেরকে দুই তৃতীয়াংশ প্রদান করার পর বাকি সম্পদ আসাবাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন যেন সম্পদ কিছুটা হলেও তাঁর বংশের মধ্যে থাকে। এটা বিজ্ঞান সম্মত ও বাস্তব সম্মত।

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের এক বা একাধিক সহোদর ভাই থাকলে সহোদরা বোন একজন বা একাধিক হলে তাঁদের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : তখন তাঁরা আসাবা হিসেবে ভাই ঃ বোন ২ ঃ ১ হিসেবে পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : ভাই-বোন সমানাংশে পাবে।

পর্যালোচনা

মৃত ব্যক্তির যদি এক বা একাধিক সহোদর ভাই থাকে তাহলে সহোদর বোন এক বা একাধিক হোক তাঁরা ২ঃ১ হিসেবে ভাই ঃবোন সম্পদ নিবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বোনগণ বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মে ভাই ও বোন সমানাংশে পাবে। এখানে একটি বিষয় স্বরণ রাখা দরকার ভাইয়ের যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে বোনদের কি সে সব দায়িত্ব রয়েছে? উত্তরে বলব- অবশ্যই না। ভাইয়ের দায়িত্ব অনেক বেশী, বোনের দায়িত্ব অনেক কম। তাই ভাইয়ের সম্পদ বেশী হওয়াটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। তাই ইসলামধর্ম ভাইকে বোনের দ্বিগুণ সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। তাই ইসলামই যে শ্রেষ্ঠ তা আবারো প্রমাণিত হল।

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের কন্যা বা পৌত্রী থাকলে সহোদরা বোনের অবস্থা কি হবে?

উত্তরঃ ইসলাম ধর্মমতে : কন্যা বা পৌত্রী থাকলে বোন আসাবা হবে। কন্যা এবং পৌত্রীর নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর বোন অবশিষ্টাংশ ভোগ করবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

ইসলামি উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবিক উপরোক্ত অবস্থায় কন্যা বা পৌত্রী থাকাবস্থায় কন্যা বা পৌত্রী তাঁদের নির্ধারিত অংশ অর্থ্যাৎ কন্যা বা পৌত্রী একজন হলে অর্ধেক, এবং কন্যা বা পৌত্রী দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ নিবার পর বাকি অংশে বোনদেরকে অবশিষ্ট ভোগী করতে হবে। অর্থ্যাৎ বাকি সম্পদের মালিক হবেন বোন। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক উপরোক্ত অবস্থায় বোনগণ বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র বা ততনিম্নের কোন পুত্র জীবিত থাকলে সহোদরা বোনের কি হবে?

ইসলামধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা: উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক সহোদরা বোনগণ বঞ্চিত হবে।

০৯. বৈমাত্রেয়া বোনদের অবস্থা

পিতা এক কিন্তু মা দুই, পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদেরকে বৈমাত্রেয়া বোন বলে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বৈমাত্রেয়া বোনদের উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সাতটি অবস্থা হতে পারে যথা :-

প্রথম অবস্থা : মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও সহোদরা বোনের অবর্তমানে যদি বৈমাত্রেয়া বোন একজন থাকে তবে সে কতটুকু অংশের অধিকারী হবে?

উত্তর: ইসলামধর্ম মতে : বৈমাত্রেয়া বোন একজন হলে সে অর্ধেক অংশ পাবে।

হিন্দুধর্মমতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্মমতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে বোন সমানাংশে অর্ধেক পাবে।

পর্যালোচনা

মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাইয়ের অবর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোন একজন থাকলে ইসলামি বিধান মোতাবিক সম্পদের অর্ধেক অংশের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মতে বঞ্চিত হবে এবং খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে বিধবা পাবে অর্ধেক বোন ও ভাই পাবে সমানাংশে অর্ধেক। খ্রিস্টানধর্মে বিধবাকে একটু বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃতের কন্যা, পৌত্রী ও সহোদরা বোনের অবর্তমানে যদি বৈমাত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক থাকে তবে তাঁরা কতটুকু অংশের অধিকারী হবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : বৈমাত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে সকলে সমানাংশে পাবে।

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম মোতাবিক বৈমাত্রেয়া দুই বা ততোধিক বোন সম্পদের দুইতৃতীয়াংশ পাবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মে বিধবার অংশ বাদ দিয়ে ভাই-বোন সমানাংশে পাবে। ইসলাম আলোচ্যাংশে বৈমাত্রেয়া বোনদেরকে দুই তৃতীয়াংশ প্রদান করার পর বাকি সম্পদ আসাবাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন যেন সম্পদ কিছুটা হলেও তাঁর বংশের মধ্যে থাকে। এটা বিজ্ঞান ও বাস্তব সম্মত।

তৃতীয় অবস্থা

মৃতের একজন সহোদরা বোন থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোন একজন থাকুক বা একাধিক থাকুক তাঁরা কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তরঃ ইসলামধর্ম মতে : মৃতের একজন সহোদরা বোন থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোন একজন থাকুক বা একাধিক থাকুক সে পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

ইসলামি উত্তরাধিকারের বিধান মতে মৃত ব্যক্তির যদি সহোদরা বোন থাকে তবে বৈমাত্রেয়া বোন একজন থাকুক বা একাধিক থাকুক সে ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয়া বোনগণ $\frac{১}{৬}$ অংশের মালিক হবে। বাকি অংশটুকু আসাবাদের জন্য রাখা হয়েছে। হিন্দু , বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে বৈমাত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে। ইসলাম ধর্মই কেবল এ ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করেছে অন্য কোন ধর্ম নয়।

চতুর্থ অবস্থা

মৃতের দুইজন বা ততোধিক সহোদরা বোন বিদ্যমান থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোন এক বা একাধিক হলে কি অবস্থা হবে?

ইসলামধর্ম মতে : সহোদরা বোন থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোন কোন সম্পদ পাবে না।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবিক বৈমাত্রেয়াগণ বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থা

মৃতের একাধিক সহোদরা বোন থাকাবস্থায়ও যদি বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তবে কি অবস্থা দাঁড়াবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : দুই বা ততোধিক সহোদরা বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোনের সঙ্গে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে সে বোনদেরকে আসাবা করে দিবে। সহোদরা বোনদেরকে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার পর যা অবশিণষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয়া ভাই বোনগন ২ ঃ ১ হিসেবে পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

মৃতের একাধিক সহোদরা বোন থাকাবস্থায়ও যদি বৈমাত্রেয়া বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে তাঁরা বঞ্চিত হবে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের বিধান মোতাবিক দুই বা ততোধিক সহোদরা বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোনের সংগে যদি বৈমাত্রেয়া ভাই থাকে, তাহলে সে বোনদেরকে আসাবা করে দিবে। সহোদরা বোনদেরকে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার পর যা অবশিণষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয়া ভাই বোনগন ২ ঃ ১ হিসেবে পাবে। উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামধর্মই কেবলমাত্র সহদোরা বোনদের সাথে বৈমাত্রেয়া বোনদেরকে সম্পদের অধিকারী করেছেন। এজন্য সহদোরা বোনদের সাথে বৈমাত্রেয়া এ ভাইকে বৈমাত্রেয়া বোনদের ভাগিনতা ভাই বলে। ইসলামই একমাত্র পুঙ্খানো রূপে ব্যক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করে।

ষষ্ঠ অবস্থা

মৃতের কন্যা বা পৌত্রী কন্যা থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোনের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয়া

বোনগণ আসাবা হবে। অর্থ্যাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণ তাঁদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে উপরোক্ত অবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোনগণ বঞ্চিত হবে। ইসলামধর্ম মতে মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ আসাবা হবে। অর্থ্যাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণ তাঁদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে। উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামই কেবলমাত্র বৈমাত্রেয়া বোনগণকে সম্পদের মালিক বানিয়েছেন।

সপ্তম অবস্থা

মৃতের পুত্র, পৌত্র ও তদনিম্নের কোন পুত্র সন্তান, পিতা, ও দাদা থাকলে সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্ম মতে উপরোক্ত অবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোনগণ বঞ্চিত হবে।

১০.বৈপিত্রেয়া বোনের অবস্থা

মা এক কিন্তু বাবা দুই, মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর সন্তানকে বৈপিত্রেয়া বোন বা ভাই বলে। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ন্যায় বৈপিত্রেয়া বোনেরও তিন অবস্থা যথা :-

প্রথম অবস্থা

বৈপিত্রেয়া বোন যদি একজন থাকে তা হলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : বৈপিত্রেয়া বোন যদি একজন থাকে তবে সে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে বিধবা অর্ধেক এবং ভাই বোন সমানাংশে অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় বৈপিত্রেয়া বোন যদি একজন থাকে তবে সে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে বৈপিত্রেয়া বোনগণ বঞ্চিত হবে। যদি বিধবা থাকে তবে ভাই–বোন সমানাংশে পারে। উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মই বৈপিত্রেয়া বোনকে সম্পদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা

বৈপিত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয়া বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে সবাই মিলে কতটুকু অংশের মালিকানা পাবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : বৈপিত্রেয়া বোন যদি দুই বা ততোধিক থাকে তবে তবে সে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি বিধবা থাকে তবে বিধবা পাবে অর্ধেক সম্পদ এবং ভাই বোন সমানাংশে অর্ধেক সম্পদ।

পর্যালোচনা

বৈপিত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয়া বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে ইসলামধর্ম মতে সবাই মিলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। হিন্দু ও খ্রিস্টানধর্মে বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মে যদি বিধবা থাকে তবে বিধবার সাথে ভাই-বোন সমানাংশে পাবে। উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মই কেবল বৈপিত্রেয়া বোনগণকে উত্তরাধিকারে অংশিদার করেছেন।

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে কিংবা পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়া বোন অংশ পাওয়া ও না পাওয়ার বিষয়টি কি?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারে বৈপিত্রেয়া বোনগণ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

১১. মা এর অবস্থা

মৃত ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে মা ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে চার অবস্থা যথা :-

প্রথম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকে অথবা যে কোন প্রকারের (সহোদরা, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা পাবেন কতটুকু?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় সে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকে অথবা যে কোন প্রকারের (সহোদরা, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে ইসলামধর্মের উত্তরাধিকার আইনের বিধান মতে মা সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক মা বঞ্চিত হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এ তিনটি ধর্মে মাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ মা তার গর্ভধারিণী। কিভাবে তা সম্ভব। অপরদিকে ইসলাম সর্বাবস্থায় মাকে উত্তরাধিকার করেছে। ইসলামই একমাত্র মানবতার ধর্ম। না জানার কারণে কতজন কতরকম স্লোগান ফুকারেন ইসলামের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রতি আহ্বান আসুন ইসলামকে জানুন, ইসলামি আইন মেনে চলুন।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউ না থাকে কিংবা তিন প্রকার ভাই-বোনের মধ্যে হতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তাহলে মাতা পাবেন কতটুকু?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় সে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : এমতাবস্থায় মা সম্পদের অধিকারীনী হবেন কারণ মা তালিকায় ১০ এবং ভাই তালিকায় ১১। মায়ের অবর্তমানে ভাই পাবেন।

বৌদ্ধধর্ম মতে : এমতাবস্থায় মা সম্পদের অধিকারীনি হবে কারণ মা তালিকায় ১০ এবং ভাই তালিকায় ১১। মায়ের অবর্তমানে ভাই পাবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : মাতা পাবেন অর্ধেক, ভাই বোন একজন হলে পাবেন অর্ধেক। একাধিক হলে আনুপাতিক হারে সকলেই সমান পাবেন।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান মতে মাতা পাবেন সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে মা সম্পদের অধিকারী হবেন। খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারের বিধানমতে মা পাবেন অর্ধেক ও ভাই-বোন একজন হলে পাবেন অর্ধেক আর ভাই-বোন একাধিক হলে সমানাংশে পাবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে মাকে কেবলমাত্র স্বত্ত্বভোগ করার অনুমোদন প্রদান করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর কেউ এটার মা কেন্দ্রীক উত্তরাধিকারী হবেন না। সম্পদ ফিরে যাবে মৃতের কোন সপিণ্ডর দিকে। ইসলাম এবং খ্রিস্টানধর্ম মাকে যে অংশ টুকু মালিক করেছে তা হচ্ছে তাঁর নিরঙ্কুশ। মা যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারে। আলোচ্যাংশে খ্রিস্টানধর্মে মাকে অর্ধেক সম্পদের মালিক এবং ইসলামধর্ম একতৃতীয়াংশের মালিক করেছেন।

তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউ যদি না থাকে কিংবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বোনও না থাকে, কিন্তু পিতা মাতা জীবিত থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির কত অংশ মা পাবেন?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় যাবিল ফুরুজদেরকে সম্পদ দেয়ার পর মা $\frac{১}{৩}$ পাবেন।

হিন্দুধর্ম মতে : পিতা সম্পদ পাবেন মাতা বঞ্চিত হবে। কারণ তালিকায় পিতা ৯ এবং মাতা ১০।

বৌদ্ধধর্ম মতে : পিতা সম্পদ পাবেন মাতা বঞ্চিত হবে। কারণ তালিকায় পিতা ৯ এবং মাতা ১০।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : স্ত্রী পাবেন অর্ধেক এবং বাবা ও মা সমানাংশে বাকি অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে।[৭২৬]

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামধর্মের বিধান মতে নির্ধারিত অংশিদারদের অংশ প্রদান করার পর মা পাবেন সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে পিতা সম্পদ পাবে কিন্তু মা বঞ্চিত হবে। কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মতে পিতা থাকাবস্থায় মা বঞ্চিত হয়। খ্রিস্টানধর্মের মতে বিধবাকে অর্ধেক সম্পদের মালিক করার পর মা ও বাবা সমানাংশে সম্পদের মালিক হবে। উপরোক্ত বিষয়টির দিকে তাকালে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলাম যে বিধান দিয়েছেন তা কতই বিজ্ঞান সম্মত। একজন মা যতটুকু সম্পদের মালিক হওয়া দরকার আল্লাহ তাঁকে ততটুকু সম্পদেরই মালিক বানিয়েছেন।

চতুর্থ অবস্থা

যদি মৃত ব্যক্তির মা, ভাই, বোন, বোনের কন্যা, বোনের নাতি থাকে তবে তাঁদের কি অবস্থা হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় যাবিল ফুরুজদেরকে সম্পদ দেয়ার পর মা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন।

হিন্দুধর্ম মতে : মা অংশ পাবেন, তবে জীবন স্বত্ব।

---

[৭২৬] উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে "জেমস হিলটন" চেয়ারম্যান, শ্যালম ফাউন্ডেশন, রোড–১৭, বাড়ী নং ১২, নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকা, খিলক্ষেত, ঢাকা। বর্তমানঠিকানাঃ বাড়ী–১২, রোডনং ৪, সেক্টর– ৭, উত্তরা, ঢাকা এর খিদমাতের উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলে তিনি উপরোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

বৌদ্ধধর্ম মতে : মা অংশ পাবেন, তবে জীবন স্বত্ত্ব।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : প্রত্যেকেই সমানাংশ পাবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামি উত্তরাধিকারের বিধান মতে যাবিল ফুরুজদের অংশ প্রদান করার পর মা $\frac{১}{৩}$ সম্পদের মালিক হবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে মা কেবলমাত্র জীবন স্বত্ত্বে মালিক হবেন। খ্রিস্টানধর্মে সকলেই সমানাংশে সম্পদের মালিক হবে। এটা মূলত বিবেকের সাথে মিল হয়না। কারণ মা, ভাই, বোন সকলেই কি দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে সমান? না সমান না। তবে সম্পদ সমান হয় কি ভাবে? ইসলাম যে যতটুকু পাওনা তাঁকে ততটুকু প্রদান করেছেন। ইসলামধর্মই একমাত্র মানব কল্যানমূলক ধর্ম।

১২. দাদী (ঠাকুরমা) ও নানীর অবস্থা (দিদিমা)

উত্তরাধিকারে অংশিদার হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে দাদী ও নানীর দুই অবস্থা যথা :

প্রথম অবস্থা

মৃত ব্যক্তির দাদী–নানী একজন হোক বা একাধিক হোক যদি তাঁরা সকলে সমস্তরের হয় ও প্রকৃত দাদী–নানী হয় তা হলে তাঁরা কতটুকু অংশ পাবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : এমতাবস্থায় যাবিল ফুরুজদেরকে সম্পদ দেয়ার পর দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

হিন্দুধর্ম মতে : যদি মা এবং বাবা না থাকে তবে দাদী পাবে নানী বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : যদি মা এবং বাবা না থাকে তবে দাদী পাবে নানী বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : যদি মা এবং বাবা না থাকে তবে আনুপাতিক হারে সমানাংশ পাবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মতে মা এবং বাবা যদি না থাকে তবে দাদী অংশ পাবে নানী বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্ম মতে মা এবং বাবা না থাকলে দাদী এবং নানী আনুপাতিক হারে অংশ পাবে। ইসলামধর্মের বিধান মোতাবিক দাদী একষষ্ঠাংশের সম্পদের মালিক হবে। উপরোক্ত অবস্থায় শুধুমাত্র

খ্রিস্টানধর্মে নানীকে অংশিদার করেছে বাকিরা নানীকে বঞ্চিত করেছে। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে দাদীকে মূল্যায়ন করেছে।

দ্বিতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির মাতা–পিতা কেউ জীবিত থাকলে দাদী–নানীর অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে : দাদী ও নানী বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : দাদী ও নানী বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : দাদী ও নানী বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : দাদী ও নানী বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে দাদী ও নানী কে বঞ্চিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থা

যদি দাদা, দাদী, নানা, নানী, খুড়া / জেঠা থাকে তবে দাদী ও নানীর অবস্থা কি হবে?

উত্তর : ইসলামধর্ম মতে দাদী পাবে $\frac{১}{৬}$, দাদা আসাবা হিসেবে বাকি সম্পদের মালিক হবেন, বাকিরা বঞ্চিত হবে।

হিন্দুধর্ম মতে : কেবলমাত্র দাদা পাবে বাকিরা বঞ্চিত হবে।

বৌদ্ধধর্ম মতে : কেবলমাত্র দাদা পাবে বাকিরা বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে : দাদা, দাদী, নানা, নানী সকলেই সমানাংশে পাবে।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান মতে দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে দাদা আসাবা হিসেবে মালিক হবে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মতে দাদা পাবে বাকি সবাই বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে দাদা, দাদী, নানা, নানী সকলেই সমানাংশে পাবে। শুধু মাত্র দাদা পাবে দাদী বঞ্চিত হবে এটা মানবাধিকার লজ্ঘন যা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের

বিধান। খ্রিস্টানধর্মে দাদা, দাদী, নানা নানী সকলেই সমান এটা সুসমবন্টন নয়। ইসলামের বিধানই একমাত্র সুসমবন্টন যা দাদী পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং দাদা অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পদ পাবে।

১৩.পুত্রের উত্তরাধিকার হওয়ার বিধান

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকারের বিধানে পুত্রে অধিকার নিয়ে আলোচ্যাংশে আলোচনা করা হবে। তাই নিম্নে উপরোক্ত চারটি ধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্রে উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

ইসলামধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্রের উত্তরাধিকার

ইসলামি শরিয়তের বিধান মোতাবিক পুত্র পিতার সম্পদের অবশিষ্ঠভোগী হিসেবে উত্তরাধিকার হবে। যাবিল ফুরুজ বা নির্দিষ্ট অংশিদারদের অংশ প্রদান করার পর যত সম্পদ আছে সব সম্পদের মালিক ছেলে বা পুত্র সন্তান। আর যদি একই সাথে ছেলে ও মেয়ে উভয় থাকে তবে এক ছেলে পাবে দুই কন্যার সমান অংশ হিসেবে অংশিদার হবে। অর্থ্যাৎ পিতা (পিতা থাকাবস্থায় দাদা ও বৈপিত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে), স্বামী/স্ত্রী, মাতা (মাতা থাকাবস্থায় দাদী বঞ্চিত, আর পুত্র থাকার কারণে পৌত্রী, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন, বৈপিত্রেয়া বোন সবাই বঞ্চিত হবে) গংদের অংশ প্রদান করার পর যত সম্পদ আছে সব সম্পদের মালিক পুত্র। পুত্র কখনো কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী/ স্ত্রীকে বঞ্চিত করে না। পুত্রের সাথে কন্যা সম্পদের অংশিদার হয় ২ ঃ ১ হিসেবে। তবে শর্ত হচ্ছে পিতা, মাতা ও স্বামী/স্ত্রী তাঁদের নির্ধারিত অংশ গ্রহণের পর পুত্র এবং কন্যাগণ সম্পদের অংশিদার হবে।

হিন্দুধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্রের উত্তরাধিকার

হিন্দুধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবিক স্বাভাবিকভাবে পুত্রই পিতার সমগ্র সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র একাধিক হলে তাঁরা সকলে মিলে আনুপাতিক হারে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায়। যে পুত্র মৃত তাঁর পুত্র বা পৌত্র তাঁর পিতার প্রতিনিধি হিসেবে উত্তরাধিকার পায়। পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র প্রত্যেকেই পিতা ও পিতার পিতার (দাদ) প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সমভাবে পিণ্ড দিবার অধিকারী তাই তাঁরা উত্তরাধিকারীত্বেও সমান অধিকারী। পুত্রের জীবিত থাকাবস্থায় পৌত্র, প্রপৌত্র যত নিম্নেরই হোক না কেন তাঁরা পিণ্ড দিতে পারে না বিধায় তাঁরা উত্তরাধিকারীত্বে অংশিদার নয়।[৭২৭] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে পুত্র জীবিত থাকাবস্থায় পিতা, মাতা,

[৭২৭] দায়ভাগ, মিতাক্ষরাসহ সকল মতপন্থিদের মতেই ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পিতার অবৈধ সন্ড্রন অর্থাৎ রক্ষিতার সন্ড্রন কোন উত্তরাধিকারীত্ব দাবি করতে পারে না। তবে সে অবৈধ সন্ড্রন পিতার ত্যাজ্যবিক্ত হতে ভরণ- পোষণ পাওয়ার অধিকারী। শূদ্রের বেলার দাসী অথবা রক্ষিতার অবৈধপুত্র বৈধ পুত্রেয় ভাগ পাওয়ার অধিকারী অর্থাৎ অবৈধ পুত্র বৈধ হলে যে অংশ পেত তার অর্ধেক পাবে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

কন্যা, ভাই সকলেই উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে বিধবার কোন অবস্থান ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৩৭ সনে সম্পত্তির উপর হিন্দু নারীর অধিকার আইন প্রবর্তিত হবার পর মৃতের বিধবা, পুত্রের বিধবা এবং পৌত্রের বিধবা জীবন স্বত্ত্ব হিসেবে উত্তরাধিকার পায়।[৭২৮]

বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্রের উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবিক স্বাভাবিকভাবে পুত্রই পিতার সমগ্র সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র একাধিক হলে তাঁরা সকলে মিলে আনুপাতিক হারে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায়। যে পুত্র মৃত তাঁর পুত্র বা পৌত্র তাঁর পিতার প্রতিনিধি হিসেবে উত্তরাধিকার পায়। পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র প্রত্যেকেই পিতা ও পিতার পিতার প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সমভাবে পিণ্ড দিবার অধিকারী তাই তাঁরা উত্তরাধিকারীত্বেও সমান অধিকারী। পুত্রের জীবিত থাকাবস্থায় পৌত্র, প্রপৌত্র যত নিম্নেরই হোক না কেন তাঁরা পিণ্ড দিতে পারে না বিধায় তাঁরা উত্তরাধিকারীত্বে অংশিদার নয়।[৭২৯] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে পুত্র জীবিত থাকাবস্থায় পিতা, মাতা, কন্যা, ভাই সকলেই উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্রের উত্তরাধিকার

খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্র সর্বাবস্থায় পিতা–মাতার সম্পদের অধিকারী হয়। কেবলমাত্র হত্যার অভিযোগ ব্যতীত পুত্রকে কখনো উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা যায় না। যদি পুত্র একজন থাকে তবে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। একাধিক হলে সমানাংশে পাবে। যদি একাধিক ছেলে ও মেয়ে থাকে তবে সকলেই সমানাংশে পাবে। পুত্র বা সন্তান থাকাবস্থায় কেবল মাত্র বিধবা সম্পদের একতৃতীয়াংশের মালিক হবে বাকি সকল আত্মীয়-স্বজন উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

পর্যালোচনা

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে পুত্রের উত্তরাধিকারের দিকে তাকালে দেখব যে, ইসলাম ধর্মে পিতা, মাতা, স্বামী, ও স্ত্রীকে কোন অবস্থাতেই উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়নি। তাঁদেরকে নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হয়েছে সর্বাবস্থায়। এক্ষেত্রে পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রীকে তাঁদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করার পর বাকি সম্পদের মালিক করা

---

[৭২৮] *হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন*, ১৯৩৭, ১৪ই এপ্রিল/১৯৩৭। ১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইন।

[৭২৯] দায়ভাগ, মিতাক্ষরাসহ সকল মতপন্থিদের মতেই ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পিতার অবৈধ সন্ড়ান অর্থাৎ রক্ষিতার সন্ড়ান কোন উত্তরাধিকারীত্ব দাবি করতে পারে না। তবে সে অবৈধ সন্ড়ান পিতার ত্যাজ্যবিক্ত হতে ভরণ- পোষণ পাওয়ার অধিকারী। শূদ্রের বেলার দাসী অথবা রক্ষিতার অবৈধপুত্র বৈধ পুত্রেয় ভাগ পাওয়ার অধিকারী অর্থাৎ অবৈধ পুত্র বৈধ হলে যে অংশ পেত তার অর্ধেক পাবে। বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল’ বুক কোম্পানী; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

হয়েছে পুত্রকে। আর যদি পুত্রের সাথে কন্যা থাকে তবে কন্যাকে ২ঃ১ হিসেবে সম্পদ প্রদান করা হয়েছে। মৃতের পিতা-মাতা হচ্ছে মৃতব্যক্তি বা সন্তানের মূল তাই সর্বাবস্থায় পিতা-মাতাকে ওয়ারিশ করা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান তথা বংশ ধারা অব্যাহত রয়েছে তাই স্বামী–স্ত্রীকে কখনো উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়নি। কন্যা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকার, কন্যাকে কোন অবস্থাতেই উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়নি। পুত্র ঃ কন্যা এক সাথে থাকলে তাদেরকে ২ঃ১ হিসেবে সম্পদের মালিক করা হয়েছে।

অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্র থাকলে কন্যা, মা, বাবা, বিধবা সবাই বঞ্চিত। কিন্তু আইনের মাধ্যমে বিধবাকে স্বত্ত্বভোগের অধিকার দেয়া হয়েছে মাত্র। যা আদৌ মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না।

খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্র ও কন্যা সমানাংশে পাবে। সন্তান (পুত্র ও কন্যা) থাকাবস্থায় পিতা, মাতা, ভাই, বোন সকলেই বঞ্চিত হবেন। কেবল মাত্র বিধবাকে একতৃতীয়াংশের মালিক করা হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে সর্বাবস্থায় মূল্যায়নের মাধ্যমে সন্তানের অধিকার যথাযথ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা অন্য কোন ধর্মে করা হয়নি। ইসলামের বিধানই যে, মানবাধিকার সম্পন্ন তা আবারো প্রমাণিত হল।

গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার পাওয়া ও না পাওয়া প্রসঙ্গে নিম্নে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

ইসলামধর্ম মতে গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার

কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে মারা যায় তাহলে গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা উত্তম। সন্তান ভূমিষ্ট হবার পূর্বেই যদি সম্পত্তি বন্টন করা হয় তাহলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- গর্ভস্থিত সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে, একজন নাকি একাধিক, জীবিত নাকি মৃত এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সম্পত্তি বন্টন করা হয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণই বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওয়ারিশগণ যদি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাহলে গর্ভস্থিত সন্তানকে এক ছেলে মনে করে তাঁর অংশ রেখে দিয়ে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে।

হিন্দুধর্ম মতে গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার

গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মে কিছুই বলা হয়নি।

বৌদ্ধধর্ম মতে গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার

গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মে কিছুই বলা হয়নি।

খ্রিস্টানধর্ম মতে গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার

খ্রিস্টানধর্মে গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিধান নেই। এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়নি। এ ব্যাপারে শ্যালম ফাউন্ডেশন, রোড–১৭, বাড়ি-১২, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, ঢাকা এর চেয়ারম্যান মিঃ জেমস হিলটনকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- এ ব্যাপারে কোন বিধান খ্রিস্টান ধর্মে নেই। তারপর ইসলাম ধর্মের বিধানটি তাঁর কাছে তুলে ধরলে তিনি গর্ভস্থিত সন্তানের বিধানটি ইসলাম ধর্মের বিধানের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।

পর্যালোচনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তাঁর বর্ণনাও প্রদান করেছেন ইসলাম। অথচ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে এর কোন আলোচনাই করা হয়নি। কারণ ইসলামের নির্দেশনা ইহ ও পরজগত সমৃদ্ধ। তাই ইসলামের নির্দেশনাই কেবল নিভূল ও সঠিক কোন সন্দেহ নেই।

নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

যাকে পুরুষ বা নারী কোনটিই স্থির করা যায় না অর্থাৎ যার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় প্রকারের লক্ষণই বিদ্যমান তাঁকে খুনছা বা হিজরা বা নপুংসক বলে। নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের নির্দেশনা ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

ইসলামধর্ম মতে নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকার

যাকে পুরুষ বা নারী কোনটিই স্থির করা যায় না অর্থাৎ যার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় প্রকারের লক্ষণই বিদ্যমান তাঁকে খুনছা বা হিজরা বা নপুংসক বলে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবির মতে প্রত্যেক খুনছা অর্থাৎ নপুংসক ব্যক্তি এক মেয়ের সমপরিমান অংশ পাবে।[৭৩০] কিন্তু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হিজরা বা নপুংসক ব্যক্তি

[৭৩০] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা–২০১০, পৃ. ১৪০। সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ, *আল কাশিফা ফি হলেণ্ডস সিরাজিয়া*, আল খায়ের প্রকাশনী, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা,প্রকাশ ২০০৮, *পৃ. ১৯৮*

যদি প্রশ্রাব করে পুরুষের মত তবে সে পুরুষ হিসেবে উত্তরাধিকার পাবে আর যদি প্রশ্রাব মহিলাদের মত করে তবে সে মেয়ে হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করবে। কেননা হযরত আলি (রা.) বলেন :-

" হযরত আব্দুল জালিল (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি থেকে যিনি বকর ইবনে ওয়ায়িল বংশ হতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আলি (রা.) এর খেদমাতে উপস্থিত হলাম, লোকজন খোনসা বা হিরজার উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিঙ্গেস করছে তাঁরা কোন জবাব দিল না। অতপর হযরত আলি (রা.) বলেন– যদি খুনসা ব্যক্তি পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রশ্রাব করে তবে তাঁকে ছেলে ধরা হবে আর যদি মহিলাঙ্গ দিয়ে প্রশ্রাব করে তবে তাঁকে মেয়ে ধরা হবে। সে অনুপাতে উত্তরাধিকার লাভ করবে" ।[৭৩১] নপুংসক ব্যক্তি যদি তাঁর মহিলার অবস্থা তাঁর মধ্যে বেশী প্রকাশ পায় তবে সে নারী হিসেবে উত্তরাধিকার পাবে আর যদি ব্যক্তির মধ্যে পুরুষের অবস্থা বেশী প্রকাশ পায় তবে সে পুরুষ হিসেবে উত্তরাধিকার নিবে।

হিন্দুধর্ম মতে নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকার

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মোতাবিক শারীরিক ও মানসিক অসমর্থতার কারণে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়। যেমন- অন্ধত্ব, বধিরত্ব, বোবা, পুরুষত্বহীন এবং দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হয় তবে ঐ সকল ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।[৭৩২]

বৌদ্ধধর্ম মতে নপুংসুক ব্যক্তির উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্ম মতে নপুংসক ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত।

খ্রিস্টানধর্ম মতে নপুংসক ব্যক্তির উত্তরাধিকার

খ্রিস্টানধর্মে নপুংসুক বা হিজরার উত্তরাধিকার পাওয়ার কোন বিধান বর্ণনা করা হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে শ্যালম ফাউন্ডেশন, রোড–১৭, বাড়ি-১২, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, ঢাকা এর চেয়ারম্যান মিঃ জেমস হিলটনকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- Hizra also son. হিজরাও সন্তান।

পর্যালোচনা

নপুংসক বা হিজরা ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে হিজরা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত। খ্রিস্টানধর্মে এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই করা হয়নি। তবে একজন পাদরী বলেছেন হিজরাও সন্তান। এতে করে তো অধিকার সাব্যস্ত হয় না। অপরদিকে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিফলন লক্ষ

---

[৭৩১] আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আল বাইহাকি, *আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, মাজলিছু দায়েরাতুল ম ায়ারেফ আননিজামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত, ১৩৪৪হিঃ খন্ড–৬, পৃ. ২৬১

[৭৩২] বাসুদেব গাঙ্গুলী, *ফারায়েজ আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

করা যায়। হিজরা ব্যক্তি যদি তাঁর আচরণ বেশীরভাগ নারীর মত হয় তবে সে এক কন্যা সন্তান হিসেবে উত্তরাধিকার পাবে আর যদি তাঁর আচরণ পুরুষের মত হয় তবে সে পুরুষ হিসেবে উত্তরাধিকার পাবে। কত চমৎকার বিধান আল্লাহ পাক বান্দার জন্য দিয়েছেন। আমাদের অজ্ঞতার কারণে আজ আমরা ইসলাম থেকে দুরে সরে নিজেদের অকল্যান ডেকে আনছি। অথচ একজন হিজরা তাঁর উত্তরাধিকারে কতটুকু অংশ পাবে তা পরিস্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের নির্দেশনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

ইসলামধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার

নিরুদ্দেশ ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে জীবিত এবং অন্যের সম্পত্তির মধ্যে মৃত। অর্থাৎ কেউ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং সেও অন্যের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বন্টন করা যাবে না এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যে সমস্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে সে সকল সম্পত্তিও বন্টন করা হতে বিরত থাকতে হবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির খোঁজ পাবার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। তবে সম্পত্তি বন্টন করার পর যদি সে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত হয় তাহলে তাঁর যে সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল তা যথাযথ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সেও যে সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ছিল তা বন্টন হয়ে থাকলে সে সকল বন্টনকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে পুনরায় বন্টন করে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে তাঁর ন্যায্য অংশ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত নির্দেশনাটি প্রনিধানযোগ্য

أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا

অর্থ: নিশ্চয়ই হযরত ওমর ও ওসমান (রা.) নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে এ নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর স্ত্রী থেকে চার বছর পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকে তবে তাঁর সম্পদ বন্টন করা যাবে। এবং স্ত্রী অন্যত্র বিবাহের ক্ষেত্রে চারমাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[৭৩৩]

হিন্দুধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার

হিন্দুধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি।

---

[৭৩৩] আব্দুর রাজ্জাক, *মুসান্নেফে আব্দুর রাজ্জাক*, মাকতাবাতুল ইসলামি বইর‍ুত, লেবানন, ১৪০৩হিঃ খন্ড.৭, পৃ. ৮৫

বৌদ্ধধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি।

খ্রিস্টানধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার

খ্রিস্টানধর্মে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি। জেমস হিলটন বলেন, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই। তবে একান্তই অপারগ হয়ে যায় তবে কোর্টের অনুমতি নিতে হবে।

পর্যালোচনা

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের কোন নির্দেশনা নেই। এতেই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্ম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নয়। এটা যদি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হত তাহলে এর মধ্যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান থাকতো। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তাই নিরুদ্দেশ ব্যক্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এতে। ইসলাম একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম বা পরিপূর্ণ জীবন বিধান তা আবারো প্রমাণিত হল।

জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

যিনা বা ব্যভিচারের মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে সেটাকে জারজ বা অবৈধ সন্তান বলে। জারজ বা অবৈধ সন্তানের উত্তরাধিকারের বিষয়ে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

ইসলামধর্মে জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার

যিনা অর্থাৎ ব্যভিচার করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে এবং যিনাকারী ও যিনাকারিণীর কঠোর শাস্তির বিধানও পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যিনার মাধ্যমে যে সন্তান (জারজ সন্তান) জন্মলাভ করে, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে তাঁর অধিকারকেও খর্ব করা হয়নি। জারজ সন্তান যেহেতু পিতৃপরিচয় লাভ করতে পারে না, সেহেতু জারজ সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, পূর্ব বর্ণিত হারে তাঁরা নিজ মাতা ও তাঁদের আত্নীয়গণের ওয়ারিশ হবে। পিতার অংশের প্রসঙ্গ তাঁর নাই।[৭৩৪]

[৭৩৪] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা–২০১০, পৃ. ১৪৪; *মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী*, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, ১১১

হিন্দুধর্মে জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার

হিন্দুধর্ম মতে জারজ পুত্র পিতার ওয়ারিশ হবে।[৭৩৫]

বৌদ্ধধর্মে জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্মে জারজ পুত্র পিতার ওয়ারিশ হবে।

খ্রিস্টানধর্ম মতে জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার

খ্রিস্টানধর্ম মতে শুধুমাত্র মায়ের উত্তরাধিকারী হবে।[৭৩৬]

পর্যালোচনা

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে জারজদেরকে পিতার উত্তরাধিকার করা হয়েছে কিন্তু খ্রিস্টান ও ইসলামধর্ম মতে যেহেতু সে অবৈধ বা জারজ সন্তান তাঁর পিতৃ পরিচয় নেই। মায়ের পরিচয় রয়েছে সেহেতু সে শুধু মাত্র মায়ের উত্তরাধিকার পাবে বাবার উত্তরাধিকার পাবে না।

দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকার

নিকটাত্নীয় এবং পরস্পরের উত্তরাধিকারী এমন একাধিক ব্যক্তি যদি একই দুর্ঘটনায় (যেমন আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, বাস-ট্রাক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) এক সাথে মারা যায় এবং কে কার পূর্বে মারা গিয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তাহলে তাঁদের সম্পদ বন্টনের বিষয়ে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান আলোচনা করা হবে।

ইসলামধর্মে দুঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের উত্তরাধিকার

নিকটাত্নীয় এবং পরস্পরের উত্তরাধিকারী এমন একাধিক ব্যক্তি যদি একই দুর্ঘটনায় (যেমন আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, বাস-ট্রাক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) এক সাথে মারা যায় এবং কে কার পূর্বে মারা গিয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়,

---

[৭৩৫] বাসুদেব গাঙ্গুলী, ৩২৭পৃ.

[৭৩৬] জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, শ্যালোম ফাউন্ডেশন,ঢাকা- ২০১১, পৃ.৪৩

তাহলে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। মৃত ব্যক্তিগণ একই সাথে এবং একই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য হবে এবং মৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে না।[৭৩৭]

হিন্দুধর্মে দুঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকার

একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে হিন্দুধর্মে কিছুই বলা হয়নি।

বৌদ্ধধর্মে দুঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের উত্তরাধিকার

একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বৌদ্ধধর্মে কিছুই বলা হয়নি।

খ্রিস্টানধর্মে দুঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের উত্তরাধিকার

একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মে কিছুই বলা হয়নি।

পর্যালোচনা

নিকটাত্মীয় এবং পরস্পরের উত্তরাধিকারী এমন একাধিক ব্যক্তি যদি একই দুর্ঘটনায় (যেমন আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, বাস-ট্রাক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) এক সাথে মারা যায় এবং কে কার পূর্বে মারা গিয়েছে তা নিণর্য় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। মৃত ব্যক্তিগণ একই সাথে এবং একই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য হবে এবং মৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে না। এটা ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনাই প্রদান করা হয় নাই। তাই আবারও প্রমাণিত হল যে, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

কয়েদির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

যদি কোন ব্যক্তি বিধর্মীদের কারাগারে (কয়েদখানায়) বন্দী থাকে অর্থ্যাৎ মুসলিম অমুসলিমদের কয়েদ খানায় এবং অমুসলিম মুসলিমদের কয়েদখানায় বন্দী থাকে তাহলে তাঁর সম্পদ বন্টন করার বিধান নিম্নে আলোচনা করা হল :

ইসলামধর্ম মতে কয়েদির উত্তরাধিকার

যদি কোন মুসলমান অমুসলিম দেশের কারাগারে (কয়েদখানায়) বন্দী থাকে, তাহলে তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত ইজমালি সম্পত্তিতে তাঁর নির্ধারিত অংশ আলাদা করে রাখতে হবে। এছাড়া সে নিজের অর্জিত যে সম্পত্তি রেখে

[৭৩৭] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা–২০১০, পৃ. ১৪৩। মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে* নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত, ১১১

গিয়েছিল তাও তাঁর ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কয়েদি পুরুষ হোক বা নারী। সে যদি জীবিত ফিরে না আসে তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর প্রাপ্য অংশ এব নিজের অর্জিত সমুদয় সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) গণের মধ্যে বন্টন করা হবে। [৭৩৮]

হযরত সুরাইহ (রা.) শত্রুদের কয়েদ খানায় বন্ধী ছিলেন, তখন তাঁদের মিরাস বন্টন চলছিল। এবং ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ অনুমতি দিল বন্ধীদের অছিয়ত পূরণ করার জন্য যেহেতু তাঁরা তাঁদের দ্বীন পরিবর্তন করে নাই আল্লাহ যা চাহেন তা ই হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (স.) বলেন যে বন্ধী মাল সম্পদ রেখে গেল তা তাঁর পরিবার পরিবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ রেখে গেল ইয়াতিম রেখে গেল তাঁর দায়িত্ব আমার উপর।[৭৩৯]

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যুদ্ধে যদি কোন যুদ্ধা বন্ধী হয়, বন্ধীদের নিরাপত্তার জন্য যদি কোন চুক্তি থাকে তবে চুক্তি অনুযায়ী হিসেব হবে। তাঁকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষের মর্যাদা দিতে হবে সর্ব ক্ষেত্রে। আর যদি বন্ধীদেরকে হত্যার ব্যাপারে কোন চুক্তি হয়ে থাকে তখন তাঁকে নিরাপদ ধরা যাবে না। তখন তাঁদেরকে যুদ্ধ বন্ধী হিসেবেই তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [৭৪০]

হিন্দুধর্ম মতে কয়েদিদের উত্তরাধিকার

হিন্দুধর্মে কয়েদিদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়নি।

বৌদ্ধধর্মে কয়েদিদের উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্মে কয়েদিদের উত্তরাধিকার নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি।

খ্রিস্টানধর্ম মতে কয়েদিদের উত্তরাধিকার

খ্রিস্টানধর্মে কয়েদিদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয়নি তবে তাঁদের বঞ্চিত করা যাবে না।[৭৪১]

পর্যালোচনা

ইসলামধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে কয়েদিদের বিধান সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। ব্যক্তিগত মতামতও অনেকে প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই তবে তাঁদেরকে বঞ্চিত করা

---

[৭৩৮] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট-১৯২৫*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০১০, পৃ. ১৪৪; মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, ১১১

[৭৩৯] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বুখারী, *সহিহুল বুখারি*, কুরআন মাজিদ ও ইসলামি কুতুব প্রকাশক, সাহারানপুর, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, ১৯৮৫, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০০০

[৭৪০] আল মাউসুয়াতুর ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যা, *অযারাতুল আওকাফ অশশুউনুল ইসলামিয়া কুয়েত*, কুয়েত, ১৪২৭ হিজরী, খন্ড.৪, পৃ. ১৫২

[৭৪১] জেমস হিলটন, চেয়ারম্যান, শ্যালোম ফাউন্ডেশন, প্রাগুক্ত

যাবে না। অপরদিকে ইসলামধর্ম বলেছে, যদি কোন মুসলমান অমুসলিম দেশের কারাগারে (কয়েদখানায়) বন্দী থাকে, তাহলে তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত ইজমালি সম্পত্তিতে তাঁর নির্ধারিত অংশ আলাদা করে রাখতে হবে। এছাড়া সে নিজের অর্জিত যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তাও তাঁর ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কয়েদি পুরুষ হোক বা নারী। সে যদি জীবিত ফিরে না আসে তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর প্রাপ্য অংশ এব নিজের অর্জিত সমুদয় সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) গণের মধ্যে বন্টন করা হবে। ইসলামের বিধান কতই সুন্দর তা আবারো প্রমাণিত হল।

ধর্মদ্রোহীদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

কোন লোক যদি তাঁর নিজের ধর্মকে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে বা যে কোন ধর্মের ব্যাপারে আস্থাহীন হয়ে যায় তাহলে তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলা হয়। এ ধর্মদ্রোহীর উত্তরাধিকারের বিষয়ে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান নিম্নরুপ :

ইসলামধর্মের বিধান মোতাবিক ধর্মদ্রোহীর উত্তরাধিকার

কোন মুসলামান যদি ইসলামধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাঁকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী বলা হয়। মুরতাদের দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড এবং পরকালে তাঁরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর দ্বিন হতে (ইসলাম হতে) দুরে সরে যায় এবং এ কুফরি অবস্থায় মুত্যু বরণ করে সে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই ধ্বংস হল। এবং তাঁরা চিরস্থায়ী জাহান্নামি।[৭৪২]

মুরতাদ তাঁর মুসলমান আত্নীয়গণের ওয়ারিশ হবে না এবং মুসলমান থাকাবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা তাঁর মুসলমান ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। মুরতাদ মুসলিমের উত্তরাধিকারে সম্পদ পাবে না। কারণ আল্লাহর রাসুল (স.) বলেন,

হযরত উসামা এবং তাঁর বাবা যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন নিশ্চয়ই রাসুল (স.) বলেছেন– কোন মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকার হতে পারবে না এবং কোন কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকার হতে পারবেনা।[৭৪৩]

আর মুরতাদ অবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা 'বায়তুল মাল'-এ জমা করা হবে।[৭৪৪]

---

[৭৪২] আলকুরআন ২ ঃ ২১৭

[৭৪৩] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, কুরআন মাজিদ ও ইসলামি কুতুব প্রকাশক, সাহারানপুর, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, ১৯৮৫, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০০১

[৭৪৪] অধ্যাপক এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান, *ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট–১৯২৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩; মাওলানা ফজলুর রহামান আশরাফী, *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে* নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত, ১১২

হিন্দুধর্ম মতে ধর্মদ্রোহীর উত্তরাধিকার

হিন্দুধর্ম মতে ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। [৭৪৫]

বৌদ্ধধর্ম মতে ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্ম মতে ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

খ্রিস্টানধর্মে ধর্মদ্রোহীর উত্তরাধিকার

উত্তর : বঞ্চিত হবে না। সম্পত্তিও পাবে পাশাপাশি দায়-দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে।[৭৪৬]

পর্যালোচনা

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধধর্মে মোটামোটি ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। অপরদিকে খ্রিস্টানধর্ম মতে ধর্মদ্রোহী উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। উত্তরাধিকার পাবে পাশাপাশি একজন উত্তরাধিকারের যে সকল দায়-দায়িত্ব আছে তাকে তা বহন করতে হবে।

দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার

দত্তর পুত্রের উত্তরাধিকার নিয়ে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান আলোচনা করা হল।

ইসলামধর্মে দত্তকপুত্র প্রসঙ্গ

ইসলামধর্মে দত্তক পুত্রের কোন বিধানই নেই। পালক পুত্রের বিধান রয়েছে। লালন পালনের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদি মায়ের দুধ পান করে তবে তাঁর সাথে অন্যান্যদের পর্দা ফরজ নয়। দুধ পান না করলে পর্দা ফরজ। অপরদিকে পালক পুত্র উইল ব্যতীত সম্পদের মালিক হয় না।

হিন্দুধর্মে দত্তকপুত্র প্রসঙ্গ

হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে কোন হিন্দু তাঁর পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারে। দত্তক পুত্র আপন পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়, যদি তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকে। দত্তকে গ্রহণ করার পর যদি দত্তকি পিতার স্বাভাবিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দত্তক পুত্র দত্তকি ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হবে।

---

[৭৪৫] শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ড়বাগীশ ভট্রাচার্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়্রমণিঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

[৭৪৬] জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, শ্যালোম ফাউন্ডেশন, ঢাকা:২০১১, পৃ. ২৪

বৌদ্ধধর্মে দত্তকপুত্র

বৌদ্ধ আইনের বিধান অনুসারে কোন বৌদ্ধ তাঁর পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারে। দত্তকপুত্র আপন পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়, যদি তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকে। দত্তকে গ্রহণ করার পর যদি দত্তকি পিতার স্বাভাবিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দত্তকপুত্র দত্তকি ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হবে।

খ্রিস্টানধর্মে দত্তক পুত্রের বিধান

খ্রিস্টানধর্ম মতে পোষ্যপুত্র কেবল মাত্র উইলের মাধ্যমে সম্পদ পাবে। উইল কারীর ইচ্ছেমত উইল করতে পারে।[৭৪৭]

পর্যালোচনা

দত্তকপুত্রের বিধান কেবল হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে রয়েছে। ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মে এর বিধান নেই। পালিত পুত্রের বিধান রয়েছে যা কেবলমাত্র পারলৌকিক লাভের জন্যই করা হয়ে থাকে।

পুনর্বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী স্বামীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

একজন নারী যদি বিধবা হয়ে অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে সে তাঁর প্রথম স্বামীর উত্তরাধিকারে সম্পদশালী হবে কি না? এ প্রসঙ্গে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

ইসলামধর্ম মতে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ নারীর উত্তরাধিকার

স্বামীর ইন্তেকালের পর যদি স্ত্রী পূনর্বিবাহ করে তবে তাঁর প্রথম স্বামী উত্তরাধিকার হতে সে বঞ্চিত হবে না।

হিন্দুধর্মমতে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ নারীর উত্তরাধিকার

হিন্দু শাস্ত্রমতে একজন বিবাহিতা হিন্দু নারী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বিধবা স্ত্রী যদি পুন:রায় বিবাহ করে, তবে সে তাঁর পূর্বমৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে এবং ধরে লওয়া হবে যে সে স্ত্রীলোকটির তাঁর মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসাবে আর বেঁচে নাই।

[৭৪৭] জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, শ্যালোম ফাউন্ডেশন,ঢাকা– ২০১১, পৃ.৪৩

বৌদ্ধধর্ম মতে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ নারীর উত্তরাধিকার

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে একজন বিবাহিতা বৌদ্ধ নারী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বিধবা স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে তাঁর পূর্বমৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে এবং ধরে লওয়া হবে যে সে স্ত্রীলোকটির তাঁর মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসাবে আর বেঁচে নাই।

খ্রিস্টানধর্ম মতে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ নারীর উত্তরাধিকার

খ্রিস্টান আইনে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে না।

পর্যালোচনা

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মতে বিধবা পুনবিবাহ করলে প্রথম স্বামীর উত্তরাধিকার হবে না। কিন্তু ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্ম মতে তাঁদের উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার বাঁধা হবে না।

হত্যাকারীর উত্তরাধিকার

হত্যাকারীর জন্য নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

ইসলামধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারীর উত্তরাধিকার

ইসলামধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারী নিহত ব্যাক্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত। যদি ভূলবশত বা এমন হত্যা হয় যার উপর কিসাস বা কাফফারা ওয়াজিন নয় সে হত্যার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ.

অর্থঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হতে বর্ণিত তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন "হত্যাকারী উত্তরাধিকার হতে পারে না"[৭৪৮]

হিন্দুধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারীর উত্তরাধিকার

[৭৪৮] আবু আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল কুযাইবিনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাকতাবাতু আবিল মায়াতি, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদিআরব, তা.বি, ৪ খন্ড, পৃ. ৩৭

হিন্দুধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারী নিহতের সম্পদে উত্তরাধিকার হবে না।[৭৪৯]

বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারীর উত্তরাধিকার

বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারী নিহতের উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

খ্রিস্টানধর্মের বিধান মোতাবিক হত্যাকারীর উত্তরাধিকার

হত্যাকারী নিহতের সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে।[৭৫০]

পর্যালোচনা

ইসলাম, হিন্দু , বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্ম এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছে যে, হত্যাকারী নিহতের সম্পদের অংশিদার হতে পারে না। অতএব সকলকেই এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনক্রমেই এ জঘন্য অপরাধ কারো দ্বারা সংঘটিত না হয়।

ইসলাম , হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাদিকারের সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে বাবা কখনো বঞ্চিত হয় না কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের উত্তরাধিকার আইন মোতাবিক সন্তান বা তদনিম্ন ওয়ারিশ থাকাবস্থায় পিতা বঞ্চিত হন। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান বা তদনিম্ন কেউ জীবিত না থাকে তবে সব ধর্মে পিতা সম্পদের মালিক হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির বিধবা থাকে তবে ইসলামধর্ম মতে বিধবা একচতুর্থ্যাংশ সম্পদের মালিক হবে পিতা আসাবা হিসেবে বাকি সম্পদের মালিক হবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবিক বিধবা সমস্ত সম্পত্তির জীবন স্বত্ত্বে মালিক হবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর পিতা সম্পদের মালিক হবেন। আর খ্রিস্টানধর্ম মতে বিধবা পাবে অর্ধেক পিতা পাবেন অর্ধেক।

দাদার ক্ষেত্রে ইসলামধর্মের বিধান হচ্ছে যদি মৃতের পিতা না থাকে সন্তান থাকে তবে দাদা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, এবং সন্তান সন্তুতি না থাকে তবে আসাবাও হবে। অপরদিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে সন্তান সন্তুতি থাকুক আর না ই থাকুক দাদা সর্বাবস্থায় বঞ্চিত হবে। কিন্তু যদি সন্তান, নাতি, নাতিন, খুড়া ইত্যাদি কেউ না থাকে তবে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মতে দাদা সম্পদের মালিক হবে দাদী বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্ম মতে দাদা-দাদী সমানাংশে

---

[৭৪৯] শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ড়বাগীশ ভট্টাচার্যেণ, *স্মৃতিচিন্ড়মণি*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা–৯, প্রকাশ-২০০৯: পৃ.৩৬৯

[৭৫০] জেমস হিলটন, *আইন সহায়িকা*, শ্যালোম ফাউন্ডেশন,ঢাকা– ২০১১, পৃ.৪৮

পাবে। ইসলামধর্মের বিধান অনুযায়ী যদি বৈপিত্রেয় ভাই বোন এক জন হয় তবে সম্পদের একষষ্ঠাংশ পাবে, দুই বা ততোধিক হলে এক তৃতীয়াংশ পাবে কিন্তু সন্তান সন্ততি, পিতা-দাদা জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবিক বৈপিত্রেয় ভাই সর্বাবস্থায় বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টান ধর্মমতে বৈপিত্রেয় ভাই বোন একজন হোক বা একাধিক হোক সকলেই সমানাংশে পাবে। পিতা- দাদা, সন্তান সন্ততি থাকাবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে সর্বাবস্থায় বঞ্চিত হবে।

স্ত্রীর যদি সন্তান থাকে তবে ইসলামধর্মের বিধান অনুযায়ী স্বামী পাবে একচতুর্থ্যাংশ, সন্তান না থাকলে পাবে অর্ধেক, সন্তান সন্ততি পিতা-মাতা কেউ না থাকলে স্বামী সমস্ত সম্পদের মালিক হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মতে সর্বাবস্থায় স্বামী সমস্ত সম্পদের মালিক হবে। খ্রিস্টানধর্ম মতে পিতা থাকলে স্বামী অর্ধেক, সন্তান থাকলে স্বামী এক তৃতীয়াংশ, কেউ না থাকলে স্বামী সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

স্বামীর যদি সন্তান সন্তুতি না থাকে তবে ইসলামধর্মের বিধান মতে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থ্যাংশ, সন্তান থাকলে পাবে এক অষ্ঠমাংশ, কেউ না থাকলে একচতুর্থ্যাংশ পাবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে যতটুকুই পাবে শুধুমাত্র জীবন স্বত্ত্বে পাবে। খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে অন্যান্য আত্মীয় থাকলে স্ত্রী পাবেন অর্ধেক, সন্তান থাকলে পাবেন এক তৃতীয়াংশ, কেউ না থাকলে সমস্ত সম্পদের মালিক হবে।

মৃতের যদি কন্যা একজন হয় ইসলাম ধর্মের বিধান মোতাবিক অর্ধেক সম্পদের মালিক হবেন, দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হবে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মোতাবেক পুত্র থাকলে বঞ্চিত হবে, পুত্র না থাকলে কুমারী কন্যা পাবে, কুমারী না থাকলে পুতবতী কন্যা পাবেন, পুত্রহীন ও বন্ধা সর্বদা বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মের মতে কন্যা একজন থাকলে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে, পুত্র ও কন্যা একত্রে থাকলে পুত্র কন্যা সমানাংশে পাবে। পৌত্রী কন্যার বিধান প্রায় কন্যার মতই তবে কন্যা থাকাবস্থায় তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

সহদোরা ভাইয়ের অবর্তমানে ইসলামধর্মের বিধান মতে সহোদর বোন একজন হলে অর্ধেক, একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হবে, পিতা, সন্তান কেউ থাকলে বঞ্চিত হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান মতে সর্বাবস্থায় সহোদর বোন বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে বিধবা থাকলে ভাই-বোন সমানাংশে পাবে। কন্যা, পুত, পিতা কেউ থাকলে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্রেয় বোনও বৈপিত্রেয় বোনদের প্রায় একই বিধান।

দাদী ও নানী একজন হোক বা একাধিক হোক যদি তাঁরা সমস্তরের হয় তবে ইসলামধর্মের বিধান মতে যাবিল ফুরুজদের অংশ প্রদান করার পর দাদী পাবে এক ষষ্ঠাংশ। যদি পিতা-মাতা কেউ থাকে তবে দাদী- নানী বঞ্চিত হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান অনুযায়ী দাদী পাবে নানী বঞ্চিত হবে। খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে দাদী-নানী আনুপাতিক হারে পাবে।

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পিতা, মাতা, স্ত্রী / স্বামীর নির্ধারিত অংশ প্রদান করার পর পুত্র এবং কন্যা ২ঃ১ হিসেবে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদের মালিক হবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিধান অনুযায়ী পুত্রের উপস্থিতিতে বাকি সকল আত্নীয় স্বজন বঞ্চিত হবে। বিধবা কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাবেন। পুত্রের বিধবাগণ পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদ গ্রহণ করবে। খ্রিস্টানধর্মের বিধান মতে পুত্র ও কন্যা থাকাবস্থায় তাঁরা সকল সম্পদের মালিক হবেন। বিধবা থাকলে আনুপাতিক হারে সম্পদ পাবে। কন্যা না থাকলে পুত্রই সকল সম্পদের মালিক হবে। উপরোক্ত সার্বিক বিষয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম যে, নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল। উত্তরাধিকারের সার্বিক খুটি নাটি বিষয় গুলো নিয়ে ইসলামই একমাত্র বিশ্লেষণ করেছে অন্য কোন ধর্মে তা করেননি। গর্ভস্থিত সন্তানের নির্দেশনা, হিজরার উত্তরাধিকার, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির বিধান, অবৈধ সন্তানের অংশিদার হওয়ার পদ্ধতি, দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণ কারীদের পারস্পরিক অংশ প্রাপ্তি, কয়েদী ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয় ও বর্জণীয়, ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিধান, পুনর্বিবাহের কারণে উত্তরাধিকারের বিষয়, হত্যাকারী নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ সার্বিক বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে ইসলামধর্মের উত্তরাধিকার বিধানে। এতে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মই একমাত্র পরিপুর্ণ জীবন বিধান। তাই ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরাধিকার আইন : সার্বিক পর্যালোচনা ও কতিপয় সুপারিশ

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরাধিকার আইন : সার্বিক পর্যালোচনা ও কতিপয় সুপারিশ

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মনোনিত একমাত্র ধর্ম। তাই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলাম ধর্মের বিকল্প নেই। এজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) এর আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিটি আদেশ এক একটি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য পালনীয়, অলঙ্ঘনীয়। ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইকামাতে দ্বীন, দাওয়াতে দ্বীন, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, বিদ্যার্জন, পিতামাতার সেবা, হালাল জীবিকা উপার্জন যেমন ফরজ, আল্লাহর বিধানানুযায়ী উত্তরাধিকার বন্টন করাও তেমন ফরজ। আল্লাহর আদেশ দুই ভাগে বিভক্ত যথা:

০১. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক। ০২. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর হক, আল্লাহ যে কোন সময় তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু উত্তরাধিকার বান্দার হক যা আল্লাহ মাফ করবেন না।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো অবস্থা, অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে প্রত্যেকটির নির্ভুল ও সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। কারণ ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স.) প্রদর্শিত। যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, তিনি আল্লাহ সেহেতু তিনি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, এখনো আছেন ভবিষ্যতেও থাকবেন, এ পৃথিবী সৃষ্টিও করেছেন, কখন কোথায় কি হবে, না হবে পূর্বাপর সব কিছুই তিনি অবগত আছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে সেহেতু সর্বক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনাই একমাত্র নির্ভুল ও সঠিক হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স.) প্রদর্শিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীই সুসমবন্টন। কাকে কোন অবস্থায় কতটুকু অংশ প্রদান করলে বান্দার জন্য মঙ্গল হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশই বান্দার জন্য সঠিক প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

অর্থ: পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা কম হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[৭৫১] আল্লাহ পাক আরো বলেন,

---

[৭৫১] আল-কুরআন ৪ : ৭

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

অর্থ: আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।[৭৫২]

ঋণ যেহেতু বান্দার হক যা আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন না এবং মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ করা আবশ্যক সেহেতু মৃত ব্যক্তির সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করার পূর্বে ঋণ ও অছিয়ত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থ: মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পুরণ ও ঋণ আদায় করার পর তোমরা মৃত্যের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিবে। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মাঝে কে তোমাদের উপকার সাধনে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা অবগত নও। (মনেরেখ !) এটি আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।[৭৫৩] আল্লাহ পাক বলেন,

يستفتونك قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

অর্থ: (হে নবি !) লোকজন আপনাকে উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি তাঁদেরকে বলেদিন ! আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির (উত্তরাধিকার) সম্বন্ধে ব্যবস্থা বলে দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তাঁর কোন একজন বোন থাকে তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক অংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি (বোন মারা যায়) এবং তাঁর কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয় তাঁরা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাইবোন উভয় থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ তা'য়ালা (তাঁর বিধান) তোমাদের জন্য পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে পূর্ণ অবগত।[৭৫৪] আল্লাহ পাক বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ

[৭৫২] আল-কুরআন ৪ ঃ ৩৩

[৭৫৩] আল-কুরআন ৪ ঃ ১১

[৭৫৪] আল-কুরআন ৪ ঃ ১৭৬

অর্থ: (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত) এ নির্দেশাবলী আল্লাহর বিধান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এর পূর্ণ আনুগত্য করবে আল্লাহ তাঁকে এমন বেহেস্ত সমুহে প্রবেশ করাবেন , যার তলদেশে ঝর্ণাসমুহ প্রবাহিত থাকবে। তাঁরা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা ।[৭৫৫] আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) কথা অমান্য করবে এবং তাঁর বিধান লজ্ঘন করবে আল্লাহ তাঁকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে এবং তাঁর এরুপ শাস্তি হবে যাতে লাঞ্চনাও রয়েছে।[৭৫৬] উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাম ইবনে কাসির বলেন,

هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته

অর্থ: মনে রাখবে! এটা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা, সাবধান! তা লজ্ঘন করবে না, এবং অতিক্রম করবে না। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করবে' উত্তরাধিকার আইনের বিষয়ে। কোন প্রকার কৌশল বা উসিলায় একজনকে কম দিবে না অপরজন বেশীও দিবে না বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ ও বন্টন যথাযথ ভাবে তাঁদের কাছে বুঝিয়ে দিবে।[৭৫৭]

যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করে বা সীমা লজ্ঘন করে, আল্লাহ পাকের নিয়মের বিরোধিতা করে ও বন্টন পদ্ধতিকে অযৌক্তিক বলার প্রয়াস পায়, তাঁরা অনন্তকাল অপমান জনক ও বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অতিবাহিত করে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل أهل الخير سبعين سَنَةً، فإذا أَوْصَى حَافَ في وصيته، فيختم بشر عمله، فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة". قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله: عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে সত্তর বছর পূণ্যের কাজ করে, কিন্তু সে যদি (জীবন সায়াহ্নে) অন্যায় ও অসংগত অসিয়ত করে তবে তাঁর মন্দ পরিণতি হবে। ফলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি সত্তর বছর অন্যায় ও পাপে লিপ্ত থাকে, কিন্তু সে যদি অসিয়তে ন্যায় ও সততা অবলম্বন করে, তবে

---

[৭৫৫] আল-কুরআন ৪ ঃ ১৩

[৭৫৬] আল–কুরআন ৪ ঃ ১৪

[৭৫৭] আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছির, *তাফসিরে ইবনে কাছির*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ:১৯৯০, পৃ.৭২৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পরিণতি ভাল হবে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার পাবে। রাবি বলেন- আবু হুরায়রা বলেছেন- যদি তোমাদের মনে চায় তবে আল্লাহর বাণী **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ** হতে **عَذَابٌ مُهِينٌ** পর্যন্ত তেলাওয়াত করে নাও।[৭৫৮] অপর একটি বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে,

أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضَارَان في الوصية، فتجب لهما النار" وقال: قرأ عليّ أبو هريرة من هاهنا: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حتى بلغ: وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: রাসুল (স.) বলেছেন, কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা যদি ষাট বছর একাধারে পূণ্যের কাজ করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় যদি সে অন্যায়ভাবে অসিয়ত করে যায়, তবে তাঁদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) হাদিসটি বলে কুরআনের **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ** হতে **ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ** পর্যন্ত পাঠ করেন।[৭৫৯]

উপরোক্ত আয়াতে কারিমা ও হাদিসগুলোর দিকে যদি তাকাই তবে দেখব আল্লাহ তা'য়ালা উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান তিনি নিজেই দিয়েছেন এবং বলেছেন আমি যে বিধান শিখিয়েছি এটাই চুড়ান্ত, যে ব্যক্তি এ বিধান মেনে চলবে সে জান্নাতে যাবে আর যে মেনে চলবে না সে জাহান্নামে যাবে। কত কঠিন হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে উত্তরাধিকারের বিষয়ে, এটা ভেবে দেখা দরকার। অতএব বুঝা যায়, যারা আল্লাহর মিরাস আইন পরিবর্তন করে অথবা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অন্যান্য যেসমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন, সে গুলো ভেঙ্গে ফেলে, তাঁদের জন্য এ আয়াতে চিরন্তন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এ দিক দিয়ে এটি একটি অত্যন্ত ভিতি সৃষ্টি কারী আয়াত। কিন্তু বড়ই আফসোস! এমন মারাত্মক ভীতি প্রদর্শনের পরও মুসলমানগণ পুরোপুরি ইয়াহুদিদের কায়দায় আল্লাহর আইনের পরিবর্তন সাধন করেছে। এবং তার সীমা রেখা ভেঙ্গে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ মিরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করা হয়েছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। কোথাও মেয়েদেরকে মিরাস থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, কোথাও কেবলমাত্র বড় ছেলেকে মিরাসের হকদার গণ্য করা হয়েছে, কোথাও কুরআন নির্ধারিত মিরাজ বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে পরিহার করে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও মেয়েদের ও পুরুষদের অংশ সমান করে দেয়া হয়েছে। আর বর্তমানে এসব পুরাতন বিদ্রোহের সাথে নতুন আরেকটি বিদ্রোহ যোগ হয়েছে, সেটি হচ্ছে- মুসলিম রাষ্ট্রে প্রাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে মৃত্যুকর প্রবর্তণ করা হচ্ছে। এর অর্থ হচেছ- রাষ্ট্র এবং সরকারও মৃতের একজন ওয়ারিশ। তাঁর অংশ নির্ধারণ করতে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ভুলে গেছেন। অথচ ইসলামি নীতির ভিত্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে পৌছার একটাই মাত্র পথ, আর তা হচ্ছে মৃতের যদি কোন নিকটতম বা দুরতম আত্মীয় না থাকে। তাহলে তাঁর যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের বায়তুল মালে দাখিল হবে। অথবা মৃত

[৭৫৮] আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছির, *তাফসিরে ইবনে কাছির*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ:১৯৯০, পৃ.৭২৬

[759] আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছির, *তাফসিরে ইবনে কাছির*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ:১৯৯০, পৃ.৭২৬–৭২৭

ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তির একটি অংশ সরকারের নামে অছিয়ত করে গেলে সরকার তা পেতে পারে।[৭৬০] অতএব বিষয়টি সম্পূর্ণ বান্দার হক বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তক করেছেন যেন আল্লাহর এ বিধান লঙ্ঘন না হয়।

আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।[৭৬১] তাই প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আলাহ তা'য়ালার ইবাদাত বন্দেগি করা। যেখানে যে অবস্থায় আল্লাহর যে আদেশ নিষেধ রয়েছে প্রত্যেকটি আদেশের বাস্তবায়ন করা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত বা বন্দেগি।

আল্লাহ রাসূলকে (স.) শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি বলুন! উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কে সয়ং আল্লাহ তোমাদের ফায়সালা দিচ্ছেন । এ বিধানটি সয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। এর ব্যতিক্রম ঘটানো কারো দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দিকে যদি লক্ষ করি তবে দেখা যাবে যে, এ বিধানটি যথাযথ ভাবে মানা হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইগণ বোনদেরকে বঞ্চিত করছে। কোথাও বড় ভাই ছোট ভাইকে বঞ্চিত করে, কোথাও মা সন্তানকে বঞ্চিত করে, কোথাও সন্তান মাকে বঞ্চিত করে।

আবার কখনো কখনো ভাইদের প্রতি দুর্বলতার সুযোগে ভাইয়েরা বোনদের থেকে ছলে বলে কৌশলে বোনদের সম্পদ লিখিয়ে নেয়। আবার কখনো দেখা যায় যে, ভাইয়েরা বলে বাড়ী থেকে তোমাদেরকে (বোনদের) দেয়া হবেনা, তোমরা বাড়ীর বাহির থেকে নাও । বোনেরা ভাইদের থেকে সম্পদ ভাগ করার জন্য বছরের পর বছর ঘুরতে থাকে কোন কাজ হয় না। আবার বিভিন্ন এলাকার কোন কোন মাতাব্বর প্রধানগণও এ সুযোগে ভাইবোন উভয় দিক থেকে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। আবার কোন কোন এলাকায় এ কুপ্রথাও প্রচলিত আছে যে, কনেগণ যদি তাঁর বাবার বাড়ীর সম্পদ গ্রহণ করে তবে স্বামীর সংসারে উন্নতি হয় না। স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না । নানাহ কু সংস্কার। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা সয়ং যে সম্পদের হিসেব কষিয়ে দিয়েছেন সেখানে সংসারের উন্নতি অনুন্নতি, স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল থাকা, না থাকার কি আছে ? স্বাস্থ্য ভাল রাখা আর না রাখার একমাত্র মালিকতো আল্লাহ। যে আল্লাহ পাক সংসারের উন্নতির মালিক, স্বাস্থ্য ভাল রাখার মালিক সে আল্লাহইতো বন্টন করে দিলেন, সেখানে সংসারের অবনতি ও স্বাস্থ্য খারাপের তো প্রশ্নই আসে না বরং আল্লাহর বিধান না মানলে অকল্যাণের গ্রান্টি রয়েছে। যারা এ সমস্ত কু সংস্কারের কথা বলে মেয়েদেরকে ঠকাতে চায়, অন্ধকারে রাখতে চায়, তাঁদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত ? কারণ আল্লাহ পাক কাউকে ছাড়বেন না। অন্যায় ভাবে বোনদের বা অপরের সম্পদ নিজের সংরক্ষনে রাখা হারাম, আর হারামের মাধ্যমে যে অর্জন আসে তাও হারাম, এ হারাম গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান ভাল হবে এটা কিন্তু আশা করা যায় না।

তাই আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানানুযায়ী জীবনের প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দেয়া তবেই রহমত ও বরকতের আশা করা যায়, নেক সন্তান আশা করা যায়। বিশেষ করে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর বিধান শতভাগ অনুসরণ করা যায় তবেই সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি আশা করা যায়। কারণ সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।

[৭৬০] গবেষক

[৭৬১] আল-কুরআন ৫১ঃ৫৬ ।

Islam is the complite code of life. তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জীবনের এমন কোন অবস্থা নেই যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা নেই। জীবনের যেখানে যে অবস্থার জন্য ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে সেখানে সে অবস্থায় সে নীতি বাস্তবায়নের নাম ইবাদত। তাই উত্তরাধিকারের বিধানানুযায়ী সম্পদ বন্টন করাও ইবাদত কোন সন্দেহ নেই। উত্তরাধিকারে রয়েছে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ব্যক্তির মৃত্যুর দ্বারা উত্তরাধিকারের সূচনা হয়।

তাই উত্তরাধিকার আইন শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেন,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوه ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

অর্থ : তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং উহা মানুষকে শিক্ষা দাও, কেননা এলমে ফারায়েজ হচ্ছে এলমে শরিয়তের অর্ধেক।[৭৬২] মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়ার জ্ঞানকে এলমে ফারায়েজ বলে। ফারায়েজ বা মিরাস বন্টন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই জ্ঞান লাভ করা উচিত। কারণ এতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। ফারায়েজের জ্ঞান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধায় এর সীমারেখাও সীমিত।

উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গটি আসে ব্যক্তির ইন্তেকালের পরে। তাই মানুষ ইন্তেকালের সময় সকল ওয়ারিশগণ সমান জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হবে তা কিন্তু নয়। কেউ একেবারে ছোট, আবার কেউ মায়ের গর্ভেও থাকে। সর্বাবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞাত বিধায় উত্তরাধিকার বিধানটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে করে দিয়েছেন। যারা এ বিধান হুবুহু মানবে আল্লাহ তাঁদের জন্য জান্নাত আরা যারা ছলে বলে কৌশলে এ বিধান লঙ্ঘন করে তাঁদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন।

তাই এর নিরাময় হতে পারে অজ্ঞতা দুরীকরণ, সংস্কার সাধন, শরিয়া আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

আইন বিজ্ঞানীদের মতে হিন্দু আইন হচ্ছে হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন। হিন্দু ধর্ম কখন কোথা হতে এসেছে, তার বয়স কত কেউ কোন তথ্য দিতে পারে না। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হল, বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। সামগ্রীকভাবে হিন্দু আইন বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি নিয়ম চালু রয়েছে।

ক. দায়ভাগ পদ্ধতি : দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেনির লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে যথা:

০১. সপিণ্ড, ০২. সকুল্য ও ০৩. সমানোদক

খ. মিতাক্ষরা পদ্ধতি : মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে তিন শ্রেনির লোক উত্তরাধিকার হয়ে থাকে যথা :

০১. গোত্রজ, ০২.সমানোদক ও ০৩. বন্ধু

---

[৭৬২] আবু আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ আলকুযাইবীন, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাকতাবায়ে আবুল মায়াতি, সৌদি আরব: তা,বি. ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৩

হিন্দু ধর্ম বা ধর্মীয় বিধান ঐশ্বরিক কোন ধর্ম নয়। যার কারণে যুগে যুগে বহুবার এর পরিবর্তন সংযোজন ও বিয়োজন হতে দেখা গেছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে যা মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় যা যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধদের জন্য পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে ১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন দ্বারা শাসিত। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত। মোদ্দাকথা হল : ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মও ঐশ্বরিক কোন ধর্ম নয় বিধায় সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আইন পরিবর্তন করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকার কারণে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধগণ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দায়ভাগ পদ্ধতি অনুসরন করে থাকে। তাই বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকারে যে সকল অসঙ্গতি রয়েছে তাও সংশোধন যোগ্য।

অপরদিকে বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত খ্রিস্টান। খ্রিস্টানগণ দুই শ্রেনিতে বিভক্ত যথা ঃ ক. ক্যাথলিক ও খ. প্রটেস্ট্যান্ট।

বাংলাদেশে মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিস্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (ACT ৩৯ TO ১৯২৫) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারা সমুহ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থানে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। উপরোক্ত ধারা গুলোর মাধ্যমে খ্রিস্টানদের যে উত্তরাধিকার আইন নির্ধারণ করা হয়েছে তা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ বিধায় তা সংশোধন করা যেতে পারে। কারণ খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন তাঁদের ধর্মের কোন অংশ না। অতএব পরিবর্তন যোগ্য।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান আইনে উত্তরাধিকারের গুরুত্ত্ব রয়েছে। এবং এ আইন মেনে চলা প্রত্যেক ধর্মেরই নির্দেশনা রয়েছে বিধায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অপরদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনেও গুরুত্ব সহকারে উত্তরাধিকারের বিধান করা হয়েছে। এর অমান্য কারীদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানধর্ম এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারের যে গুরুত্ব রয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়। এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও অজ্ঞতা, অবহেলা, সামাজিক কুসংস্কার ও সবলদের বৈরী মনোভাবের কারণে সমাজের দুর্বল, অসায় ও নারী জাতি হচ্ছে অধিকার থেকে বঞ্চিত , হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন, কনেরা পাচ্ছেনা তাঁদের উত্তরাধিকার। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানধর্ম ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে বিষয়টি গুরুত্ব পূর্ণ বিধায় কুরআন, হাদিস, ইসলামি চিন্তাবিদের গবেষণা, বাইবেল, ইঞ্জিল, বেদসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ ও সরকারী আইন ও বাস্তবতার আলোকে উত্তরাধিকার আইন যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যাপারে নিম্নে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করছি :

উত্তরাধিকার বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ

০১. ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করে উত্তরাধিকারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার সঠিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে উত্তরাধিকারের বাস্তব প্রতিফলন সম্ভব।

০২. মুসলিম অদ্যুসিত বাংলাদেশের জনসাধারণকে উত্তরাধিকারের সার্বিক বিধি-বিধান অবহিত করণ।

০৩. ইসলামের ফরজ গুলোর একটি বিশেষ ফরজ হিসেবে উত্তরাধিকার আইনকে বিবেচনার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করণ।

০৪. বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে উত্তরাধিকারের গুরুত্ব ও প্রকৃতি যথাযথ ভাবে অনুধাবনের সহায়তা প্রদান।

০৫. ইসলামের দাবী অনুযায়ী প্রত্যেকের উত্তরাধিকারের প্রকৃত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

০৬. ইসলামের সু মহান আদর্শ উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যাবতীয় কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করে প্রত্যেককে তাঁদের প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করণ।

০৭. অসহায় ও সম্ভলহীনদেরকে তাঁদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করে যথাযথ উত্তরাধিকারের অধিকার আদায়ে সচেতন করে সহায় ও বিত্তবানদেরকে উত্তরাধিকার প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করণ।

০৮. উত্তরাধিকার আদায়ের প্রথা চালু করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করণ।

০৯. উত্তরাধিকার যে বান্দার হক ফরজ ইবাদত যা অনাদায়ের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না সে সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করণ।

১০. বাংলাদেশে অধিক প্রচারিত ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম অদ্যুসিত বাংলাদেশের জনসাধারণকে উত্তরাধিকারের সার্বিক বিধি বিধান অবহিত করণ। বর্তমান বাংলাদেশে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও আরো প্রায় ১০/১২টি বেসরকারী টিভি চ্যানেল রয়েছে। এসকল চ্যানেলের মাধ্যমে যদি নিয়মিত ভাবে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ধর্মীয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে গুরুত্ব রয়েছে তা প্রচার করা হয় তবে তা সহজে জনগণের কাছে পৌছে যাবে। এতে করে সর্বস্তরের জনগণ তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব আদায়ে সচেষ্ট হবে। কারণ মিডিয়া সকলের জন্য আশির্বাদ, অভিশাপ নয় তাই এ আশির্বাদকে কাজে লাগিয়ে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে সবাইকে উপকৃত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে চ্যানেলের মালিকদেরকেও উত্তরাধিকার বাস্তবায়নের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে উত্তরাধিকারের গুরুত্ব এবং আদায় না করার ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে প্রবন্ধ বা লেখা প্রচার করলে প্রভুত কল্যান সাধনের সম্ভবনা রয়েছে।

১১. বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণকে বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তাই বাংলাদেশের জনগণকে উত্তরাধিকার সম্পর্কে অধিক পরিমাণে সচেতন করে জনগণের উত্তরাধিকারে প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান দান করার মাধ্যমেই সম্ভব উত্তরাধিকার বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে জ্ঞান দান বাধ্যতা মূলক করা আবশ্যক। কারণ সেখানে যারা শিক্ষা নিতে আসে প্রায় সকলেই এ উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত।

১২. মাননীয় সরকার বাহাদুর যেহেতু শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নারী সমাজকে এগিয়ে আনার জন্য নারীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সেহেতু সর্বস্থরের জনগণের অধিকার ও পুরুষের আখিরাতের মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার বিষয়টি পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে সকলকে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে সঠিক জ্ঞান দানের মাধ্যমে উত্তরাধিকারের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব।

১৩. বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ। প্রত্যেকটি মসজিদ থেকেই প্রতি জুম'য়ার দিন খুৎবা দেয়া হয়। আর এ খুৎবার জন্য মসজিদে বিশেষজ্ঞ আলেম নিয়োগ দেয়া হয়। আর খতিবদের সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জগগণকে সঠিক ধারণা দেয়া। কোন খতিব যদি জুমু'য়ার খুৎবায় ইসলামের দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা ব্যতীত অন্যকোন আলোচনা বা ইতিহাস, গল্পগুজব করে হাসি কাঁন্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তিনি এ খুৎবার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর যদি খুৎবার মাধ্যমে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় তবে এর সাওয়াবও তিনি পাবেন। তাই মসজিদের ইমাম, খতিবদের মাধ্যমে জুমু'য়ার আলোচনায় ইসলামের ফরজ গুলোর একটি বিশেষ ফরজ হিসেবে উত্তরাধিকারকে বিবেচনার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উদ্বোদ্ব করণের মাধ্যমে উত্তরাধিকারের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব।

১৪. বিভিন্ন সময়ে সভা, সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জনগণকে উত্তরাধিকার সম্পর্কে উৎসাহিত করে জমি আত্মসাৎ নিরোৎসাহিত করণ। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়ে থাকে পাশাপাশি যদি উত্তরাধিকারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা যায় তবে মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

১৫. বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে উত্তরাধিকারের গুরুত্ব ও প্রকৃতি যথাযথ ভাবে অনুধাবনের সহায়তা প্রদান। এ ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, সাইনবোর্ড, বিলবোড, দেয়ালিকা লেখনির দ্বারা জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বোদ্ব করণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ উত্তরাধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব।

১৬. ইসলামের দাবী অনুযায়ী উত্তরাধিকারের যথাযথ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকারের সকল সদস্যদেরকে উদ্বোদ্ব করণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের অধীনে ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন মেম্বার ও ৩ জন মহিলা মেম্বার রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই জনপ্রতিনিধি। এ জনপ্রতিনিধিদেরকে সচেতন করার মাধ্যমে উত্তরাধিকারের প্রকৃত বাস্তবায়ন সম্ভব। কারণ তাঁদের কোন না কোন একজন এলাকার প্রায় সকল উত্তরাধিকার বন্টনেই উপস্থিত থাকেন। আর তাঁরা যদি সচেতনার সাথে উত্তরাধিকারের বিষয়টি জনগণকে উৎসাহিত

করেন তবে জনগণ পাবে তাঁর অধিকার, সকলেই পরিচিত হবে আল্লাহর বিধানের সাথে, হবে দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতে মুক্তি।

১৭. হিন্দু ধর্মে কন্যা পিতার উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত বিধায় যৌতুকের আবির্ভাব ঘটে। তাই সর্বস্তরের জনগনকে যৌতুকের ব্যাপারে নিরোৎসাহিত করণের পাশাপাশি পিতার উত্তরাধিকার প্রদানের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করা। ইসলামের বিধান হচ্ছে নারী-পুরুষ প্রত্যেককে উত্তরাধিকারে ন্যায্য অধিকার প্রদান করা। পিতার সম্পদে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে নারীরও তেমন অধিকার রয়েছে। তাই দেনমোহর ব্যতীত বিবাহের সময় কোন পক্ষই অপর পক্ষকে কোন কিছু দেয়ার বিধান ইসলামে নেই। পিতার ইন্তেকালের পর নারীতো তাঁর বাবার উত্তরাধিকার থাকছেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মে পিতার সম্পদে নারীর কোন অধিকার নেই বিধায় বিবাহের সময় কনেকে পিতার পক্ষ থেকে যৌতুক দেয়ার প্রথা চালু করেছে। এ যৌতুক মূলত নারীর অধিকারের পথে বাঁধা। ইসলাম যেহেতু পিতার সম্পদে কন্যাকে অধিকার দিয়েছে সেহেতু বিবাহের সময় যৌতুক দেয়াটা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে নারীকে দেনমোহর দিতে হবে। তাই জনগণকে এ ব্যাপারটি বুঝাতে হবে যে, দেনমোহর, উত্তরাধিকার সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ পক্ষান্তরে যৌতুক হারাম বিষয়টি সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করণ।

১৮. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যৌতুকের অভিশাপ থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করে নারীর প্রকৃত অধিকার দেনমোহর ও উত্তরাধিকার বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে হবে।

১৯. নারী সমাজকে উত্তরাধিকারে তাঁদের যথাযথ অধিকারকে অবহিত করণের মাধ্যমে সুচতুর উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত কারীদের হাত থেকে নারী ও ইয়াতিমদেরকে মুক্ত করে যৌতুক সংশ্লিষ্ট তালাক ও নারী নির্যাতন রোধ কল্পে উত্তরাধিকার ও দেনমোহরের ব্যাপারে অভিভাবকদেরকে যথাযথ জ্ঞানদান। একজন অভিভাবক যদি বিয়ের সময় দেনমোহর সম্পর্কে পাকা কথা বলে তখন যৌতুক প্রসঙ্গে আলাপ করতে অপরপক্ষ সাহস পাবে না। কারণ দেনমোহরের আলোচনা বৈধ ব্যাপার আর যৌতুকের আলোচনা অবৈধ ব্যাপার। তাই বৈধ আলোচনার কাছে অবৈধ আলোচনা টিকতে পারেনা। যারা দেনমোহর ও উত্তরাধিকারে সহ-অংশিদারদেরকে তাঁদের হক যথাযথ আদায় করার নিয়ত করে আল্লাহ পাক তাঁদের কাজে বরকত দান করেন, স্বাস্থ্য সুস্থ রাখেন, অনেক দিক থেকে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করেন।

২০. উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বান্দার হক ফরজ ইবাদাত। আল্লাহর হক, আল্লাহ ইচ্ছে করলে মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক আল্লাহ মাফ করবেন না। বান্দার কাছ থেকেই মাফ নিতে হবে। কেউ যদি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে ৯ জিলহজ্ব তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয় তবে আল্লাহ তাঁর জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হক উত্তরাধিকারের সম্পদ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তা আদায় করতেই হবে। তাই উত্তরাধিকার বান্দার হক ফরজ ইবাদত তা জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

২১. উত্তরাধিকারের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল বলেন " কোন ব্যক্তি যদি ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (স.) আনুগত্য করে আর উত্তরাধিকার বন্টনের সময় যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (স.) বিধান অনুসরণ না করে তবে

সে জাহান্নামী, অপর দিকে কোন ব্যক্তি যদি ষাট বছর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করেনি কিন্তু উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পূর্ণ অনুসরণ করেছে তবে সে জান্নাতী।” অতএব বুঝাগেল উত্তরাধিকার বন্টনের মাধ্যমেও জান্নাত জাহান্নাম নির্ধারিত হতে পারে।

২২. ইসলামের বিধান উত্তরাধিকারের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েরই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির বিষয়টি সকলকে অবহিত করার জন্য অজ্ঞতা দুরীকরণ, সংস্কার সাধন, শরিয়া আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব।

২৩. উত্তরাধিকার এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেক ধর্মের প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানা প্রয়োজন। কারণ কোন না কোন দিক থেকে কম বেশী সকলেই উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। তাই উত্তরাধিকারের বিধান সকলকে অবহিত করণের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করা একান্ত প্রয়োজন।

২৪. সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, “***ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার***”। অর্থ্যাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দেনমোহর, উত্তরাধিকারের বিধান এ সবই ইসলাম ধর্মের ইবাদাত। পুজা, পিণ্ডদান, স্নান, কীর্তন এ সবই হিন্দু ধর্মের আরাধনা। এমনি ভাবে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্য রয়েছে তাঁদের নির্ধারিত বন্দেগী। যদি উপরোক্ত বচনটিকে সঠিক ধরে নেয়া হয় তবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঃ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের উত্তরাধিকারে বিধানে যা আছে তাই থাকবে কোন নাস্তিক বা মুরতাদদের সন্তুষ্টি করার জন্য এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না।

২৫. পিতা-মাতা হচ্ছেন, সন্তানের মূল। তাই সর্বাবস্থায় পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়া হওয়া চাই। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে সন্তান সন্ততি থাকাবস্থায় পিতা-মাতা বঞ্চিত। তাই হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে সর্বাবস্থায় পিতা-মাতাকে উত্তরাধিকার করা প্রয়োজন তা পরিমাণে কম হোক বা বেশী হোক।

২৬. ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী পিতার অবর্তমানে দাদাকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার করা উচিত। উপরোক্ত তিন ধর্মে কোন প্রকার উত্তরাধিকার না থাকলে কেবল দাদাকে উত্তরাধিকার করা হয়েছে। দাদা যেহেতু পিতার পিতা তাই পিতার অবর্তমানে দাদাকে সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকার করা উচিত।

২৭. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে বৈপিত্রেয় ভাইকে অর্ন্তভুক্ত করা উচিত তা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন, যা ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে করা হয়েছে।

২৮. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিধান অনুযায়ী স্বামী সর্বাবস্থায় সমস্ত সম্পদের মালিক হবেন। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও ভাই বোনদের কোন মূল্যায়ন হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে স্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্য না দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে একটি সুসম বন্টনের ব্যবস্থা করা দরকার।

২৯. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিধান মোতাবিক স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর জীবন স্বত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন অধিকার নেই। আইনগত কিছু বাধ্যবাধকতা ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর সম্পদ বিক্রয় করতে পারবেন না। যে স্ত্রী স্বামীর জীবন সঙ্গীনী সে স্ত্রী কেবলমাত্র সম্পদ জীবন স্বত্ত্বে লাভ করবে এটা অমানবিক। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে স্ত্রীর অংশ নিরঙ্কুশ হওয়া দরকার।

৩০. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিধান মোতাবিক পুত্র থাকাবস্থায় কন্যাগণ বঞ্চিত হবেন। পুত্র না থাকলে শুধুমাত্র কুমারী কন্যা পাবে। কুমারী কন্যা না থাকলে পুত্রবতী কন্যা পাবে। পুত্রহীনা ও বন্ধা কন্যা সর্বদা বঞ্চিত হবেন। বাস্তবে পুত্র যেমন সন্তান কন্যাও তেমন সন্তান তাই সর্বাবস্থায়ই কন্যাকে উত্তরাধিকারী করা উচিত। পুত্রহীনা ও বন্ধা হওয়া, না হওয়া এটাতো তাঁদের হাতে নিয়ন্ত্রিত না। তাই সর্বাবস্থায় কন্যাকে উত্তরাধিকার করা উচিত।

৩১. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিধান অনুযায়ী সহদোরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন , বৈপিত্রেয়া বোন সর্বাবস্থায়ই বঞ্চিত হয়ে থাকে। উপরোক্ত তিন প্রকারের বোনই যেহেতু কোন না কোন দিক থেকে পিতা অথবা মায়ের সন্তান সেহেতু স্থান কাল পাত্র ভেদে তাঁদেরকে উত্তরাধিকার করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহ (স.) এর প্রতি দুরুদ ও সালাম পেশ করছি। উত্তরাধিকার মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং যথাযথ বাস্তবায়নে জান্নাতের ঘোষণা ও অনাদায়ে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। অপরদিকে

মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) উত্তরাধিকার প্রতিপালন তথা যার যা প্রাপ্য তাঁকে তা প্রদান করতে আদেশ করেছেন, বলেছেন- যারা এ আদেশ পালন করবে না তাঁরা আমার উম্মত না। এ আদেশ লঙ্ঘনকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। বিষয়টি ইসলামি শরিয়ত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিষয়টি নিয়ে আমার এ গবেষণা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের অনুসারীদের দিকে তাকালে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, যে ধর্মে যাকে যতটুকু অংশিদার করা হয়েছে তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বড় ভাই, ছোট ভাইকে ঠকাচ্ছে, কোথাও ভাই বোনকে ঠকাচ্ছে। কোথাও মা ইয়াতিম সন্তানদের ঠকাচ্ছে, কোথাও বিধবা বঞ্চিত হচ্ছে, কোথাও মা বঞ্চিত হচ্ছে। কোথাও কন্যা বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা প্রায় উপরোক্ত চার ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে বিষয়টি যেহেতু মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ও ইসলামধর্মে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত তাই মুসলিম সমাজকে উত্তরাধিকারের যথাযথ বাস্তবায়নের তাকিদ দেয়া হয়েছে এ গবেষণাতে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে যেহেতু উত্তরাধিকার বিষয়টি ধর্মীয় কোন আরাধনার অর্ন্তভুক্ত নয় সেহেতু তাঁদেরকে মানবাধিকারের প্রতি লক্ষ রেখে বিধবা, কন্যা, কুমারীকন্যা, পুত্রবতী কন্যা, বন্ধা কন্যা, অন্ধকন্যাসহ সকলকে উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রদানের পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, পুত্র –কন্যা সকলকে উত্তরাধিকারে সমান অংশ প্রদান করা হয়েছে যা আদৌ সুসমবন্টন বা ন্যার্য্য অধিকার সম্পন্ন বন্টন নয় বিধায় বিষয়টি যথাযথ বন্টনের সুপারিশ করা হয়েছে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পিতা, মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কন্যা, পুত্র কখনো উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়না। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ আইনে পুত্র থাকাবস্থায় পিতা-মাতা, স্ত্রী, কন্যাকে বঞ্চিত হতে দেখা যায়। যা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধ আইনে পিতা-মাতা, কন্যাকে সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকার প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ আইনে বিধবা যদি অন্যত্র বিবাহ করে তবে প্রথম স্বামী উত্তরাধিকার তথা জীবন স্বত্ত হতে বঞ্চিত হয়। তাই বিধবা তাঁর চরিত্র সংরক্ষণের জন্য যদি বিবাহ করে তবে তাঁর মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারে তাঁর স্বত্ত বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে মোটামোটি সর্বাবস্থায় ভাই, সহদোরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন, বৈপিত্রেয়া বোনকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাই তাঁদেরকে উত্তরাধিকারে অংশিদার করার সুপারিশ করা হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকারে কন্যা অংশিদার নয় বিধায় যৌতুকের আভির্ভাব ঘটে। এ যৌতুক নামক অভিশাপটিকে সমাজ থেকে দুরিভূত করার জন্য উত্তরাধিকারে কন্যাদেরকে নির্ধারিত অংশিদার করার কথা বলা হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণকে আল্লাহ প্রদত্ত উত্তরাধিকার অনুযায়ী অধিকার টুকু পৌঁছে দেয়ার জন্য মিরাস বন্টনের সার্বিক নীতি আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। আ'উল, রদ্দ, তাসহিহ ও তাওয়াফুকসহ সার্বিক বিধিবিধান আলোচনা করা হয়েছে স্পষ্টভাবে। পাশাপাশি মুরতাদ, হিজরা, নিরুদ্দেশব্যক্তি, গর্ভস্থিত

সন্তান, কয়েদিসহ সার্বিক বিষয়ের উত্তরাধিকার আলোচনা করা হয়েছে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের উত্তরাধিকারের আলোকে। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মেরউত্তরাধিকার আইন সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে অত্র গবেষণায়।

এ গুরুত্বপূর্ণ ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে নানাহ সমাস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া সীমাবদ্ধতা তো আছেই। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের তথ্য ও উপাত্ত পেতে বেশ কিছু বেগ পেতে হয়েছে।

এরপরও গবেষণা সুসম্পন্ন করা যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা আল্লাহ তা'য়ালার একান্তই মেহেরবানি।

এ গবেষণার মাধ্যমে যদি মুসলিম অদ্যুষিত বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হয় তবেই আমার এ শ্রম স্বার্থক হবে। স্ত্রী, কন্যা, মা, ইয়াতিম পাবে তাঁর অধিকার। মুসলিম নর-নারী পাবে দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতে মুক্তি।

আল্লাহ তা'য়ালা আমার এ গবেষণাকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন আমিন! সুম্মা আমিন!!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন

আবু মুহাম্মদ মাউফাকুদ্দীন অব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ ইবনে কুদামা — *আলমুগনী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি,

আবু মুহাম্মদ মাউফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন কুদামাহ মুকাদ্দিসী — *উমদাতুল ফিকহি*, মাউকাউল মদিনা আররাক্বমিয়া, মাকতাবায়ে আসরিয়্যা, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৪২৫

আবু বকর ইবনে আলী — *আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা,বি

আবু বকর জাবের আল জাযায়িরী — *মিনহাজুল মুসলিম*, দারুসসালাম, রিয়াদ সৌদিআরবঃ ১৯৯৭

আবু বকর বিন আবি শাইবা — *মুসান্নাফ ইবনে আবিশাইবা*, মাউকাউ জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

আবু বকর বিন আরাবী জাসসাস — *আহকামুল কুরআন*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

আবু বকর বিন মাসউদ বিন আহমাদ আল কাসানি আলাউদ্দীন — *বাদায়ি উসসানায়ি ফি তারতিবিশ শরায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৪১১

আবু বকর মুহাম্মদ বিন জা’ফার বিন মুহাম্মদ খারাইতি — *মাকারিমুল আখলাক*, মাউকাউল জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন ইদরিস আবু হাতেম — *তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম*, মাকতাবায়ে মসজিদে নববী, মদিনা সৌদিআরবঃ

আবু বকর বিন মাসউদ বিন আহমদ আলকাসানি আলাউদ্দিন — *বাদায়িউসসানায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনি — *উমদাতুল কারি শরহে সহিহুল বুখারি*, মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ২০০৬

আবুবকর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন মুনযির নিসাপুরী *কিতাবু তাইসিরিল কুরআন*, দারুলমাছার আলমদিনা, সৌদিআরব: ১৪২৩

আবুবকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মা বিন মুগিরা আন নিসাপুরী *সহিহ ইবনে খুযায়মা*, মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, কুয়েত: ১৯৯৬

আবুল হোসাইন আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আল বাগদাদী *সুনানে দারি কুতনি*, মাউকায়ে ওয়ারাতুল আওকাফ আলমিসরিয়্যা, মিশর: তা.বি

আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ *সহিহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

আব্দুল আযিয বিন নাসের বিন সউদ *আযযাওযু ওয়াযযাওযাতু মালাহুমা অমাআলাইহিমা*, মাকতাবায়ে নারজিস আল-ইসলামিয়া, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০৫

আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ জাযিরি *আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ* , দারুল আফাক আল-আরাবিয়া, মদিনানসর কাহারাহ: ২০০৬

আব্দুর রহমান হান্নান *বিষয়ভিত্তিক কোরআন ও হাদিস*, জনতা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা: মে ২০০২

আব্দুল খালেক *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪

আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন হাজার আল-আসকালানী *বুলুগুল মারাম*, দারুসসালাম, রিয়াদ, সৌদিআরব: ১৯৯৭

আবুল ফযল আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আসকালানি *আদদিরায়া ফি তাখরীজিল আহাদিছিল হিদায়া*, দারুল মারেফা, বৈরুত, কুয়েত: তা.বি

আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইব্রাহীম বিন ইরাকি *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবি *বিদায়াতুল মুজতাহেদ ও নিহায়াতুল মুকতাছেদ*, মাতবায়ায়ে মুস্তফা আলবানী, মিশর: ১৯৭৫

আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি *সুনানে কুবরা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

আলী আকবর প্রামাণিক	*হিন্দু আইন*, সুরভী বুক হাউজ, ঢাকা:২০১০
আলিমুজ্জামান চৌধুরী	*ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০১১
আল্লামা আব্দুস সামাদ রাহমানী	*নারী মুক্তি কোন পথে*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০০
আল্লামা সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ রশিদ(র.)	*আল কাশিফা ফি হল্লেস সিরাজিয়া*, আল–খায়ের প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৮
আলতাফ হোসেন (অধ্যক্ষ)	*ইকুইটি, ট্রাস্ট ও হিন্দু আইন*, প্রভাতী প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৬
আলতাফ হোসেন (অধ্যক্ষ)	*হিন্দু আইন*, সিটি ল'বুকস, ঢাকা: ২০১০
আলতাফ হোসেন (অধ্যক্ষ)	*জুরিস্প্রুডেন্স*, জলি ল'বুক সেন্টার, ঢাকা: ২০০৭
আহমাদ রাবী জাবের আল রুহাইলী	*গালাউল মুহুর ওয়াল ইহতিসাব আলাইহি*, মাকতাবায়ে উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৬
ইবনু আবেদীন মুহাম্মদ আমীন বিন উমর	*দুরুল মুখতার*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা: তা.বি
ইমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর ইবনে কাছির	*তাফসিরু ইবনি কাছির*, দারুসসালাম, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০৪
ইমাম গাযযালি	*এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, মদিনা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা: জুলাই ২০০৫
ইঞ্জিল শরিফ (বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ)	*দি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা;১৯৯২*
এস. এম হুমাউন কবীর মিলন	ইসলামি পারিবারিক আইন, খিলগাও, তিলপাপাড়া, ঢাকা:২০০৬
এস. এ হাসান	*পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালা*, বাংলাদেশ ল বুক কোম্পানী, বাংলাবাজার,ঢাকা: ২০০২
এ.টি.এম কামরুল ইসলাম	*মুসলমানী আইন*, খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০৩
এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান	*ফারায়েজ আইন*, মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা:২০১০
এডভোকেট পল ডি, কস্তা	*দৈনন্দিন জীবনে আইন সহায়িকা, হেভেন ও হোলি প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৮*

এডভোকেট পল ডি, কস্তা	*দৈনন্দিন জীবনে আইন সহায়িকা, হেভেন ও হোলি প্রকাশনী, ঢাকা: ২০১১*
কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম	*ফাতুহুল কাদির*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি
কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	*তাফসিরে মাজহারি*, হামিদাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ভুইঁগড়, নারায়নগঞ্জ:১৯৯৮
কিতাবুল মুকাদ্দাস (তাওরাত, জাবুর, নবীদের কিতাব ও ইঞ্জিল শরিফের সমন্বয়)	*বিবিএস প্রকাশনি, ঢাকা বাংলাদেশ:২০০৬*
গাজী শামছুর রহমান	*ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট ২০০৭
জালাল উদ্দীন আলমাহাল্লি	*তাফসিরুল জালালাইন*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি
জাবের বিন মুসা বিন আব্দুল কাদেও আলজাযায়িরি	*আইসারুততাফসির*, মাইকাউত তাফসির, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি
জাসেম বিন মুহাম্মদ বিন মুহালহাল আল ইয়াসিন	*আযযিওয়াজ*, দারুদদাওয়াহ, কুয়েত:১৯৯০
জেমস হিলটন	*আইন সহায়িকা, শ্যালোম ফাউন্ডেশন, ঢাকা:২০১১*
জোয়ান তার্পিন	*খ্রীষ্টমন্ডলীর ইতিহাসে নারী*, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা: ১৯৯৫
জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া	*গৌতম বুদ্ধ*, শিখা দেওয়ান, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ: ২০০৮
ড. আমিনূল ইসলাম	*মূল্যবোধ ও মানবতা*, উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা: মে ২০০৫
ড. আব্দুল আযিয বিন মুহাম্মদ	*উবুদিয়্যাতিশশাহওয়াত*, দারুলঅতান লিননাশর, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০১
ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আসতুরকি	*তাফসিরুল মুয়াসসার*, মাউকাউল মাজমা মালিক ফাহাদ, ওয়ারাতুশ শুয়ুন আল ইসলামিয়া ওয়াল আওকাফ ওয়াদদা'ওয়া ওয়াল ইরশাদ, মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি
ড. মুহাম্মদ এনামুল হক	*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী ,ঢাকা:* ২০০৯
ডঃ মুসতাফা আসসিবায়ী	*ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, বাংলাদেশ

ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন, ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৪

তৌহিদুর রহমান (সম্পাদিত) — *ফতোয়া বিবাহ তালাক*, আর.আই.এস পাবলিকেশন্স, কোনাবাড়ী, গাজীপুরঃ ২০০১

নঈম সিদ্দিকী — *নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম*, শতাব্দী প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকাঃ ২০০৭

নাসিমা আখতার হোসেন — *দক্ষিন এশিয়ায় নারী ও সুশাসন*, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকাঃ ২০০৫

নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবি — *আনওয়ারুততানযীল অআসরারুততাভীল আল বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) — *বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা:২০০০*

ব্যারিস্টার ইসতিয়াক হোসেন ও শাহনাজ পারভীন — *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ধানঁসিড়িল বুক সেন্টার, ঢাকাঃ ২০০৭

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী — *বেহেস্তি জেওর*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকাঃ ২০০৬

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম — *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খাইরুন প্রকাশনী, মধুবাগ, নয়াটোলা,ঢাকাঃ ২০০০

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ — *মৌলিক মানবাধিকার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৪

মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী — *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ তা.বি

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফি — *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, আর.আই.এস পাবলিকেশন্স, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকাঃ ১৯৯৫

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নূ'মানি — *মায়ারেফুল হাদিস (সপ্তমখন্ড)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:২০০৩

মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম — *মহর*, আলবালাগ কো অপারেটিভ পাবলিকেশন, আরামবাগ, মতিঝিল,ঢাকা ১৪২৮

মালেক ইবনে আনাস বিন মালেক বিন আমের ইমাম মালেক — *আলমুয়াত্তা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশশাওকানি — *নাইলূল আওতার*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইউব বিন সাদ ইবনে কাইউম আলযুযী — *যাদুল মা'য়াদ ফি হাদয়ী খাইরিল ইবাদ*, মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, বইরুত, কুয়েতঃ ১৯৮৬

মোহাম্মদ মজিবর রহমান — *বৈবাহক আইন পরিচিতি* কামরুল বুক হাউস, ঢাকা চট্রগ্রামঃ ২০০২

মুফতি মুহাম্মদ শফী — *তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন*, খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহাদ কর্তৃক প্রকাশিত, সৌদিআরবঃ ১৪১৩

মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ — *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা:২০০৩

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি — *সহিহুল বুখারি*, নাসেরানে কুরআন মজিদ ও ইসলামি কুতুব, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারতঃ ১৯৮৫

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি — *সহিহুল মুসনাদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি — *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি সাহল শামসুল আয়িম্মা সারখাসী — *আল মাবসুত*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৯৯৯

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আমীর — *সুবুলুস সালাম*, মাকতাবায়ে মোস্তফা আলবানি, মনিদা, সৌদিআরবঃ ১৯৬০

মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি আহমদ সামারকান্দি — *তুহফাতুল ফুকাহা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন মায়াজ — *সহিহ ইবনে হিব্বান*, মাউকায়ে ইউসুফ, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি

মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযিদ আবু জাফর আততাবারী — *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন আততাবারি* , মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাজমাউ মালিক ফাহাদ মাসহাফুশশরীফ, মদিনা, সৌদিআরবঃ ২০০০

মুহাম্মদ রশীদ বিন আলী রেজা — *তাফসীরুল কুরআনিল হাকিম*, আলহাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আলআম্মাহলিল কুতুব, মিশরঃ ১৯৯০

মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম — *তাফসীরে নুরুল কোরআন*, আলবালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০১১

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী — *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর,আই,এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা:১৯৯৫*

মানুবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — *মনুসংহিতা*, সদেশ, কলকাতা, ভারত:১৪১২ বাং

মোঃ আলতাফ হোসেন — *হিন্দু আইন*, সিটি ল'বুক্স, ঢাকা:২০১০

বাসুদেব গাঙ্গুলী — *ফারায়েজ আইন*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ঢাকা: ২০০৮

ভয়েশ রায় — *সনাতন হিন্দুধর্ম কি এবং কেন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০৮

যাইনুদ্দীন বিন ইব্রাহীম বিন নাজিম আল মিসরী — *আল বাহরুররায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৯৯৩

রাজশেখর বসু অনূদিত — *মহাভারত (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত)*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা: ২০১১

শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারী — *ইসলামে নারীর অধিকার*, আলহুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ: ২০০৭

শায়েখ আব্দুর রাহমান বিন নাসের আসসা'দী — *তাইসিরিল কারিমির রাহমান*, মাকতাবায়ে রুশদ, রিয়াদ, সৌদিআরবঃ ২০০৯

শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই — *নারী–অধিকার, মাহবুব প্রকাশনী, ঢাকা:২০০০*

শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী — *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, আনন্দ প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৯

শিবপ্রসন্ন লাহড়ী — *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ২০০৯*

সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী — *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরবঃতা.বি

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মাগরীনানী — (অনুবাদ- মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ) *আল হিদায়া*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০০

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী — *আল হিদায়া*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ

ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মাগরীনানী	তা.বি
শায়খ বুরহানুশ শরীয়াহ মাহমুদ	*আনওয়ারুদ দিরায়া শরহে বেকায়া*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ ১৯৯৯
শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশশায়খ	*আলমাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাজী ওয়াল হাজির*, আলমাকতাবায়ে আসরিয়া, সাইদা, বৈরুত, কুয়েতঃ ২০০৩
শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	*যৌতুক একটি অপরাধ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ ২০০৭
শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্যের	*স্মৃতিচিন্তামণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ভারতঃ ২০০৯
সতেন্দ্র নাথ ঠাকুর	*বৌদ্ধধর্ম*, অর্পিতা প্রকাশনী, ঢাকাঃ ২০১২
সুদর্শন বড়ুয়া	*ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রকাশিকা–শ্রীমতী প্রভাবতী বড়ু য়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশঃ ২০০৭
সুদর্শন বড়ুয়া	*প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক*, (দ্বিতীয়খন্ড) প্রকাশিকা– শ্রীমতী প্রভাবতী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশঃ ২০০৩
সাইয়্যেদ সাবেক	*ফিকহুসসুন্নাহ*, মাউকায়ে ইউসুফ ও মাকতাবায়ে মসজিদে নববী আশশরীফ, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৪১৮
সাফিয়া খাতুন	*নারীর অধিকার ও অন্যান্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা: ১৯৯৯
স্বামী বেদানন্দ	*হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা*, স্বামী বেদানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ:১৪০৫ বাং
স্বামী নির্বেদানন্দ	*হিন্দু ধর্ম, রামকৃষ্ণমিশন, কলকাতা, ভারত:২০১১*
সা’দী আবু জায়েব	*আলকামুসুল ফিকহী*, ইদারাতুল কুরআন অউলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্থানঃ তা.বি
সম্পাদনা পরিষদ	*বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসয়ালা মাসায়িল*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ ২০০৫
সিগমা হুদা (সংকলনমূলক গ্রন্থ)	*নারী ও আইন*, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকাঃ ১৯৯৯

হাফেজ সালাউদ্দীন ইউসুফ	*তাফসীরে আহসানুল বয়ান*,দারুসসালাম, রিয়াদ সৌদিআরব : ১৯৯৮
হাফেজ সালাউদ্দীন ইউসুফ	*রিয়াজুসসালেহীন*, দারুসসালাম, রিয়াদ, সৌদিআরব:১৯৯৭
Ayub Ali,Dr. A.k.M.	*History of the Traditional Islamic Education in Bengal* (Dhaka; Islamic Foundation Bangladesh, 1983)
Abdul Karim	*Dr. Mohammadan Education in Bengal, withen in 1900* for Ulamma and Education Conference.
Fazlur Rahman	*M.The Bengali Muslims and English Education* (Dhaka; Bangla Academy, 1973)
Muin-Ud-din Ahmad Khan	*Dr.History of the Faraidi Movement* (Dhaka;_ Islamic foundation Bangladesh, 1984)
Rafiuddin Ahmed	*The Bengal Muslim (Delhi; Oxfort University press*, 1981).
Sayed Mohammad	*History of English Education of India* (Aligarh; M.A.O. College, 1895)
Shoba-E-Tamir-O-Taranqi darul uloom Nodwatul	*luckno*, India, March-1990
Sufi	*G.M.D. Ai-Minhaj* (Lahore; Ashraf printing press, 1981)
Sayed Azizul Haque	History and problem of Muslim Education in Bengal
Sekandar Ali Ibrahimy	*Dr.Report on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal, Voliom;*3(Dhaka;IFB, 1985).
Sekander Ali ibrahimy	*Dr. reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal Volium 5*, (Dhaka, IFB, 1986)
Sekander Ali Ibrahimy	*Dr. Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bangladesh ,*Volium 5 (Dhaka IFB,1987)
Revenue consultation	Dt. 27-10-1812

Adward Adam	*Second report on the state of Education in Bengali* (Rajshahi), kalkata, 1836.
Nawab Abdul Latif's Report on Hoogly Madrasasah, 1861	
Enamul Haque	*Nowab Bahadur Abdul Latif* ,His Writings And Related documents, (Dhaka Somudra Prokashani) 1968.
English National Education by H. Hol. 1914-15	Education Commission Report 1882
Journal of Asiatic Society of Bengal Calcantta,	Journal of Asiatic Society of Bengal Calcantta, 1904
Moazammel Hoque	*Principal sufi orders in India.*
Nawab Abdul Latif's report on Hoogly Madrasah, 1861	
Minute by Warren Hestings dated the 17th April, 1881	
Major Basu	Education in India Under E I Company
N.N Law Promotion of Learning in India	
A furguson	Architecture of Bijapur
Report Adham	Journal or the Asiatic Society of Bengal, 1904
Report of the proceedings of the second	provincial Educational conference (held at pash gaon, Laksham on the 21st and 22nd April 1905)
The journal of Moslem Institute,	vol I.N.4 April-June, 1906.
Proceedings the first provincial	Mohomedan Educational conference of Eastern Bengal and Assam.1906
Report of Moslem Education Advisory committee 1934	Report of the Muslim Education Advisory Committee ,1946
Report of the Madrasah Syllabus Committee	(Syed Muazzam uddin Hossain Committee). 1946-47
Report of sub-committee of the Advisory	committee for Madrasah Education, East Bengal, 1956
Report of the Educational Reforms commission East Pakistan ,1957 (Ataur Rahman khan	Report of the Educational Reforms commission East Pakistan ,1957 (Ataur Rahman khan

commission) | commission)

Report of the commission on National Education 1959 (S.M.Sharif commission Report). | Report of the commission on National Education 1959 (S.M.Sharif commission Report).

Proceedings of the Meeting of East Pakistan Madrasah Education Board ,Memo no 7233-66(24) Aug-Sep.1962 | Proceedings of the Meeting of East Pakistan Madrasah Education Board ,Memo no 7233-66(24) Aug-Sep.1962

Proceedings of the meeting of the East Pakistan Madrasah Education Board, Dhaka .Held on Sunday 15th July, 1962 | Proceedings of the meeting of the East Pakistan Madrasah Education Board, Dhaka .Held on Sunday 15th July, 1962

Report of the commission on students problems and Welfare ,1966 .government of Pakistan Press Karachi ,1966 | Report of the Sub-Committee of the Advisory committee for Madrasah Education, East Bengal, 1966

Report of the proposals for a new Education policy July ,1969 | Report of the Bangladesh Shikhkha commission 1974

Bangladesh District Gazetteer, Rajshahi, 1976 | The Bangladesh Gazette, Extra ordinary Thursday,March ,21 .1978.

অভিধান

আবু তাহের মেসবাহ — *আল–মানার*, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার,ঢাকা: ১৯৯০

আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী — *মিসবাহুল লুগাত*, থানভী লাইব্রেরী, বাংলাবাজা, ঢাকা:২০০৩

ড. ইব্রাহীম মাদকুর — *আলমুজামুল অছিত*, কুতুবখানায়ে হোসাইনিয়া, দেওবন্দ, ভারত:১৯৯৬

মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী — *আলমুজামুল মাফাহরিস লিআলফাযিল কুরআন*, ইন্তেশারাতে ইসলাম, তেহরান, ইরান: ১৩৭৪

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান — আল-কাউসার, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০৪

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারী — *আরবী –বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর

১৯৯৩

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস — *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০০৪

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক প্রথম আলো, ৫.৫.২০০৪
দৈনিক ইনকিলাব, ১৬.০৬.১৯৯৮
দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৭.০১.২০০৫
সাপ্তাহিক আড়াইহাজার, বর্ষ ২য়, সংখ্যা ২২, প্রকাশ ২৬.০৩.২০০৭